গান্ধী গভর্ণমেণ্ট পত্রালাপ

(১৯৪২—১৯৪৫)

090
GAN D

713.D

নবজীবন ট্রাষ্ট, আহ্‌মেদাবাদ-এর অনুমতিক্রমে
ইংরাজী দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে
বাংলায় অনুবাদ করেছেন ঃ

নরেন্দ্র দে

দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

— সাড়ে তিন টাকা মাত্র —

Published by S. K. Sen, 15, College Square, Calcutta and Printed
by C. C. Sen at P. B. Press, 32-E Lansdowne Road, Calcutta.

বাংলা সংস্করণের প্রকাশকের বক্তব্য

দ্বিতীয় মহাসমরের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষ এক বৃহত্তর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। জাপানের নূতন সাম্রাজ্যলিপ্সা ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতি ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিতে থাকে। ক্ষীয়মান সাম্রাজ্যবাদের স্থবির বার্ধক্য ভারতীয় জনসাধারণকে স্বাধীন জাতি হিসাবে জাপানী জংগীবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রদানে বাধা দেয়। ভারতবর্ষের এই সংকটকালে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। সেই দিনই মধ্যরাত্রে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারান্তরাল হইতে গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলিয়া দিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট বহু পত্র লিখেন। গভর্ণমেণ্ট ও গান্ধীজীর মধ্যে পত্রের মধ্যস্থতায় বাদানুবাদই **"গান্ধী গভর্ণমেণ্ট পত্রালাপ"** নামে খ্যাত ও আহ্‌মেদাবাদের নবজীবন পাব্লিশিং হাউস উহা মূল ইংরাজী ভাষাতেই ১৯৪৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

নবজীবন পাব্লিশিং হাউসের সত্বাধিকারী নবজীবন ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীবনজী দয়াভাই দেশাই কিছুকাল পূর্বে আমাদিগকে উহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা তাঁর সহৃদয়তা উপলব্ধি করিতেছি। বহুপূর্বেই বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সত্বেও সাম্প্রতিক গোলযোগ ও অন্যান্য কয়েকটী কারণে সক্ষম হই নাই। বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নূতন অধ্যায় রচিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, যে-পরিস্থিতি গান্ধীজীর অগ্নিগর্ভ লেখনীকে পত্রাবলীর লিখনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, উত্তরকালের ভারতীয় জনসাধারণ তাহা স্মরণ করিবেন।

সূচী

পূর্বকথা	গান্ধীজী	/০
পরিচিতি	পিয়ারীলাল দেশাই	৶০
মুখবন্ধ-পত্র	গান্ধীজী	১।০

পত্রাবলীর ক্রমিক সংখ্যা পৃষ্ঠা

—এক—

১—১৬		বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ	১—১৬

—দুই—

১৭—২১	[ক]	আগষ্ট আন্দোলন সংক্রান্ত পত্রালাপ	১৭—২৬
২২—৩৮	[খ]	লর্ড লিনলিথগোর সহিত পত্রালাপ	২৬—৫৭

—তিন—

৩৯—৪৮		উপবাসকালীন পত্রালাপ	৫৮—৬৯

—চার—

উপবাস পরবর্তী পত্রালাপ

৪৯—৫০	[ক]	গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে পিয়ারীলালের পত্র	৭০—৭৭
৫১—৫৩	[খ]	স্যর রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের বক্তৃতা সম্পর্কে পত্রালাপ	৭৮—৯৮
৫৪—৬১	[গ]	কায়েদ-ই-আজমের নিকট পত্র ও এই সম্পর্কে পত্রালাপ	৯৯—১০৪
৬২—৭০	[ঘ]	লর্ড স্যামুয়েলকে লিখিত পত্র ও এতৎসম্পর্কে পত্রালাপ	২০৫—১২৩

পত্রাবলীর ক্রমিক সংখ্যা		পৃষ্ঠা

—পাঁচ—

৭১—৭৫	কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ-পত্র সম্পর্কিত পত্রালাপ	১২৩
৭৬	"১৯৪২—১৯৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক পুস্তিকার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর পরিশিষ্টসহ জবাব	১২৩—৩০১
	পরিশিষ্ট ১ [ব্রিটিশ প্রস্থান]	২১২—২৫০
	ঐ ২ [জাপ-সমর্থক নই]	২৫০—২৬৬
	ঐ ৩ [কংগ্রেস ক্ষমতার জন্ত লালায়িত নয়]	২৬৬—২৭১
	ঐ ৪ [অহিংসা সম্পর্কে]	২৭১—২৮৬
	ঐ ৫ [পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উক্তি হইতে উদ্ধৃতি]	২৮৬—২৯৩
	ঐ ৬ [মওলানা আবুল কালাম আজাদের উক্তি হইতে উদ্ধৃতি]	২৯৩—২৯৮
	ঐ ৭ [সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি]	২৯৮—৩০০
	ঐ ৮ [ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তি হইতে উদ্ধৃতি]	৩৯০—৩০১
	ঐ ৯ [১৭ পৃষ্ঠায় ১৭ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য]	৩০১
৭৭—৮২	অভিযোগপত্রের প্রত্যুত্তর সংক্রান্ত পত্রালাপ	৩০১—৩১০
৮৩—১০৬	শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ	৩১০—[illegible]

সূচী

পত্রাবলীর ক্রমিক সংখ্যা — পৃষ্ঠা

—সাত—

১০৭—১১১ উড়িষ্যা সম্পর্কে শ্রীমতী মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পত্রালাপ ৩৪৪—৩৫৬

—আট—

১১২—১১৬ মহামান্য বড় লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত পত্রালাপ ৩৫৭—৩৭৫

—নয়—

বিবিধ

১১৭—১১৮ [ক] লবণ উপধারার সংশোধন সম্পর্কে ৩৭৬—৩৭৭
১১৯—১২০ [খ] স্থানান্তরকরণ সম্পর্কে ৩৭৭—৩৭৯
১২১ [গ] পীড়ার সময় সাক্ষাৎকারাদি ৩৭৯
১২২—১২৬ [ঘ] সমাধিস্থান দখল সম্পর্কে ৩৮০—৩৮৪

সংযোজনী

—এক—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এর প্রস্তাব ৩৮৫—৩৯০

—দুই—

ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই জুলাই ১৯৪২এর প্রস্তাবাবলী ৩৯১—৩৯৭

—তিন—

খসড়া প্রস্তাব, এলাহাবাদ ২৭-৪-৪২ ৩৯৮—৪০১

—চার—

খসড়া নির্দেশাবলী, সেবাগ্রাম ২৮-৬-৪২ ৪০১—৪০২

পূর্বকথা

আমি পরিচিতি ও মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ব্যস্ত-বাগীশ পাঠকের পক্ষে পরিচিতিটি উত্তম হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থখানি ব্যস্ত-বাগীশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় নাই। উহা চিন্তাশীল কর্মীদের জন্য রচিত হইয়াছে, যাঁরা স্বদেশের রাজনীতি এবং বিশ্বের ঘটনাবলীকেও প্রভাবিত করিতে পারেন। তাঁদের নিকট আমার উপদেশ তাঁরা যেন মূলগ্রন্থটি পাঠ করেন। পরিচিতিটি পরিচয়-পত্র হিসাবে এবং স্মৃতির পক্ষে সহায়করূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমি চাই পাঠকবৃন্দ আমার কথাগুলি পাঠ করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। বহু প্রাচীন সত্য ও অহিংসা-সাক্ষীরূপে আমি যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহাই লিখিয়াছি। কিছু গোপন করি নাই, এবং বিনা অলংকারেই লিখিয়া গিয়াছি।

বন্দীদশা ও পীড়োপশমকাল হইতে অকস্মাৎ যথাসময়ের পূর্বে মুক্তিলাভের পরে আমি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের ও আমার কারাদণ্ডের পরবর্তীকালীন দুই বৎসরের ঘটনাবলী অধ্যয়ন করিয়াছি। আমার আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমতগুলি সংশোধন করিবার মত কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মুক্তির পরই প্রথমে জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারি। আর পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমি যাহা বলিয়া গিয়াছি তার ঠিক সমর্থনই দেখিতে পাই। সমগ্র ভারত এক বিরাট কারাগারই বটে। আর বড়লাট তাঁর অধীনস্থ বহুসংখ্যক কারারক্ষী ও প্রহরীদের লইয়া এই কারাগারের দায়িত্বজ্ঞানহীন অধ্যক্ষ। কিন্তু ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীই শুধু একমাত্র বন্দী নয়। পৃথিবীর অপরাপর অংশেও অজ্ঞাত কারাধ্যক্ষাধীন অনুরূপ বন্দীর দল বিরাজমান।

সাধারণত কারারক্ষী তার বন্দীর মত নিজেও বন্দীর সামিল হয়। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। আমার ধারণায় সে আরো নিকৃষ্ট। বিচারের দিন আসিলে অর্থাৎ এমন কোনো বিচারক থাকিলে, আমাদের স্বল্পকালীন অস্তিত্বের অপেক্ষাও

যাঁর অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হইলেও অনেক বেশী সত্য, সেদিন কারারক্ষীর বিরুদ্ধে ও বন্দীদের অনুকূলে রায় প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে জ্ঞাতসারে সত্য ও অহিংসাকে মুক্তির একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই উপায়ে লব্ধ মুক্তি সমগ্র বিশ্বেরও মুক্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে—আমাকর্তৃক অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া অভিহিত কারারক্ষীরাও এই মুক্তি হইতে বাদ পড়িবে না। ফ্যাসিবাদী, নাৎসি বা জাপানীদের উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। তারা গত হওয়ার সামিল।

যুদ্ধ বর্তমান বৎসরে কিংবা পরবর্তী বৎসরে শেষ হইবে। মিত্রশক্তি জয়লাভ করিবেন। ভারত ও অনুরূপ দেশগুলির সহায়তায় জয়লাভ সম্ভব হওয়ার পরও এই দেশগুলি মিত্রশক্তির পদানত হইয়া থাকিলে দুঃখ এই যে জয়লাভ তথাকথিত-রূপই হইবে। ঐ বিজয় তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে আরো ভয়াবহ এক যুদ্ধের ভূমিকা হইয়া দাঁড়াইবে, যদি আরো ভয়াবহ হওয়া সম্ভব হয়।

আমি জানি আমার পক্ষে অহিংস ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের এক পৃষ্ঠে যদি সত্য ও অপর পৃষ্ঠে অহিংসা অংকিত থাকে তবে তার নিজস্ব এক অনিরূপণেয় মূল্য আছে—তাহা স্বয়ংপ্রকাশ। সত্য ও অহিংসার প্রতিটী অধ্যায়ে নম্রতার প্রকাশ। যাদের নামে ও যাদের জন্য শোষণকার্য চলে, সত্যকার সাহায্য তাদের সাহায্য অপেক্ষা অনেক কম হইলেও এবং যে কোনো স্থান হইতে আসিলেও উহা তার (সত্য ও অহিংসার) নিকট ঘৃণ্য নয়। ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তিবৃন্দ সাহায্য করিলে উত্তম। তাহা হইলে মুক্তি আরো শীঘ্র আসিবে। তাদের সাহায্য না পাইলেও মুক্তি সুনিশ্চিত। শুধু হয়তো [illegible]াদের যন্ত্রণা আরো বৃহত্তর হইবে, সময়ও দীর্ঘতর হইবে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য বিশেষত উহা সত্য ও অহিংসার সাহায্যে অর্জনের কালে যন্ত্রণা ও সময় কিছুই নয়!

সেবাগ্রাম,
৭-৬-১৯৪৫

এম. কে. গান্ধী

পরিচিতি

গতবৎসরের মে মাসে মুক্তিলাভের পর রোগোপশম উদ্দেশ্যে জুহুতে অবস্থানের সময় গান্ধীজী তাঁর বন্দীদশায় গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপের কয়েকখানি নির্দিষ্ট সংখ্যক নকল বন্ধুদিগের মধ্যে ঘরোয়াভাবে প্রচারের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত ছিল, "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত পুস্তিকার বিরুদ্ধে তাঁর প্রত্যুত্তরটী স্বতন্ত্র খণ্ডে (২য় খণ্ড) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং অবশিষ্ট পত্রালাপ ১ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাইক্লোষ্টাইল-যন্ত্রে মুদ্রিত প্রায় ২০০টী নকল এইভাবে বিতরিত হইয়াছিল, এবং উহার সহিত একটী মুখবন্ধীয় পত্রও আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেটী বর্তমান খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হইলেও এবং সংবাদপত্রাদিতে কোনো নকল প্রেরিত না হওয়া সত্ত্বেও দুঃসাহসী সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলি উহার কথা জানিতে পারিয়া কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত টানা-হেঁচড়ার পর পত্রালাপের কিয়দংশ সংবাদপত্রে প্রকাশ করে। বোম্বাইয়ের একটী সাহসী দৈনিক এর সমগ্র অংশই দুই কিস্তিতে প্রকাশ করিয়াছিল। সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত দুই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক পত্রগুলিকে গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব প্রকাশনা হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং উহার সহিত একটী জোরালো অভিপ্রায়পূর্ণ ও ভ্রান্তধারণা-উৎপাদক 'চুম্বক' জুড়িয়া দিয়াছিলেন; ঐগুলি তাঁরা সংবাদপত্রে, বিশেষ করিয়া বিদেশী সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিলেন। এর অব্যবহিত পরেই আমরা একটী নির্দিষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করি। তার পর হইতেই পূর্ণ সংস্করণের জন্য জনসাধারণের চাহিদা বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ উক্ত চাহিদার পরিণতি।

১

পত্রাবলী নয়টী অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের মধ্যে বিবিধ ধরণের ১ হইতে ১৬ সংখ্যক পত্র রহিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কংগ্রেসীদের ব্যাপক গ্রেপ্তারের

অনতিপরে ১৯৪২ এর আগষ্টের গোড়ার দিককার সময়ের কর্তৃপক্ষের সুর ও মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সিরিজের প্রথম পত্রটী গান্ধীজী আগা খাঁর প্রাসাদে উপনীত হইবার পরের দিনই বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে সত্যাগ্রহীদলকে বোম্বাই হইতে পুণায় স্থানান্তরিতকরণের সময় পথিমধ্যে একজন সহ-সত্যাগ্রহী বন্দীর সহিত দুর্ব্যবহারের ঘটনা, তাঁর সহিত সর্দারজী ও তাঁর কন্যাকে রাখা ও সংবাদপত্র সরবরাহের অনুরোধের উল্লেখ আছে। অপর যে বিষয়গুলি লইয়া লেখা হইয়াছিল তাহা এইগুলি: অনুমোদনীয় পত্রাবলীর ধরণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের নিকট গান্ধীজী যে শোকজ্ঞাপক বার্তা পাঠাইয়াছিলেন তাহা বিলি করণে তিন সপ্তাহেরও অধিক বিলম্ব। গভর্ণমেণ্টের জবাবগুলি বিশেষ ধরণের, ২, ৫ ও ৯ সংখ্যক পত্রে উহা পাওয়া যাইবে।

১২ সংখ্যক পত্রে একটী বিশেষ স্বীকৃতি মনোযোগ আকর্ষণ করে: আহ্‌মেদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নবজীবন প্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি নাকী তাঁর নিকট প্রেরিত আদেশগুলির ভ্রান্ত অর্থ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য "১৯৩৩ সাল হইতে হরিজনের সবগুলি ফাইলই কার্যত নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল।"

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে চিমুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে অধ্যাপক ভানশালী যখন অনশন করিতেছিলেন, সেই সময় গান্ধীজী বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকটে অধ্যাপকের সহিত সোজাসুজি টেলিফোন-সংযোগ রাখার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নীতির দিক দিয়া অধ্যাপকের অনশন অযৌক্তিক হইলে তিনি উহা হইতে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। কিন্তু অনুমতি প্রত্যাখ্যাত হয়। (১২ হইতে ১৬ সংখ্যক পত্র)।

২

এই অংশে রহিয়াছে আগষ্টের গোলযোগ ও গান্ধীজীর ১৯৪৩ ফেব্রুয়ারীর উপবাস সম্পর্কে লর্ড লিনলিথগো ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ।

প্রথম পত্রটী হইল কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি ও ঐ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবলম্বিত পরবর্তী কার্যগুলির জবাব। গ্রেপ্তার হইবার পাঁচদিন পরে গান্ধীজীর লিখিত এই পত্রটীর বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় এই যে কংগ্রেস যে কোনো অবস্থাতেই হিংসানীতির বিবেচনা করিয়াছিল এই মর্মে উত্থাপিত অভিযোগটীকে অতি প্রবল ভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পরে ভারত গভর্ণমেণ্টকে তিনি যে পত্র (১৯ সংখ্যক পত্র) লেখেন, তাহাতে কংগ্রেসের অহিংস নীতি জোরের সহিত জানাইয়া দিয়াছিলেন। বড়লাটের নিকট পত্রে কংগ্রেস মিত্রশক্তির লক্ষ্যের সহিত ভারতবর্ষের লক্ষ্য এক করিতে এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্ট মুসলীম লীগ কর্তৃক গঠিত হইলেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপসংহারে ভারত গভর্ণমেণ্টের সমগ্র নীতির পুনর্বিবেচনার অনুনয় করা হইয়াছিল। এই প্রসংগে একটী উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে হিংসানীতি সমর্থনের অপরাধে অপরাধী করিয়া তদ্দারা নিজেদের দমন-নাতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলেও গান্ধীজীর উপবাসের ফলে বাধ্যতাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই সকল পত্রাবলী প্রকাশ করেন নাই, বা ঐগুলি সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাবলম্বন করেন নাই।

চারমাসেরও অধিককাল পরে, নববর্ষ-পূর্বদিবসে গান্ধীজী লর্ড লিনলিথগোর নিকট একখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া পত্রালাপের পুনর্স্চনা করেন। পত্রাবলীতে গান্ধীজী উল্লেখ করেন :

[১] গভর্ণমেণ্টের অতি দ্রুত কার্যের ফলেই সংকট পূর্বাহ্ণে আনীত হইয়াছিল, "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের অনুমোদনের ফলে নয়। তিনি তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মীমাংসার পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের কামনা করিতেছেন। বড়লাটের নিকট অন্তত তাঁর পত্র লেখা পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল, কারণ আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ না হইলে আইন অমান্য শুরু করা হইত না।

[২] ভারতবর্ষ যাহাতে মিত্রশক্তিবৃন্দের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কার্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তদনুকূল পরিস্থিতির সূচনা করাই "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল।

[৩] কংগ্রেস পূর্ব হইতেই কোনোরূপ "বিপজ্জনক" অথবা অন্য কিছুর তোড়জোড় করে নাই। একমাত্র গান্ধীজীকেই কংগ্রেসের নামে বিশেষ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আইন অমান্য শুরু করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা করিবার পূর্বেই, এমন কী কোনো নির্দেশ প্রচার করার পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

[৪] পূর্বেকার মত সুদৃঢ় অহিংসা-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য তিনি কঠোরভাবে সেন্সরীকৃত সংবাদপত্রের রিপোর্ট এবং গভর্ণমেণ্টের একতরফা বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া কথিত গণ-অহিংসাকার্যকে নিন্দা করিতে পারেন নাই, কারণ ঐ সব রিপোর্ট বা বিবৃতিগুলি অতীতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে।

লর্ড লিনলিথগোর পত্রানুযায়ী গভর্ণমেণ্টের যুক্তি ছিল :

(ক) গান্ধীজী তাঁর নীতি হিংসার পথে চালিত হইবে "জানিয়াও" "উহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন"; যে সব হিংসা কাজ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্‌তারের বহু পূর্বে চিন্তিত এক পরিকল্পনার অংশ এ বিষয়ে "বহু প্রমাণ" ছিল; তাই 'ভারত ছাড়' নীতি গ্রহণের পরবর্তী পরিণামের দায়িত্ব কংগ্রেস, বিশেষ করিয়া গান্ধীজী অস্বীকার করিতে পারেন না।

(খ) গান্ধীজীর সহিত আলাপ-আলোচনার একমাত্র ভিত্তি হইতে পারে :

(১) তাঁর পক্ষে আটুই আগষ্টের প্রস্তাব এবং উহাতে প্রতিফলিত নীতি অস্বীকার এবং উহা হইতে বিচ্ছিন্নতা;

(২) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক প্রতিশ্রুতি।

উত্তরে গান্ধীজী জানাইয়াছিলেন যে, "ইংলণ্ডীয় বিচারবিধি-অনুগভাবে" প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিয়া তাঁর ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য।

নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের সম্মুখে আইনানুগ বিচার দাবীর অধিকার তাঁর থাকা সত্ত্বেও দাবী প্রশমিত করিতে তিনি রাজীও ছিলেন, কিন্তু অন্তত তাঁকে বড়লাটের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করিতে দেওয়া উচিত ছিল বা গভর্ণমেণ্টের মনোভাব জানেন ও সন্দেহ দূর করিতে পারেন এমন কাহাকেও গান্ধীজীর নিকট প্রেরণ করা উচিত ছিল, যাহাতে তিনি তাঁর ভুল বুঝিতে পারিলে সংশোধন করিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে পর্যাপ্তভাবে তিনি কংগ্রেসের তরফ হইতে কাজ করেন এমন ইচ্ছা করা হইলে পরামর্শ ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে তাঁকে রাখা উচিত ছিল।

কোনো অনুরোধই গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হন নাই এবং গান্ধীজী একুশদিন উপবাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁকে উপবাসের "উদ্দেশ্য ও স্থিতিকালের" জন্য মুক্তিদানের প্রস্তাব করিলেন।

গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে উপবাসটী মুক্ত ব্যক্তির উপবাস হিসাবে চিন্তিত হয় নাই। মিথ্যা ভানে মুক্ত হইবার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নাই। বন্দী অথবা অন্তরীণ হিসাবে উপবাস পালন করিতে পারিলেই তিনি খুশি থাকিবেন। গান্ধীজীর এই পত্রটী তখন গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁদের বিজ্ঞপ্তিতে গান্ধীজী যে কোনো উপায়ে মুক্তি লাভের জন্য উপবাস করিতে চান এই কথা বলিয়া তাঁর অবস্থাকে কদর্য করিয়া তোলা হয়।

লর্ড লিনলিথগোর নিকট শেষ পত্রে গান্ধীজী "যাকে একদিন বড়লাট তার বন্ধু বলিয়া ভাবিয়াছিলেন" তারই বেলায় অসত্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য যে অন্যায় হইয়াছে তাহা সেই বিদায়ী বড়লাটের বিবেকের নিকট উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে চরম আবেদন করিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিথগোর জবাবে স্পষ্টই দেখা গেল তিনি যতদূর সংশ্লিষ্ট তাহাতে গান্ধীজীর আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

৩

এই অংশে অন্তর্ভুক্ত দশটী পত্রে (৩৯-৪৮) গান্ধীজীকে উপবাসের সময়

কী ভাবে রাখা হইয়াছিল দেখা যাইবে। উপবাসের সময় বন্ধু ও স্বজনবর্গের নিকট হইতে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি ও নিজের নির্বাচনানুযায়ী নার্স ও চিকিৎসক লাভের সুবিধা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুর হইয়াছিল বটে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পরবর্তী ব্যবহারের মধ্যে অনুগ্রহ ও শুভেচ্ছার বিশেষ অভাব দেখা গিয়াছিল। এই সকল সুবিধা প্রদান সম্পর্কে পরিস্থিতি স্পস্ট জানিতে চাহিয়া গান্ধীজী বারংবার পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রদত্ত সুবিধাগুলির পূর্ণভাবে গ্রহণ রোধ করাই কতকগুলি হুকুমের উদ্দেশ্য মনে হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, উপবাসের সময় ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার কারণে তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সহিত প্রতিনিধির মারফৎ কথাবার্তা বলিতে চাহিলে অনুমতি দেওয়া হয় নাই (৪৩ সংখ্যক)।

৪

উপবাস শুরু হইবার অব্যবহিত পরেই এই পর্যায়ে গান্ধীজী যে চিঠিগুলি লেখান, তার প্রথমটাতে গভর্ণমেণ্টের সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগগুলির কয়েকটার জবাব রহিয়াছে।

গ্রেপ্তারের পূর্বে গান্ধীজীর নিজস্ব উক্তি হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া দেখানো হইয়াছে যে গান্ধীজীর রচনা ও বক্তৃতাবলীর মধ্যেকার ‘প্রকাশ্য বিদ্রোহ’, ‘সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত’, ‘শেষ সমাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধ’ ইত্যাদি কথাগুলি (যেগুলি সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তিতে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে) সম্পূর্ণ অহিংস প্রসংগে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আরো দেখানো হইয়াছিল যে, গভর্ণমেণ্ট ‘করেংগে ইয়া মরেংগে’ নামক যে কথাটার দ্বারা সংগ্রামকে হিংসাধর্মী প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা কার্যত অহিংসা-অবলম্বী প্রত্যেকটী সৈনিককে অন্যান্ত উপাদান হইতে পৃথক রাখিবার প্রতীক হিসাবে তাঁর দ্বারা অভিপ্রেত হইয়াছিল। ঐসব সৈনিকদের কর্তব্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন নয়তো সেই অহিংস প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ।

গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে নিন্দার্হ করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত চলিতে থাকে। ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখে পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিব ইতিপূর্বে উল্লিখিত অভিযোগগুলি

ও আরো অনেক কিছুর পুনরাবৃত্তি করিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহা ভ্রান্তি ও মিথ্যা বর্ণনায় পূর্ণ ছিল। উপবাসের পরে তাহা পাঠ করিয়া গান্ধীজী ১৫ই মে ১৯৪৩ তারিখে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তার জবাব দেন (৫১ সংখ্যক পত্র)। উহাতে স্বরাষ্ট্র সচিব যে সকল ভ্রান্তি ও মিথ্যা বর্ণনার প্রশ্রয় দিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দেন।

স্বরাষ্ট্র সচিব তাঁর অভিযোগগুলি সপ্রমাণ বা প্রত্যাহার কিছুই না করিয়া জবাব দেন যে তাঁদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে “মূলগত পার্থক্য” থাকায় গান্ধীজীর পত্রে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়গুলির আলোচনায় কোনো ফলই হইবে না!

গান্ধীজী বলেন, “মূলগত পার্থক্যের” জন্য “আবিষ্কৃত ভুলের স্বীকৃতি ও সংশোধনের” পক্ষে কোনো বাধা হইবে না; কিন্তু উহার কোনো জবাব দেওয়া হয় না।

এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে মিঃ জিন্না তাঁর নিকট গান্ধীজীকে পত্র লিখিবার আমন্ত্রণ জানান, উত্তরে গান্ধীজী ৪ঠা মে ১৯৪৩ তারিখে তাঁর নিকট পত্র লেখেন। উহাতে তাঁকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের পন্থা বাহির করার উদ্দেশ্যে আসিয়া আলোচনা কবিবার এবং তাহা সম্ভব না হইলে এই বিষয়ে চিঠি লিখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এই পত্রটী প্রেরণ করিতে অস্বীকার করিয়া গান্ধীজীকে একখানি সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তির নকল প্রদান করেন, উক্ত বিজ্ঞপ্তির মধ্যে পত্রটীর ভ্রান্তিজনক সারাংশ দিয়া গভর্ণমেণ্ট উহা প্রচার করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন।

এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া গান্ধীজী গভর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখেন। তিনি প্রস্তাব করেন (৫৮নং পত্র) সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তির মধ্যে অন্তত কয়েকটা অদলবদল করা হউক এবং এ বিষয়ে তাঁর ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে লিখিত পত্রাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হউক। গভর্ণমেণ্ট তাঁর কোনো অনুরোধই রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন না।

গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া লর্ড স্যামুয়েল লর্ড সভায় বক্তৃতা করেন, উপবাসের পরে হিন্দু কাগজে

তার রিপোর্ট পাঠ করিয়া গান্ধীজী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত অভিযোগগুলির সবিশেষ খণ্ডন করেন।

কারারুদ্ধ কংগ্রেসীদের পশ্চাতে যে সকল মিথ্যা প্রচার-কার্য চলিতেছিল, তাঁদের পক্ষে সেগুলির জবাব দিতে বা খণ্ডন করিতে না দেওয়ার উদ্দেশ্য-মূলক নীতি অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট উক্ত পত্র লর্ড স্যামুয়েলকে প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হন। গান্ধীজী প্রতিবাদে জানান যে বর্তমান ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তটী "আসামীদের পক্ষেও ক্ষতিকর মিথ্যা-উক্তি সংশোধনের যে সাধারণ অধিকার থাকে তার উপরও যেন নিষেধাজ্ঞার" সামিল। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদে কর্ণপাত করা হয় নাই।

জুন ও জুলাই মাসগুলিতে সংবাদপত্রে এই মর্মে গুজব প্রচারিত হইতে থাকে যে আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া গান্ধীজী গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। গান্ধীজী গভর্ণমেণ্টকে এই সকল গুজবের ভ্রান্তি নিরসন করিতে বলেন, কারণ তাঁর পক্ষে প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার অভিপ্রায় বা ক্ষমতা ছিল না। পূর্বের মত এই অনুরোধটীও ব্যর্থ হয়।

৫

গান্ধীজীর উপবাস শুরু হইবার পর ভারতগভর্ণমেণ্ট "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নাম দিয়া কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটী অভিযোগপত্র প্রকাশ করেন। জুলাই মাসের ১৫ তারিখে তিনি তার দীর্ঘ জবাব প্রেরণ করেন। অভিযোগপত্রে তাঁর রচনাবলীর সম্পূর্ণ প্রসংগ হইতে বিশেষ বিশেষ উদ্ধৃতি ছিন্ন করিয়া ভ্রান্তিকর পরিবেশের মধ্যে তাহা উপস্থাপিত করিয়া তার উপর কুটিলতাপূর্ণ ভাষ্য চাপানো হইয়াছিল। গান্ধীজীর জবাবে সঠিক প্রসংগে তাহা পুনঃস্থাপিত করিয়া সত্যকার ভাষ্য করা হইয়াছিল। পুস্তিকা-লেখক কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা উদ্ধৃতকরণ, বিকৃতকরণ, পরোক্ষভাবে ইংগিতপ্রদান, সত্য দমন ও অসত্য প্রকাশের কৌশল ব্যাখ্যা করিতে অনেকটা স্থান লাগিয়াছিল।

৩৪ প্যারাটিতে ভ্রান্ত উদ্ধৃতকরণের অনন্ত প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে।

এখানে গান্ধীজী কর্তৃক উক্ত বলিয়া অভিহিত "বিখ্যাত কথাগুলি" : "প্রস্তাবে প্রস্থান বা আলাপ আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই। আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ"—এগুলি "অংশত বিকৃত এবং অংশত অনুচিত প্রক্ষেপন" ; ওয়ার্ধা সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য রিপোর্টে এগুলি কোথাও পাওয়া যাইবে না। নির্ভুল বিবরণী সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ভাবে উদ্ধৃত করার পর সন্তুষ্ট না হইয়া অভিযোগকারক উহাব সহিত এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের অনির্ভরযোগ্য রিপোর্ট হইতে আরো দুটী কাল্পনিক বাক্য যোগ করিয়া দিয়াছেন, এবং এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টেও যে বাক্যগুলি নাই তার আগে ও পিছনে কোনোরূপ তাবকাচিহ্ন করেন নাই !

এই সকল অসম্মানজনক তথ্যপ্রকাশের পর গভর্ণমেণ্ট সম্মানজনক সংশোধনের পরিবর্তে গান্ধীজীর ভাষ্য অবিশ্বাস করিয়া এবং এমন কী তাঁর সরল বিশ্বাসকে কলুষিত করিয়াই উহা উডাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দুর্ভাগ্যবশত ১৫ই জুলাই ১৯৪২এর ষ্টেটসম্যানে (মফঃস্বল সংস্করণ) আলোচ্য ওয়ার্ধা সাক্ষাতকারের নিম্নোক্তরূপ অংশ ছিল :

> পবে, সেবাগ্রামে সাংবাদিকদের সহিত সাক্ষাতকাবকালে প্রস্তাবটী সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মিঃ গান্ধী বলেন :
>
> "প্রস্থানের প্রস্তাবে আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই ; হয় তারা ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করুক না হয় না কবক।"

এই বিবরণীটী এবং এ. পি. আই' পুরাপুরিভাবে গান্ধীজীর বিবৃতি বহন করিয়া গভর্ণমেণ্টের কথা খণ্ডন করিয়া দিতেছে। আরো লক্ষ্যনীয় যে "আরেকবার সুযোগ দিবারও প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ" কথাগুলি ষ্টেটসম্যানের রিপোর্টে প্রাপ্তব্য নহে।

গান্ধীজী ভারত হইতে ব্রিটিশ জাতির শারীরিকভাবে প্রস্থান কামনা করিয়াছিলেন—১২ হইতে ১৬ প্যারাগ্রাফের মধ্যে এই অভিযোগটী খণ্ডিত হইয়াছে। সাধারণ ইংরাজের পরিবর্তে তিনি ব্রিটিশ শক্তিরই প্রস্থান কামনা

করিয়াছিলেন। এমনকী তিনি জাপানের বিরুদ্ধে সমরকার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে ব্যবহার করার বিষয়েও সম্মত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে পরাজয়বাদ ও জাপ-সমর্থনের অভিযোগের জবাব দেওয়া হইয়াছে ১৮ হইতে ৪০ প্যারাগ্রাফের মধ্যে। "অক্ষ শক্তির যুদ্ধে জয়লাভে বিশ্বাসী" হওয়ার পরিবর্তে তিনি গৃহচূড়া হইতে বিপরীত বিশ্বাসটাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। (১৯, ২১, ২৫ প্যারা)। গভর্ণমেণ্টের পোড়া মাটির নীতির প্রতি তাঁর বিরোধিতার কারণ হইতেছে শিল্প-সম্পদের সম্পর্কে তাঁর একটা নোংরা বা জাপ-অনুকূল উদ্বেগ—এই বিবৃতির জবাব দেওয়া হইয়াছে ৩০ ও ৩১ প্যারাগ্রাফে। পরিশেষে দেখানো হইয়াছে যে "তিনি তাদের (জাপানীদের) দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন" বিবৃতিটী সমগ্রভাবে জ্ঞাত তথ্যের অনুরূপ এবং রামের বোঝা শ্যামের স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে! (২২ হইতে ৩২ প্যারা)।

তিনি অথবা কংগ্রেস সংঘর্ষের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বা উহা পূর্বেই আনয়ন করিয়াছিলেন, অথবা হিংসাকার্যে প্রশ্রয়ের ভাব সমর্থন করিয়াছিলেন বা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—৪৫ হইতে ৬৩ প্যারাগ্রাফে উক্ত অভিযোগগুলির বিশদ জবাব দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেস জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অহিংস শিক্ষাই দিয়াছে। অতীতে যখনই গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে, তখনই সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেগুলির সহিত বুঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং উপবাসের আশ্রয় লইয়াছিলেন (৫২ প্যারা)। তিনি এমনও বলিয়াছিলেন যে কংগ্রেসীরা যদি হিংসার তাণ্ডবে মত্ত থাকে তাহা হইলে তারা তাঁকে তাদের মধ্যে জীবিত দেখিতে পাইবে না (৬৬ নং পত্র)। কয়েকটী অবস্থায় কংগ্রেসীদের নিজেদের কাজ করিবার ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করিবার* পরামর্শটী এবং পরিকল্পিত সংগ্রাম সম্পর্কে

---

* গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত পুস্তিকায় আগষ্ট প্রস্তাবের এই অংশ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইলেও এখানে মন্তব্য করা যাইতে পারে যে উহার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক নাই। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন গান্ধী-আরউইন আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশংকা হইতেছিল

সামরিক ভাষার ব্যবহারটী অহিংসার সর্তের সহিত সংযুক্ত থাকার জন্য সমগ্রভাবে নির্দোষ এবং যুক্তিযুক্ত। (৪৮ ও ৪৯ পত্র)

অপনিন্দার সমর্থনের জন্য অভিযোগ-রচয়িতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ আকার সংক্রান্ত পূর্বাভাষগুলির মধ্যে ও গ্রেপ্তার-পরবর্তী কার্যস্থচি ও নির্দেশাবলীর মধ্যে অহিংসার উল্লেখগুলিকে "মূল্যহীন" বা নিছক "কথার কথা" বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ব্যাপারটী নীতি-অনুশাসনগুলি হইতে "না" বাদ দিয়া ঐগুলি চৌর্য, হননকার্য ইত্যাদির সমর্থনে উদ্ধৃত করার সামিল (৪৬ সংখ্যক প্যারা)। গান্ধীজী যে আদর্শের দ্বারা ও যে আদর্শের জন্য বাঁচিয়া আছেন তাহা হইতে তাঁকে

সে সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুরূপ একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনাবলীর দরুন উক্ত প্রস্তাবের প্রকাশ অনাবশ্যক বোধ হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে উহার বিবরণ দিয়াছেন ঃ

"এ পর্যন্ত, গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা থাকিলে প্রত্যেক কার্যকরী সভাপতির পক্ষে তাঁর পরবর্তীকে মনোনয়ন করা, এবং ওয়ার্কিং কমিটির শূন্য পদগুলি মনোনয়নের দ্বারা পূর্ণ করাই রীতি ছিল। প্রতিভূ ওয়ার্কিং কমিটিগুলির কোনো বিষয়ে কাজ করিবার অল্পই ক্ষমতা থাকিত, এবং তারা কদাচিৎ কাজ করিত। তারা কেবল কারাবরণ করিতে পারিত। অবশ্য ইহাতে একটা বিপদও ছিল যে প্রতিভূ মনোনয়নের এই ক্রমানুবর্তী রীতির জন্য কংগ্রেসের ভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত। এ বিষয়ে স্পষ্ট বিপদ ছিলই। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটি তাই স্থির করেন যে ভবিষ্যতে কার্যকরী সভাপতি বা প্রতিভূ সদস্য মনোনয়ন হইবে না। মূল কমিটির সদস্যগণ (বা কোনো সদস্য) জেলের বাহিরে থাকা পর্যন্ত তাঁরাই পুরা কমিটি হিসাবে কাজ করিয়া যাইবেন। তাঁদের সকলেই কারারুদ্ধ হইলে কমিটির কোনো কাজই থাকিবে না, কিন্তু আমরা তখন শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তার সহিত বলিয়াছিলাম, ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতা সেই সময় দেশের প্রতিটি নরনারীর নিকট বর্তাইবে, আমরা তাদের আপোষহীনভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার আহ্বান দিয়াছিলাম।"

(জওহরলাল নেহেরু—আত্মজীবনী—জন লেন দি বডলি হেড, জুন ১৯৪২ সংস্করণ, অধ্যায় ৩৪—দিল্লী-চুক্তি—পৃষ্ঠা ২৫৬)

বঞ্চিত করিয়া অভিযোগকারী তাঁকে সমস্ত অধিকারবস্তু হইতেই বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন।

"করেংগে ইয়া মরেংগে" বাক্যটীর ব্যবহার সম্পর্কে ইতিপূর্বেই ৪৯ ও ৫১ সংখ্যক পত্রে জবাব দেওয়া হইয়াছিল ; (গভর্ণমেণ্ট বিষয়টী তাঁদের ৭৯ সংখ্যক পত্রে পুনরায় তুলিয়াছিলেন)। অনুরূপভাবে, গান্ধীজী কোনোরূপ নির্দেশই প্রচার করেন নাই এই মর্মে তিনি যে ইতিপূর্বে জানাইয়াছিলেন তাঁর উপর আরোপিত বেনামা 'শেষ বাণী'ও উপরোক্ত মর্মে তাঁর অস্বীকারের মধ্যে পড়ে (৪৬ সংখ্যক প্যারা)। বস্তুত অভিযোগ-রচয়িতা গান্ধীজীর ৭ই ও ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর ইংগিতগুলি লইয়া সেগুলিকে উক্ত তথাকথিত শেষ বাণীরূপে সাজাইয়া এমনভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন যেন উহা গান্ধীজী বিড়লা-ভবনে প্রভাতে আগত কংগ্রেস কর্মীদের সমক্ষে বলিয়াছিলেন ও তাদের কয়েকজন উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিল !

অভিযোগপত্রের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে গোলযোগের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা তোলা হইয়াছে ; গান্ধীজী উহার কোনো জবাব দেন নাই, তাহা এই কারণে যে একতরফা বিবৃতি ও অপ্রমাণিত তথ্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি জবাব দিতে পারেন না। শ্রী কৃষ্ণ নায়ারের ব্যাপারেই এই সতর্কতা গ্রহণের কারণ স্পষ্ট হইবে ; প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তারের পরবর্তীকালের গোলযোগের বিষয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তার বিষয়টী অভিযোগপত্রে ঢোকানো হইয়াছে। হিংসাকার্যে সহযোগিতার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে নিম্নোক্ত বাদানুবাদ যথেষ্ট আলোকপাত করিবে :

> মিঃ কাইয়ুম কৃষ্ণ নায়ার সম্বন্ধে একটী প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেন, গভর্ণমেণ্টের 'কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুস্তিকায় কৃষ্ণ নায়ারের দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে বলিয়া যে বিবৃতি রহিয়াছে, লাহোর হাইকোর্ট কর্তৃক তার অভিযোগ-বিমুক্তির ফলে গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিবৃতির কীরূপ সংশোধন করিবার মনস্থ করিতেছেন ?

স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কিছু করিবার মনস্থ করিতেছেন না। মিঃ নায়ারের পক্ষেই আইনানুগভাবে যথা করণীয় করিবার পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে।

সর্দার সন্ত সিং জিজ্ঞাসা করেন স্বরাষ্ট্র সচিব পুস্তিকায় উল্লিখিত বিবৃতিটী প্রত্যাহার কবিতে প্রস্তুত আছেন কীনা ?

স্বরাষ্ট্র সচিব : আরেকটী স.স্করণের চাহিদা হইলে আমি সংশোধন করিব । (হাস্য)

মিঃ আবদুল কাইয়ুম : আয়কর গ্রন্থের বেলায় যেরূপ হয় সেইরূপ ভাবে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কী সংশোধন-পত্র প্রকাশ করিবেন ? (আরো হাস্য)।

(হিন্দুস্থান টাইমস, ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৪)

বর্তমানে শ্রী কৃষ্ণ নায়ার ভারত রক্ষা আইনে অন্তরীণ আছেন, ফলে দেখা যাইতেছে অভিযোগ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুক্তির বিষয়ে বিন্দুমাত্র কাজ হয় নাই।

গোলযোগের দায়িত্বের প্রশ্নটীর জবাব দেওয়া হইয়াছে ৬৭ হইতে ৭৩ প্যারার মধ্যে। যুক্তিগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হইল :

গভর্ণমেণ্ট '১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুস্তিকায় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে নয়ই তারিখে বোম্বাইতে বিচ্ছিন্ন 'গোলযোগ' ঘটিয়াছিল এবং নয়ই ও দশই তারিখে অন্যান্য বড় শহরগুলিতে বিচ্ছিন্ন 'গোলযোগ' ঘটে। উহা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়েই পরিস্থিতি বাস্তবিকই গুরুতর হইয়া উঠে। গভর্ণমেণ্টের পুস্তিকায় বর্ণিত ফলাফলগুলি গান্ধীজীর যুক্তিই সমর্থন করে যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নেতাদের সমগ্রভাবে গ্রেপ্তাররূপ প্রাথমিক কার্য এবং পরবর্তীকালে কঠোরভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনের ফলই জনসাধারণকে উন্মত্ততার সীমায় লইয়া গিয়াছিল। আত্মসংযম-বিচ্যুতির মধ্যে কংগ্রেসের কুমর্ম সাধনের প্রশ্ন উঠে না। উহাতে শুধু প্রমাণ হয় মানুষের সহনশক্তির সীমা আছে। কংগ্রেসের কথা বলিতে গেলে বলা যায় গান্ধীজীর ব্রিটিশ-প্রস্থানের প্রস্তাবের অনুক্রমে কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের কোনো বিশেষরূপ ভিত্তি রচে নাই। উহা শুরু করার একমাত্র ভার দেওয়া হইয়াছিল গান্ধীজীকে ; তিনি কোনো পন্থা অবলম্বন করেন নাই বা নির্দেশ প্রচার করেন নাই, যেহেতু তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনার কথা বিবেচনা

করিয়াছিলেন। ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এর রাত্রি পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ শুধুমাত্র প্রস্তাবাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেসেব দাবী অগ্রাহ্য হইলে ‘শাসনব্যবস্থা পংগু করার’ উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা দাবীটার অকৃত্রিমতা প্রমাণ করে। “যে শাসন-ব্যবস্থা কংগ্রেসীদের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি সমবায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক, তাহা পংগু করিবার প্রচেষ্টায় তারা মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত ছিল, এতদ্বারাই দাবীটার অকৃত্রিমতা নিশ্চিত হয়।” (৪৩ প্যারা)।

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গভর্ণমেণ্ট প্রতি পদক্ষেপেই ব্যর্থ করিয়াছে। এই ব্যর্থতা হইতে ‘ভারত ছাড়’ ধ্বনির জন্ম—উহার দ্বারাই স্বাধীনতা আন্দোলন পুষ্টকায় হইয়াছে। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশ্ব সংকটে স্বীয় কর্তব্য সাধনের যে অধীরতা বোধ করিতেছিলেন তাহা উপলব্ধি করার পরিবর্তে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের অবিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁদের কারারুদ্ধ করিয়া ও গঠনমূলক প্রচেষ্টায় বাধা দিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বয়ংই যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে বৃহত্তম বাধা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন।

তাই গান্ধীজী বলিয়াছেন তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্টকে তিনি জবাবটা প্রকাশ করিতেও বলেন।

উত্তরে ১৪ই অক্টোবর তারিখে গভর্ণমেণ্ট জানান যে পুস্তিকাটা জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, গান্ধীজীকে সংশয়বিমুক্ত করার জন্য নয়! তাঁর প্রত্যুত্তর প্রকাশের অনুরোধও অগ্রাহ্য হয় এবং এইভাবে প্রচ্ছন্ন ভীতিপ্রদর্শন করা হয় যে তাঁদের নিকট গান্ধীজীর স্বেচ্ছায় লিখিত পত্রালাপে সন্নিহিত বিভিন্ন “স্বীকৃতিগুলি’ ’“উপযুক্ত সময়ে ও ভাবে ব্যবহার করিবার” স্বাধীনতাটুকুর সুযোগ তাঁরা লইবেন!

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ মঞ্জুর করার অনুরোধটাও অরক্ষিত হয় এই ওজর দর্শাইয়া যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোভাব তাঁর মনোভাব হইতে পৃথক হইয়াছে বলিয়া কোনো আভাষ পাওয়া যায় নাই।

গান্ধীজী তাঁর স্মারক পত্রে বলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতি-অভিযোগগুলি কোনো নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের

সমক্ষে উত্থাপিত করা হউক। গভর্ণমেণ্টের বিবেচনায় যদি গান্ধীজীর প্রভাবেই জনসাধারণ দুষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাঁকে কারাগারে রাখিয়া তাঁরা অবশিষ্ট কংগ্রেসীদের মুক্তি দিতে পারেন।

এই পত্রটী এবং এর সংগে স্যর রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল ও লর্ড স্যামুয়েলের নিকট লিখিত তাঁর পত্রগুলিও (৫১, ৫৩ এবং ৬২ সংখ্যক) পাঠকদের সম্পূর্ণ পাঠ করা উচিত।

৬

এই অংশের ৮৩ হইতে ১০৬ সংখ্যক পত্রাবলীর মধ্যে শ্রীমতী কস্তুরবার ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরে সূচিত এবং কারাবস্থাতেই ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে মৃত্যুতে অবসিত তাঁর দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়ার আলোচনা আছে। নিকট আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎকার ও শুশ্রূষা ও চিকিৎসাকার্যের সুবিধা বহু পত্রালাপের পর পাওয়া গিয়াছিল এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহায্য যখন আসিয়াছিল তখন অতি বিলম্বেই আসিয়াছিল।

মৃত্যুর পরে, তাঁর দেহ পুত্র ও স্বজনবর্গের নিকট সমর্পণ করিবার অনুরোধ না-মঞ্জুর হয় এবং দাহ কার্য সমাধা হয় আগা খাঁর প্রাসাদ প্রাংগণে।

১৯৪৪এর মার্চ মাসে কমন্স সভায় মিঃ বাটলার যে বক্তৃতা করেন তাহাতে শ্রীমতী কস্তুরবার পীড়া ও মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনাবলীর অতিশয় ভ্রান্ত ও ভ্রান্তিজনক বিবরণ থাকে। গান্ধীজী উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেও গভর্ণমেণ্ট সংশোধন করিতে অস্বীকৃত হন। লর্ড ওয়াভেলের নিকট আবেদন করিয়াও কোনো ফল হয় না এবং ভারতগভর্ণমেণ্টের শেষ পত্রে (১০৬ সংখ্যক পত্র) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাই দেওয়া হয়।

৭

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কয়েকটী ভারতীয় সংবাদপত্রে ব্রিটিশ [illegible]

চরম কুৎসাজনক ধরণের কার্টুন ও বিবৃতির প্রতিলিপি পুনর্মুদ্রিত করা হয়। ঐগুলি বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কৃত হইয়াছিল—গান্ধীজীকে জাপ-সমর্থক বিভীষণরূপে আঁকা হইয়াছিল এবং শ্রীমতী মীরাবেন চিত্রিত হইয়াছিলেন তাঁর যন্ত্র ও দূতরূপে। শ্রীমতী মীরাবেন ১৯৪২ সালের খৃষ্ট-জন্ম-পূর্ব দিবসে লর্ড লিনলিথগোকে এক পত্র লিখিয়া প্রতিবাদ জানান; ঐ সংগে, তিনি যখন ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে উড়িষ্যায় ছিলেন সেই সময় গান্ধীজীর সহিত তাঁর যে পত্রালাপ ঘটে সেই সব প্রাসংগিক পত্রাবলীও প্রেরণ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, যে সময় গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যার পূর্বোপকূল অঞ্চল হইতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অপসরণের নির্দেশ জারী করিতেছিলেন, সেই সময়ই গান্ধীজী দুরাকাঙ্ক্ষী জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক অহিংস অসহযোগ ও শেষ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তিনি (মীরাবেন) তাঁর প্রতিবাদ-পত্রটী ও গান্ধীজীর সহিত পত্রালাপটী প্রকাশ করিবার অনুরোধ জানান। কিন্তু এই পত্রটীর প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করা হয় নাই।

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সালে আইন-পরিষদে এই পত্রালাপের উল্লেখ উত্থাপিত হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব এই বলিয়া গভর্ণমেণ্টের অবস্থা ঢাকিতে চাহিয়াছিলেন যে পত্রালাপের প্রকাশ কংগ্রেসের পক্ষে অনুকূল হইবে না, কারণ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে জাপ-সমর্থক হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে নাই! আসল ব্যাপার হইল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আনীত ‘পরাজয়বাদ’ ও জাপানীদের ‘দাবী মানিয়া লইতে’ প্রস্তুত থাকার অভিযোগগুলির অসারতা যে পত্রালাপটীর দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে তাহা গভর্ণমেণ্ট সুবিধামত ভুলিয়া গিয়াছিলেন!

গান্ধীজী যুক্তি প্রদর্শন করেন যে শ্রীমতী মীরাবেনের লর্ড লিননিথগোকে লিখিত পত্রে উল্লিখিত তার বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ প্রচারকার্য বন্ধ করার জন্যই পত্রগুলির প্রকাশনার প্রয়োজন। পত্রাবলীর প্রকাশ কংগ্রেসকে সাহায্য করিবে কী না তাহা বিবেচনা করা অপ্রাসংগিক। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এক তিল নড়িতেও প্রস্তুত হইলেন না।

৭

বর্তমান বড়লাটের* আগমনে গান্ধীজী রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান এবং পূর্ববর্তী বড়লাটের নিকট হইতে তিনি ও কংগ্রেস যে সুবিচার পাইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন তাহা লাভ করিতে পুনর্বার অবহিত হন। তিনি তাঁকে আহ্মেদনগর ও আগা খাঁর প্রাসাদের উপর “অবতরণ” করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন “বন্দীদের হৃদয় পরীক্ষার জন্য”, যাদের তিনি “নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ, জাপানীবাদ ও অনুরূপ কিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৃহত্তম সাহায্যকারীরূপে দেখিতে পাইতেন।” আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি যুক্তি দেখান যে যৌথভাবে গৃহীত প্রস্তাব যৌথ আলোচনা ও বিবেচনার পরই ন্যায়পরতার সহিত ও যথোচিতভাবে প্রত্যাহার করা যায়।

লর্ড ওয়াভেলের জবাবে রাজনৈতিক প্রশ্নটা ঠাণ্ডি ধরে জিয়াইয়া রাখিয়া পূর্ববর্তী বড়লাটের নীতিই অব্যাহত রাখার অভিলাষের সুনিশ্চিত আভাষ পাওয়া যায়।

৮

শেষাংশটা বিবিধ ধরণের। যে যে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সেগুলি হইতেছে গান্ধী-আরুইন চুক্তির লবণ উপধারার প্রস্তাবিত সংশোধন, কোনো নিয়মিত কারাগারে তাঁর স্থানান্তরকরণ যেখানে তাঁকে কারাবাসে রাখার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হইবে, অন্তরীণাবস্থায় তাঁর পীড়ার সময় সাক্ষাৎকারাদির সর্ত, এবং শ্রীমতী কস্তুরবা ও শ্রীমহাদেব দেশাইয়ের সমাধি ভূমিগুলির দখলীকরণ।

১-৩-৪৫

পিয়ারীলাল

---

* লর্ড ওয়াভেল—অনুবাদক

[গান্ধীজীর মুখবন্ধ পত্র]

"সুন্দরবন"
গান্ধী-গ্রাম
জুহু, ১০ই জুন, ১৯৪৪

প্রিয় সুহৃৎ,

আমি আপনাকে এই সংগে দুই খণ্ডে আমার যারবেদাস্থ আগা খাঁর প্রাসাদে কারাবাসের সময়কালীন ভারত গভর্ণমেণ্ট বা বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ও আমার মধ্যকার পত্রালাপের নকল পাঠাইতেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডটী হইল ভারত গভর্ণমেণ্টের "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক পুস্তিকার আমা-কর্তৃক লিখিত প্রত্যুত্তর। প্রথমটীর মধ্যে উপরি-উক্ত প্রত্যুত্তরসংক্রান্ত ও জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত পত্রাবলী রহিয়াছে।

সহৃদয় বন্ধুদের সাহায্যে নকলগুলি আমি সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত করাইয়া লইয়াছি। সেন্সর-বাধার আশংকায় ঐগুলি কোনো প্রেসে ছাপাইয়া লইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু পাছে গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে পত্রালাপের মধ্যে সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে আপত্তিকর বস্তু রহিয়াছে এই জন্য আমি নকলগুলি বন্ধুদের মধ্যে, যাদের দুই গভর্ণমেণ্ট ও আমার মধ্যে কী ধরণের পত্রালাপ চলিয়াছিল জানিয়া রাখা উচিত, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিতরণ করিতেছি। আপনার উপর প্রযোজ্য সতর্কতার সর্তেই আপনি আপনার নকলটী আপনার অভিলষিত বন্ধুদের দেখাইতে পারেন।

পত্রালাপের বিষয়ে, বিশেষ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অভিযোগপত্রের প্রতি আমার জবাব হইতে যে প্রশ্নগুলি জাগে সেই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়ার কথা আমাকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব। আমি গভর্ণমেণ্টের অভিযোগপত্রের প্রত্যেকটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো বিষয়ের ভাষ্য প্রয়োজন থাকিলে সেগুলি জানিতে ইচ্ছা করি।

বিশ্বস্ততার সহিত
এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ

১

১০ই আগষ্ট, ১৯৪২

প্রিয় স্যর রোজার লাম্‌লে,

ট্রেন আমাকে ও অন্যান্য সহ-বন্দীদের লইয়া রবিবার চিনচড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের কয়েকজনের উপর নামিবার আদেশ হইল। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীমতী মীরাবাঈ, শ্রীমহাদেব দেশাই ও আমি একটা গাড়ীতে উঠিবার নির্দেশ পাইলাম। গাড়ীটার পাশে দুইটা লরি সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই যে আমাদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি এ কথাও স্বীকার করিব যে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নৈপুণ্য ও ভদ্রতার সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিল।

তবুও, অন্যান্য সহ-বন্দীদের সেই দুইটা লরিতে স্থান করিয়া লইতে বলায় আমি গভীর মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলাম। মোটরে সবাইকে লইয়া যাওয়া হইতে পারিত না, তাহা আমি বুঝি। এর আগে পর্যন্ত আমাকে বন্দীগাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এবারও আমার সংগীদের সহিত আমাকে একত্র লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনা গভর্ণমেণ্টকে জানানোর উদ্দেশ্য হইল যে, আমার মনের পরিবর্তিত গতিতে আমি আর কোনোরূপ বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারি না, যেগুলি এ পর্যন্ত আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সংগীরা যেগুলি পাইবে না, সেইসব সুবিধা ও বাহুল্য এখন আমি গ্রহণ না করিবার প্রস্তাব জানাইতেছি, তবে বিশেষ খাদ্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা—অবশ্য যতদিন গভর্ণমেণ্ট আমার শারীরিক প্রয়োজনে তাহা মঞ্জুর করিবেন।

আবেকটী বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিব। আমি আমার জনসাধারণকে বলিয়াছিলাম, এইবার কারাবরণ আমাদের পদ্ধতি নয়, এইবার আরো বৃহত্তর ত্যাগের জন্য আমাদেব প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং যাঁরা ইচ্ছা করেন, তাঁবা শান্তিপূর্ণভাবে গ্রেফ্‌তারে বাধা দিতে পারেন। আমাদের দলভুক্ত একজন যুবক এইরকম বাধা প্রদান কবেন। সেইজন্যই তাকে বন্দী-শকটে টানিয়া তুলিয়া দেওয়া হয। কুৎসিত ব্যাপারের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ইহা আরো দুঃখদাযক দৃশ্য হইযা উঠে, যখন দেখি যে একজন অসহিষ্ণু ইংরাজ সার্জেণ্ট অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া তাকে কাঠেব টুকরার মত লরিতে ঠেলিয়া দেয়। আমার মতে সার্জেণ্টটীর সংশোধন প্রয়োজন। এই সকল ঘটনা ছাড়াও সংগ্রাম যথেষ্ট তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সাময়িক কারাগারটী আমার সহিত যাঁরা গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন, তাঁদের সবার পক্ষেই সুখকর। এঁদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল ও তাঁর কন্যা আছেন। সে তাঁর নার্স ও পাচিকা। সর্দারের সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করি। গত কারাবাসের সময় তাঁর যে আন্ত্রিক গোলযোগ হয়, তাহা তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁর মুক্তির পর হইতে আমি নিজেই তাঁর পথ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতেছি। তিনি ও তাঁর কন্যা আমার সংগে থাকুন, এই আমার অনুরোধ। আর অন্যান্য বন্দীদের সম্বন্ধেও এই একই কথা, যদিও তাঁদের অবস্থা সর্দার ও তাঁর কন্যার মত জরুরী নয়। আমার মতে বিপজ্জনক অপরাধী ভিন্ন একই উদ্দেশ্যের জন্য ধৃত সহকর্মীদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা উচিত নয়।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জানাইয়াছেন, আমাকে সংবাদপত্র দেওয়া হইবে না। ট্রেনে আসিবার সময় একজন সংগী-বন্দী আমাকে এক কাপি ইভনিং নিউজের রবিবারের সংস্করণ দেয়। ইহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সংকট সম্পর্কীয় নীতির সমর্থনসূচক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ইহাতে এমন কতকগুলি

আগাগোড়া ভ্রমাত্মক বিবরণী রহিয়াছে, যেগুলি আমাকে সংশোধন করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু জেলের বাহিরে কী হইতেছে তাহা না জানা পর্যন্ত এইটা ও এইপ্রকার জিনিষগুলি আমি করিতে পারি না।

উল্লিখিত বিষয়গুলির শীঘ্র জবাব প্রত্যাশা করিতে পারি কী?

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী

২

নং এস. ডি. ৫/- ২/৩
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
বোম্বে ক্যাসূল, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪২

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে
এম. কে গান্ধী এস্কোয়ার,
আগা খাঁর প্রাসাদ,
যারবেদা।

মহাশয়,

মহামান্য গভর্ণরের নিকট আপনার ১০ই তারিখে লিখিত পত্রের জবাবে আমি ইহা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে বর্তমানে আপনার আটক থাকাকালীন অবস্থায় কোনোরূপ পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে না, সেজন্য আপনার মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল ও তাঁর কন্যাকে আগা খাঁর প্রাসাদে আটক রাখার অনুরোধ রাখা যাইবে না এবং বর্তমানে আপনাকে সংবাদপত্র সরবরাহ করিবারও অভিপ্রায় নাই।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য

জে. এম. স্লাদেন

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী

খ

৩

নিরাপত্তা বন্দীদের চিঠি লেখা ও পাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম।

২৬-৮-৪২ তারিখে (রাত্রি ৯-৩০টায) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক পরিবেশিত।

নিরাপত্তা বন্দীরা শুধুমাত্র তাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে পত্র পাইতে ও তাদের নিকট পত্র পাঠাইতে পারেন।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারেব মধ্যেই পত্রের বিষয় সীমাবদ্ধ থাকিবে।

পত্রে এমন কিছুই থাকিবে না, যাহাতে তারা কোথায় আছে, তাহা প্রকাশ পায় এবং পরিবারবর্গের নিকট চিঠি লিখিবার সময় তারা তাদের নিকট প্রেরিতব্য চিঠি "কেয়ার অব বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী (স্ব. বি)" -এর নামে সম্বোধন করিবার জন্য বলিবে।

স্থির হইয়াছে যে মিঃ এম. কে. গান্ধীকে তাঁর গ্রেফ্‌তাবের পর হইতে যত বেশী সম্ভব পুরাতন সংখ্যা সহ ইচ্ছামত সংবাদপত্র নির্বাচন কবিতে দেওয়া হইবে। সংবাদপত্রের তালিকা এজন্য তাঁর নিকট হইতে পাওয়া প্রয়োজন এবং অবিলম্বেই তাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৪

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী (স্ব. বি.) সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

নিরাপত্তা বন্দীদের চিঠি লেখা সম্পর্কিত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের আদেশ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় জানেন না যে পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশী কাল ধরিয়া আমি গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া কমবেশী

আমার মতবাদ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের সহিত যাহা আশ্রম-জীবন বলিয়া কথিত তাহা পালন করিতেছি। এঁদের মধ্যে মহাদেব দেশাইকে আমি সম্প্রতি হারাইয়াছি। তাঁর মত জীবন-সংগীর তুলনা হয় না। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র আমার সহিত অনেক বছর ধরিয়া আশ্রম-জীবন যাপন করিতেছেন। বিধবাটি বা তাঁর পুত্র বা পরলোকগতের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট চিঠি লিখিতে না পাইলে আমি অন্য কাহারও নিকট চিঠি লিখিতে উৎসাহ বোধ করিব না। শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে চিঠি লেখার মধ্যেও আমাকে সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে না। আমাকে আদৌ লিখিতে দেওয়া হইলে আমি এমন অনেক বিষয়ে উপদেশ দিব, যেগুলির ভার মৃতের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলাম। আমার কার্যবিধির ক্ষুদ্রতম অংশ রাজনীতি। তার সহিত এগুলির সম্পর্ক নাই। এ. আই. এস. এ. (নিখিলভারত খাদি সঙ্ঘ— অনুবাদক) ও এই ধরণের সমিতিগুলির কার্যক্রম আমিই পরিচালনা করিতেছি। সেবাগ্রাম আশ্রমে সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক, মানবধর্মী অনেক কাজই হইয়া থাকে। এই সকল কাজ সম্বন্ধে চিঠি পাইতে ও চিঠি লিখিতে পারা আমার উচিতই। এন্ড্রুজ স্মৃতি সমিতি আছে। বহু টাকা আমার হাতে রহিয়াছে। এর ব্যয় সম্পর্কে আমার নির্দেশ দিতে সমর্থ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই শান্তিনিকেতনের ব্যক্তিদের সহিত পত্রালাপ করিব। পিয়ারী লাল নায়ার, মহাদেব দেশাইএর সহিত যিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, আমার গ্রেফতারের সময় আমাকে তাঁর ও আমার স্ত্রীর সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, এখনো তা' আসিয়া পৌঁছে নাই। আই. জি. পি-কে তাঁর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাঁর কোনো সংবাদই আমি পাই না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমার নির্দেশাধীনে ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না। তাঁদের স্বাস্থ্য ও মংগলের বিষয়ে কোনো পত্রালাপই যদি করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাকে যে অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়াছে, তা' আমার নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন।

এই পত্রানুযায়ী পত্রালাপের সুবিধা যদি গভর্ণমেণ্ট নাও দিতে পারেন, তাহা হইলে আশাকরি তাঁরা আমার অসুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বন্দীশালা ভবদীয় ইত্যাদি
২৭-৮-৪২ **এম. কে. গান্ধী**

৫

এন. এস. ডি. ৫/- ১০১১
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
বোম্বে ক্যাসল, ২২শে সেপ্টেম্বর, ৪২

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে
এম. কে. গান্ধী মহোদয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার ২৭শে আগষ্ট ১৯৪২ এর চিঠির জবাবে আমি আপনাকে সেবাগ্রাম আশ্রমের অধিবাসী, যাদের সহিত আপনি শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে পত্রালাপ করিতে চান, তাদের নামের তালিকা আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। নিছক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় ছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয়ে চিঠি লেখা ও পাওয়া সম্বন্ধে আপনার অতিরিক্ত অনুরোধ সম্পর্কে আপনাকে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানানো হইতেছে যে আপনার পত্রালাপের এতাদৃশ সুবিধা প্রদান আপনাকে আটক রাখার উদ্দেশ্যের সহিত খাপ খায় না।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
জে. এম. স্লাদেন
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী।

৬

সেক্রেটারী, বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট,
(স্ব. বি— রাজনৈতিক), বোম্বাই।

মহাশয়,

আপনার ২২শে সেপ্টেম্বরের চিঠির জবাবে আমি বলিতে চাই যে, আমার ২৭শে আগষ্ট ১৯৪২ এর চিঠিতে কথিত রাজনীতি সম্পর্কশূন্য বিষয়েও চিঠি লিখিতে পারিব না বলিয়া আমি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারি না।

বন্দীশালা
২৫-৯-৪২

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী.

গ

৭

চিমনলাল,
আশ্রম, সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা।

মহাদেবের আকস্মিক মৃত্যু হইয়াছে। পূর্বে কিছু বুঝা যায় নাই। গত রাত্রে শান্তিপূর্ণ নিদ্রা গিয়াছিল। প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াছিল। আমার সহিত ভ্রমণও করিয়াছিল। সুশীলা, জেলের চিকিৎসকরা যথাসাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। সুশীলা ও আমি দেহস্নান করাইয়াছি। পুষ্পাচ্ছাদিত প্রশান্ত দেহ, ধূপাগ্নি প্রজ্জলিত। সুশীলা ও আমি গীতা পাঠ করিতেছি। মহাদেব যোগী ও স্বদেশপ্রেমিকের মৃত্যু বরণ করিয়াছে। দুর্গা, বাবলা ও সুশীলাকে বলিও কোনো শোক চলিবে না। এমন মহান মৃত্যুতে শুধুই আনন্দ। আমার সম্মুখেই দাহের ব্যবস্থা। ভস্ম

রক্ষা করিব। দুর্গাকে আশ্রমেই থাকিতে বলিও, কিন্তু স্বজনদের সহিত দেখা করিতে হইলে সে যাইতে পারে। আশাকরি বাব্‌লা সাহসীর মত মহাদেবের যোগ্য স্থান পূরণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে। ভালবাসা।

বাপু

৮

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী,
বোম্বাই।

মহাশয়,

গতকাল খাঁ বাহাদুর কেটিলি আমার হাতে স্বর্গত শ্রী মহাদেব দেশাইএর পত্নী ও পুত্রলিখিত পত্রগুলি দিয়াছিলেন। আমার হাতে পত্রগুলি দিবার সময় খাঁবাহাদুর বলেন যে আমার 'পত্র' প্রেরণের বিলম্বের কারণ আমাকে খুলিয়া বলিবেন। কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎই তিনি দিতে পারেন নাই। অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার প্রথানুযায়ীও দুঃখপ্রকাশ করা হইল না। বোধ হয় বোম্বাই সরকারের দপ্তরে একজন শোকার্ত পত্নী ও একটি শোকবিহ্বল পুত্রের মনোভাব উপেক্ষা করা হইয়াছে।

এই চিঠিগুলি হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, একটি টেলিগ্রাম আই. জি. পি-কে দিয়া অনুরোধ করা হইয়াছিল যে এটি যেন জরুরী তার বার্তা হিসাবে প্রেরিত হয়, কিন্তু প্রেরিত হইল চিঠি হিসাবে। কেন ওই তার-বার্তা চিঠি হিসাবে প্রেরিত হইল তাহা আমি জানিতে চাই। গভর্ণমেণ্টকে আমি কী স্মরণ করাইয়া দিতে পারি যে আমার ২৭-৮-৪২ এর চিঠির কোনো জবাবই পাই নাই? এক্ষেত্রে সেই বিধবা ও তার পুত্রের কথা আমি বলিতেছি। আমার স্ত্রীর ও আমার নিকট হইতে পত্র না পাইলে তারা

কিছুতেই সান্ত্বনা লাভ করিবে না। অথচ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আমরা তাদের কিছুই লিখিতে পারি না।

বন্দীশালা
১৯শে সেপ্টেম্বর, '৪২

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী
(নিরাপত্তা বন্দী)

৯

নং এস. ডি. ৫-১০৮৪
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
বোম্বে ক্যাসল
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে
এম, কে, গান্ধী এস্কোয়ার সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনাব ১৯ তারিখের চিঠির জবাবে আমি জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে ভ্রান্তিবশত পরলোকগত মিঃ মহাদেব দেশাইএর বিধবা স্ত্রীর নিকট আপনার বার্তা প্রেরণে বিলম্ব হইয়াছিল, সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করা হইতেছে। সংবাদ পত্রেও ইতিপূবে প্রকাশিত হইয়াছে যে বিলম্বের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বিধবার নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

আপনার চিঠির পত্রালাপ সম্পর্কীয় অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ এ লিখিত এস, ডি, ৫-১০১১ নং চিঠির উল্লেখ করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য,
জে. এম. স্লাডেন
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারী।

ঘ

১০

সেক্রেটারী, বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট,
(স্বরাষ্ট্র বিভাগ) বোম্বাই।

মহাশয়,

২৪ তারিখের বোম্বে ক্রনিকলের একটা কর্তিতাংশ (Cutting) এই সংগে দিতেছি। প্রবন্ধ লেখকের আশংকা যুক্তিযুক্ত কীনা এবং তাহা কী পরিমাণে জানাইলে বাধিত হইব।

বন্দীশালা,
২৬-১০-৪২

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

১১

দশম চিঠির সহিত কর্তিতাংশ
"বোম্বে ক্রনিকল" অক্টোবর ২৮, ১৯৪২—পৃষ্ঠা ৪
গভর্ণমেণ্ট ও নবজীবন প্রেস

ক্রনিকল সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন ও সহযোগী সাপ্তাহিকগুলির প্রকাশ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে গভর্ণমেণ্ট নবজীবন প্রেসে হানা দিয়া এর সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি হস্তগত করে, কিন্তু কিছুকাল পরেই প্রকাশিত গ্রন্থাদি ফেরৎ দিবার মনস্থ করে। হানা দেওয়া হস্তগত করা ও ফেরৎ দিবার টুকরা টুকরা অসম্পূর্ণ খবর সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। জনসাধারণের সম্মুখে সমস্ত ঘটনাবলীর একটি ছোট্ট বিবরণী উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

৯ই আগষ্ট ১৯৪২এ গান্ধীজী ও অধুনা স্বর্গত শ্রীযুত মহাদেব দেশাইএর গ্রেফ্‌তারের পর শ্রীযুক্ত কিশোরলাল মশরুওয়ালার সম্পাদনায় "হরিজন" প্রকাশিত হইতেছিল।

এক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পরে পুলিশ ২১শে আগষ্ট, ১৯৪২এ নবজীবন প্রেসে হানা দিয়া কম্পোজ-করা ফর্মা, গ্যালি, হরিজনের ২২শে আগষ্টে প্রকাশিতব্য সংখ্যার কিছু মুদ্রিত কাপি ও সেই সংগে সমগ্র প্রেস ও সাজসরঞ্জাম দখল করে। সেই রাত্রেই ও পরদিন তারা মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশগুলি স্থানান্তরিত করে এবং হরিজন ও সহযোগী সাপ্তাহিকগুলির পুরাতন, নূতন সমস্ত সংখ্যার কাপি, তৎসহ এদের ১৯৩৩ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত সময়ের বাঁধানো ফাইলের খণ্ডগুলি লইয়া যায়। এমন কী, গ্রন্থাগার, কিছু পাণ্ডুলিপি, সাধারণ সাময়িকপত্রের ফাইল, টাইপরাইটার, সাইক্লোস্টাইল ও কেরোসিন টিনগুলিও লইয়া যাওয়া হয়। প্রকাশনা বিভাগ ও বই বাঁধানো বিভাগের সমস্ত বাড়ীগুলি আর মুদ্রণকাগজের গুদামে তালা লাগানো হয়।

গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রকাশ বন্ধের আদেশ পাওয়ামাত্রই সমস্ত সাপ্তাহিকগুলির প্রকাশ বন্ধ করিতে ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া গান্ধীজী ১৯-৭-'৪২এর হরিজনে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়াছিলেন। ম্যানেজার সম্পূর্ণরূপেই ঐ নির্দেশ পালন করিত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট খুশিমত কাজ করিতে চাহিলেন। মূল দখলীপত্রে আমাদের সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি, পুস্তকাগার ইত্যাদি দখলের কোনো পরোয়ানা ছিল না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সমস্ত বিভাগগুলিতে তালা লাগাইয়াছিলেন আর গোটা সীমানাটা পুলিশ ও সামরিক রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছিলেন।

প্রায় একমাস ধরিয়া এরকম চলিয়াছিল। হঠাৎ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২এ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যানেজারের খোঁজ করিয়া তাঁকে তাঁর (ম্যাজিষ্ট্রেটের) সম্মুখে উপস্থিত হইতে বলেন। মৌখিকভাবে তাঁকে জানানো হয় যে, প্রেস, মুদ্রণকাগজ ও হরিজনের ফাইলগুলি ছাড়া আর যা কিছু সবই প্রত্যর্পণ করা

হইবে। পরদিন তাই শীল ভাঙিয়া প্রকাশিত গ্রন্থাদি ফেরৎ দেওয়া হয়। সেই সময় সমস্ত অমুদ্রিত মুদ্রণকাগজ, টাইপ ও অন্যান্য প্রেসের সরঞ্জাম খড়ের গাদার মত লরিতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ছাপার যন্ত্রটা ফেরৎ দিতে চাহিলেও ওর অত্যাবশ্যক যান্ত্রিক অংশগুলি, যেগুলি ওরা খুলিয়া লইয়াছিল, সেগুলি দিতে অস্বীকাব করা হয়। যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহাই লইতে ম্যানেজারকে বলা হয়। তাঁকে আরো জানানো হয় যে, যেমন অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই পাইতেছেন এই মর্মে গ্রহণ না করিলে প্রহরী সরাইয়া ফেলা হইবে এবং মেশিনের জন্য তাঁকে দাযী হইতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার বলেন, 'প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া মেশিন চলিতে পারে না। এইবকম অংশখোলা অবস্থায় ইহা আমি কী করিয়া লইতে পাবি?'

সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট তখন প্রহরীদের সরাইয়া বাড়ীর দরজায় এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি ঝুলাইয়া দেন যে বাড়ীটা আর গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত নয়। তারপর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট রেজিষ্টার্ড ডাকে প্রেসের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজারকে বাড়ীব চাবি পাঠাইয়া দেন, তিনি উহা লইতে অস্বীকার করেন।

এই ভাবে "নবজীবন" কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাদি, কার্যালয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি ফিরিয়া পাইলেও সম্পূর্ণ অকার্যকরী ও অংশখোলা মুদ্রাযন্ত্রটা এখনো বাড়ীতে পড়িয়া আছে এবং "নবজীবন" কার্যালয় এর অধিকারী নয়। ৫০,০০০৲ টাকাব মুদ্রণ কাগজ, টাইপগুলি, কিছু জরুরী পাণ্ডুলিপি ও কেরোসিনের টিনগুলি, একটী টাইপরাইটার, একটী সাইক্লোস্টাইল, একখানি বিজলী পাখা আর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত হরিজনের সমস্ত ফাইল—কিছুই ফেরৎ দেওয়া হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, স্থানীয় একটী দৈনিকের ১৮-৯-'৪২এর সংখ্যায় প্রকাশ যে ফাইলগুলি সমস্তই নষ্ট করা হইয়াছে। আজ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সংবাদটার কোনো প্রতিবাদ হয় নাই।

বোম্বে ক্রনিকলের মত আমরাও বিশ্বাস করি না যে কোনো গভর্ণমেণ্ট

এইরূপ বর্বরতার অপধাধে অপরাধী হইতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিলে ভাল হয়।

“নবজীবন” কার্যালয়
আহ্মেদাবাদ, ২০শে অক্টোবর, ১৯৪২

ভবদীয় ইত্যাদি
করিমভাই ভোহরা

১২

নং এস ডি ৩/- ২৬১৩
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
বোম্বে ক্যাসল, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪২

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে
এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার ২৬শে অক্টোবরে লিখিত চিঠির জবাবে আমি জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে গভর্ণমেণ্ট আহ্মেদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নবজীবন মুদ্রণালয় হইতে ধৃত সমস্ত আপত্তিকর সাহিত্য যথা হরিজন পত্রিকার পুরাতন কাপিগুলি, গ্রন্থাদি, পুস্তিকা ও অন্যান্য বিবিধ কাগজপত্র সমস্ত নষ্ট করিয়া যে জিনিষগুলি আপত্তিকর নয়, সেগুলি সত্বাধিকারীদের ফেরৎ দিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে এই হুকুমের মধ্যে তিনি ১৯৩৩ সাল হইতে হরিজনের সমস্ত পুরাতন ফাইলগুলি ধরিয়াছিলেন আর এই পুরাতন ফাইলগুলি কার্যত নষ্ট করাই হইয়াছে।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
জে. এম. স্লাডেন
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী

৬

১৩

জরুরী।

সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র বিভাগ।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট।

এলফিনস্টোন কলেজের একদা ফেলো অধ্যাপক ভানুশালী ১৯২০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রম সবরমতীতে যোগদান করেন। চিমুরের ব্যাপারে তিনি সেবাগ্রাম আশ্রম ওয়ার্ধার নিকট নির্জলা অনশন করিতেছেন বলিয়া দৈনিক কাগজে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁর অনশনের কারণ জানিবার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মধ্যস্থতায় তাঁর সহিত সোজাসুজি তারের সংযোগ রাখিতে চাই। নৈতিকতার দিক হইতে তাঁর অনশন যুক্তিহীন হইলে আমি তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি। মানবতার কারণে আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি।

২৪-১১-'৪২

গান্ধী

১৪

কারাকক্ষ সমূহের প্রধান পরিদশক (ইন্সপেকটর জেনারেল),

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

মহাশয়,

কাল সকাল ৮-৪৫এর সময় অধ্যাপক ভানুশালী, যিনি অনশন করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে, তাঁর সম্পর্কে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট পাঠানো জরুরী তারের মর্ম আপনাকে পাঠাইয়াছিলাম। মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী ১১ তারিখ হইতে ও বোম্বে ক্রনিকল অনুসারে গত বুধবার হইতে অধ্যাপকটি অনশন করিতেছেন। স্বভাবতই

এজন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। এই সব ক্ষেত্রে সময়ের প্রশ্ন খুবই গুরুতর। তাই বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার তারের জরুরী জবাবের জন্য আমার অনুরোধটী আপনি যদি টেলিফোনে বা তারে পৌছাইয়া দেন তো বাধিত হইব।

ভবদীয় ইত্যাদি

২৫-১১-৪২ **এম. কে. গান্ধী**

১৫

নং এস. ডি. ছয়-২৮১৯
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
বোম্বে ক্যাসল, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট হইতে
এম, কে, গান্ধী এস্কোয়ার সমীপেষু,

মহাশয়,

অধ্যাপক ভানশালীর অনশন সম্পর্কে আপনার ২৪ তারিখের তারের উল্লেখ করিতেছি।

উত্তরে জানানো হইতেছে যে তাঁর সহিত আপনার যোগাযোগ রাখিবার অনুরোধ গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিতে অক্ষম।

যাহা হউক, মানবতার যুক্তিতে আপনি যদি তাঁকে অনশন ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করেন তো এই গভর্ণমেণ্ট আপনার পরামর্শ তাঁর নিকট পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
স্বাঃ /
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী।

১৬

বন্দীশালা
৪ঠা ডিসেম্বর, '৪২

মহাশয়,

আপনার গত ৩০ তারিখের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। গত কাল বিকালে (৩রা তারিখে) উহা পাইয়াছি। গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিলাম আমার প্রিয় সহকর্মী, যাঁর জীবন সংকটাপন্ন, তাঁর সম্পর্কে আমার তারবার্তার জবাবে যে চিঠি পাঠানো হইয়াছে, তাহা আমার বার্তা পাঠাইবার দশ দিন পরে আমার কাছে আসিল!

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষ অবস্থায় অনশনের যৌক্তিকতা এবং এমনকী প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করি বলিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি জানিতে পারি যে এর স্বপক্ষে তাঁর ন্যায্য যুক্তি নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপক ভানশালীব অনশন পরিত্যাগের পরামর্শ দিতে পারি না। সংবাদ পত্রের খবর যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তাঁর অনশনের ন্যায্য কারণই রহিয়াছে এবং এজন্য যদি আমার বন্ধুকে হারাইতেও হয়, তবু আমি তাহাতে সুখী থাকিব।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী (স্ব-বি)-র নিকট।

—দুই—

লর্ড লিননিথগো ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ

১৭

আগা খাঁর প্রাসাদ
যারবেদা, ১৪-৮-৪২

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

ভারত গভর্ণমেণ্ট সংকট দমনে ভুল করিষাছিল। গভর্ণমেণ্টের কাজের সমর্থনসূচক ব্যাখ্যা বিরূতি ও ভ্রান্ত ধাবণায় পূর্ণ। আপনি আপনাব ভারতীয় "সহযোগীদেব" সম্মতি পাইয়াছিলেন একথার কোনো তাৎপর্য হয় না, শুধু এইটুকু ছাড়া যে ভারতবর্ষে এই ধবণের সেবা আপনি সর্বদাই চাহিলে পাইবেন। লোকে বা দলগুলি কী বলে বিচার না করিয়াই চলিয়া যাওয়ার দাবীব আবেকটি সমর্থন হইল ওইরকমের সহযোগিতা।

অন্তত আমার ব্যাপকভাবে কাজ না করা পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টেব অপেক্ষা করা উচিত ছিল। দৃঢ়ভাবে কাজ কবিবার পূর্বে আপনাকে একখানি চিঠি পাঠাইবার বিষয় আমি পুবাপুরি বিবেচনা করিয়াছি, একথা প্রকাশ্যে বলিয়াছিলাম। কংগ্রেসের ব্যাপার নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য আপনার কাছে ইহা একটি আবেদন হইত। আপনি তো জানেন কংগ্রেস তার দাবীব বিবেচনাকালে যে ক্রটিগুলি ধরা পড়িয়াছিল, তার প্রত্যেকটিই সংশোধন করিয়া লইয়াছে। সুতরাং আপনি সুযোগ দিলে নিশ্চয়ই প্রতিটি ক্রটি লইয়া মাথা ঘামাইতাম। গভর্ণমেণ্টের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের ফলে লোকে ভাবিবে যে গভর্ণমেণ্ট এইজন্য ভীত হইয়া উঠিয়াছেন যে, যে-রকম সতর্কতা ও ক্রমপরম্পরার সহিত কংগ্রেস সোজাসুজি কর্মের দিকে [illegible] হইতেছে, তাহা পৃথিবীর জনমতকে [illegible] চতুষ্পার্শ্বে টানিয়া আনিবে. [illegible]

ইতিপূর্বেই হইতে আরম্ভ হইয়াছে) এবং কংগ্রেসের দাবীকে গভর্ণমেণ্টের প্রত্যাখ্যান করিবার শূন্যগর্ভ যুক্তির মুখোশ খুলিয়া দিবে। এ, আই, সি, সি, (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি) কর্তৃক প্রস্তাব পাশ হইবার পর শুক্রবারে ও শনিবার রাত্রিতে আমার বক্তৃতাগুলির প্রকৃত বিবরণীর জন্য তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। সেগুলিতে দেখিতে পাইতেন আমি তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করিতাম না। সেগুলির মধ্যেই অন্তর্বর্তীকালের যে পূর্বাভাস দেওয়া ছিল, আপনি তার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং কংগ্রেসের দাবীকে তুষ্ট করিবার প্রতিটি সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন।

ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে, "সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে এই আশায় ভারত গভর্ণমেণ্ট ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়াছেন। সেই আশায় তাঁরা ব্যর্থ হইয়াছেন।" আমার ধারণা এখানে "সুবুদ্ধি" কথার অর্থ কংগ্রেস কর্তৃক তার দাবী পরিহার। যে গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানে অংগীকারবদ্ধ, সে কেন সর্বকালের ন্যায্য দাবীর পরিহারের প্রত্যাশা করে? দাবীকারক দলের সহিত ধীরভাবে যুক্তিতর্ক করার বদলে অবিলম্বে দমন চালু করিয়া ইহা কী যুদ্ধের আহ্বান? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে দাবীগ্রহণে "ভারতবর্ষকে বিশৃঙ্খলায় ফেলা হইবে" এ কথা বলিলে মানবজাতির বিশ্বাসশীলতার উপর লম্বা একটা ভার চাপানো হয়। যে ভাবেই হউক, সরাসরি দাবী নাকচ করিয়া জাতি ও গভর্ণমেণ্টকে বিশৃঙ্খলায় ফেলা হইয়াছে। কংগ্রেস মিত্রশক্তির সহিত ভারতবর্ষের অভিন্নতা প্রতিপন্ন করার প্রতিটি প্রচেষ্টাই করিতেছিল।

গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, "গত কিছুকাল ধরিয়া সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সাধারণের আবশ্যক কাজে বিঘ্নসৃষ্টি, ধর্মঘট চালানো, গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের আনুগত্যে অযথা হস্তক্ষেপ এবং রংরুট সংগ্রহসহ রক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ এইসব লক্ষ্যাভিমুখী উদ্দেশে; ও কতকগুলি ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কর্মপন্থার জন্য কংগ্রেসের

বিপজ্জনক তোড়জোড়ের বিষয় অবগত আছেন।' বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিকৃতি ইহা। কোনো অবস্থাতেই হিংসার কথা চিন্তা করা হয় নাই। অহিংসাত্মক কর্মপন্থার মধ্যে যাহা গৃহীত হইতে পারিত, তারই সংজ্ঞা এমন কুটিল ও চতুরভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে যেন কংগ্রেসই হিংসাত্মক কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। প্রত্যেকটী বিষয়ই কংগ্রেসমহলে খোলাখুলিভাবে আলোচিত হইয়াছিল, কারণ কিছুই গোপনভাবে হইবার কথা ছিল না। তাহা হইলে ব্রিটিশ জনগণের পক্ষে অনিষ্টকর যে কাজ, তাহা আপনাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলে আপনার আনুগত্যের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা হইল কোথায়? প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের পিঠের আড়ালে ভ্রান্ত অনুচ্ছেদ প্রকাশ করিবার পরিবর্তে ভারত গভর্ণমেণ্টের উচিত ছিল, যখনই তাঁরা "তোড়জোড়ের" কথা জানিতে পারিলেন, তখনই তোড়জোড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে তিরস্কার করা। ওইটাই যুক্তিসংগত পন্থা হইত। ব্যাখ্যার অসমর্থিত অভিযোগ দেখাইয়া তাঁরা নিজেদের উপরই অশোভন ব্যবহারের অভিযোগ চাপাইয়াছেন।

সমগ্র কংগ্রেস আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে মনোযোগ বশীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকারের পরিমাণ জাগাইয়া তোলা। কী পরিমাণ জনসমর্থন এর আছে তাহা দেখানোই এর লক্ষ্য ছিল। অহিংসাব্রতী সাধারণ আন্দোলনকে দমন করিতে চাওয়াটা কী এই মুহূর্তে সুবিবেচিত হইয়াছিল?

গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা আরো বলে, "কংগ্রেস ভারতের মুখপাত্র নয়। শুধু নিজেদের কর্তৃত্বের স্বার্থে ও তাঁদের একনায়কী নীতির অনুধাবনে এর নেতারা সুসমঞ্জসভাবে ভারতবর্ষকে পুরা জাতীয়তার পথে আনিবার প্রচেষ্টায় বাধা দিয়াছে।" ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এই ভাবে দোষারোপ করা সম্পূর্ণ কুসংস্কার। এই মিথ্যা ভাষা সেই গভর্ণমেণ্টের মুখে শোভিত হয়, যে গভর্ণমেণ্ট সমানে স্বাধীনতা অর্জনের প্রত্যেক জাতীয় প্রচেষ্টাকে চূর্ণ

করিয়াছে ও যে কোনো উপায়ে কংগ্রেসকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রকাশ্য নথি হইতে যাহা প্রমাণ করা যায়।

ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরেই যদি তাঁরা কংগ্রেসকে একটি শক্তিমান সাময়িক গভর্ণমেণ্ট স্থাপনেব ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁরা মুসলিম লীগকে তাহা গঠন করিবার জন্য বলিতে পারেন। আর সেই মুসলিম লীগ স্থাপিত জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে কংগ্রেস গ্রহণ করিবে, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব বিবেচনা কবিতে ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজী হন নাই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একনায়কত্বের অভিযোগের সহিত এরূপ প্রস্তাবের সামঞ্জস্য নাই।

গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আমাকে পরীক্ষা করিতে দেওয়া হউক। "যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন সিদ্ধান্তের সহিত একটিমাত্র দলের নয়, সকল দলের কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে তার অবস্থার সহিত সর্বাংশে উপযুক্ত এক গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ নির্ধারণ করিবে।" এই প্রস্তাবের কোনো বাস্তবতা আছে কী? সমস্ত দল এখন সর্বসম্মত হয় নাই। যদি দলগুলিকে স্বাধীনতা হাতে পাইবার পূর্বেই কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের পরে ইহা কী আরো বেশী সম্ভব হইবে? ব্যাঙের ছাতার মত দলগুলি গজাইয়া উঠে, এরা কংগ্রেস ও তার কার্যকলাপের বিরোধিতা করিয়া স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া উঠিলেও গভর্ণমেণ্ট অতীতের মত এদের প্রতিনিধি-মূলক অবয়ব যাচাই না করিয়াই এদের অভ্যর্থনা করিবেন। গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের মধ্যে বিফল করণের ভাবটা স্বাভাবিক। তাই আগে সরিয়া পড়ার দাবী। ব্রিটিশ শক্তির অবসানে ও দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার যে মূলগত পরিবর্তন হইবে তারই মধ্যে প্রকৃত প্রতিনিধি-মূলক গভর্ণমেণ্ট—তাহা অস্থায়ী হউক বা স্থায়ী হউক—স্থাপন সম্ভব হইবে। দাবীপ্রণেতাদের জীবন্ত সমাধি অচলাবস্থার সমাধান আনে নাই। এতে অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়াছে।

তারপর ব্যাখ্যায় আছে, "এতগুলি শহিদ দেশের শোচনীয় শিক্ষা সত্ত্বেও ভারতের ভবিষ্যৎ-অজ্ঞ লক্ষ লক্ষ নরনারী আক্রমণকারীদের অস্ত্রের মুখে নিজেদের নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত আছে বলিয়া কংগ্রেস যে ইংগিত দিয়াছে, তাকে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই বিশাল দেশের জনসাধারণের মনোভাবের প্রকৃত প্রতিরূপ বলিয়া মানিতে পারেন না।" লক্ষ লক্ষ লোকের কথা আমি জানি না। কিন্তু কংগ্রেসের বিবৃতির সমর্থনে আমি আমার নিজের সাক্ষ্য দিতে পারি। কংগ্রেসের সাক্ষ্য বিশ্বাস না করিতে পারেন গভর্ণমেণ্ট। কোনো সাম্রাজ্যিক শক্তিই চায় না বিপদগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত হইতে। অন্যান্য সাম্রাজ্যিক শক্তির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনের ভাগ্যে পাছে তাহা ঘটে এজন্য কংগ্রেস শংকাবোধ করে, তাই সে তাকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছে। বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেস আন্দোলনে অগ্রসর হয় নাই। কংগ্রেস ব্রিটিশ জনসাধারণ ও মানবতার জন্যও যেমন, তেমনি ভারতবর্ষের জন্যও সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতে চায়। বিরোধী মতবাদ সত্ত্বেও আমি বলি যে সমগ্র ভারত ও পৃথিবীর স্বার্থ ছাড়া কংগ্রেসের নিজস্ব স্বার্থ কিছু নাই।

ব্যাখ্যাটির শেষভাগের নিম্নোক্ত অংশটি চিত্তাকর্ষক। "কিন্তু তাদেরই (গভর্ণমেণ্টের) উপর রহিয়াছে ভারতরক্ষার, ভারতের যুদ্ধ চালাইবার শক্তি রক্ষা করার, ভারতের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার, ভারতের জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার কর্তব্য।" আমার বক্তব্য হইল মালয়, সিংগাপুর ও ব্রহ্মদেশের অভিজ্ঞতার পর ইহা সত্যের অপহাস। যে দলগুলির সৃষ্টি ও অস্তিত্বের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহে দায়ী, সেই দলগুলির মধ্যে তাঁদের ভারসাম্য বজায় রাখার দাবী করিতে দেখিলে দুঃখ হয়।

আরেকটা জিনিষ। ঘোষিত লক্ষ্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ও আমাদের একই।

সবচেয়ে জমাটি কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহা চীন ও রাশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষণ। ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করেন এই লক্ষ্যের জয়লাভের জন্য ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই। আমি ঠিক বিপরীতটাই ভাবি। আমি জওহরলাল নেহেরুকে আমার মানদণ্ড মনে করি। ব্যক্তিগত সংযোগের কারণে চীন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের দুঃখ তিনি আমার চাইতে এবং আমি কী বলিতে পারি, আপনার চাইতেও বেশী অনুভব করেন। সেই দুঃখের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সংগে তাঁর পুরানো ঝগড়াটা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের সাফল্য আমার চেয়ে তাঁকে ঢের বেশী ভীত করে। কয়দিন ধরিয়া উপরি উপরি আমি তাঁর সহিত তর্ক করিয়াছিলাম। আমার অবস্থার বিরুদ্ধে যে আবেগ লইয়া তিনি লড়িলেন, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমাব নাই। কিন্তু ঘটনার নীতিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যখন স্পষ্টই দেখিলেন যে ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা না হইলে অন্য দুই দেশেরও স্বাধীনতা ভয়ানক ব্যাহত, তখন তিনি হার মানিলেন। এমন শক্তিশালী মিত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া আপনি নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছেন।

একই লক্ষ্য সত্ত্বেও যদি কংগ্রেসের দাবীর প্রত্যুত্তরে গভর্ণমেণ্ট দ্রুত দমননীতি চালান, তবে আমি এই ধারণা গ্রহণ করিলে গভর্ণমেণ্ট বিস্মিত হইবেন না যে মিত্রশক্তির কারণের চাইতেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনে ভারতবর্ষ অধিকারে রাখার অপ্রকাশিত সংকল্পটা সাম্রাজ্যনীতিতে অপরিহার্য বোঝে বেশী করিয়া চাপিয়া আছে। এই সংকল্পই কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছে ও বিবেচনাহীন দমননীতি চালাইয়াছে।

ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব বর্তমান কালের পারস্পরিক হত্যালীলা শ্বাসরোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কসাইয়ের মত সত্যের জবাই ও মিথ্যাচার, যার ধূম্রজালে ব্যাখ্যাটি আচ্ছন্ন হইয়া আছে, কংগ্রেসের মর্যাদাকে শক্তিশালী করিতেছে।

আপনাকে এই চিঠি পাঠাইতে গভীর বেদনা বোধ করিতেছি। আপনার

কর্মনীতি পছন্দ না করিলেও আমি আপনার সেই পরিচিত বন্ধুটি হইয়াই থাকিব। ভারত গভর্ণমেণ্টের সমগ্র নীতির পুনর্বিবেচনার অনুরোধ আমি করিতেই থাকিব। ব্রিটিশ জনগণের আন্তরিক বন্ধুত্বকামীর এই অনুরোধ আপনি উপেক্ষা করিবেন না।

ঈশ্বর আপনাকে চালিত করুন!

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

১৮

বড়লাট ভবন, নয়া দিল্লী
২২শে আগষ্ট, ১৯৪২

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ১৪ই আগষ্টের চিঠি আমার নিকট মাত্র দু এক দিন আগে পৌঁছিয়াছে। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

বলিতে প্রয়োজন বোধ করি না যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া চিঠিতে যাহা বলিয়াছেন অতি গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পড়িয়াছি এবং আপনার অভিমতের উপর গুরুত্বারোপ করিয়াছি। কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে আমার আশংকা যে সপারিষদ বড়লাটের ব্যাখ্যার সমালোচনা যাহা আপনি আগাইয়া দিয়াছেন, উহা বা আপনার ভারত গভর্ণমেণ্টের সমগ্র নীতির পুনর্বিবেচনার অনুরোধ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আন্তরিকতার সহিত
লিনলিথগো

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার।

১৯

সেক্রেটারী,
ভারত গভর্ণমেণ্ট (স্ব-বি)
নয়া দিল্লী।

মহাশয়,

গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেস সম্পর্কীয় বর্তমান নীতির সমর্থনে শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণ ও অন্যান্যদের একতান সত্ত্বেও আমি জোরের সহিত একথা বলিতে সাহস করি যে গভর্ণমেণ্ট অন্তত যদি আমার বড়লাটের নিকট পাঠাইবাব জন্য বিবেচিত চিঠির ও পরে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেন তো কোনো দুর্দৈবই দেশে ঘটিতে পারিত না। বর্ণিত শোচনীয় ধ্বংসকার্যকে নিশ্চয়ই পরিহার করা যাইত।

বিরোধী সকল কথা সত্ত্বেও আমি ঘোষণা করিতেছি যে কংগ্রেস-নীতি এখনো নিঃসংশয়ে অহিংসামূলক। কংগ্রেস নেতাদের পাইকারী গ্রেফ্‌তারই মনে হয় জনসাধারণকে ক্রোধে উন্মত্ত করিয়া আত্মসংযম হারাইতে বাধ্য করিয়াছে। আমি মনে করি যেসব ধ্বংস সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য কংগ্রেস নয়, গভর্ণমেণ্টই দায়ী। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিদান, সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার এবং তুষ্টিবিধানের উপায় ও পন্থা অনুসন্ধান করাই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ঠিক কাজ হইবে বলিয়া আমার ধারণা। স্পষ্ট-প্রতীয়মান যে কোনো হিংসাত্মক কাজের সহিত যুঝিতে নিশ্চয়ই গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সংস্থান আছে। কিন্তু নিপীড়নে শুধুমাত্র অসন্তোষ ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

সংবাদপত্র গ্রহণের অনুমতি পাওয়ার জন্য দেশের শোচনীয় ঘটনাবলীর সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে আমি বাধ্য। গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে বন্দী হিসাবে এরূপ চিঠি লিখিবার আমার কোনো

অধিকার নাই, তাহা হইলে তাঁদের তাহা বলিয়া দেওয়াই উচিত এবং আমিও এই ভুল আর করিব না।

ভবদীয় ইত্যাদি

২৩-৯-৪২ **এম. কে. গান্ধী**

২০

বন্দীশালা

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মহাশয়,

গান্ধীজী অদ্যকার কাগজগুলি দেখিবার সময় মহামান্য বড়লাট ও তাঁর মধ্যেকার প্রকাশিত পত্রালাপের তৃতীয় সংযোগলিপির নিম্নোক্ত পাদটীকা লক্ষ্য করিয়াছেন: "এই চিঠির একটি সাধারণ প্রাপ্তিস্বীকার পাঠানো হইয়াছিল।" তিনি আমাকে জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন যে এইরকম প্রাপ্তিস্বীকার তিনি কখনো পান নাই এবং তাঁর ইচ্ছা আলোচ্য বিবৃতিটা যে তিনি অস্বীকার করেন, তাহা প্রকাশিত হউক।

আন্তরিকতার সহিত

পিয়ারীলাল

স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম,
স্বরাষ্ট্র বিভাগ, ভারত গভর্ণমেণ্ট,
নয়া দিল্লী।

২১

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক ৬-৪-'৪৩ তারিখে পরিজ্ঞাত

"১৩ই ফেব্রুয়ারী মিঃ গান্ধীর হইয়া মিঃ পিয়ারীলালের লিখিত চিঠির সম্পর্কে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি মিঃ গান্ধীকে জানাইবেন কি যে তাঁর ২৩-৯-'৪২ তারিখের ভারত গভর্ণমেণ্ট (স্ব-বি)র সেক্রেটারীর নিকট লিখিত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছিল ক্যাম্পের অফিসার আই-সি'র (ইন্সপেক্টর-

অনুবাদক) মধ্যস্থতায় একটী বাণীর দ্বারা। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন এইভাবে প্রেরিত সংবাদ লিখিত পত্রের মতই প্রথাসংগত।”

২২

বন্দীশালা

ব্যক্তিগত। নববর্ষ পূর্বদিবস, ১৯৪২

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

এটি একান্ত ব্যক্তিগত পত্র। বাইবেলের অনুজ্ঞার প্রতিকূলেই আমি আপনার বিরুদ্ধে আমার বিবাদের মাঝে বহু সূর্যকে লিপ্ত করিয়াছি। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমার বুকের মধ্যে যাহা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহা নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি পুরাতন বর্ষকে চলিয়া যাইতে দিতে পারি না। ভাবিয়াছিলাম আমরা বন্ধু, সেকথা ভাবিয়া এখনো আমার আনন্দিত হওয়া উচিত। গত ৯ই আগষ্টের পরে যাহা ঘটিয়াছে, তার পরও আপনি আমাকে বন্ধু মনে করেন কিনা ভাবিয়া বিস্মিত হই। আপনার “গদি”র অধিকারীদের কারও সহিত আপনার মত এত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বোধ হয় আসি নাই।

আমাকে আপনার গ্রেফ্‌তার, তারপরে আপনার প্রচারিত ইস্তাহার, রাজাজীর প্রতি আপনার প্রত্যুত্তর, সেজন্য প্রদত্ত যুক্তি, মিঃ আমেরির আমার প্রতি আক্রমণ, আরো যার তালিকা দিতে পারি, তাহা প্রমাণ করে যে, কোনো না কোনো অবস্থায়ই আপনি আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কংগ্রেসীদের উল্লেখটা প্রসংগত গৌণ। কংগ্রেসের প্রতি আরোপিত সকল মন্দের আমিই বোধ হয় মূল ও উৎস। আমি যদি আপনার বন্ধুত্ব হইতে বিচ্যুত্‌ না হইয়া থাকি, তবে প্রচণ্ড কিছু করিবার আগে কেন আপনি আমাকে ডাকিয়া আপনার সন্দেহের কথা বলিয়া ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিজেকে নিশ্চিত করেন নাই?

অপরে যেভাবে আমাকে দেখে, নিজেকে সেভাবেও দেখিতে আমি

সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি শোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য হইয়াছি। আমি দেখিতেছি গভর্ণমেণ্ট মহলে এই সম্পর্কে আমার সম্বন্ধে বিবৃতিগুলি স্পষ্টত সত্য হইতে বিচ্যুত।

আমি অনুগ্রহ হইতে এতটা সরিয়া আসিয়াছি যে এক মুমূর্ষু বন্ধুর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি নাই। চিমুরের ব্যাপারে যিনি অনশন করিতেছেন, আমি সেই অধ্যাপক ভানশালীর উল্লেখ করিতেছি !!!

কংগ্রেসী বলিয়া খ্যাত কয়েকজন ব্যক্তির তথাকথিত হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করিব বলিয়া আমাকে প্রত্যাশা করা হইতেছে, যদিও ওরূপ নিন্দা করিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণে সেন্সর করা সংবাদপত্রের খবর ছাড়া আমার হাতে অন্য কোনো স্বীকৃত তথ্য নাই। আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমি ওই সংবাদগুলি পুরাপুরি অবিশ্বাস করি। আমি আরো বেশী লিখিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের কাহিনী আর বাড়াইব না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যাহা আমি বলিলাম তাহা আপনাকে বিশদ বিবরণী পূর্ণ করার কাজে সক্ষম করার পক্ষে যথেষ্ট।

আপনি জানেন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করি ১৯১৪ সালের শেষাশেষি। আমার সাথে ছিল এক মিশন (প্রচারক সমিতি)। ১৯০৬ সালে মিশনটি আমার কাছে আসে। আমার প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে হিংসাবাদ ও মিথ্যাচারের স্থানে সত্য ও অহিংসার প্রচার। সত্যাগ্রহ নীতিতে পরাজয় নাই। কারাগার তো বাণী প্রচারের বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটি। কিন্তু এরও সীমা আছে। আপনি আমাকে এমন এক প্রাসাদে আনিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে প্রাণীর সম্ভাব্য সকল স্বাচ্ছন্দ্যেরই নিশ্চিত ব্যবস্থা রহিয়াছে। নিছক কর্তব্যবোধেই আমি শেষোক্তের অংশ গ্রহণ করিয়াছি, কভু সুখ হিসাবে নয়,এবং এই আশায় যে,হয়তো কোনো-দিন যাদের শক্তি আছে তারা উপলব্ধি করিবে যে নিরপরাধ ব্যক্তিদের প্রতি তারা অন্যায় করিয়াছে! আমি নিজেকে ছয় মাস সময় দিয়াছিলাম। সময়টা

শেষ হইয়া আসিতেছে। আমার ধৈর্যের অবস্থাও তাই। কিন্তু আমি জানি সত্যাগ্রহের নীতি এইসব পরীক্ষার মুহূর্তে প্রতিকারও নির্ধারণ করে। এক কথায় ইহা "উপবাসের দ্বারা দেহ ক্রুশবিদ্ধ করা।" আবার ওই একই নীতি শেষের আশ্রয় ছাড়া অন্য কোনো ভাবে এর ব্যবহার নিষেধ করে। এড়াইতে পারিলে ইহা আমি লইতে চাই না।

পরিহারের উপায় এইটি: আমার ভুল বা ভুলগুলির বিষয়ে আমাকে নিঃসংশয় করুন, অজস্র সংশোধন আমি করিব। আপনি আমাকে ডাকুন কিংবা আপনার মনের সহিত পরিচিত এমন কাহাকেও পাঠান, যিনি আমাকে নিঃসংশয় করিবেন। আপনার ইচ্ছা থাকিলে আরো কত উপায় রহিয়াছে।

শীঘ্র জবাবের প্রত্যাশা করিতে পারি কী?

নববর্ষ যেন আমাদের সকলের কাছে শান্তি বহন করিয়া আনে।

আপনার আন্তরিক বন্ধু
এম. কে. গান্ধী

২৩

ব্যক্তিগত। বড়লাট ভবন
নয়া দিল্লী, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ৩১ ডিসেম্বরের ব্যক্তিগত চিঠির জন্য ধন্যবাদ। এইমাত্র সেটি পাইলাম। এর ব্যক্তিগত ভাবটি আমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতেছি আর সা[illegible]্যকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমার জবাব আপনার চিঠির মতই খোলাখুলি ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হইবে।

আপনার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের পূর্বসম্পর্কের যৌক্তিকতায় খোলাখুলি ভাবেই বলি যে ইদানীং কয়েক মাস দুটি কারণে আমি গভীর নিরুৎসাহ বোধ করিয়াছি। প্রথম কারণ কংগ্রেসের

আগষ্ট মাসে গৃহীত নীতি, দ্বিতীয় কাবণ, ওই নীতির ফলে দেশব্যাপী হিংসা ও অপরাধের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও (বহিরাক্রমণের ঝুঁকির কথা কিছুই বলিতেছি না) ওই হিংসা ও অপরাধের জন্য আপনার বা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিকট হইতে নিন্দাবাদ না আসা এই ব্যাপার। প্রথম আপনি যখন পুণায় ছিলেন,আমি জানিতাম আপনি সংবাদপত্র লইতেছেন না। ভাবিয়াছিলাম ইহা বুঝি আপনার মৌনতার ব্যাখ্যা। যখন আপনার অভিলাষ মত আপনাকে ও ওয়ার্কিং কমিটিকে সংবাদপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হইল, তখন আমি ভাবিলাম যাহা ঘটিতেছে সংবাদপত্রে তাব বিশদ বিবরণ নিশ্চয়ই আমাদের সকলের মত আপনাকেও আঘাত ও দুঃখ দিবে। আর আপনিও চূড়ান্ত ও সর্বজনবোধ্য ভাবে এর নিন্দা কবিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু ব্যাপারটী তাহা হয় নাই। এই সব হত্যাকাণ্ড, পুলিশ কর্মচারীদের জীবন্তদাহ, ট্রেন-ধ্বংস, সম্পত্তি বিনাশ, এই সব যুবক ছাত্রদের ভ্রান্ত পথে পরিচালনা, যাহা ভারতের সুনামের ও কংগ্রেস পার্টির এত বেশী অনিষ্ট করিয়াছে, যখন এদের কথা ভাবি, তখন সত্য সত্যই নৈবাশ্য বোধ করি। আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সংবাদপত্রের যে বিবৃতিগুলিব কথা আপনি উল্লেখ করিতেছেন, তাহা সবই সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন শুধু ভাবি উহা যদি না হইত, কারণ কাহিনীটা মন্দ। কংগ্রেস আন্দোলনের ভিতর এবং ওই পার্টি ও যারা এর নেতৃত্ব মানিয়া চলে, তাদের কাছে আপনার বিরাট প্রভুত্বের সীমাহীন গুরুত্বের কথা আমি ভালোরকমই জানি। তাই অকপটে বলি আমার কামনা ছিল কোনো বৃহৎ দায়িত্ব যেন আপনার উপর না আসিয়া পড়ে। (দুঃখের বিষয়, প্রাথমিক দায়িত্ব নেতাদের উপর থাকিলেও অন্যান্যেরা শৃঙ্খলাভংগকারী হিসাবে—যাহা ঘটে তার ফলাফলরূপে—কিংবা বলি হিসাবে পরিণাম ভোগ করে।)

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি পিছনের দিকে পদক্ষেপ করিতে এবং গত গ্রীষ্মের নীতি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করেন:

(আপনার পত্রপাঠে আমি যদি ইহা মনে করিয়া ভুল না করি) তো আমাকে জানাইয়া দিন, আমি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিব। আর আমি যদি আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে ব্যর্থকাম হইয়া থাকি তো কী পরিমাণে অক্ষম হইয়াছি, তাহা আমাকে অবিলম্বে জানাইতে ও কী কী কার্যকরী প্রস্তাব আমার নিকট করিতে চান, তাহা বলিতে দ্বিধা করিবেন না। এত বছর পরেও আমাকে আপনি ভালোই জানেন, তাই বিশ্বাস করিবেন যে আপনার নিকট হইতে পাওয়া যে কোনো বার্তাই যে আমি আগের মত গভীর মনোযোগ ও পূর্ণ গুরুত্বের সহিত পড়িতে লিপ্ত থাকিব এবং আপনার মনোভাব ও উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য গভীরতম উদ্বেগের সহিত ইহা গ্রহণ করিব।

আন্তরিকতার সহিত
লিননিথগো

২৪

ব্যক্তিগত

বন্দীশালা
১৯-১-'৪৩

প্রিয় লর্ড লিননিথগো,

গতকাল বেলা ২-৩০টার সময় আপনার সহানুভূতিপূর্ণ পত্র পাইলাম। আপনার নিকট হইতে চিঠি পাওয়ার বিষয়ে আমি প্রায় নিরাশ হইয়াই পড়িয়াছিলাম। আমার অধৈর্যকে অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন।

আপনার চিঠিতে জাতিচ্যুত হই নাই দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।

৩১শে ডিসেম্বরের চিঠিতে আমি আপনার বিরুদ্ধে গর্জন জানাইয়াছি, আপনিও পাল্টা-গর্জন করিয়াছেন। এর অর্থ আমাকে গ্রেফতার করিয়া

ভুল করেন নাই বলিয়াই আপনার বিশ্বাস এবং ত্রুটিগুলির জন্য, আপনার মতে যার দোষ আমার, আপনি দুঃখিত হইয়াছেন।

আমার চিঠি হইতে আপনি যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা অভ্রান্ত নয়। আপনার ব্যাখ্যার আলোকেই আমার চিঠিখানি পুনর্বার পড়িয়াছি, কিন্তু এর মধ্যে আপনার অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি অনশন করিতেই চাহিয়াছিলাম এবং এই পত্রালাপ নিষ্ফল হইলে এখনো চাহিব। বিশ্বব্যাপী অনটন দেশের মধ্যে চুপি চুপি পা ফেলিয়া আসিতেছে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুঃখকষ্ট এবং দেশের বুকে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমাকে অসহায়ের মত দেখিয়া যাইতে হইবে।

আমার চিঠির আপনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করিলে আমি যেন একটা কার্যকর প্রস্তাব জানাই এই আপনার ইচ্ছা। এটা আমি করিতে পারিতাম, যদি আপনি আমাকে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাখিতেন।

আমার যে ভুলগুলি বা তার চাইতেও কিছু খারাপের সম্বন্ধে আপনার ধারণা স্পষ্ট, সেগুলির সম্বন্ধে আমাকে নিঃসংশয় করিতে পারিলে আমার নিজের পক্ষে সেগুলিকে পূর্ণ ও প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে ও যথেষ্ট রকম সংশোধন করিতে কারও সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করিব না। কিন্তু ভুল করিয়াছি এমন বিশ্বাস আমার নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি) সেক্রেটারীর নিকট আমার ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২এর চিঠি আপনি দেখিয়া থাকিলে আমি বিস্ময় বোধ করিব। এই চিঠিতে ও আপনাকে লিখিত ১৪ই আগষ্ট ১৯৪২এর চিঠিতে আমি আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাতে এখনো অবিচলিত আছি।

বিগত ৯ আগষ্টের পরে যাহা ঘটিয়াছে, সেজন্য অবশ্যই দুঃখ প্রকাশ করি। কিন্তু সে সবের জন্য সমস্ত দোষটা আমি ভারত গভর্ণমেণ্টের দুয়ারে রাখি নাই কী? তাছাড়া, আমার প্রভাব-নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি কোনো

মতামতই প্রকাশ করিতে পারি না। এগুলির এক তরফা বিবরণই শুধু পাইতেছি। আপনার বিভাগীয় কর্তারা আপনার সম্মুখে যে সব সংবাদ আনিয়া হাজির করে, প্রথম দৃষ্টিতেই সেগুলির সত্যতা গ্রহণ করিতে আপনি অবশ্য বাধ্য। কিন্তু আমিও যে ওইরূপ তাহা আপনি আশা করিতে পারেন না। ইতিপূর্বে এই সব সংবাদ প্রায়ই ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই যে সংবাদের যাথার্থ্যের উপর আপনার বিশ্বাস গ্রথিত, সে সম্বন্ধে আমার সংশয় দূর করিতে আমি ৩১শে ডিসেম্বরের চিঠিতে ওজর করিয়াছিলাম। আমি বিবৃতি দিব বলিয়া আপনি আশা করিলেও সে সম্পর্কে আমার মূলগত অসুবিধা হয়তো উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, অট্টালিকাশিখর হইতে আমি এটুকু বলি যে আগেও যেমন ছিলাম এখনও সেইরূপ অহিংসানীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী আছি। আপনি হয়তো জানেন না যে কংগ্রেসকর্মীদের যে কোনো হিংসানীতিকেই আমি প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্টতার সহিত নিন্দা করিয়াছি। উদাহরণ দিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে চাই না। আমার বক্তব্য এই যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবারই আমি স্বাধীনভাবে কাজ করিয়াছিলাম।

এবার পিছনে হটিয়া আসার পালা গভর্ণমেণ্টের। আপনার অভিমতের খণ্ডনে অভিমত প্রকাশ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যদি হাত না তুলিতেন এবং আমার ঘোষণামত ৮ই আগষ্টের রাত্রে আমাকে সাক্ষাৎদান করিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাহা হইলে ভালো ছাড়া অন্য কিছু ঘটিত না।

এখানে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি কী যে এর আগে পর্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁদের ত্রুটির কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, যেমন পাঞ্জাবে, যখন পরলোকগত জেনারেল ডায়ারের নিন্দা হইয়াছিল, যেমন যুক্তপ্রদেশে, যখন কানপুরের এক মসজিদের একটা কোণের পুনঃসংস্কার হইয়াছিল, যেমন বাংলায়, যখন বংগভংগ রদ হইয়াছিল। জনসাধারণের বৃহৎ ও পূর্বেকার হিংসাভাব সত্ত্বেও এগুলি করা হইয়াছিল

সংক্ষেপে বলিতে হইলে :

(১) একাই কাজ করি এই যদি আপনি চান, তাহা হইলে আমার ভুল সম্বন্ধে আমাকে নিঃসংশয় করুন। অজস্র সংশোধন আমি করিব।

(২) আর আপনি যদি চান কংগ্রেসের তরফ হইতে কোনো প্রস্তাব দিই তাহা হইলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে আমাকে আপনার রাখা উচিত।

আমি বলিবই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দূর করিতে আপনি মনস্থ করুন।

আমাকে দুর্বোধ্য লাগিলে বা আপনার চিঠির পুরা জবাব না দিয়া থাকিলে অনুগ্রহপূর্বক আমার ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিন। আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

মনের কোনোরূপ গোপনতা আমার নাই।

আপনাকে লেখা আমার চিঠিগুলি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয় দেখিতেছি। এই পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই সময়ের অপচয় হয়। এক্ষেত্রে সময়ই যখন প্রধান কথা, হয়তো আপনি হুকুম জারী করিবেন যে আপনার নিকট আমার চিঠিগুলি এই ক্যাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা সরাসরি প্রেরিত হউক।

আপনার আন্তরিক সুহৃৎ
এম. কে. গান্ধী

২৫

ব্যক্তিগত।

বড়লাট ভবন,
নয়া দিল্লী, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ১৯শে জানুয়ারীর ব্যক্তিগত চিঠির জন্য বহু ধন্যবাদ। এইমাত্র সেটি পাইলাম। বলা বাহুল্য, গভীর যত্ন ও মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি।

তবু বলিতে শংকাবোধ করি যে অন্ধকারেই রহিয়াছি। বিগত আগষ্টের পরে হিংসা ও অপরাধমূলক দুঃখকর সংগ্রাম এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ভারতবর্ষের সুনামের যথেষ্ট হানি ও ক্ষতি হইয়াছে। ঘটনার গতির সহিত ও ঘটনাবলীর সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকার ফলে ওইসব কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেসী আন্দোলনকে ও গত আগষ্টের সিদ্ধান্তের সময়ে কংগ্রেসের অনুমোদিত ও পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত মুখপাত্র হিসাবে আপনাকে দায়ী করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। গত চিঠিতে একথা আমি পরিষ্কার বলিয়াছি। অহিংসা সম্বন্ধে আপনার উক্তি লক্ষ্য করিলাম। হিংসানীতির প্রতি আপনার স্পষ্ট নিন্দাবাদ পড়িয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। অতীতে আপনার মতবাদের ওই ধারাটির প্রতি আপনি যে গুরুত্বারোপ করিয়াছেন, তাহা আমি ভালোই জানি। কিন্তু অনুগামীদের অন্তত কয়েকজনের পূর্ণ সমর্থন উহাতে ছিল না, গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী এবং ইদানীংও যাহা ঘটিতেছে, তাহা হইতে ইহা প্রমাণ হয়। কংগ্রেস ও তার সমর্থকদের হিংসাকার্যের ফলে যাদের জীবন গিয়াছে, যারা সম্পত্তি হারাইয়াছে বা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাদের সম্পর্কে এটি কোনো জবাবই নয় যে তারা (গান্ধীজীর অনুগামীরা) আপনার প্রচারিত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। "সমস্ত দোষারোপ" আপনি ভারত গভর্ণমেণ্টের দুয়ারে উপনীত করিয়াছেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও আমি উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। এই ব্যাপারে তথ্যাদি লইয়া আমরা কাজ করিতেছি, তথ্যাদিরই সম্মুখীন হইতে হইবে আমাদের। শেষ চিঠিতে আমি স্পষ্টই বলিয়াছিলাম আপনার নিকট হইতে আমি যে কোনো বক্তব্য বা বিশেষ ঘোষণা, যাহা আপনাকে হয়ত করিতে হইবে, পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন থাকিলেও এক্ষেত্রে ভারত গভর্ণমেণ্টের বদলে কংগ্রেস ও স্বয়ং আপনার দোষ খণ্ডন করিবার কথা।

তাই, ৯ই আগষ্টের প্রস্তাব ও প্রস্তাবের প্রতিরূপক নীতিকে আপনি অস্বীকার করেন বা উহা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন এই মর্মে আমাকে

জানাইতে উদ্বেগ বোধ করিলে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে সঠিক প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলে আমি যে বিষয়টির পুনর্বিবেচনার জন্য প্রস্তুত থাকিব, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ও বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। আমি জানি যে যথাসম্ভব সরলতম কথায় আমি উহা স্পষ্ট করিতে চাহিলে আপনি তাহা মন্দভাবে লইবেন না।

বোম্বাই গভর্ণরকে আমি বলিয়া রাখিব আপনার পত্রাদি তাঁর মধ্যস্থতায় প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে। আমার বিশ্বাস ইহাতে প্রেরণের বিলম্ব হ্রাস পাইবে।

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার। **লিনলিথগো**

২৬

বন্দীশালা,

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

আমার ১৯ তারিখের চিঠির দ্রুত জবাবের জন্য আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ।

আপনার চিঠি স্পষ্ট এ বিষয়ে আপনার সহিত একমত হইতে পারিব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যে এক বিশেষ দৃঢ়মত পোষণ করেন, স্পষ্টতার দ্বারা একথা বলিতে চান নাই বলিয়াই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। বিগত ৯ই আগষ্ট ও পরবর্তীকালে জনসাধারণের হিংসাকার্যের জন্য (যদিও তাহা প্রধান প্রধান কংগ্রেস কর্মীদের পাইকারী গ্রেফ্তারের পর ঘটে) কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবই দায়ী বলিয়া আপনার যে ধারণা, তার বৈধতা সম্বন্ধে আমাকে নিঃসংশয় করিতে আপনার অন্তত চেষ্টা করা উচিত। এই ওজর পূর্বেও দেখাইয়াছি এবং শেষ নিঃশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত দেখাইতে থাকিব। গভর্ণমেণ্টের প্রচণ্ড ও অনিশ্চিত পন্থাই কী বর্ণিত হিংসাকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়? আগষ্ট প্রস্তাবের

কোন্ অংশ আপনার মতে মন্দ বা আক্রমণাত্মক আপনি বলেন নাই। ওই প্রস্তাবে কংগ্রেস অহিংসনীতি হইতে কোনোক্রমেই পিছনে হটিয়া আসে নাই। উহা সুনিশ্চিতরূপেই সর্বপ্রকার ফ্যাসিবাদের বিরোধী। যে পরিস্থিতিতে ফলপ্রসূ ও দেশব্যাপক সহযোগিতা করা সম্ভব হয়, সেই পরিস্থিতিতে ইহা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দেয়।

এ সবই কি নিন্দার্হ ?

প্রস্তাবের যে ধারায় আইন অমান্যের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে, তার সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু আপত্তি উঠার কথা নয়, কারণ "গান্ধী আরুইন" চুক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত তার মধ্যেই আইন অমান্য নীতিকে অর্থ বুঝিয়াই মানিয়া লওয়া আছে। এই আইন অমান্যও শুরু করা হইত না, যতক্ষণ না আপনার সহিত আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত ও তার ফলাফল জানা যাইত।

অতঃপর ভারত সচিবের মত একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কর্তৃক কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত অপ্রমাণিত ও আমার মতে অপ্রমেয় অভিযোগের কথা ধরা যাক।

একথা আমি নিশ্চয়ই নিরাপদে বলিতে পারি যে নিছক শোনা কথার বদলে সুদৃঢ় সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা গভর্ণমেণ্টের উচিত তাঁদের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা।

কিন্তু আপনি আমার মুখের 'পরেই কংগ্রেসী বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা হত্যাকাণ্ডের তথ্যাদি নিক্ষেপ করিয়াছেন। হত্যাব্যাপার আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি। আশা করি আপনিও পাইতেছেন। আমার উত্তর এই যে গভর্ণমেণ্টই জনসাধারণকে খোঁচাইয়া উন্মত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ববর্ণিত গ্রেফ্তার কার্যের আকারে তাঁরা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন সিংহের মত হিংসাবৃত্তি। তার কিছুমাত্র কম নয় ওই হিংসা, কারণ এমন ব্যাপক ভিত্তিতে উহা পরিচালিত যে মুশার দাঁতের বদলে দাঁতের নীতিকে উহা 'একের জন্য

দশহাজারের' নীতিতে পরিবর্তিত করে—মুশার নীতির অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যিশুখৃষ্ট উচ্চারিত অপ্রতিরোধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান গভর্ণমেণ্টের দমনমূলক ব্যবস্থার অন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা আমার দ্বারা অসম্ভব।

এই দুঃখের কাহিনীর সহিত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারীর ভারতব্যাপী অভাবজনিত ক্লেশদৈন্যের কথা যোগ করুন। জনগণের নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়ী প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট থাকিলে উহা সম্পূর্ণ নিবারিত না হউক অনেকখানি প্রশমিত হইত।

বেদনায় শান্তিকর ঔষধ না পাইলে আমি সত্যাগ্রহীর জন্য নির্দিষ্ট নীতি অর্থাৎ সামর্থ্যানুযায়ী উপবাসের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইব। ৯ই ফেব্রুয়ারীর প্রত্যুষিক প্রাতরাশের পর শুরু হইয়া ২রা মার্চের প্রাতে উহা শেষ হইবে। সাধারণত উপবাসের সময় আমি লবণসহ জল গ্রহণ করি। কিন্তু ইদানীং আমার পদ্ধতিতে জল নিষিদ্ধ। এইবারে তাই জল পানযোগ্য করিবার জন্য লেবুর রস মিশাইবার প্রস্তাব করিতেছি। কারণ আমৃত্যু অনশন করার পরিবর্তে ঈশ্বর করেন তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই আমার ইচ্ছা। গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সাহায্যাদির ব্যবস্থা করিলে উপবাস আরো শীঘ্র শেষ হইতে পারে।

এই চিঠিটি ব্যক্তিগত চিহ্নিত করিতেছি না, পূর্বের দুট চিঠি যেমন করিয়া ছিলাম। সেগুলি অবশ্য কোনোক্রমেই গোপনীয় ছিল না। নিছক ব্যক্তিগত আবেদন ছিল সেগুলি।

আপনার আন্তরিক বন্ধু
এম. কে. গান্ধী

পুনশ্চ :

অসতর্কতার দরুন নীচের লেখাটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে :—

গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টত উপেক্ষা করিয়াছেন বা হয়তো দেখিতে পান নাই যে

কংগ্রেস আগষ্ট প্রস্তাবে নিজের জন্য কিছুই চায় নাই। এর যাহা কিছু দাবী সবই জনসাধারণের জন্য। আপনার জানিয়া রাখা উচিত যে গভর্ণমেণ্ট কায়েদ-ই আজম জিন্নাকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে আমন্ত্রণ জানাইলে কংগ্রেস তাহাতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিলই, সে গভর্ণমেণ্ট অবশ্য যুদ্ধকালে আবশ্যক সর্বসম্মত ব্যবস্থার অধীন ও যথাযোগ্যভাবে নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবে। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ব্যতীত ওয়ার্কিং কমিটির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য এর বর্তমান মনোভাব আমি জানি না। তবে মনে হয় কমিটি মত পরিবর্তন করেন নাই।

এম. কে. গান্ধী

২৭

বড়লাট ভবন,
নয়া দিল্লী,
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ২৯শে জানুয়ারীর চিঠি এইমাত্র পাইলাম। সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। সর্বদা যেমন এবারও তেমনি গভীর সতর্কতা ও উদ্বেগের সহিত আপনার মনকে বুঝিবার জন্য ও আপনার যুক্তির প্রতি পূর্ণ ন্যায় বিচার করিবার জন্য ইহা পড়িয়াছি। কিন্তু আমি দুঃখিত যে গত শরৎকালের শোকাবহ গণ্ডগোলের জন্য কংগ্রেস ও আপনার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমার ধারণা অপরিবর্তিতই রহিয়াছে।

গত চিঠিতে আমি বলিয়াছিলাম ঘটনাবলীর সম্বন্ধে আমার যাহা জ্ঞান তার ফলে কংগ্রেসের আন্দোলনকে ও গত আগষ্টের সিদ্ধান্তের সময়ে এর অনুমোদিত ও পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতাহিসাবে আপনাকে পরবর্তীকালে ঘটিত হিংসা ও অপরাধমূলক সংগ্রামের জন্য দায়ী করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না।

প্রত্যুত্তরে আপনি আমাকে আমার অভিমতের নির্ভুলতার বিষয়ে আপনাকে নিঃসংশয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বারংবার বলিয়াছেন। আপনার অনুরোধের জবাবে আরো শীঘ্র সাড়া দিতে পারিতাম, যদি আমার প্রত্যাশা-মত আপনার চিঠিগুলি এই ইংগিত দিত যে আপনি খোলা মন লইয়াই সংবাদের খোঁজ করিয়াছেন! প্রত্যেকটি চিঠিতেই আপনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রকাশিত সংবাদের সম্বন্ধে গভীর অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও শেষ চিঠিতে আপনি সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই তার সমস্ত দোষ ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর চাপাইতে দ্বিধা করেন নাই। সেই চিঠিতেই আপনি বলিয়াছেন, যে সরকারী সংবাদগুলির যাথার্থ্যের উপর আমি নির্ভর করি, সেগুলি বিশ্বাস করিতে আমি আপনাকে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সুতরাং আপনার সংশয় দূর করিবার জন্য আপনি আমাকে কীরূপ প্রত্যাশা বা অভিলাষ করেন, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট নয়। কিন্তু কার্যত, কংগ্রেসের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব তার দাবীর সমর্থনে “গণ আন্দোলন” ঘোষণা করিলে, আপনাকে নেতৃপদে বৃত করিলে এবং আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ হইলে প্রত্যেক কংগ্রেসী যাহাতে নিজেরা কাজ করিয়া যাইতে পারে, সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিলে পর যে সমস্ত শোচনীয় হিংসা ও নাশকতামূলক কাজ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটে, তার দায়িত্ব কংগ্রেস ও তার নেতাদের উপর চাপাইবার যুক্তিতে গভর্ণমেণ্ট কোনো গোপনতাই অবলম্বন করেন নাই। যে প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত মর্মে প্রস্তাব করিতে পারে, তাহা পরবর্তীকালে ঘটিত কোনো ঘটনারই দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। এই নীতি হিংসার পথে চালিত হইবে জানিয়াও আপনি ও আপনার বন্ধুরা যে ইহা মার্জনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং যে সব হিংসাকাজ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্তারের বহু পূর্বে চিন্তিত এক পরিকল্পনার অংশ এবিষয়ে প্রমাণ আছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মামলার সাধারণ প্রকৃতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র

সচিবের বক্তৃতায় বিবৃত হয়। আপনি যদি আরো সংবাদ পাইতে চান তো আমি আপনার নিকট এর উল্লেখ করিব। এর একটী পুরা নকল এই সংগে দিতেছি, সংবাদপত্রের যে বিবরণ আপনি দেখিয়া থাকিবেন তাহা হয় তো যথেষ্ট নয়। আমি শুধু এইটুকু বলিবার প্রয়োজন বোধ করি যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা তৎকালে গৃহীত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিয়াছে। আমার হাতে অজস্র তথ্য আছে যে নি-ভা-ক-ক'র নামে প্রচারিত গোপন নির্দেশে নাশকতামূলক কার্যের আন্দোলনের পরিচালনা হইয়াছে; সুপরিচিত কংগ্রেসীরা হিংসা ও হত্যামূলক কার্য পরিচালনা করিয়া তাতে নিঃসংকোচে অংশ গ্রহণ করিয়াছে; এবং এখনো এমন কী একটী গুপ্ত সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় আছে, তাতে অন্যান্যদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের পত্নী একটী প্রধান অংশ গ্রহণকারী। দেশকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে এমন সব বোমার উপদ্রব ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিকল্পনা করার কাজে সংগঠনটী সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সব সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া যদি কাজ না করিয়া থাকি বা প্রকাশ্যে এই সব প্রচার না করিয়া থাকি তো উপযুক্ত সময় আসে নাই বলিয়াই করি নাই। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের বুঝাপড়া আগে বা পরে একদিন হইবেই এবং সেই দিনই সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে যদি পারেন তো আপনি ও আপনার সহকর্মীরা নিজেদের পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। এবং ইত্যবসরে আপনি নিজে যদি কোনো উপায়ে, যাহা আপনি করিবার চিন্তা করিতেছেন বোধ হইতেছে, কোনো সহজ বহির্গমনের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন তো সেটা আদালতে অনুপস্থিত হওয়ার সামিল হইবে এবং সেজন্য রায় আপনার বিরুদ্ধে যাইবে।

"গান্ধী-আরুইন চুক্তি" বলিয়া আপনি যার উল্লেখ করিয়াছেন, ৫ই মার্চ ১৯৩১এর সেই দিল্লী মীমাংসায় আইন অমান্য নীতিকে অর্থ বুঝিয়াই মানা হইয়াছে, আপনার এই বিবৃতি বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিয়াছি। দলিলটী

পুনরায় আমি দেখিয়াছি। আইন অমান্য 'কার্যকরী ভাবে স্থগিত' রাখা হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট "পরস্পর-অনুবর্তী কর্মপন্থা" গ্রহণ করিবেন এই ছিল এর ভিত্তি। এই ধরণের দলিলে আইন অমান্যের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন কোনো অবস্থায়ই বৈধ স্বীকৃত হইয়াছিল এমন কথা এর মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। আমার গভর্ণমেণ্টও যে ইহাকে ওইরূপ মনে করেন না, আর বেশী সরল করিয়া তাহা বলিতে পারি না।

দেশের অনুমোদিত যে গভর্ণমেণ্টের উপর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব, আপনার প্রস্তাবিত মনোভাব গ্রহণ করিলে মানিতে হয় যে সেই গভর্ণমেণ্টের উচিত ধ্বংসমূলক ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলন অপ্রতিহতভাবে ঘটিতে দেওয়া, যেগুলিকে আপনি নিজেই প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; মানিতে হয় যে গভর্ণমেণ্টের উচিত হিংসাকার্য, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করণ, নিরপরাধ ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ, পুলিশ কর্মচারী ও অন্যান্যদের হত্যা ইত্যাদি ব্যাপারের প্রস্তুতি অবাধভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়া। আমার গভর্ণমেণ্ট ও আমি প্রকাশ্যেই বলি যে আপনার বিরুদ্ধে ও কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে আরো আগেই প্রচণ্ড পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। কিন্তু যে পথ আপনি লইতে মনস্থ করিয়াছেন, উহা হইতে সরিয়া আসার প্রত্যেক সম্ভাব্য সুযোগ আপনাকে ও কংগ্রেস সংগঠনকে দিতে বরাবরই আমি ও আমার গভর্ণমেণ্ট উৎকণ্ঠিত ছিলাম। বিগত জুন ও জুলাইয়ে আপনার বিবৃতি, ১৪ই জুলাইএর ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাব, এবং সেই দিনই আলাপ-আলোচনার কোনো স্থান বাকী নাই এবং যাহা হউক না কেন ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলিয়া আপনার ঘোষণা— এগুলির সব কটিই আপনার সেই চরম উপদেশ "করেংগে ইয়া মরেংগে" ছাড়াও গুরুত্বব্যঞ্জক ও অর্থবোধক। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে গভর্ণমেণ্টকে ভারতের জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব পালন করিতে হইলে কংগ্রেসের মনোভাব আর

উপেক্ষা করা যাইতে পারে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ধৈর্যের সহিত (যেটা হয়তো যথোচিত হয় নাই) স্থিরীকৃত হয়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, যে সিদ্ধান্ত আপনি কাজে পরিণত করার মনস্থ করিতেছেন বলিয়া আমাকে জানাইতেছেন, আপনার স্বাস্থ্য ও বয়সের কারণে সেজন্য আমি অতীব দুঃখিত। এই আশা ও প্রার্থনা করি যে এখনো আপনার বিজ্ঞতর বুদ্ধির উদয় হউক। কিন্তু উপবাস ও অনুসংগী বিপদগুলি গ্রহণ করা না করার সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টরূপে আপনার একার। এর ও এর ফলাফলের দায়িত্ব একা আপনারই উপর। আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে আমি যাহা বলিয়াছি তার আলোকে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত আরো ভালোভাবে বিবেচনা করিবেন। ভালোভাবে বিবেচনা করিবার মনোভাবকে আমি অভিনন্দিত করিব। এর কারণ শুধু যে আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক জীবন বিপন্ন করিতে দেখা আমার স্বাভাবিক অনিচ্ছা তাহা নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উপবাসের আশ্রয় লওয়াকে আমি মনে করি উহা এক ধরণের রাজনীতিক ভয়প্রদর্শন (হিংসা), যার কোনো নৈতিক যুক্তি নাই। আপনারই পূর্বের লেখা হইতে জানিয়াছি আপনিও তাই মনে করিতেন।

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার **লিনলিথগো**

২৮

বড়লাট ভবন,
নয়া দিল্লী,
৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

মহামান্যের নিকট ২৯শে জানুয়ারীর চিঠিতে আপনি বলিয়াছিলেন এই চিঠিটী পূর্বেকার দুটী চিঠির মত ব্যক্তিগত চিহ্নিত করিতেছেন না,

আর পূর্বেকার সেই দুটী চিঠি কোনোক্রমেই গোপনীয় নয়, ব্যক্তিগত আবেদন মাত্র। এ পর্যন্ত মহামান্য "ব্যক্তিগত" কথাটীর স্বাভাবিক প্রচলিত অর্থই করিয়াছিলেন, যেমনটী আপনি প্রত্যাশা করিতেন, আর তদনুসারে তাঁর জবাবগুলিতেও ইহা চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছেন। আপনার বক্তব্য হইতে তিনি অনুমান করিতেছেন যে ব্যক্তিগত চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি এই চিঠিগুলি জবাব সহ প্রকাশ করিতে দিলে আপনার আপত্তি হইবে না। সম্ভবত তাহা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাইয়া দিবেন।

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার **জি. লেথওয়েট**

২৯

বন্দীশালা,
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর গিলবার্ট,

এত দিন পরে আপনার স্বাক্ষর দেখিতে পাইয়া উল্লসিত হইলাম। ব্যক্তিগত পত্র দুটী গোপনীয় নয় বলিয়া যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, আপনি যাহা বলিয়াছেন উহা তাহাই। কিন্তু ইহাও আমি চাহিয়াছিলাম যে ওগুলি আমার দিক হইতে গোপনীয় না হইলেও মহামান্য যদি ওগুলিকে ব্যক্তিগত বলিয়া মনে করিতে চাহেন তো স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন এবং সেই জন্য তাঁর জবাব দুটীকেও সেরূপ ভাবিতে পারেন। সেক্ষেত্রে চারটী চিঠিরই প্রকাশ তিনি বন্ধ রাখিতে পারেন। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে আমি এই অনুরোধ করিব বিগত ১৪ই আগষ্টের পত্র হইতে শুরু করিয়া ভারত

গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত আমার পত্রসহ সমগ্র পত্রালাপ প্রকাশিত করা হউক।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে গান্ধী

৩০

বন্দীশালা,
৭-২-৪৩

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

আমার বিগত ২৯শে জানুয়ারীর চিঠির প্রতি আপনার ৫ই তারিখের দীর্ঘ জবাবের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রথমে আমি আপনার চিঠির শেষ প্রশ্নটি অর্থাৎ ঈপ্সিত উপবাসের কথা ধরিতেছি, যেটা ৯ই শুরু হইবার কথা। সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিতে আপনার চিঠিই উপবাসের আমন্ত্রণ লিপি। ইহা নিঃসন্দেহ যে ওই পন্থা ও তার ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। আপনার লেখনী হইতে আপনি এমন একটা কথা বাহির হইতে দিয়াছেন যে জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের শেষ বাক্যে আপনি এই পন্থাকে সহজ বহির্গমন পথ আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বন্ধু হইয়া আপনি আমার প্রতি যে এরূপ নীচ ও কাপুরুষোচিত উদ্দেশ্য আরোপ করিতে পারেন তাহা ধারণাতীত। 'এক ধরণের রাজনীতিক ভয়প্রদর্শন' বলিয়াও এর নাম দিয়াছেন আর এই বিষয়ে আমারই পূর্বের লেখা আমারই বিরুদ্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার লেখা আমি স্বীকার করি। আমার ধারণা সেগুলির মধ্যে আমার অভীপ্সিত কার্যের সহিত সামঞ্জস্যহীন কিছুই নাই। আপনি নিজে ঐ রচনাগুলি পড়িয়াছেন কী না ভাবিয়া বিস্মিত হই।

আমি জোর গলায় বলিতেছি যে খোলা মন লইয়াই আমি আপনাকে আমার ভুল সম্বন্ধে নিঃসংশয় করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। প্রকাশিত সংবাদের উপর "সুগভীর অবিশ্বাস" আমার খোলা মনের সহিত মোটেই সামঞ্জস্যহীন নয়।

আমি (আমার বন্ধুদের কথা এই মুহূর্তে ছাড়িয়াই দিতেছি) "এই পদ্ধতি হিংসানীতির পথে চালিত হইবে জানিয়াও ইহা মার্জনা করিতে প্রস্তুত" ছিলাম আর "পরবর্তীকালে ঘটিত হিংসাকার্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের বহু পূর্বে চিন্তিত এক পরিকল্পনার অংশ", এ বিষয়ে প্রমাণ আছে বলিতেছেন। এরূপ গুরুতর অভিযোগের সমর্থনে কোনো প্রমাণ আমি দেখি নাই। আর প্রমাণাদির অংশ এখনো প্রকাশিতব্য তাহা আপনিও স্বীকার করেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের যে বক্তৃতার এক কাপি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাকে কৌঁসুলীর উদ্বোধনী-বক্তৃতা ছাড়া আর বেশি কিছু বলা যায় না। কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে অসমর্থিত অভিযোগ আছে ইহাতে। অবশ্য তিনি বেশ সুচিত্রিত ভাষায় হিংসাত্মক বিস্ফোরণের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু ঘটিবার সময় কেন উহা ঘটিল তাহা বলেন নাই। আপনি নরনারীদের বিচার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্বেই তাদের দণ্ডিত করিয়াছেন। যে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আপনি ওদের অপরাধী করিতেছেন, তাহা আপনাকে আমায় দেখাইয়া দিতে বলায় নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় হয় নাই। চিঠিতে যাহা বলিয়াছেন, তাতে সংশয়ের নিরাকরণ হয় না। ইংলণ্ডীয় বিচার বিধির অনুরূপ হওয়া উচিত প্রমাণ।

ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সদস্যের স্ত্রী "বোমার উপদ্রব ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদ-মূলক কার্যকলাপের পরিকল্পনায়" সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকিলে তাকে আদালতের সম্মুখে বিচার করিয়া দোষ সাব্যস্ত হইলে দণ্ড দেওয়া উচিত। যে মহিলাটীর কথা আপনি বলিতেছেন, তিনি অভিযুক্ত কার্যগুলি করিতে পারিতেন শুধু বিগত ৯ই আগষ্টের পাইকারী গ্রেফ্‌তারের পরে, যেটাকে আমি সিংহের মত হিংসা বলিয়া উল্লেখ করিতে সাহস করিয়াছি।

আপনি বলেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত সময় আসে নাই এখনো। কিন্তু আপনি ওগুলির নিরপেক্ষ বিচারালয়ের সম্মুখে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়ার কথা কখনো ভাবিয়াছেন কী, দণ্ডিত ব্যক্তিদের কেহ কেহ ইত্যবসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে বা জীবিতরা দাখিল করিতে পারে এমন প্রমাণ কিছু কিছু অপ্রাপ্য হইতে পারে তাহাও কখনো ভাবিয়াছেন কী ?

আমার বিবৃতি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে ৫ই মার্চ ১৯৩১ ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তৎকালীন বড়লাট ও কংগ্রেসের তরফে আমার মধ্যে যে মীমাংসা হয় তাতে আইন অমান্য নীতিকে অর্থ বুঝিয়াই মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। আশা করি আপনি জানেন যে ওই মীমাংসা চিস্তিত হইবার পূর্বেই প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। মীমাংসার ফলে কিছুটা ক্ষতিপূরণ কংগ্রেসীদের দেওয়া হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সর্তাদি পূরণ হইতে থাকায় আইন-অমান্য বন্ধ করা হয়। আমার মতে ইহাই ওর বৈধতার স্বীকৃতি, অবশ্য বিশেষ অবস্থায়। সেইজন্য আইন অমান্য "কোনো অবস্থাতেই আপনার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বৈধ স্বীকৃত হইতে পারে না" আপনাকে এই ধারণা পোষণ করিতে দেখিলে কিছুটা অদ্ভুত লাগে। "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" নাম দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এর বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রথাকে আপনি উপেক্ষা করিতেছেন।

সর্বশেষে, আপনি আমার চিঠিগুলির মধ্যে একটা অর্থ পড়িয়াছেন, যেটা আমার একটা চিঠিতে উল্লিখিত প্রকৃত অহিংসার প্রতি অবিচলিত থাকার ঘোষণার সহিত পুরাপুরি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, আপনার যে চিঠির জবাব দিতেছি তাতে আপনি বলিতেছেন যে, "আমার অভিমত গ্রহণ করিলে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দায়ী দেশের অনুমোদিত গভর্ণমেণ্টকে এমন কতকগুলি আন্দোলন ঘটিতে দিতে হয় যেগুলির ফলে হিংসানীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার

বিচ্যুতি, নির্দোষ ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ, পুলিশ অফিসার ও অন্যান্যদের হত্যার তোড়জোড় অব্যাহতভাবে চলিবে।" আপনি বিশ্বাস করেন যে আমি আপনাকে এই সব জিনিসগুলি আইনসংগত বলিয়া মানিয়া লইবার জন্য বলিতে পারি ; নিশ্চয়ই আমি আপনার একটী অদ্ভুত বন্ধু।

আমার প্রতি আরোপিত ধারণা ও বিবৃতিগুলির চূড়ান্ত জবাব দিবার চেষ্টা আমি করি নাই। এরূপ জবাব দিবার স্থান ইহা নয়, সময়ও এখন নয়। আমার নিকট যেগুলির অবিলম্বে জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, শুধু সেগুলি বাছিয়া লইয়াছি। যে কঠোর পরীক্ষা আমি নিজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এডাইতে পারি এমন কোনো ছিদ্রপথ আমার জন্য আপনি রাখেন নাই। ৯ই তারিখে সর্বাপেক্ষা সম্ভব পরিষ্কার বিবেকবোধ লইয়া আমি ব্রতী হইব। "এক প্রকার রাজনীতিক ভয় প্রদর্শন" বলিয়া আপনি এর নাম দিতে পারেন, কিন্তু যে ন্যায়বিচার আমি আপনার নিকট হইতে পাইতে ব্যর্থকাম হইয়াছি, সেই ন্যায়বিচারের জন্যই ইহা আমার সর্বোচ্চ বিচারপরিষদের নিকট আবেদন। পরীক্ষায় জয়ী হইতে না পারিলে আমি আমার নির্দোষতায় পরিপূর্ণ আস্থা রাখিয়া বিচারাসনের নিকট যাইব। এক সর্বশক্তিশালী গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আপনি ও এক নগণ্য ব্যক্তি আমি—আমাদের মধ্যে কে দেশ ও মানবতার সেবা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে ভাবীকালের মানুষ ভবিষ্যতের মধ্য দিয়াই তাহা নির্ণয় করিবে।

আমার শেষ চিঠিটা সময়ের বিরুদ্ধে লিখিতে হইয়াছিল বলিয়া একটী প্রধান প্যারা পুনশ্চ হিসাবে গিয়াছিল। এই সংগে এখন একটী ভালো কাপি পাঠাইতেছি, পিয়ারীলাল ওটী টাইপ করিয়াছেন, মহাদেব দেশাইএর স্থান তিনিই লইয়াছেন। পুনশ্চ অংশটীর যেস্থানে থাকা উচিত ছিল, সেই স্থানেই বসানো হইয়াছে দেখিতে পাইবেন।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু

এম. কে. গান্ধী

সংযুক্ত : ৩১নং চিঠি

৩১নং চিঠিটী ২৬নং চিঠির অনুরূপ। কেবল পুনশ্চ অংশটী তৃতীয় প্যারাগ্রাফ রূপে স্থান লাভ করিয়াছে।

৩২

(ডাকে প্রাপ্ত)

স্বরাষ্ট্র বিভাগ,
নয়া দিল্লী,
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩।

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

কতগুলি অবস্থায় আপনার একুশদিন ব্যাপী উপবাস পালনের ইচ্ছা, বড়লাটকে যেমন বলা হইয়াছিল, সেই ভাবেই তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁরা সতর্কতার সহিত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াছেন আর এই বিবেচনার ফলে তাঁরা যে উপসংহারে আসিয়াছেন, তাহা এক বিবৃতিতে দেওয়া হইয়াছে। এক কাপি বিবৃতি এই সংগে দেওয়া হইল। আপনি আপনার বর্তমান অভিপ্রায় বজায় রাখিলে এই বিবৃতি তাঁরা যথাকালে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন।

২। বিবৃতিতে দেখিবেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট আপনার উপবাস দেখিতে অতি অনিচ্ছুক এবং আপনাকে জানাইবার জন্য আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে আপনি যদি আপনার ইচ্ছায় অবিচলিত থাকেন তো উপবাসের প্রারম্ভিক সময় হইতে এর উদ্দেশ্য ও স্থিতিকালের জন্য আপনাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। বিবৃতিতে ইহা স্পষ্টই আছে। উপবাসকালে আপনার যত্রেচ্ছ গমনে বাধা দেওয়া হইবে না, যদিও ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে আপনি আগা খাঁর প্রাসাদ হইতে অন্যত্র আপনার সুবিধার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন।

৩। কোনো কারণে এই সব ব্যবস্থাদির সুযোগ গ্রহণ করিতে আপনি অক্ষম হইলে ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ সিদ্ধান্তে অতি দুঃখিত হইবেন আর

যে বিবৃতিটির এক কাপি প্রকাশের পূর্বেই এই সংগে দেওয়া হইল তাহা উপযুক্ত ভাবে সংশোধন করিবেন। কিন্তু সমস্ত আন্তরিকতার সহিত তাঁরা তাঁদের এই উদ্বেগ ও আশার পুনরাবৃত্তি করিতে চান যে, যে বিবেচনা তাঁদের নিকট এত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে, তাহা আপনার নিকটও গুরুত্ব বহন করিবে। এবং আপনিও আপনার বর্তমান পরীক্ষামূলক প্রস্তাব আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন না। সে ক্ষেত্রে কোনো প্রকারেরই বিবৃতি প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না।

আন্তরিকতার সহিত
আর. টটেনহ্যাম

পুনশ্চ, ৮ই ফেব্রুয়ারী

বিষয়টি জরুরী বিধায় এই চিঠির মর্মার্থ আজই আপনাকে জানাইয়া দিবার জন্য গতকল্য গভর্ণরের সেক্রেটারীকে তারে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩৩

প্রস্তাবিত সরকারী ইস্তাহারের অগ্রিম নকল।

বিবৃতি

মিঃ গান্ধী মহামান্য বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে, ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি তিন সপ্তাহ ব্যাপী এক উপবাস গ্রহণ করিবার সংকল্প করিতেছেন। সামর্থ্য অনুযায়ী উপবাস হইবার কথা এবং আমৃত্যু উপবাসের পরিবর্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর ইচ্ছা। সেজন্য জল পানযোগ্য করিবার জন্য তিনি উহাতে কমলালেবুর রস মিশাইবার প্রস্তাব করেন। রাজনীতিক লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে উপবাস অস্ত্রের ব্যবহারে ভারত গভর্ণমেণ্ট দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। তাঁদের মতে এর কোনো যুক্তিই থাকিতে পারে না আর

মিঃ গান্ধী নিজেও অতীতে স্বীকার করিয়াছেন যে এর মধ্যে জোরজবরদস্তির উপাদান রহিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন এইজন্য যে মিঃ গান্ধী এই উপলক্ষে এরূপ অস্ত্রের প্রয়োগ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন এবং তাঁর বা কংগ্রেসদলে তাঁর সহকর্মীদের সূচিত আন্দোলন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কিছু বলিয়া বা করিয়া থাকিলে তার মধ্যে তিনি উপবাসের যৌক্তিকতা সন্ধান করিতেছেন। এই উপবাসের ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের কোনোমতেই স্বীয় নীতি হইতে সরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই; মিঃ গান্ধীর স্বাস্থ্যের উপর এর ফলাফলের জন্যও তাঁরা দায়ী হইবেন না। মিঃ গান্ধীকে তাঁরা উপবাস হইতে বিরত করিতেও পারেন না। তাঁর ঐরূপ করিবার ইচ্ছা হইলে নিজের দায়িত্বে ও নিজের ব্যবস্থায় করিতে হইবে। সেজন্য উপবাসের উদ্দেশ্য ও স্থিতিকালের জন্য তাঁরা তাঁকে ও তাঁর সহিত থাকিতে ইচ্ছুক তাঁর দলের যে কোনো লোককেই মুক্তি দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

গত আগষ্টে সূচিত আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং এতৎসম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁরা যথাসময়ে একটি পূর্ণ বিবৃতি বাহির করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু তাঁরা মনে করেন যে বিগত কয়েকমাসের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ইহাও একটি উপযুক্ত সুযোগ।

বড়লাটের নিকট পত্রে মিঃ গান্ধী কংগ্রেস দল ও তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত "ভারত ছাড়" দাবীর ফলাফলের সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এ যুক্তি পরীক্ষায় টিকিবে না।

আন্দোলন হইবার পূর্বে মিঃ গান্ধী নিজের বিবৃতিতেই প্রচলিত ব্যবস্থার অনুকল্প বিবেচনা করিয়াছিলেন অরাজকতা এবং ঐ সংগ্রামকে এই বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন যে "শেষ সমাপ্তি পর্যন্ত উহা এমন এক যুদ্ধ, যাতে তিনি যে কোনো বিপদ তাহা যত বড়োই হউক না কেন বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না।"

বড়লাটের সহিত তাঁর সাক্ষাতের অভিপ্রায়ের উপর অনেক কিছু বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হইবার পর ১৪ই জুলাই সাংবাদিকদিগের নিকট মিঃ গান্ধী বলেন যে প্রস্তাবে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থান আর বাকী নাই, আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না ; মোটের উপর ইহা একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত হইবে। তাঁর শেষ বাণী "করেংগে ইয়া মরেংগে।" তাঁর সহিত যাঁরা অতি ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট তাঁদের বক্তৃতাও বেশ স্পষ্ট ছিল আর তাহা হইতে, লক্ষ্য করিবার বিষয়,— অস্বাভাবিক গুরুভার ও ভারতের জাপানী আক্রমণের মহাবিপদের দিনে দেশের জীবন যাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল সেই আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট, প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার ব্যাপারে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মনে কী ছিল তার একটা পরিষ্কার ইংগিত পাওয়া গিয়াছিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্তাহারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশগুলি— ভারতের প্রত্যেক অংশেই যেগুলি অবাধে প্রচারিত হইতে দেখা গিয়াছিল আর যেগুলির সব কটিকেই সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ফলে অননুমোদিত বলিয়া অস্বীকার করা যাইতে পারে না, সেগুলি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিল শাসনতন্ত্র অচল করিতে কী কী উপায় অবলম্বিত হইবে। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ২৯শে জুলাইয়ের ইস্তাহার এর উদাহরণ। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকায় রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর একই প্রকার আক্রমণের পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। এজন্য বিশেষ ধরণের যন্ত্র ও উচ্চ যান্ত্রিক জ্ঞানের ব্যবহার প্রয়োজন হইয়াছিল। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিয়ন্ত্রণকক্ষ ও ব্লক যন্ত্রাদি (block instruments) বিশেষভাবে লক্ষ্যের মধ্যে ছিল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন ও উপকরণাদি যেভাবে অপসারিত হইয়াছিল, তাতে তাদের কাজের সতর্ক পরিকল্পনা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই সব বিদ্রোহ

কার্যাদির প্রদর্শনকে যদি কংগ্রেসের শিক্ষার ফল না বলিয়া মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্তারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ প্রদর্শন বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে জনসাধারণের কোন্ অংশ হইতে হিংসাত্মক ও ধ্বংসকার্যে নিযুক্ত সহস্র সহস্র লোকগুলি আসিয়াছে। যারা দায়ী, তারা কংগ্রেসী নয় এই দাবী শুনিয়া অকংগ্রেসী উপাদানের উপর দোষ চাপাইতে যাওয়া ন্যূনপক্ষেও অস্বাভাবিক।

কার্যত দেশকে ইহাই বিশ্বাস করিতে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস পার্টির প্রতি অনুগতরা আদর্শ অহিংস পদ্ধতিতে আচরণ করিয়াছে এবং কংগ্রেসের বাহিরে যারা তারাই, যে আন্দোলন তারা অনুসরণ করে বলিয়া স্বীকার করে না, সেই আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফ্তারে উষ্মাপ্রকাশ করিয়াছে। এ কথার সঠিকতর জবাব এই ব্যাপারে পাওয়া যায় যে হিংসাকার্যে উত্তেজনা যোগাইতে বা চরম বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী কংগ্রেসী কার্যকলাপ চালু রাখিতে কংগ্রেসসেবকদের বার বার নিযুক্ত দেখা গিয়াছে।

কংগ্রেস পার্টির বহির্ভূত পার্টি ও দলগুলির ঐ বিষয়ে ভুল হয় নাই। যে বিশেষ পদ্ধতিতে ওরা আন্দোলন হইতে নিজেদের পৃথক রাখিয়াছিল ও আন্দোলন হইতে উদ্ভূত হিংসাকার্যের নিন্দা করিয়াছিল, তাহাই একথাকে প্রমাণিত করে। বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ একাধিকবার কংগ্রেস পার্টির লোকদের অনুসৃত নীতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়াছে। গত ২০শে আগষ্ট লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এই মনোভাব প্রকাশ করে (পরে যাহা বহুবার বলা হইয়াছে) যে "ভারত ছাড়" ধ্বনির সত্যকার অর্থ হইল কংগ্রেস কর্তৃক দেশের গভর্ণমেণ্ট চূড়ান্তরূপে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের ফল হইয়াছে বেআইনীতা আর জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংস। দেশের রাজনৈতিক জীবনের অন্যান্য উপাদানগুলিও একই সুরে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। কংগ্রেস পার্টির সমর্থকরা যদি এই বলিয়া ঝগড়া করে যে ঐ সমবেত হিংসাকার্য তাদের

নীতি বা কর্মপন্থার অংশ নয়, তাহা হইলে তারা বিপুল সাক্ষ্যপ্রমাণভারের প্রতিকূলেই ঐরূপ করিতে থাকিবে।

বড়লাটের নিকট চিঠিতে মিঃ গান্ধী ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট জোরের সহিত তাহা অস্বীকার করিতেছেন। এই বিষয়ে তর্ক করা সুস্পষ্টরূপে মূর্খতা যে, যে সময়ে জনগণের সংহত শক্তি শত্রুর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এবং ভারতবর্ষ, সাধারণতন্ত্র ও দুনিয়ার স্বাধীনতার জন্য আঘাত হানার অত্যাবশ্যক কাজে লিপ্ত, সেই সময়ে যেজন্য দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এমন বীভৎসভাবে বিশৃঙ্খল হইয়াছিল ও খাদ্য পরিস্থিতির দুর্দশা আরো খারাপের দিকে গিয়াছিল, বিগত কয়মাসের সেই সব হিংসাকাণ্ডের জন্য দায়ী তারাই।

৩৫

বন্দীশালা,
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর রিচার্ড,

গভীর সতর্কতার সহিত আপনার চিঠি পড়িয়াছি। বলিতে দুঃখবোধ করিতেছি যে মহামান্য ও আমার মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে, তার ভিতর কিংবা আপনার পত্রের ভিতর এমন কিছুই নাই, যার জন্য উপবাস ত্যাগ করিবার মনস্থ করিব। যে সর্তগুলি এই সিদ্ধান্ত বন্ধ বা স্থগিত রাখিতে পারে, তাহা মহামান্যের নিকট লিখিত পত্রগুলিতে জানাইয়া দিয়াছি।

আমার সুবিধার জন্য সাময়িক মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইলে আমি তাহা চাই না। একজন ডেটেন্যু বা বন্দীরূপে উপবাস পালন করিতে পারিলেই আমি সম্পূর্ণ সুখী থাকিব। আর গভর্ণমেণ্টের সুবিধার বিষয়ে আমি দুঃখিত যে ইচ্ছামতও তাঁদের বেশী খুশি করিতে পারিব না। তবে এইটুকু

বলিতে পারি যে বন্দীরূপে, মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব, উপবাসের আনুসংগিক ছাড়া গভর্ণমেণ্টের সকল রকম অসুবিধাই পরিহার করিবার চেষ্টা করিব। আসন্ন উপবাসটি মুক্ত ব্যক্তির মত পালিত হইবে ভাবা হয় নাই। আবার পরিস্থিতি এমনও হইতে পারে, এর আগে যেমন হইয়াছে, যখন হয়তো আমাকে মুক্ত মানুষের মত উপবাস পালন করিতে হইবে। অতএব মুক্তি প্রাপ্ত হইলে আমার পূর্বোল্লিখিত পত্রালাপ অনুযায়ী কোনো উপবাস হইবে না। তখন আমাকে নূতন করিয়া অবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাকর্তব্য স্থির করিতে হইবে। মিথ্যা ওজরে মুক্তি পাইবার কোনো অভিলাষ আমার নাই। আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে, তবু মিথ্যা দিয়া সত্য ও অহিংসাকে কলংকিত করিব না। শুধু সত্য ও অহিংসাই আমার কাছে জীবনকে বাসযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। বাহিরের অন্ধকার যখন আমাকে পরিব্যাপ্ত করে, যেমন এখন, তখন প্রকাশ্যে আমার বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করিয়া সুফল পাই।

এই চিঠিতেই গভর্ণমেণ্টকে তাড়াতাড়ি কোনো সিদ্ধান্তে ঠেলিয়া দিব না। আপনার চিঠি টেলিফোনে উক্ত হইয়াছে জানিলাম। প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সময় দিবার উদ্দেশ্যে আমি পরবর্তী বুধবার ১০ই তারিখ পর্যন্ত উপবাস স্থগিত রাখিতে পারি।

যে বিবৃতি গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিবার মনস্থ করিয়াছেন ও যার একখানি নকল আমাকে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার কোনো অভিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু অভিমত যদি দিবার হইত তা হইলে নিশ্চয়ই বলিব ইহা আমার প্রতি অবিচার করিয়াছে। যথোচিত পন্থা হইল সমগ্র পত্রালাপ প্রকাশ করা। জনসাধারণ নিজেরাই বিচার করুক।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৩৫

গোপনীয়।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ,
ভারত গভর্ণমেণ্ট,
নয়া দিল্লী, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আমি আপনার ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩এর চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। চিঠিখানি সপারিষদ বড়লাটের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট অতীব দুঃখের সহিত আপনার সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁদের অবস্থা সেই রকমই রহিয়াছে অর্থাৎ আপনার উপবাসের উদ্দেশ্য ও স্থিতিকালের জন্য আপনাকে মুক্তি দিতে তাঁরা প্রস্তুতই আছেন। কিন্তু আপনি যদি ওর সুযোগ লইতে প্রস্তুত না থাকেন, যদি আপনি বন্দী অবস্থায় উপবাস করিতে চাহেন তো সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও নিজের ঝুঁকিতে উহা করিতে পারেন। সে অবস্থায় ওই সময়ের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া আপনি স্বচ্ছন্দে নিজের চিকিৎসক ও বন্ধুদের গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিবৃতিতে যথাযোগ্য পরিবর্তন করা হইবে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট সে অবস্থায় সেটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দিবেন।

আন্তরিকতার সহিত

আর. টটেনহ্যাম

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার

(টেলিফোনে প্রাপ্ত—৯-২-'৪৩

আরুইন

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী)

৩৬ সংখ্যকটা ৩৩নং বিবৃতির অনুরূপ, কেবলমাত্র ইহাতে গান্ধীজীর উপবাস ৯ই তারিখের পরিবর্তে ১০ই ফেব্রুয়ারী লিখিত হইয়াছে।

১০-২-'৪৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬-৫ টার সময় প্রাপ্ত।

৩৭

বন্দীশালা
২৭-৯-১৯৪৩

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

ভারত হইতে আপনার প্রস্থানের পূর্বে আমি আপনাকে একটী কাব্য প্রেরণ করিতে চাই।

যে সকল উচ্চপদাধিকারীদের আমার জানিবাব সুযোগ হইয়াছে, তাঁদের মধ্যে কেহই আপনার মত আমার কাছে এত গভীর বেদনার কারণ হন নাই। অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়াছেন আপনার সম্বন্ধে একথা ভাবিয়া আমি মর্মে আঘাত পাই আর ইহা তারই বেলায়, যাকে এককালে আপনি আপনার বন্ধু বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। এই আশা ও প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন এক দিন আপনার হৃদয়ে এই বোধ দেন যে এক মহান জাতির প্রতিনিধি হইয়াও আপনি এক দুঃখজনক ভ্রান্তির পথে চালিত হইয়াছিলেন।

শুভেচ্ছার সহিত,

আপনার বন্ধু
এম. কে. গান্ধী

৩৮

ব্যক্তিগত।

বড়লাটের আবাস, ভারতবর্ষ,
(সিমলা), ৭ই অক্টোবর, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ২৭শে সেপ্টেম্বরের চিঠি পাইয়াছি। আমার কার্য বা উক্তি সম্বন্ধে আপনার বর্ণিত ধারণা দেখিয়া আমি দুঃখিতই। কিন্তু

যথাসম্ভব মৃদুভাবেই আমাকে অবশ্য আপনার নিকট ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে দিতে হইবে যে আলোচ্য ঘটনাবলীর আপনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ।

কাল ও প্রতিফলনের শোধনক্ষম ধর্ম এই যে স্পষ্টতই তারা প্রকৃতিগত ভাবে সর্বব্যাপী—বিজ্ঞভাবে কোনো ব্যক্তিই তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না।

আন্তরিকতার সহিত
লিনলিথগো

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার
১৫-১০ ১৯৪৩ তারিখে প্রাপ্ত

—তিন—

উপবাসকালীন পত্রালাপ

৩৭

বন্দীশালা,
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩।

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আমি কোনো ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে গভর্ণমেণ্টকে তাহা সংগে সংগে জানাইয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আপনাকে আদেশ দিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন। বন্ধুবর্গের দেখাসাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণ করার সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নির্দেশাবলীর একখানি নকলও আমাকে দিয়াছেন। দেখাসাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই :

১। উদ্যোগটা আমার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া শোভন নয়। বর্তমান মানসিক অবস্থায় দেখাসাক্ষাতের সম্বন্ধে আমার কোনোরূপ উদ্যোগ নাই। অতএব গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন যে, দর্শকদের আমার গ্রহণ করা উচিত, তাহা হইলে তাঁদেরই জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে কেহ যদি আমাকে দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করেন তো তাঁকে তাঁরা অনুমতি দিবেন। আমার কাছে তাঁদের নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আমার দর্শনেচ্ছু বন্ধুদের ইচ্ছায় আমি বাধা দিব না। আমার সন্তানরা, আশ্রমের অধিবাসীগণ সহ অন্যান্য আত্মীয়রা ও অপরাপর বন্ধুগণ, যাঁরা আমার বহুবিধ কর্মপন্থায় এক বা একাধিক ব্যাপারে আমার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁদের পক্ষে আমাকে দেখিতে চাওয়াটা খুবই সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ রাজাজী, যিনি ইতিপূর্বেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্পর্কে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি চাহিয়া আবেদন

করিয়াছেন, ঐ বিষয় বা অন্যান্য বিষয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে আমি খুশী হইয়াই সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু তাঁর বেলায়ও, আমি তাঁর নাম গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবার উদ্যোগটা হাতে রাখিব না।

২। আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে বাধা-নির্মুক্তভাবে দর্শকদের সাক্ষাৎ কবিতে অনুমতি দেওয়া হইলেও আলোচনার উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হইবে, যদি না আলোচনা বাহিরে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। আমি অবশ্য সর্বদা ও সব অবস্থায় নিজেই বাহিরের চাপ ব্যতিরেকেই জাপান ও ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির কাজে লাগে এমন কোনো আলোচনা তুলিতে দিব না। আলোচনার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার যদি মঞ্জুর করাই হয়, তবে আমি গভর্ণমেণ্টের যে ঘোষণা করার কথা বলিয়াছি তাহা অবিলম্বেই করা উচিত, যাতে উপবাসের প্রথমাবস্থাতেই এই প্রকার সাক্ষাৎকারাদি ঘটিতে পারে।

৩। আশ্রমে যাঁরা আমাব সেবা বা পরিচর্যা করিয়া থাকেন, বা আমার পূর্ববর্তী উপবাসগুলির সময আমার দেখাশোনা করিয়াছিলেন, তাঁদের আমার সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আমার সহিত থাকিতে চাওয়া সম্ভব। তাঁদের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে অনুমতি দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে প্রকাশ্য ঘোষণা করার ব্যাপারে অসুবিধা বোধ করিতেছি। আমার প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের সুপারিশ থাকিলে আমি তাঁদের পরলোকগত শেঠ যমুনালাল বাজাজের স্ত্রী শ্রীমতী জানকী দেবীকে এই মর্মে লিখিতে বলি যে উপবাসের সময় আমার শুশ্রূষায় অংশগ্রহণেচ্ছুদের নাম গভর্ণমেণ্টের কাছে তিনি পাঠাইয়া দিলে তাদের অনুমতি দেওয়া হইবে। যাঁরা পূর্বে আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন, তিনি তাঁদের সবাইকেই জানেন।

এর পর আরো দুটী বিষয় আছে। এ কয়মাস আমি আমার বহুদিন গতা এক ভগ্নীর পৌত্র বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীমথুরাদাস ত্রিকমজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সবিশেষ জানিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আছি। হয় গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং আমাকে সংবাদ দিন নয় তো তাঁরা শ্রীমথুরাদাস ত্রিকমজীকে

আমার নিকট লিখিবার অনুমতি দিন। সে যদি শারীরিক ভাবে লিখিতে অক্ষম হয় তো অন্য কাহাকেও দিয়া তার পূর্ণ সংবাদ দেওয়া হউক। আমি যখন গ্রেফ্‌তার হই, তখন তার জীবনের আশা প্রায় ছিল না! অবশ্য কাগজে পড়িয়াছিলাম সাফল্যের সহিত তার অস্ত্রোপচার হইয়াছে।

অপর বিষয়টী আজ এখানে পাওয়া বোম্বে ক্রনিকলের একটী সংবাদ সম্পর্কে। সংবাদটী এই যে অধ্যাপক ভানশালী আরেকটা উপবাসে লিপ্ত হইয়াছেন; এবার আমার প্রতি সহানুভূতি বশত। অযথা কালক্ষেপ বাঁচাইবার জন্য আমার ইচ্ছা গভর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত বার্তাটী জরুরী তার বা টেলিফোন মারফৎ, যেটা সুবিধাজনক হয়, তাঁর নিকট পাঠাইয়া দিক:

"আপনার সহানুভূতিসূচক উপবাসের সংবাদ এইমাত্র পড়িলাম। চিমুরের ব্যাপারে আপনি সবেমাত্র দীর্ঘ উপবাস হইতে উঠিয়াছেন। ওইটীকেই তো (চিমুরের ব্যাপার—অনুবাদক) আপনি আপনার বিশেষ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য আপনার উচিত দ্রুত স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া কর্তব্য সমাপন করা। আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরকেই যথা অভিরুচি করিতে দিন। আমি হস্তক্ষেপ করিতাম না, যদি না আপনি সবেমাত্র উপবাস হইতে উঠিতেন, যে উপবাস বিপজ্জনকও হইতে পারিত, আর নিজের উপর একটী বিশেষ কর্তব্যের বোঝা চাপাইতেন।"

গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে চাহিলে আমি তাঁদের বার্তাটী কোনোরূপ পরিবর্তন না করিয়াই পাঠাইয়া দিতে বলি। আমার বার্তায় অভিলষিত ফল না হইলে তারা যেন আমাকে তাঁর সহিত পত্রালাপ করিতে দেন।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৪০

সাক্ষাৎকার সম্পর্কীয় পরিস্থিতি

১। পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা কিছু উদ্যোগ মিঃ গান্ধীরই।

২। আলোচ্য বিষয়ের উপর কোনোরূপ বাধা আরোপিত হইবে না।

৩। সাক্ষাৎকারের সময় একজন কর্মচারী উপস্থিত থাকিবেন।

৪। আলোচনা প্রকাশের বাধা।

কর্ণেল ভাণ্ডারী ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ তারিখে বেলা ১-১০এর সময় স্বয়ং গান্ধীজীকে জানাইয়া দেন।

৪১

১৬ই ফেব্রুয়ারী-'৪৩ তারিখে কর্ণেল ভাণ্ডারী কর্তৃক বিজ্ঞাপিত গভমেণ্টের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর চিঠির বিষয়গুলি

প্যারা ১ম—সাক্ষাৎকার সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর কোনোরূপ উদ্যোগ না থাকিলে ইহা সমভাবে সত্য যে গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কোনো ইচ্ছা নাই। সেইজন্য ১০ই ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞপ্তিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভিন্ন তাঁরা অন্য কোনো প্রকাশ্য ঘোষণার প্রয়োজন দেখিতেছেন না বলিয়া দুঃখিত। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে উপবাসকালে তিনি গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া অবাধে বন্ধুবর্গের দর্শন গ্রহণ করিতে পারিবেন। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে যে প্রস্তাব করেন, এখনো তাহা ধরিয়া আছেন। সেটি এই যে কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের আপত্তি না থাকিলে তাঁরা তাঁর অবগতির জন্য বন্ধুরূপে দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের নামগুলি তাঁকে জানাইয়া দিবেন এবং যে কাজ তাঁরা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা করিবার সিদ্ধান্ত তিনি বা তাঁর পরামর্শদাতাগণের থাকিবে।

প্যারা ২য়—প্যারাটীতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলি দিতে পারিয়া গভর্ণমেণ্ট আনন্দিত, তবু দুঃখের সহিত তাঁরা সেই প্রথমকার প্রস্তাবে অবিচলিতই

রহিয়াছেন যে, যে সকল সাক্ষাৎকার ঘটিবে, তার বিবরণ তাঁদের সবিশেষ সম্মতি ভিন্ন প্রকাশিত হইবে না।

প্যারা ৩—কারাগার সমূহের প্রধান পরিদর্শক মহাশয় আরো একজন কিংবা দুইজন শুশ্রূষাকারীর প্রয়োজন বিবেচনা করেন তো বিষয়টী সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে।

প্যারা ৫ ও ৬—অধ্যাপক ভানশালীর নিকট মিঃ গান্ধীর খসড়া বার্তায় চিমুরের উল্লেখে ও ওই বিষয়ে তাঁকে আন্দোলন চালাইবার ইংগিত দেওয়ায় ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বার্তাটী ওই অবস্থায় প্রেরণ করা অসম্ভব হইয়াছে বলিয়া তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। যাহা হউক, তাঁরা অধ্যাপক ভানশালীকে জানাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন যে তিনি সবেমাত্র উপবাস হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া মিঃ গান্ধী তাঁর উপবাস বর্জন কামনা করেন। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য মিঃ গান্ধীর লেখা অন্য কোনো বার্তাও বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

৪র্থ প্যারায় উল্লিখিত মিঃ মথুরাদাস ত্রিকমজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিতেছেন ও যতশীঘ্র সম্ভব প্রাপ্ত সংবাদ মিঃ গান্ধীকে জানাইয়া দিবেন। ইত্যবসরে মিঃ মথুরাদাসকেও জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে তিনি নিজেও মিঃ গান্ধীকে পত্র লিখিতে পারেন।

৪২

বন্দীশালা,
ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎকার সম্পর্কীয় নির্দেশাবলী বুঝার ব্যাপারে খাঁ বাহাদুর কোটিলি ও আমার মধ্যে বিবাদের উপক্রম হইতেছে। পত্রালাপে ও আপনি আমার নিকট দয়া করিয়া যে নির্দেশগুলি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা হইতে

আমার ধারণা হইয়াছিল যে যাঁরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইবেন, তাঁদের আলোচনার বিষয় বা তার স্থায়িত্বের উপর কোনো বাধা আরোপিত হইবে না, প্রয়োজন হয় তো একজন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। আলোচনা চালাইতে যখনই শারীরিক অক্ষমতা বোধ করি, তখনই ভার দিই শ্রীপিয়ারীলালের উপর। স্বভাবত আমার স্ত্রীকেই আমার ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট দর্শকগণের সহিত দেখা করিতে ও কথা কহিতে দেখা যায়। ব্যক্তিগতভাবে খুব অল্পই কথা বলি আমি। ডাক্তারদেরই যথাসম্ভব কম সময়ের সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে হয়। খাঁ বাহাদুরের নির্দেশ এই যে আলোচনা শুধু তাঁদের ও আমার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিবে। অবস্থা এইরূপ হইলে শোচনীয়ই। এইভাবে শেঠ আর ডি বিড়লা আসিয়াছিলেন আর আসিয়াছিলেন শ্রীকমলনয়ন বাজাজ। আমি যে সম্পত্তিগুলি পরিচালনা করিতাম, সেগুলির সম্বন্ধে তাঁরা ওয়াকিবহাল। স্বভাবতই আমি তাঁদের আগমনের সুযোগ লইয়াছিলাম আর সেই অনুসারে শ্রীপিয়ারীলালকে নির্দেশ দিয়াছিলাম। তিনি ঐ সকল বিষয়ে তাঁদের সহিত কথা কহিতেছেন। খাঁ বাহাদুরের কাজটা খুব সোজা ছিল না। দৃঢ়ভাবে অথচ এ অবস্থায় যতটা সম্ভব সুন্দরভাবেই তিনি তাহা করিয়াছেন। খাঁ বাহাদুর বলিতেছেন যে তাঁর উপর কড়া হুকুম আছে অতিথিরা যেন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে বা কোনো কাগজপত্র লইতে না পারে। উপবাসের বাকী দিনগুলিতে ও পরবর্তী আরোগ্যকালে এই ধরণের জিনিষগুলির দ্বারা উত্ত্যক্ত হইবার ইচ্ছা আমার নাই। সুতরাং স্পষ্ট নির্দেশই বাঞ্ছনীয়, যাহা খাঁ বাহাদুর ও আমি পরস্পর বুঝিতে পারি। উহা লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা করি না।

আমার পুত্র শ্রীদেবদাস গান্ধী যতদিন ইচ্ছা প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছে। শ্রীপিয়ারীলালকে বলিয়াছি ভারত গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এবং আমার মধ্যে যে পত্রালাপ ঘটিয়াছে, তার সমস্তই তাকে দেখাইতে। পত্রালাপের নকলগুলিও তাকে দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের

নির্দেশের নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য খাঁ বাহাদুরের নিষেধ বর্তমান থাকায় আমি আমার পুত্রকে কোনো নকল না লওয়ার জন্য বলিয়াছি।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৪৩

গান্ধীজীর ২৪শে ফেব্রুয়ারী, '৪৩এর পত্রের জবাবে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩-র আদেশ, কর্ণেল ভাণ্ডারী কর্তৃক পরিবেশিত।

২। গভর্ণমেণ্ট বরাবরই চাহিয়াছেন সমস্ত সাক্ষাৎকারের সময়ই একজন কর্মচারী উপস্থিত থাকিবে।...এ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট দেবদাস ও রামদাস গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের বেলায় তাদের পিতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই নীতির উপর জোর দেন নাই, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থার উন্নতি হইতেছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন যে দৈনিক দুইবার কিংবা তিনবার তাদের সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে এবং এই সাক্ষাৎকারও অন্যান্য সাক্ষাৎকারগুলির অনুরূপ সর্তাধীন থাকিবে।

৩। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থাদির উদ্দেশ্য হইল মিঃ গান্ধীকে বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম করা। সাক্ষাৎকারের সময় অন্যান্য রাজবন্দীরা যদি আসিয়া উপস্থিত হন এবং আলোচনায় যোগদান করেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যখনই মিঃ গান্ধী সাক্ষাৎকার শেষ করিবেন বা চালাইয়া যাইতে অপারগ হইবেন, তখনই উহা বন্ধ হইল মনে করিতে হইবে এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের সহিত আর আলোচনা চলিতে দেওয়া হইবে না।

৪। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন না যে মিঃ গান্ধীর সহিত তাঁদের পত্রালাপের যে নকল আছে, তাহা বন্দীশালার বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত।

৪৪

বন্দীশালা,
২রা মার্চ, ১৯৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

গতকাল আমার মৌনদিবসে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলিয়াছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট আমার দুই পুত্রের নিকট আগামী কাল আমার উপবাস ভংগের সময় বাহিরের লোকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। কারণ গভর্ণমেণ্ট জানেন, আমি আমার পুত্রগণ ও তাদেরই মত প্রিয় অসংখ্য অন্যান্যদের মধ্যে আমি কোনোরূপ বিচার বৈষম্য করি না। তিন চার দিন আগে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে উপবাস ভংগের সময় গভর্ণমেণ্ট যদি বাহিরের লোকদের উপস্থিতই থাকিতে দেন, তাহা হইলে তাঁদের সবাইকেই—সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ জন—উপস্থিত থাকিতে দেওয়া উচিত। উপবাসের সময় তাঁরা আমায় দর্শন করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁরা পুণায় রহিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি তাহা আর হইয়া উঠিল না।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৪৫

বন্দীশালা,
১২-৩-'৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আজ সকালের কথোপকথন সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত তথ্যগুলি আপনার গোচরে আনিতে চাই।

শ্রীযুক্তা গান্ধী শ্বাসনালীর স্ফীতিসহ পুরাতন ব্রংকাইটিশে ভুগিতেছেন।

সম্প্রতি তিনি হৃৎদৌর্বল্যজনিত একধরণের যন্ত্রণার কথাও বলিয়াছেন। Tachycardiaরও আক্রমণ হইয়াছে কবার। হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ১৮০। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন তাঁর মুখ ও চোখের পাতাগুলি ফুলিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া সকালের দিকে। শারীরিক অসামর্থ্যের প্রতিক্রিয়াটা পড়িতেছে তাঁর মানসিক অবস্থার উপর; গান্ধীজীর সাহচর্যে তাহা কিছুটা প্রশমিত হয় বটে। এই সমস্ত বিবেচনা করার পর আমাদের অভিমত এই যে তাঁর কাছে একজন সর্বক্ষণের শুশ্রূষাকারীর থাকা উচিত। তাঁর ভাষায় কথা বলে ও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সহিত পরিচিত এমন একজনের দ্বারায়ই অধিকতর সুফল পাওয়ার কথা।

গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে তাঁর আরো একমাস বা ঐরূপ কাল সতর্ক সেবাশুশ্রূষা ও দেখাশোনা প্রয়োজন। কানু গান্ধীকে ওই সময়ের জন্য রাখা যাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভালো হয়, তার কারণ তিনি গান্ধীজীর সহিত সংশ্লিষ্ট আর তাঁর অভাবগুলি পূর্বাহ্নেই আঁচ করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্টের আপত্তি না থাকিলে তিনি প্রস্তুত এবং যতদিন প্রয়োজন ততদিন থাকিতে ইচ্ছুক আছেন।

আন্তরিকতার সহিত
এম. ডি. ডি. গিল্ডার
এস. নায়ার

৪৬

বন্দীশালা,
১৩-৩-'৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আমার আরোগ্য সময়টুকুর জন্য, ডাক্তারদের মতে যেটা একমাসের বেশী নয়, আমার সংগে কানু গান্ধীর থাকার বিষয়ে আজ সকালের কথোপকথন

সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে গভর্ণমেণ্ট ওকে ওই সময়ের জন্য আমার কাছে থাকিতে না দিলে আমাকে তার যথেষ্ট মূল্যবান সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমি জানি আমার এই অসহায় অবস্থার জন্য আমিই শুধু দায়ী, তবু আমি নিশ্চয়ই বলিব যে এই অবস্থায় এমন ব্যবহার আমি পছন্দ করি না, কারণ আমার বন্দীত্বের কথা যেগুলি আমাকে তীব্রভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়, এটা তাদের অন্যতম। কিন্তু যে সুবিধা গ্রহণে নিজেকে খর্ব করা হয়, যেমন কানু গান্ধীর পরিবর্তে অন্য কাহাকেও দিবার প্রস্তাব তাহা অস্বীকার করার বিশেষ অধিকার বন্দীদেরও আছে।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৪৭

বন্দীশালা,
তারিখ ১৩-৩-'৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আপনার স্মরণে আছে যে আমরা মিঃ মেহ্‌তার সাহায্য চাহিয়াছিলাম গান্ধীজীর উপবাস শুরু হওয়ার কিছু কাল পরে এবং যে সময় আমরা বেশ বুঝিলাম যে উপবাসের দেখাশোনার জন্য তাঁর সাহায্য প্রয়োজন। গান্ধীজীর পূর্বের উপবাসগুলির সময় তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁর উপর গান্ধীজীর পূর্ণ আস্থা আছে।

উপবাসের শেষের দিকে, গান্ধীজী ভালোভাবে সুস্থ না হওয়া সময়টুকু পর্যন্ত তাঁর (মিঃ মেহ্‌তার) সাহায্য পাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাই আজ সকালে আপনি যখন আমাদের জানাইলেন তাঁর কাজ ১৭ই তারিখে শেষ হইবে, তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম। তা সত্ত্বেও আমরা

আমাদের অভিমত জানাইয়া দিই যে (গান্ধীজীর) উপশমের কাল কোনো মতেই অতিক্রান্ত হয় নাই। আপনিও তো আমাদের সহিত একমত যে গান্ধীজী এখনো শয্যাশায়ী ও নড়িতে পারেন না। সুতরাং আমরা এই অভিমত পোষণ করি যে মিঃ মেহ্‌তার সেবার কাজ অন্তত এই মাসের শেষাবধি চলিতে দেওয়া উচিত। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অভিমত এই মুহূর্তেই গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনা হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

আন্তরিকতার সহিত

এম. ডি. ডি. গিল্‌ডার

এস. নায়ার

৪৮

বন্দীশালা,
২০-৩-'৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

গান্ধীজীর সহিত আজ সকালে শ্রীদিনশা মেহ্‌তার শুশ্রূষার সম্পর্কে কথোপকথনকালে আপনি মন্তব্য করেন যে তাঁর শুশ্রূষার কাজ এখন বন্ধ করা যাইতে পারে, কারণ আপনার ধারণা তাঁর পরিবর্তে আমিই অল্পবিস্তর শুশ্রূষা করিতে পারিব। আপনার ধারণা অভ্রান্ত নয়। একথা অবশ্য সত্য যে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমিই গান্ধীজীর দেখাশোনা করিতেছি। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তাঁর অংগমর্দন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ রকম মর্দন কখনো করি নাই। উপশম কালে যে ধরণের সেবা দিনের পর দিন তাঁর প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা দিতে পারা যায় শ্রীমেহ্‌তার মত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকিলে। কিন্তু ওর কোনোটাই আমি প্রাপ্ত হই নাই। আপনার হয় তো জানা থাকিতে পারে যে মিঃ মেহ্‌তার গান্ধীজীর ১৯৩২ সালের একুশ

দিন ব্যাপী উপবাসের অভিজ্ঞতা আছে, সে সময় তিনিই তাঁর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আমি তখন নাসিকের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। সে সময় অংগমর্দন ইত্যাদি চিকিৎসা তিন মাস যাবৎ রাখিতে হইয়াছিল। আমি ইহা লিখিতেছি, কারণ এই সব তথ্যের প্রতি এবং গান্ধীজীর উপশমকালীন বর্তমান অবস্থায় আমার নিজের মেয়াদের প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করি।

আন্তরিকতার সহিত
পিয়ারীলাল

—চার—

উপবাস পরবর্তী পত্রালাপ

ক

গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে পিয়ারীলালের পত্র

৪৯

বন্দীশালা,
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩।

প্রিয় স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম,

আপনার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমি গত বিশ-বৎসর ধরিয়া স্বর্গীয় শ্রী মহাদেব দেশাইএর সহিত গান্ধীজীর সেক্রেটারী-রূপে আছি। এই চিঠি লেখার কারণ হইল গান্ধীজীর উপবাস সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ তারিখের সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তি। শ্রী মহাদেবদেশাইকে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নির্ভুল ও ধারণাক্ষম স্মৃতির বলে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে লিখিত ঐ দলিলের বিভিন্ন আরোপ-ইংগিতের সবিশেষ খণ্ডন পাঠাইয়া হয়তো সন্দেহ দুর করিতে বাধ্য করিতেন। তাঁর অবর্তমানে সে কর্তব্য আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা স্বর্গত শ্রীমহাদেব দেশাইএর স্থান পূরণ হইবার নয়, তবু ঐ সমস্ত অভিযোগের খণ্ডনে আমি যদি আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিবদ্ধ না করি, তবে আমার ধারণা আমি কর্তব্যচ্যুত হইব।

সংবাদপত্র-বিজ্ঞপ্তি হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি:

"আন্দোলন হইবার পূর্বে মিঃ গান্ধী নিজের বিবৃতিতেই প্রচলিত ব্যবস্থার অনুকল্প বিবেচনা করিয়াছিলেন অরাজকতা এবং ঐ সংগ্রামকে এই বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন যে শেষ সমাপ্তি পর্যন্ত উহা এমন এক যুদ্ধ, যাতে তিনি যে কোনো বিপদ তাহা যত বড়োই হউক না কেন বরণ করিতে দ্বিধা বোধ

করিবেন না। বড়লাটের সহিত তাঁর সাক্ষাতের প্রস্তাবের উপর অনেক কিছু বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হইবার পর ১৪ই জুলাই সাংবাদিকদের নিকট মিঃ গান্ধী বলেন যে প্রস্তাবে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-অলোচনার কোনো স্থান আর বাকী নাই, আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। মোটের উপর ইহা একটী প্রকাশ্য বিদ্রোহ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত হইবে। তাঁর শেষ বাণী 'করেংগে ইয়া মরেংগে'।"

গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে ইহা হইতে জনসাধারণ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করুক যে গান্ধীজী প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবিত আইন.অমান্য সংগ্রামের বেলায় তাঁর অহিংসা নীতিকে বিদায় দিয়া সংগ্রাম চালাইবার জন্য হিংসার অনুমোদন কবিয়াছিলেন, এবং ইহা মার্জনা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে গান্ধীজীর উক্তিগুলি অহিংসা বিষয়ক পূর্বপ্রসংগ হইতে ছিন্ন করিয়া হিংসার পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে। তাঁর শেষ বাণীর কথা ধরা যাক "করেংগে ইয়া মরেংগে"। এই কথাটী, যেটা "করেংগে ইয়া মারোংগে"র ঠিক বিপরীত, নি-ভা-ক-কতে গান্ধীজী তাঁর শেষ হিন্দুস্থানী বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। পূর্বদিনের হিন্দুস্থানী বক্তৃতার অনুবৃত্তি ছিল এটী। এই বক্তৃতার সমগ্র প্রথমাংশে ছিল অহিংসা নীতিতে তাঁর বিশ্বাসের অতি দৃঢ় পুনরুক্তি আর জনসাধারণের প্রতি তাহা পালনের নির্দেশ। যে দুটী কথায় তিনি তাঁর বক্তৃতা সংক্ষেপ করিয়াছিলেন তার অর্থ এই যে "কর্তব্য করিয়া যাইব, কর্যাকালে মৃত্যুবরণ করিতে হইলে তাহাও করিব।" এই বক্তৃতাটীর পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেওয়া হইয়াছিল কীনা আমি জানি না। আমি এর অভ্রান্ত অহিংস পটভূমি উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য স্মৃতি হইতে এর কয়েকটী সংগ্রহ নীচে দিলাম :

"আমি সেই গান্ধী, ১৯২০ সালে যা ছিলাম। সে সময়ে যেমন করিয়াছিলাম, এখনো তেমনই অহিংসা নীতিতে গুরুত্বারোপ করি। সুতরাং অহিংসা

নীতিতে যিনি আস্থাহীন, তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকুন।”

“বর্তমান সংগ্রামের মূল অহিংসায়। পৃথিবী যখন হিংসার অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতেছে ও মুক্তির যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে, বর্তমানের এই সংকটকালে ঈশ্বর আমাকে যে বিশেষ গুণ কৃপা করিয়া দান করিয়াছেন, যদি তার ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিতেন না।”

“এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ জাতির প্রতি কোনো ঘৃণার ভাব নাই। লোকে যদি উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে হিংসা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে তারা উহা দেখিবার জন্য আমাকে তাদের মধ্যে জীবিত দেখিতে পাইত না। আর এর দায়িত্বও গিয়া পড়িত তাদের উপর, যারা ঐসব উপদ্রব সৃষ্টি করিত।”

গান্ধীজীর মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়া মাত্র এই কথাগুলি শ্রীমহাদেব দেশাই ও আমি দু’জনেই লিপিবদ্ধ করিয়া লই। এই বক্তৃতাগুলির টোক (notes) আমার কাছে এখানে নাই বটে, তবে প্রকৃতই উহা আছে। আমার কাছে শ্রীমহাদেব দেশাইএর নিজের হাতে লওয়া এই বক্তৃতাগুলির একটা সারাংশ আছে। এখানে আসিয়া তিনি ওটা গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য তৈরী করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে সেটা পাওয়া যায়।

বিড়লা ভবনে বিগত ৯ই আগষ্টের প্রাতে গান্ধীজী যখন গ্রেফ্‌তারের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করিতে বাহিরে যান, সে সময় আমাকে দেওয়া তাঁর শেষ নির্দেশগুলি এখানে উল্লেখ করিলে আমার বক্তব্য আরো জোর হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, “প্রতিটী অহিংসাব্রতী স্বাধীনতা-সৈনিক যেন এক খণ্ড কাপড় বা কাগজে ‘করেংগে ইয়া মরেংগে’ কথাটী লিখিয়া তার পরিচ্ছদে আটকাইয়া রাখে, সত্যাগ্রহ করিবার কালে যদি তার মৃত্যু হয়, তবে ওই চিহ্নের দ্বারাই অহিংসানীতিতে আস্থাহীন অপরাপর উপাদান হইতে তার পার্থক্য লক্ষিত হইবে।” সেইদিন সকালে বিড়লা ভবনে কয়েক লরী বোঝাই প্রতিনিধিস্থানীয় বহু কংগ্রেস কর্মী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিয়াছিল। তাদের সমক্ষে গান্ধীজীর পূর্বদিন সন্ধ্যার নি-ভা-ক-ক'র প্রস্তাব সম্পর্কে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করার কথা ছিল। গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে আমি তাঁদের তাঁর শেষ বাণীটি উপহার দিই। আমি তাঁদের তাঁর মনোভাব জানাইয়া দিই যথা, আইনঅমান্য আন্দোলন চলিতে থাকাকালে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে অহিংসা নীতির শেষ সীমা পর্যন্ত যাইতে পারিলেও দুটী ব্যাপার ঘটিলে, তাদের মধ্যে আর তাঁকে জীবিত দর্শকরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই দুটী ব্যাপার হইল কাপুরুষের মত সংগ্রাম পরিহার অথবা উন্মত্তের মত হিংসায় লিপ্ত থাকা।

নি-ভা-ক-ক'র সম্মুখে গান্ধীজী তাঁর শেষ বক্তৃতায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার "প্রস্তাব" করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট-প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি ওই "প্রস্তাবকে" এই বলিয়া হেয় করিতে চায় যে ওয়ার্ধা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর ১৪ই জুলাই সাংবাদিকদের নিকট গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যে প্রস্তাবে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থান আর বাকী নাই। এই উক্তির সহিত সাংবাদিকদের সহিত নিম্নলিখিত সাক্ষাৎকারগুলি পড়িতে হইবে। এর পরই তিনি নি-ভা-ক-ক'তে আবেগের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বড়লাটের সহিত তিনি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন এবং এই সাক্ষাতের ফলাফল না জানা পর্যন্ত আইন অমান্য শুরু করিবেন না। এই সব সাক্ষাৎকারের সংশোধিত বিবরণগুলি কাছে নাই বলিয়া স্টেটসম্যানের ভাষা উদ্ধৃত করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে, যদিও উহাতেও কতকগুলি সুস্পষ্ট মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে।

স্টেটসম্যান, ৭-৮-'৪২

প্রশ্নের উত্তরে মিঃ গান্ধী

বোম্বাই, ৬ই আগষ্ট

"আজ এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সহিত সাক্ষাতের সময় মিঃ গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

“প্রঃ—প্রস্তাবে যুদ্ধ বা শান্তি কোন্‌টি বুঝায় ? এই একটি ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষ করিয়া বিদেশী সাংবাদিক মহলে যে প্রস্তাবের অর্থ যুদ্ধঘোষণা এবং এর শেষ তিনটি প্যারাগ্রাফ সত্যসত্যই কাযকরী অংশ। প্রস্তাবের প্রথম বা শেষ কোন অংশটির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ?

“উঃ—যে কোন অহিংস সংগ্রামে—সংগ্রামকালে বা সংগ্রামের প্রস্তাবে—সর্বদাই জোর দেওয়া হয় শান্তির উপর। সংগ্রাম তখনই, যখন তা একান্ত প্রয়োজন।

“প্রঃ—আপনি কী অবিলম্বেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করিতেছেন এবং তাহা যদি হয়, তবে কী উপায়ে তাহা সম্ভব হইবে আশা করেন ? নি-ভা-ক-ক কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন এবং গণসংগ্রামের সূচনা এই দুয়ের মধ্যে একটা অবকাশকাল থাকিবে বলিয়া কী আপনার ধারণা ?

“উঃ—স্বাধীনতা যদি ব্রিটিশের পূর্ণ সদিচ্ছার সহিত আনা যায় তাহা হইলে আমি এমন এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রায় সেই সংঙ্গে সংগেই প্রতিষ্ঠা আশা করি যাহা এখনই অহিংস নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া—যাহা প্রয়োজন বলিয়া হইবেই—সার্বভৌমিক বিশ্বাস অর্জনের জন্য সকল দলের স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক সঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব করিবে।

“প্রঃ—গণসংগ্রাম শুরু করিবার আগে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোনো আলাপ-আলোচনার কথা বিবেচনা করিতেছেন কী ?

“উঃ—আমি সুনিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ ও সংগ্রাম শুরু করার মধ্যকালবর্তী এক অবকাশের কথা ভাবিয়াছি। আমার রীতি অনুযায়ী আমি যাহা করিবার চিন্তা করিতেছি, তাকে কোনোক্রমেই আলাপ-আলোচনা ধর্মী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে কীনা আমি জানি না। তবে একটী চিঠি বড়লাটের নিকট নিশ্চয়ই পাঠানো হইবে—চরমপত্র হিসাবে নয়, সংঘর্ষ এড়াইবার আন্তরিক অনুনয় হিসাবে। অনুকূল সাড়া পাওয়া গেলে আমার চিঠিই আলাপ-আলোচনার ভিত্তি হইতে পারে।

“প্রঃ—নি-ভা-ক-ক’র ‘শেষ মুহূর্তের আবেদনে’ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দ সাড়া দেন কীনা দেখিবার জন্য কত বেশী সম্ভব সময় আপনি অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন ?

“উঃ—যুদ্ধ স্থগিত হইবে না এই সহজ কারণে যে উদ্দেশ্যে অবিলম্বে চলিয়া যাওয়ার দাবী তোলা হইয়াছে, তাহাতে দীর্ঘ অবকাশের কথা আসিতে পারে না, অবকাশের কথা ভাবা হইয়াছে কোনো কিছু হইবার আশায়। স্বাধীন ভারতের সমগ্র জনমতকে যুদ্ধ প্রচেষ্টার অনুকূল করিতে ওয়ার্কিং কমিটি বাস্তবিকই উৎসুক ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ভারতব্যাপী

যে ভয়াবহ অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আয়ত্তহীন ঘটনার ফলে যেটুকু সময় লাগে তাহা ছাড়া আর একটি দিনের জন্যও ফেলিয়া রাখা কংগ্রেস ও ব্রিটিশশক্তি উভযেব পক্ষেই অনুচিত।"

স্টেটসম্যান, ৯-৭-১৯৭২

"নিউজ ক্রনিকলেব" প্রতি মিঃ গান্ধীব জবাব

বোম্বাই, আগস্ট ৮

'নিউজ ক্রনিকলের' সম্পাদকীযেব প্রতি উত্তরদান প্রসংগে মি গান্ধী আজ সাক্ষাৎকাবেব সময বলেন ৹

আজ সন্ধ্যায় প্রস্তাব পাশ হইলে এই বিয়োগান্ত নাটকেব প্রধান অভিনেতা হইব আমিই, সুতবাং কোনো দাযিত্ববান ইংবাজেব পক্ষে আমাকে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ এবং তোষণনীতির প্রতি স্বীকৃত পক্ষপাতিতার জন্য অপবাধী মনে কবাটা ভযানক হইবে। সাম্প্রতিক কালে অন্য কোনো ইংরাজকে আমার সম্বন্ধে ব্রিটিশবিদ্বেষের অভিযোগ কবিতে শুনি নাই। যাহা হউক বেশ জোবেব সহিতই বলি আমি নিরপবাধ। ব্রিটিশজাতিব প্রতি আমাব ভালোবাসা আমার স্বদেশবাসীর প্রতি ভালোবাসাব সমতুল। এব জন্য কোনো যোগ্যতাব দাবী আমি কবি না কাবণ সমস্ত মানব-নির্বিশেষে আমাব সমান ভালোবাসা। এব কোনো বাধ্যবাধকতাও নাই। পৃথিবীতে আমি শত্রুহীন। আমার ধর্ম্মই এই।

প্রস্তাবে অসুবিধা আছে। সেটা বর্চযিতারা পূর্বাহ্নেই বুঝিতে পাবিযাছিলেন। প্রত্যেকটী বৈধ সমালোচনার কথাও তাঁরা ধত বোর মধ্যে আনিযাছেন এবং কংগ্রেসের তবফ হইতে আমি বলিতে পারি যে, কংগ্রেস যে কোনো সময়েই আমাব (যে কোনো ?) ন্যায্য অসুবিধার বিষয় চিন্তা করিতে ও সে জন্য প্রয়োজনীয সুবিধাব ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছে। অবিলম্বেই ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের মধ্যে যে অসুবিধা আছে, তাহা কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটিব সহিত আলোচনা করিবার কষ্টটুকু কখনো দায়িত্বশীল কেহই করে নাই। যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে মিত্রবাহিনীর সমবকাযকলাপেব প্রতি কংগ্রেসেব সম্মতি নিশ্চয়ই আমার (যে কোনো ?) পূর্বেই উপলব্ধি করা অসুবিধার যথেষ্ট জবাব।

স্বাধীনতা স্বীকারের মধ্যে ব্রিটিশ বা মিত্রশক্তিব পক্ষে কোনো ঝুঁকি থাকিতেছে না। ঝুঁকির সবটুকু রহিয়াছে ভারতবর্ষের ঘাড়েই। কংগ্রেস কিন্তু ইহা লইতে প্রস্তুত আছে। যুদ্ধ

পরিচালনের ব্যাপার যতটা সংশ্লিষ্ট শুধু যে তাহাতে ব্রিটিশের যে কোনো ঝুঁকি নাই তাহা নয়, এই একটী ন্যায়পরায়ণ কাযের ফলে তাঁরা ৪০ কোটির শক্তিসম্পন্ন এক মিত্র লাভ করিতেছেন, সেই সংগে লাভ করিতেছেন এমন এক শক্তি, যে শক্তি ওই ন্যায়সাধনের চেতনা হইতে আসে।"

এবার ধরা যাক "প্রকাশ্য বিদ্রোহ, যেটা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত হইত।" সকলেই জানেন গান্ধীজী সত্যাগ্রহের ব্যাপারে সামরিক শব্দ ব্যবহার করিয়া এক রীতি প্রচলন করিয়াছেন। সংগ্রামকে সেইজন্যই তিনি প্রায়ই "এক অহিংস বিদ্রোহ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বারবার নিজেকে তিনি "বিদ্রোহী" এবং কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে ও খোলাখুলিভাবে "বিদ্রোহী সংগঠন" আখ্যা দিয়াছেন। "যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত" হওয়ার অর্থ কী, সে সম্পর্কে পূর্ববর্ণিত সংগ্রহ হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি :

"প্রঃ—কত দ্রুত জয়লাভ করিতে পারেন বলিয়া আপনার ধারণা, আর ঐরূপ দ্রুতগতির জন্য পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট প্রয়োজন নয় কী ?

"উঃ—লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, আমি অবশ্য স্বীকার করিব যে অহিংস কর্মনীতিতে ঈশ্বরই চূড়ান্ত উৎপাদক। যে শক্তিই আমার থাকুক না কেন, তাহা আমার নয়। এর প্রতি বিন্দুটী আসিয়াছে সত্যের দেবতার নিকট হইতে, যাঁর অবস্থান উর্ধ্বের মেঘলোকে নয়, আমারই দেহের প্রতি রন্ধ্রে। সুতরাং আমার পক্ষে নিশ্চয়তার সহিত—ধরুন জেনারেল ওয়াভেলের মত—উক্তি করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁর বিশ্বাস যে তাঁর হিসাব-ব্যবস্থাগুলি এমন হইবে ও হইতে পারে যে ঈশ্বর বা [illegible]ত্য বা মানুষের কল্পনানুযায়ী অন্য কোনো নাম ধারী কোনো অজ্ঞাত বা স্পর্শাতীত শক্তি তার নড়চড় করিতে পারিবে না।

"যাহা হউক আপনারা যখন বলেন যে দ্রুত পরিসমাপ্তির জন্য সাধারণ ধর্মঘট আবশ্যক, তখন ঠিকই বলেন। ইহা আমার চিন্তাবহির্ভূত নয়, কিন্তু বৈরীভাবের পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সহিত গণ-সংগ্রামের কথা ভাবা হইয়াছে বলিয়া আমি বহুবার যে ঘোষণা করিয়াছি, সেই অনুযায়ী আমাকে কাজ করিতে হইবে এবং সেজন্য আমি চরম সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ করিব। সাধারণ ধর্মঘট একান্ত প্রয়োজন হইলে তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

(স্টেটসম্যান, আগষ্ট ৭', ৪২, প্রশ্নের উত্তরে মিঃ গান্ধী)

* * *

"...এখানে আমাদের ধারণা যে ভারতবর্ষের আন্তরিক সহযোগিতা না পাইলে ব্রিটেন

তার সংকটময় পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইবে না। যতক্ষণ না জনসাধারণ উপলব্ধি করে যে তারা স্বাধীন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সহযোগিতা সম্ভব নয়। এবং বিদেশী প্রভুত্বের দুঃসহ কালের শেষে পুনঃপ্রাপ্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদেরও খুব দ্রুত কাজ করিতে হইবে। উদ্যমসঞ্চারের জন্য যখন অপরিহার্য প্রয়োজন বাস্তবতার, তখন নিছক প্রতিশ্রুতি দিয়া মানব সমাজের সমগ্র অংশের প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে কেহই পারে না।" (স্টেটসম্যান আগষ্ট ৯,৪২)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির সহায়তায় "শেষ সমাপ্তি পর্যন্ত উহা এমন এক যুদ্ধ, যাতে তিনি যে কোনো বিপদ, তাহা যত বড়ই হউক না কেন, বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না" বিজ্ঞপ্তিতে এই কথাটার যে কদর্থ করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত হয়।

"আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ হইলে সমস্ত কংগ্রেসী যাহাতে নিজেরা কাজ করিয়া যাইতে পারে সেই মর্মে তাদের ক্ষমতা দেওয়ার" বিষয়ে গান্ধীজীর উল্লেখকে পুরাপুরি ভুল বোঝা হইয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে সর্কল প্রকার লোকেই নিজেদের নেতারূপে খাড়া করিয়া জনগণকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়াছে। সেইজন্যই তিনি প্রত্যেককেই তার বিবেচনায় যাহা শ্রেষ্ঠ (অবশ্য অহিংসনীতি অনুযায়ী) তাহা করিতে দিতে পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম,
ভারত গভর্ণমেণ্ট, স্বরাষ্ট্র বিভাগ
নয়া দিল্লী।

আন্তরিকতার সহিত
পিয়ারীলাল

৫০

স্বরাষ্ট্র বিভাগ,
নয়া দিল্লী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ পিয়ারীলাল,

আমি আপনার স্যর রিচার্ড টটেনহ্যামকে লিখিত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিবার অভিলাষ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল,
বন্দীশালা, পুণা

আন্তরিকতার সহিত
এস. জে. এল. অলিভার

খ

স্যর রেজিন্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েলের বক্তৃতা সম্পর্কে পত্রালাপ

৫১

বন্দীশালা,
২১শে মে, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর রেজিন্যাণ্ড ম্যাক্সওয়েল,

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে আমার উপবাস সম্পর্কিত মুলতুবী প্রস্তাবের উপর আপনার বক্তৃতা এ মাসের মাত্র ১০ই তারিখে পড়িলাম। সংগে সংগে লক্ষ্য করিলাম জবাব প্রত্যাশা করা হইয়াছে। এটী আরো আগে আমার পাঠগোচর হওয়া উচিত ছিল।

দেখিতেছি আপনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, বক্তৃতা দিবার সময় অন্তত হইয়াছিলেনই। আমি আপনার সুস্পষ্টভ্রম গুলি অন্য কোনো ভাবে ধরিতে পারি না। সেগুলি দেখাইয়া দেওয়াই এই চিঠির প্রচেষ্টা। সরকারী কর্মচারীরূপে আপনার কাছে ইহা লিখি নাই, এটী মানুষের কাছে মানুষের লিপি। সর্বাগ্রে আমার ধারণা হইয়াছিল তথ্যগুলি বেশ সুপরিকল্পিত ভাবেই আপনার বক্তৃতায় বিকৃত করা হইয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই পুনঃ-পরীক্ষা করিবার পর আপনার ভাষার সম্বন্ধে যতক্ষণ অনুকূল কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারা গেল, ততক্ষণ প্রতিকূলটা বাদ দিতে হইল। তাই স্বীকার করি, আমার কাছে যেগুলি বিকৃত বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা সুপরিকল্পিত নয়।

আপনি বলিয়াছেন, “উপবাসসম্পর্কিত পত্রাবলীর যার যেমন ইচ্ছা অর্থ করিতে পারে।” আবার আপনিই আপনার শ্রোতৃবৃন্দকে সোজা বলিয়া দিলেন, “সম্ভবত ইহা নিম্নোক্ত তথ্যগুলির নিরীক্ষায় পঠিত হইতে পারে।” আপনি তাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতে দিয়াছিলেন কী ?

আপনার "তথ্যগুলি" পর্যায়ক্রমে ধরিতেছি :

১। "কংগ্রেস পার্টি যখন তাদের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব পাশ করে, সেসময় এদেশে জাপানী আক্রমণ হইবে এই ধারণা করা হইয়াছিল।"

মনে হয় আপনি অর্থ করিয়াছেন যে ধারণাটা ছিল কংগ্রেসেরই এবং সেটা অমূলকভাবেই। আসল ব্যাপার হইল গভর্ণমেণ্টই ধারণাটার প্রচলন করিয়াছিলেন এবং এমনকী হাস্যকরভাবে উহার উপর জোর দিয়াছিলেন।

২। "ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের দাবী করিয়া ও নিজেদের এর (ব্রিটিশ শক্তির) প্রকাশ্য বিরোধিতায় স্থাপিত করিয়া কংগ্রেস পার্টি জাপানী আক্রমণের সাফল্য হইতে সুবিধা লাভের আশা করিয়াছিল ভাবা যাইতে পারে।"

উহা কিন্তু তথ্য নয়, আপনারই তথ্যবিরোধী মত। জাপানী সাফল্য হইতে কংগ্রেস কখনো কোন সুবিধার প্রত্যাশা বা অভিলাষ করে নাই। পক্ষান্তরে ইহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখা হইয়াছিল এবং এই ভীতির জন্যই ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসানের কামনা উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে (৮ই আগষ্ট ১৯৪২) ও আমার লেখার মধ্যে এগুলি সবই স্ফটিক-স্বচ্ছ হইয়া আছে।

৩। "আজ, ছয়মাস পরে, উপস্থিত যে ভাবেই হউক, জাপানী বিপদাশংকা প্রশমিত হইয়াছে এবং ওই পক্ষ হইতে আশু সামান্য আশাই বর্তমান।"

আবার এটি আপনারই অভিমত। আমার অভিমত এই যে জাপানী বিপদাশংকা দূরীভূত হয় নাই। ভারতবর্ষ উহার সম্মুখীন। "ওই পক্ষ হইতে সামান্য আশাই বর্তমান" বলিয়া আপনি যে ব্যংগোক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করাই উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি মনে করেন ও প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত প্রস্তাবটীতে ও আমার লেখার মধ্যে যাহা বুঝায়, তাহাই তাদের প্রকৃত অর্থ নয়।

৪। "কংগ্রেস-সূচিত আন্দোলন চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করিয়াছে।"

আমি এই বিবৃতির নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিব। সত্যাগ্রহ পরাজয় মানে না। অচিন্ত্য কঠিনতম আঘাতেও ইহা পুষ্পিত হইয়া উঠে। তবু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেই পুষ্পিত কুঞ্জেও যাইবার প্রয়োজন দেখি না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আমি এই শিক্ষাই পাইয়াছি যে "স্বাধীনতার সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে পিতা হইতে পুত্রে পুরুষপরম্পরাগতভাবে চলিতে থাকে।" প্রচেষ্টা শিথিল না হইলে লক্ষ্যে পৌঁছানো তো অল্প মুহূর্তের ব্যাপার। ষাট বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ঊষার উদয় হইয়াছিল। ১৯১৯এর ৬ই এপ্রিল, যেদিন নিখিল ভারতীয় সত্যাগ্রহ শুরু হয়, সেদিন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ দেখা দিয়াছিল। কিছু কিছু কংগ্রেসকর্মীর প্রত্যাশামত সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হয় নাই, সেজন্য ইচ্ছা হয় তো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারেন। কিন্তু "চূড়ান্ত" বা "পরাজয়ের" মানদণ্ড উহা নয়। শক্তির ভয়াবহ প্রদর্শন দ্বারা গণ-উচ্ছ্বাস দমন করিয়া গণ-আন্দোলনের পরাজয় সিদ্ধান্ত করার কাজে যে জাতি পরাজয় বরণ করিতে চায় না, তাদেরই একজনের পক্ষে এটা অনিষ্টকর।

৫। "সুতরাং এইবার কংগ্রেসপার্টির উদ্দেশ্য হইবে নিজেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং (যদি তারা পারে) হৃতসম্মান পুনরধিকার করা।"

আপনার উচিত স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা এই অভিমত সংশোধন করা। আমি যেমন জানি, তেমন আপনিও জানেন যে কংগ্রেসকে দমন করার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই তাকে বৃহত্তর সম্মান ও জনপ্রিয়তা দান করিয়াছে। এই সাম্প্রতিক দমন প্রচেষ্টায়ও বিপরীত ফল না হইবার সম্ভাবনা। অতএব "হৃতসম্মান" ও "পুনঃপ্রতিষ্ঠার" কথা উঠে না।

৬। "এইভাবে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী কালেই যাহা ঘটে, সেই সবের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার জন্যই তারা সচেষ্ট। মিঃ গান্ধী এই বিষয়

লইয়া বড়লাটের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। কদর্য ঘটনাগুলি এখন অপ্রমাণিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে।”

এখানে “তারা” মানে “আমি।” কারণ আপনার সমগ্র বক্তৃতার লক্ষ্য স্থল হইয়াছিলাম আমিই। “এখন” অর্থ আমার উপবাসকালীন সময়। আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিই যে বিগত ১৪ই আগষ্ট বড়লাটের নিকট চিঠিতে আমি দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছি। সেই চিঠিতে আমি গভর্ণমেণ্টকেই দায়ী করিয়াছি। গভর্ণমেণ্টই তো ৯ই আগষ্ট পাইকারী গ্রেফ্‌তার আরম্ভ করিয়া জনসাধারণকে উন্মত্ততার চরম সীমায় তুলিয়া দিয়াছিলেন। দায়ী যখন গভর্ণমেণ্ট, তখন “কদর্য” ঘটনাগুলি আমার পক্ষে “কদর্য” নয়। আর আপনি যেগুলি “ঘটনা” বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, সেগুলি প্রমাণ-সাপেক্ষ একতরফা অভিযোগমাত্র।

৭। “মিঃ গান্ধী ওজর করিতেছেন, ‘আমি নিরাপদের সহিত বলিতে পারি যে সুদৃঢ় সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা গভর্ণমেণ্টেরই নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার কথা।’

কাদের কাছে তাঁরা নিজেদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবেন ?

সর্দার সন্ত সিং : নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির কাছে।”

সর্দার সন্ত সিং যথোচিত জবাব দেন নাই কী ? আপনি যদি বিস্ময় প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে কেমন সুন্দর হইত। কারণ এর আগেও কী ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কাজের সমর্থনে তদন্ত কমিটি নিয়োগে বাধ্য হন নাই, যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ?

৮। কিন্তু আপনি আরো বলিতেছেন, “মিঃ গান্ধীর চিঠিগুলির মধ্যে এক জায়গায় এটি বেশ স্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘আমার ভুল সম্বন্ধে আমাকে নিঃসংশয় করুন, অজস্র সংশোধন আমি করিব।’ বিকল্প হিসাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘আপনি যদি চান, কংগ্রেসের তরফ হইতে কোনো প্রস্তাব দিই তাহা হইলে আপনার আমাকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের

মধ্যে রাখা উচিত।' যতদূর দেখা যায়, তিনি যখন উপবাসের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, তখনই এই সব দাবীগুলি উঠিয়াছিল। অন্য কোন দাবী তোলা হয় নাই।"

এখানে আমার প্রতি দ্বিগুণ অবিচার করা হইয়াছে। আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে আমার চিঠিগুলি তাঁকে লেখা, যাঁকে আমি বন্ধু মনে করিয়াছিলাম। আপনি ভুলিয়া গিযাছেন যে বডলাট তাঁর চিঠিতে আমাকে স্পষ্টাস্পষ্টি প্রস্তাব করিতে বলিয়াছিলেন। এই দুটি ব্যাপার মনে রাখিলে আমার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তাহা করিতে পারিতেন না। এবার আপনার অভিযোগের নবম সংখ্যকে আসা যাক। আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা আপনার নিকট স্পষ্টই হইবে।

৯। "কিন্তু এখন নূতন আলোকপাত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট তাঁর কোনো দাবীই মঞ্জুর না করিয়া মিঃ গান্ধীকে জানাইয়া দেন যে তাঁরা উপবাসের উদ্দেশ্য ও স্থিতিকালের জন্য তাঁকে মুক্তি দিবেন। কারণ ফলাফলের দায়িত্ব যে তাঁরা লইতে চান না তাহা পরিষ্কাররূপে দেখানোই তাঁদের ইচ্ছা। তাহাতে মিঃ গান্ধী জবাব দেন যে, যে মুহূর্তে তিনি মুক্ত হইবেন, সেই মুহূর্তেই উপবাস ত্যাগ করিবেন। কারণ বন্দীরূপেই উপবাস পালন করা তাঁর অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হইলে যে উদ্দেশ্যগুলির জন্য তিনি উপবাস ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা তখনো অসমাপ্ত থাকিলেও পটভূমিকার অন্তরালেই বিলীন হইয়া যাইত। মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় এইসব উদ্দেশ্য বা উপবাসের দাবী তিনি করিতেন না। এই ভাবে বিচার করিলে মনে হয় তার উপবাস মুক্তির দাবী অপেক্ষা সামান্য কিছু অধিকই।"

মুক্তির প্রস্তাববাহী পত্রের সহিত ভারতগভর্ণমেণ্টের প্রকাশিতব্য বিজ্ঞপ্তির খসড়ার একটি নকল আমাকে দেওয়া হয়। উহাতে এমন কথা বলা হয় নাই যে "ফলাফলের দায়িত্ব যে তাঁরা লইতে চান না তাহা পরিষ্কাররূপে দেখানোর জন্যই" মুক্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে। ওরূপ কোনো বিরক্তিকর বাক্য দেখিতে

পাইলে একটা সাধারণ প্রত্যাখ্যান পাঠাইয়া দিতাম। আমি সরলতার সহিত প্রস্তাবটির সদর্থ করিয়া প্রত্যুত্তরে কেন উহা গ্রহণ করিতে পারি না তার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এবং গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনোভাবেই ভুল না করেন, সেজন্য আমার রীতি অনুযায়ী তাঁদের জানাইয়া দেই উপবাস কী ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং কেনই বা উহা মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে পালিত হইতে পারে না। এমনকী গভর্ণমেণ্টের সুবিধার জন্য আমি উপবাসের সূচনা একদিন পিছাইয়া দিতেও রাজী ছিলাম। আমার সৌজন্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন প্রস্তাব ও বিজ্ঞপ্তির খসড়া বাহক মিঃ আরুইন। জিজ্ঞাসা করি সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটী প্রকাশ করিবার সময় কেন আমার জবাবটী সাধারণ্যে অপ্রকাশিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তার পরিবর্তে একটী অযৌক্তিক ব্যাখ্যা চালানো হইয়াছিল? আমার চিঠিটাই কী তথ্যপূর্ণ দলিল ছিল না?

এবার দ্বিতীয় অবিচার সম্বন্ধে। আপনি বলিলেন যে আমি মুক্তি পাইলে যে উদ্দেশ্যগুলির জন্য উপবাস ঘোষণা করিয়াছিলাম, সেগুলি পটভূমির অন্তরালে বিলীন হইয়া যাইত। আপনি অমূলকভাবে ধারণা করিয়াছেন যে মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় আমি এই সব উদ্দেশ্য বা উপবাস দাবী করিতাম না। মুক্ত থাকিলে আমি কংগ্রেসীদের ও আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ প্রকাশ্য তদন্তের জন্য আন্দোলন চালাইতাম ও কারারুদ্ধ কংগ্রেসীদের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিতাম। আমার আন্দোলন গভর্ণমেণ্টকে প্রভাবিত করিতে ব্যর্থ হইলে আমি তখন হয়তো উপবাসের আশ্রয় লইতাম। আপনি অত্যধিক বিরক্তির সহিত বিবেচনা না করিলে এইসব বিষয়গুলি আমার চিঠিতে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেন। ওগুলি সমর্থন করিতেছে আমার অতীতের কর্মকলাপ। পরিবর্তে আপনি এমন একটি অর্থ অনুমান করিয়াছেন, যেটা বনিয়াদের সাধারণ-নিয়মানুযায়ী আপনার অনুমান করিবার কোনো অধিকার ছিল না। আবার, মুক্ত থাকিলে কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসীদের কৃত বলিয়া উল্লিখিত ধ্বংসকার্যের গল্পগুলি যাচাই করিবারও সুযোগ পাইতাম। যদি দেখিতাম

তারা বিবেচনাহীন হত্যাকাণ্ড সংঘটন করিয়াছে, তাহা হইলে হয়তো উপবাস করিতাম, পূর্বে যেমন করিয়াছি। সুতরাং, এই ভাবে আপনার দেখা উচিত যে মহামান্য বড়লাটের নিকট আমার চিঠিতে উল্লিখিত দাবীগুলি আমাকে মুক্তি প্রদান করা হইলেও পটভূমিকার অন্তরালে বিলীন হইয়া যাইত না, কারণ উপবাস ছাড়াও অন্যভাবে সেগুলির উপর চাপ দেওয়া যাইত এবং মুক্তির অভিলাষের সহিত উপবাসের দূরতম সংস্রবও ছিল না। অধিকন্তু কারাবাস সত্যাগ্রহীর কাছে ক্লান্তিকর নয়। কারাগার তার কাছে স্বাধীনতার তোরণ দ্বার।

১০। "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকটি প্রস্তাব আমি তাঁর বিরুদ্ধে উদ্ধৃত করিতে চাই।···বিষয়টা মিঃ গান্ধী নিজেই ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৯এর হরিজনে তুলিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বলিতেছেন, 'অনশন নিশ্চিতভাবে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে।' "

আমার যে কথা আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। ওই উদ্ধৃতিগুলি ধীরতার সহিত পাঠ করিলে আমার চিঠির উপর আপনি যে ব্যাখ্যা চাপাইয়াছেন, তাহা চাপাইতে পারিতেন না।

১১। "অনশনের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে মিঃ গান্ধী তাঁর রাজকোট উপবাসের পর ২০শে মে ১৯৩৯এর হরিজনে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, 'এখন দেখিতেছি উহা হিংসাপ্লুত ছিল।' তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, 'অহিংসা বা সংশুদ্ধির পন্থা ইহা হয় নাই।' "

দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে আপনি আমার প্রবন্ধের ভুল অর্থ করিয়াছেন। আমার সৌভাগ্য আমার কাছে একখানি এ. হিংগুরানী সংকলিত আমার রচনাসংগ্রহ "রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রজাদের প্রতি" রহিয়াছে। হরিজনের যে প্রবন্ধটার কথা বলিতেছেন, তাহা হইতেই উদ্ধৃত করি : "উপবাস সমাপ্তিকালে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম যে ইহা সফল হইয়াছে, পূর্বের কোনো উপবাস যাহা হয় নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি উহা হিংসাপ্লুত ছিল।

ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি যাহাতে রক্ষা হয় সেজন্য উপবাস গ্রহণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ শক্তির আশু মধ্যবর্তিতা কামনা করিয়াছিলাম। অহিংসা বা শুদ্ধির পথ ইহা হয় নাই ; এ পথ হিংসা বা বলপ্রয়োগের। পবিত্রতা লাভের জন্য যে উপবাস আমি করিয়াছিলাম, তার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল শুধু ঠাকুর সাহেবের উদ্দেশ্যে। যদি তাঁর হৃদয় বিগলিত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করাই আমার উচিত ছিল।..." আশা করি আপনি এবার বুঝিতে পারিতেছেন যে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে লওয়া বাক্যগুলির অপপ্রয়োগই করিয়াছেন। আমার উপবাসকে 'দুষ্ট' আখ্যা দেওয়ার কারণ এই নয় যে প্রথম হইতেই উহা মন্দ ছিল, ওর কারণ হইল যে, আমি শ্রেষ্ঠ শক্তির মধ্যবর্তিতা কামনা করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী আপনি পড়েন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার ইচ্ছা আপনি উহা পড়ুন! যাহা হউক, ভুল সংশোধন করিয়া লইবেন আশা করিতে পারি কী? রাজকোট কাহিনী আমার কাছে আমার জীবনের সুখীতম অধ্যায়গুলির অন্যতম। ওরি ভিতর ঈশ্বর আমাকে আমার ভুল স্বীকার করিবার এবং বিচারের ফলাফলে দৃকপাত না করিয়াই ভ্রমশুদ্ধির সাহস দিয়াছিলেন। শোধনের ফলে আমি আরো শক্তিমান হইয়াছিলাম।

১২। "আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে নিজের কথা বলিতে হইলে, সম্পূর্ণ পার্থিব অভিপ্রায়ে সর্বসাধারণের 'মনোভাবের সুযোগ লইবার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার মনুষ্যত্ববোধ, বীরত্ব বা অনুকম্পাবোধকে কাজে লাগানো বা স্বীয় জীবনের মত পবিত্র দায়িত্বকে তুচ্ছ করা পাশ্চাত্য শোভনতার বিরোধী।"

যে স্থান আমার অপেক্ষা আপনার অনেক বেশী পরিচিত, সে স্থানে আমাকে অত্যধিক সতর্কতার সহিত পা ফেলিতে হইবে। আমি আপনাকে পরলোকগত ম্যাকসুইনীর ঐতিহাসিক উপবাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিই। আমি জানি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করায়। কিন্তু

আইরিশ জনসাধারণ তাঁকে বীর ও শহীদ বলিয়া শ্রদ্ধা করে। এডোয়ার্ড টমসন তাঁর "এই সবেরই মধ্যে তোমরা বাঁচিয়া আছ" গ্রন্থে বলেন যে পরলোকগত মিঃ এ্যাসকুইথ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাজকে "প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক ভুল" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন: "তিল তিল করিয়া তাঁকে মরিতে দেওয়া হইয়াছিল, সমগ্র পৃথিবী তখন শ্রদ্ধাবেগ ও সহানুভূতির সহিত সেদিকে চাহিয়া ছিল। আর অগণ্য ব্রিটিশ নরনারী তাদের গভর্ণমেণ্টকে এমন ঘৃণ্য নির্বোধের মত না হইবার অনুরোধ জানাইয়াছিল।" প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার মনুষ্যত্ববোধ বীরত্ব ও অনুকম্পাবোধকে কাজে লাগানো (কথাটা যদি হুবুহু বলিতেই হয়) পাশ্চাত্য শোভনতার বিরোধী? কোন্‌টি ভালো, প্রতিপক্ষের জীবন গোপনে বা প্রকাশ্যে লওয়া, না, তার উপর সূক্ষ্মতর মনোবৃত্তি আরোপ করা এবং সেগুলি উপবাস বা অনুরূপভাবে জাগ্রত করা? কোনটী ভালো, উপবাস বা আত্মবলির অন্য কোনো উপায়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করা, না প্রতিপক্ষ ও তার আশ্রিতদের ধ্বংসকরণের ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া জীবন হেয় করা?

১৩। "কার্যত তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ইহাই। আপনি বলিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট ন্যায়সংগত ও কংগ্রেস অন্যায়। আমি বলি কংগ্রেস ন্যায়যুক্ত ও গভর্ণমেণ্ট অন্যায়। আমি প্রমাণের বোঝা আপনার উপর চাপাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। শুধু আমাকেই সংশয়মুক্ত করিলে চলিবে। হয় আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে ভুল করিয়াছেন, নয়তো আমার কাছে আপনার যুক্তিগুলি পেশ করিয়া এবিষয়ে আমাকেই প্রধান বিচারক করিতে হইবে। আমার নিকট মিঃ গান্ধীর দাবীটা ঠিক যেন সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে বর্তমান যুদ্ধের দায়িত্ব বিচারের জন্য হিটলারকে নিয়োগ করিতে বলার সমতুল্য। এদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিষয় বিচার করিতে দেওয়া স্বাভাবিক নয়।"

বড়লাটের নিকট আমার পত্রাবলীকে ওইরূপ অনুচিতভাবে উপহাস

করা হইয়াছে। কার্যত আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ইহাই: "আপনিই আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া ভাবিতে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। স্বীয় অধিকারের ভিত্তিতে আমি দাঁড়াইতে চাই না, বিচারের দাবীও করি না। আপনি আমাকে অন্যায়ের মধ্যে থাকার জন্য অপরাধী করিতেছেন। আমি বলি যে আপনার গভর্ণমেণ্টই অন্যায়ের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু আপনি যখন আপনার গভর্ণমেণ্টের ভুল স্বীকার করিবেন না, তখন আমার কোথায় ভুল হইয়াছে তাহা জানাইতে আপনি বাধ্য। কারণ কোথায় আমার ভুল তাহা আমি জানি না। আমার দোষ সম্পর্কে আমাকে সংশয়মুক্ত করুন, অজস্র সংশোধন আমি করিব।" আমার সহজ অনুরোধকে আপনি আমার বিরুদ্ধে ঘুরাইয়া দিয়াছেন এবং স্বীয় বিষয় বিচারের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত এক কাল্পনিক হিটলারের সহিত আমার তুলনা করিয়াছেন। আমার পত্রাবলীর সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আপনি যদি অপারগ হন, তাহা হইলে বলিতে পারি না কী যে কোনো নিরপেক্ষ বিচারক প্রতিদ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যাগুলি বিচার করুক? সেই সর্বদা-খাঁটি নেকড়ে বাঘ ও সকল সময়েই দোষী মেষশাবকের গল্পটার কথা মনে করিলে সেটা কী আক্রমণাত্মক তুলনা হইবে?

১৪। "মিঃ গান্ধী এক প্রকাশ্য বিদ্রোহের নেতা।...যতদিন তিনি একজন প্রকাশ্য বিদ্রোহী থাকিবেন, ততদিন তিনি সেই অধিকার (তাঁর কথা শুনাইবার অধিকার) হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির সফলতা ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থায় সাধারণ কার্যাদি সম্পাদনের দাবী তিনি করিতে পারেন না। যে আইন তিনি অস্বীকার করেন, সেই আইনের আশ্রয়ে সাধারণ জীবন যাপনে অংশগ্রহণও করিতে পারেন না। নাগরিক হইতে পারেন না তিনি, প্রজাও নন।"

আপনি ঠিকই বলিয়াছেন আমি এক প্রকাশ্য বিদ্রোহের নেতা। অবশ্য একটা মূলগত কথা বাদ দিয়াছেন যথা: কঠোরভাবে অহিংস। এই বাদটা নীতি-অনুশাসনগুলি হইতে "না" বাদ দেওয়ার এবং সেগুলি হত্যা চৌর্য

ইত্যাদির সমর্থনে উদ্ধৃত করার সমতুল্য।··· এই বাক্যাংশটী আপনি ধর্তব্যের মধ্যে না আনিতে পারেন অথবা ইচ্ছামত যে কোনোভাবে এর অর্থ করিতে পারেন। কিন্তু যখন আপনি কাহারও বাক্য উদ্ধৃত করিতে যাইবেন তখন তার ভাষা হইতে কিছুই বাদ দিতে পারেন না, বিশেষ করিয়া যে বাদগুলিতে বিষয়ের সমগ্র আকৃতি বদলাইয়া যায়। নিজেকে আমি বহুবার এমন কী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে আমার লণ্ডনে থাকার সময়ও প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু যে অভিসম্পাত আমার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করিয়াছেন, পূর্বে কেহ তাহা করে নাই। হয়ত সেদিনের কথাও আপনার স্মরণে আছে, যখন পরলোকগত লর্ড রেডিং একটী গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের ইচ্ছুক ছিলেন, এবং তখন আমি ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকিলেও তাহাতে আমার যোগদানের কথা ছিল। বৈঠক আহ্বান করা হয় নাই, কারণ আমি তখন তৎকালে কারারুদ্ধ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির উপর জোর দিতেছিলাম। শৈশবে যে ব্রিটিশ ইতিহাস আমি পড়িয়াছি, তাহাতেই আছে যে বিদ্রোহকারী ওয়াট টাইলার ও জন হ্যাম্পডেন বীর। অতি সাম্প্রতিক কালেও, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতের রক্ত যখন শুকাইয়াও যায় নাই তখন তাঁরা আইরিশ বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। আমিই বা কেন জাতিচ্যুত হইব, আমার বিদ্রোহ যখন নিরীহ ধরণের এবং হিংসার সহিত যখন আমার একটুও সম্পর্ক নাই?

আপনি এক অভিনব মতপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমি যে দাবী করি, তার বৈধতা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করি যে আপনি পূর্ণ বিবৃতিই দান করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে "তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির সফলতা ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থায় সাধারণ কার্যাদি সম্পাদনের দাবী তিনি করিতে পারেন না।" আমার পদ্ধতি সত্য ও অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং যতখানি প্রয়োগ করা যায়, ততখানিই সফলতা লাভ করে। সুতরাং আমি কার্যাদি সম্পন্ন করি সর্বদাই, তা শুধু আমার পদ্ধতির সফলতার মধ্য দিয়াই

এবং তা ততখানি, যতখানি আমি স্বয়ং এর মূলনীতির নির্ভুলভাবে প্রতিনিধিত্ব করি।

যে মুহূর্তে আমি সত্যাগ্রহ বরণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত হইতেই আমি আর প্রজা নই, কিন্তু কখনোই নাগরিক অধিকারবিহীন নই। নাগরিক স্বেচ্ছায় আইন মানিয়া চলে, বাধ্যতার মধ্যে কিংবা আইনভংগের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির আশংকায় নয়। যখনই সে প্রয়োজন বোধ করে, তখনই সে আইনভংগ করে ও শাস্তি বরণ করে। তাহাতে এর তীক্ষ্ণতা বা অবমাননার অবলুপ্তি ঘটে।

১৫। "প্রকাশিত পত্রাবলীর কোনো একটীতে মিঃ গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাব ও মিঃ গান্ধীর নিজের কথা 'করেংগে ইয়া মরেংগে' তখনো পর্যন্ত অপ্রত্যাহৃত ছিল। গান্ধীজীর উপবাস সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি ইতিপূর্বে সর্বসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে ১৪ই জুলাইএর বিবৃতিতে মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন যে প্রস্তাবটীতে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই আর বাকী নাই।...আমি পুনরায় মিঃ গান্ধীর নিজের কথা উদ্ধৃত করিতে পারি··· ; 'আপনারা প্রত্যেকেই এই মুহূর্ত হইতে নিজেদের স্বাধীন নরনারী বলিয়া বিবেচনা করুন এবং এমনভাবে কাজ করুন যেন আপনারা স্বাধীন ও এই সাম্রাজ্যবাদের আর পদানত নন।' আরো শুনুন: 'আমার নিকট হইতে আপনারা জানিয়া রাখিতে পারেন যে মন্ত্রীত্ব বা অনুরূপ কিছুর জন্য বড়লাটের সহিত দর কশাকশি করিতে যাইতেছি না। আমি পূর্ণ স্বাধীনতার কিছুমাত্র কমে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য যাইতেছি না।' 'করেংগে ইয়া মরেংগে। ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন করিব, নয়তো সেই প্রচেষ্টায় জীবন দিব।' 'ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ।' "

আমার ১৪ই জুলাইয়ে প্রদত্ত ও ১৯শে জুলাই হরিজনে প্রকাশিত সংবাদ-

পত্রের বিবৃতি হইতে আপনি যে উদ্ধৃতি করিয়াছেন, আমি প্রথমেই তার একটা অত্যাবশ্যক সংশোধন করিতে চাই। আপনি আমাকে এই কথা বলিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে "প্রস্তাবটীতে চলিয়া যাওয়ার বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই আর বাকী নাই।" কিন্তু আসল বিবৃতি হইল "চলিয়া যাওয়ার প্রস্তাবটীতে আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই আর বাকী নাই।" পার্থক্যটা মূলের সহিত জড়িত আপনি তাহা স্বীকার করিবেন। ভ্রান্ত উদ্ধৃতির কথা থাক, হরিজনের প্রায় তিন স্তম্ভব্যাপী আমার বিবৃতি হইতে আপনি এমন কতকগুলি জিনিষ বাদ দিয়াছেন, যেগুলি আমার অর্থের পরিবর্ধক, যেগুলি দেখাইয়া দেয় আমার কাজের সতর্কতা। সেই বিবৃতি হইতে কয়েকটী বাক্য তুলিয়া দিতেছি। "ব্রিটিশ জাতির পক্ষে চলিয়া যাওয়ার জন্য আলোচনা করা সম্ভব। তাহা করিলে সেটা তাদের পক্ষে সম্মানকরই হইবে। তখন ব্যাপারটীকে চলিয়া যাওয়ার ব্যাপার বলা যাইবে না। দেরী হইলেও ব্রিটিশরা যদি বিভিন্ন দলগুলির সহিত পরামর্শ না করিয়াই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের সুবুদ্ধি উপলব্ধি করে তো সমস্ত সম্ভব। কিন্তু যে বিষয়টীর উপর আমি জোর দিতে চাই তাহা এই।" এইবার আছে সেই বাক্যটী, আপনি যেটার ভ্রান্ত উদ্ধৃতি করিয়াছেন। প্যারাগ্রাফ অগ্রসর হইয়াছে এইভাবে: "হয় তারা স্বাধীনতা স্বীকার করুক নয়তো না করুক। স্বীকারের পর অনেক কিছু ঘটিতে পারে, কারণ ওই একটী কাজের দ্বারাই ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা সমগ্র দেশের চিত্র বদলাইয়া দিবেন এবং জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সংখ্যাতীত বার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবেন। সুতরাং ব্রিটিশ জনগণের [illegible] হইতে যখনই ওই মহান কার্য সাধিত হইবে, তখনই উহা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ইতিহাসে লাল তারিখের দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে। এবং তদ্দ্বারা যুদ্ধের ভাগ্যও গুরুতর ভাবে প্রভাবিত হইবে।" এই পূর্ণাংগ উদ্ধৃতি হইতে আপনি দেখিতে পাইবেন যে জয়লাভ নিশ্চিত ও জাপানী আক্রমণ দূর করিবার জন্য যাহা করা হইতেছিল [illegible]ভাবে তাহা করা হইল। আমার

বুদ্ধির উপর আপনার আস্থা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সারল্যের উপর আপনি দোষারোপ করিতে পারেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রদত্ত আমার বক্তৃতাবলীর হুবহু বিবরণ আমার কাছে না থাকিলেও সেগুলির সঠিক পূর্ণ টোক (note) আমার কাছে আছে। আমি ধরিয়া লইতেছি আপনার উদ্ধৃতিগুলি নির্ভুল। অহিংসাকে পটভূমিকায় রাখিয়া সমস্ত কিছু বলা হইয়াছে এই কথাটী যদি মনে স্থান দেন তো বিবৃতিগুলিতে আপত্তি হইতে পারে না। "করেংগে ইয়া মরেংগে"র অর্থ হইল নির্দেশ পালন করিয়া কর্তব্য করিব এবং প্রয়োজন হইলে সেই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করিব।

জনগণকে নিজেদের স্বাধীন মনে করিতে আমার উপদেশ সম্পর্কে আমার টোক হইতে নীচে তুলিয়া দিই: "আসল সংগ্রাম এই মুহূর্তেই শুরু হইতেছে না। আপনারা আমার হাতে কতকগুলি ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমার প্রথম কাজ হইবে মহামান্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁকে কংগ্রেসের দাবী গ্রহণ করিতে বলা। ইহাতে দুই কিংবা তিন সপ্তাহ লাগিবে। ইত্যবসরে আপনারা কী করিবেন? আমি বলিয়া দিতেছি। চরকা রহিয়াছে। অহিংস সংগ্রামে এর স্থান স্থায়ী-ই, যতক্ষণ না মওলানা সাহেব ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ আমাকে তাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। চৌদ্দ দফা গঠনমূলক কর্মসূচি সবই রহিয়াছে আপনাদের জন্য। কিন্তু আরেকটী জিনিষ আপনাদের করিতে হইবে এবং তাহা হইলে এই কর্মসূচি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। আপনারা প্রত্যেকেই এই মুহূর্ত হইতে নিজেদের স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করুন এবং এমনভাবে কাজ করুন যেন আপনারা স্বাধীন ও এই সাম্রাজ্যবাদের আর পদানত নন। ইহা ভাণ নয়। স্বাধীনতা আগমনের পূর্বেই আপনারা তার বহ্নিকামনা জ্বালাইয়া তুলুন। ক্রীতদাস যে মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত জ্ঞান করে, সেই মুহূর্তেই তার শৃঙ্খল ভাঙিয়া পড়ে। তখন সে তার প্রভুকে বলিবে: 'এতদিন তোমার

ক্রীতদাস ছিলাম, এখন আর নই। তুমি আমাকে হত্যা করিতে পারো, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি বন্ধন হইতে মুক্তি দাও তো তোমার কাছ হইতে আর কিছুই চাহি না। কারণ এখন হইতে তোমার উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আমি অন্নবস্ত্রের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিব। ঈশ্বরই আমাকে স্বাধীনতার উদ্দীপনা দিয়াছেন, সেইজন্য আমি নিজেকে মুক্ত জ্ঞান করি।' ” 'ভাবত ছাড়' ধ্বনিব জন্য বিরক্তিটুকু বাদ দিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, উদ্ধৃতিটীকে তার স্বস্থানে যেমনভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা কী আক্রমণাত্মক। যে মানুষ স্বাধীনতাকামী তার সর্বপ্রথমই কী স্বাধীনতার বহ্নিকামনা জাগ্রত করিয়া সেই অনুযায়ী ফলাফলের চিন্তা দূরে রাখিয়া কাজ করা উচিত নয় ?

১৬। “যে ব্যক্তি গণ-বিদ্রোহের প্রস্তাবের অস্ত্রে সজ্জিত, তার ভ্রম নিরাকরণের জন্য তার নিকট যাওয়া শান্তিপূর্ণ প্ররোচনার পদ্ধতি নয়। আলাপ-আলোচনার সার কথা এই যে উভয় দলই অপ্রতিশ্রুত থাকিবে এবং একে অপরের উপর শক্তির চাপ প্রয়োগ করিরে না। সর্বাবস্থাতেই ইহা সত্য। কিন্তু প্রজা ও শাসনকারী রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপারটী আরো জোরালো। প্রজার পক্ষে সমান শর্তের দাবীতে রাষ্ট্রের সহিত বুঝাপডা করিবার কথা নয়, প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনের সহিত অগ্রসর হওয়া তো নয়ই।”

প্রথমেই আমাকে একটী সংশোধন করিতে দিন। প্রস্তাবটীতে গণ-বিদ্রোহের “ঘোষণা” ছিল না। ইহাতে শুধু “সর্বাধিক সম্ভব বিস্তৃতভাবে অহিংসনীতির উপর গণ-আন্দোলন শুরু করিবার অনুমোদন ছিল, যাহাতে দেশ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের গত বাইশটী বৎসরের সঞ্চিত সমস্ত অহিংস শক্তিটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারে।” “গৃহীতব্য পন্থায় জাতিকে পরিচালনা করিবার” কথা ছিল আমার। যে প্যারাগ্রাফে গণ-আন্দোলনের অনুমোদন রহিয়াছে, সেই প্যারাগ্রাফে “স্বাধীনতার জন্য ব্রিটেন ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট আবেদনও” ছিল।

আলাপ-আলোচনার সার কথা নিঃসন্দেহে ইহাই হওয়া উচিত যে দলগুলি

অপ্রতিশ্রুত থাকিবে আর "একে অপরের উপর শক্তির চাপ প্রয়োগ করিবে না।" বিবেচ্য ব্যাপারে আসল পরিস্থিতি এই যে একটি দলের আয়ত্তাধীনে বিপুল শক্তি রহিয়াছে, অপর দলটির কিছু নাই। প্রতিশ্রুতিহীনতার বিষয়েও কংগ্রেসের অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি নাই। ওই খানটায় বাধ্যবাধকতা ব্যতীত সর্বত্রই আলাপ-আলোচার পূর্ণতম বিস্তৃতি রহিয়াছে।

আমি জানি প্রজা ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আপনার উক্তি "ভারত ছাড়" ধ্বনির প্রত্যুত্তর। ধ্বনিটা স্বভাবগতভাবেই ন্যায়সঙ্গত আর প্রজা ও রাষ্ট্রের সূত্রটা এতো মামুলি যে বাস্তব কোনো অর্থই হয় না তার। ভারতবর্ষের পরাধীনতা কংগ্রেসের নিকট দুঃসহ কলংকের অনুভূতি এবং সেইজন্যই সে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্র জনগণের অধীন। জনগণের নিকট তাহা ঊর্ধ্ব হইতে নামিয়া আসে না, জনগণই তার স্রষ্টা ও সমাধি-রচয়িতা।

৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোনোরূপই ভয় প্রদর্শন ছিল না। 'শুধু আলোচনার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল ইহা। এর অনুমোদন সর্বপ্রকার "বল" অর্থাৎ হিংসানীতি হইতে বিমুক্ত। ইহাতে দুঃখভোগও স্থান পাইয়াছে। কংগ্রেস হাতের তাস টেবিলে বিছাইয়া দিয়াছিল, সেজন্য তাকে প্রশংসা করা দূরে থাক, একটা অনিশ্চিত অনুমান করিয়া সমস্ত আন্দোলনের আপনি একটা কদর্থ করিয়াছেন। বিগত ৮ই আগষ্টের পর কংগ্রেসীদের পক্ষে কোনো হিংসাকাজ হইয়া থাকিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে অননুমোদিত ছিল, প্রস্তাবটী হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গভর্ণমেণ্টের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী আমাকে নির্দেশাবলী প্রেরণ করিবার একটুও সময় দেওয়া হয় নাই। ৮ই আগষ্টের মধ্য রাত্রির পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সমাপ্ত হয়। ৯ই এর সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে কী অপরাধ করিয়াছি না জানাইয়াই পুলিশ কমিশনার আমাকে লইয়া যান। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ও প্রধান

প্রধান কংগ্রেসী যাঁরা বোম্বাইতে ছিলেন তাঁদের ভাগ্যেও ইহা ঘটে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টই হিংসানীতিকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন ও আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পন্থায় চলুক তাহা চান নাই বলিলে কী খুব বেশী বলা হয় ?

এবার আমি এক প্রকাণ্ড বিদ্রোহ-ব্যাপারের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। আপনি উহাতে একটি প্রধান অংশ লইয়াছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বাধীনে বিখ্যাত বার্দোলি সত্যাগ্রহের কথা বলিতেছি। আইন অমান্য আন্দোলন চালাইতেছিলেন তিনি। স্পষ্টই উহা এমন এক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় যে তৎকালীন বোম্বাই-গভর্ণর মনে করেন যে আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ অবসান হওয়া উচিত। আপনার স্মরণ হইবে যে তৎকালীন মহামান্য গভর্ণর ও সর্দারের মধ্যে সাক্ষাতের ফলস্বরূপ এক কমিটির সৃষ্টি হয়, যাহাতে আপনি এক বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এবং কমিটির আবিষ্কারগুলি বেশীর ভাগই আইনপ্রতিরোধকদের অনুকূলে গিয়াছিল। অবশ্য ইচ্ছা হইলে আপনি বলিতে পারেন যে বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া গভর্ণর ভুল করিয়াছিলেন এবং নিয়োগ গ্রহণ করিয়া আপনিও তাই করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপরীত অবস্থার কথাটাও ভাবিয়া দেখুন, কমিটি নিয়োগের পরিবর্তে গভর্ণর যদি গুরুতর দমননীতি চালাইবার প্রচেষ্টা করিতেন তো কী হইত। জনগণ আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিলে গভর্ণমেণ্ট কী হিংসার অভ্যুদয়ের জন্য দায়ী হইতেন না ?

১৭। "যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে ভারতবর্ষের শান্তি এত ব্যাহত হইয়াছে, নিরপরাধ জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির এত বেশী ক্ষতি হইয়াছে দেশ এক ভয়াবহ বিপদের শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেগুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট মিঃ গান্ধীকেই দায়ী বলিয়া মনে করেন। আমি বলি না যে হিংসাকার্যাদিতে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারিতা আছে,…কিন্তু তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের পূর্বাহ্ণে সতর্কে রাখা বারুদে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন তিনিই। কাজটা তিনি অসময়ে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেটা তাঁর দোষ নয়,

আমাদেরই সৌভাগ্য। এই পদ্ধতিতেই তাঁরা জয়লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন। ওটা এখন ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া তাঁর ওটাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব একটুও কম নয়।...উহাদের নিকট হইতে মিঃ গান্ধীর নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিবার ইচ্ছা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই তিনি নিজের জন্য বলিতে পারিতেন। অতএব কংগ্রেসের বিদ্রোহ বাতিল না করিয়াই, ক্ষতিপূরণ না দিয়াই, এমন কি ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি ছাড়াই যে কোনো মুহূর্তে কী করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতে পারেন যেন দেশের সাধারণ জীবনে কিছুই ঘটে নাই, যেন গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ তাঁকে সুনাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত?"

আপনার বর্ণিত শোচনীয় ঘটনাবলীর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারি না। আমার কোনোই সন্দেহ নাই যে ঘটনাবলীর দায়িত্ব যে সমগ্রভাবে গভর্ণমেণ্টের, তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে। যে বারুদ কখনো সাজানো হয় নাই, তাহাতে আমি অগ্নিসংযোগ করিতে পারি না। আর বারুদ যদি না রাখা হইয়া থাকে, তবে সময়-অসময়ের প্রশ্ন উঠে না। জনসাধারণের নেতৃবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটাকে আপনি "আমাদের সৌভাগ্য" বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, আমি কিন্তু এটাকে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই প্রথম পর্যায়ের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। যাহা আমি করিয়াছি বা করিবার মনস্থ করিয়াছি, তার কিছুই অস্বীকার করিবার ইচ্ছা করি না। কোনো অনুশোচনা আমার নাই, কারণ আমি মনে করি না যে কারুরই প্রতি আমি অন্যায় করিয়াছি। আমি অসংখ্যবার বলিয়াছি যে, সর্বপ্রকার হিংসাকেই আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যে বিষয়গুলির সম্বন্ধে আমার পূর্বজ্ঞান নাই, সে সম্বন্ধে আমি অভিমত দিতে পারি না। হিংসা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শের জন্য কখনো অনুমতি চাহি নাই। কমিটির তরফ হইতে আমাকে কোনো প্রস্তাব করিবার প্রত্যাশা করা হইলে তাদের সহিত

সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলাম মাত্র। কংগ্রেসের বিদ্রোহ খাঁটি অহিংস প্রকৃতির, সেজন্যই উহা বাতিল করিতে পারি না। এজন্য আমি গর্বিত। কোনো ক্ষতিপূরণও আমার দেয় নয়, কারণ অপরাধের কোনো সচেতনতা আমার নাই। ভবিষ্যতেও আমি নিজেকে এমনি অপরাধমুক্ত রাখিব, সুতরাং তখনকার জন্যও কোনো প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন উঠিতে পারে না। দেশের সাধারণ জীবনে পুঃনপ্রবেশের কিংবা গভর্ণমেণ্ট ও সমাজকর্তৃক সুনাগরিকরূপে গৃহীত হইবার প্রশ্নও উঠে না। একজন বন্দীরূপে থাকিতে পারিয়াই আমি সম্পূর্ণ খুশি। দেশের সাধারণ জীবনে বা গভর্ণমেণ্টের উপর কথনো আত্মনিক্ষেপ করি নাই। আমি ভারতের এক দীন সেবকমাত্র। এখন প্রয়োজন শুধু অন্তরপ্রদেশের প্রশংসাপত্র। আশা করি আপনি শ্রোতাদের তথ্য সরবরাহ করেন নাই, করিয়াছেন শুধু রোষকল্পিত অভিমত একথা বুঝিতে পারিতেছেন।

পরিশেষে, কেন এই চিঠি লিখিলাম ? আপনার ক্রোধের প্রত্যুত্তরে ক্রোধ দেখানোর জন্য নয়। এই আশায় লিখিলাম যে আমার নিজস্ব কথাগুলির অন্তরালে যে আন্তরিকতা রহিয়াছে, তাহা আপনি পড়িতে পারিবেন। যে কোনো ব্যক্তিকেই এমন কী সর্বাপেক্ষা কঠোর চরিত্রের কর্মচারীকে পর্যন্ত পরিবর্তিত করিতে আমি নৈরাশ্যবোধ করি না। ১৯১৪ সালে জেনারেল স্মাটস ও আমার মধ্যে যে মীমাংসা হয়, তদনুযায়ী প্রতিকারমূলক আইন প্রবর্তনাকালে তিনিও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁকে পরিবর্তিত অথবা বন্ধুত্বে পুনর্মিলিত করা হইয়াছে। অবশ্য, মীমাংসার ফলে আমার বা ভারতীয় বসবাসীদের মনে যে আশার প্রেরণা জাগিয়াছিল, তাহা তিনি পূর্ণ করেন নাই। সেটা দুঃখের কাহিনী হইলেও বর্তমান উদ্দেশ্যে অপ্রাসংগিক। এইরূপ স্মৃতি কাহিনী আমি বহু বহু বলিতে পারি। এইসব পরিবর্তনসাধন বা পুনর্মিলনের বাহবা আমি দাবী করি না। আমার মধ্যে যে সত্য ও অহিংসার প্রকাশ ওইগুলি পুরাপুরি তারই কার্যের ফল। আমার

এই দর্শনবাদ বা মতবিশ্বাসে আস্থা আছে যে সমস্ত জীবন মূলত এক আর সেই অভিন্নতা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে সমস্ত মানব সচেতন বা অচেতনভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমাদের চরম ভাগ্যবিধায়ক সত্বারূপ ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাস থাকিলে তবে এই বিশ্বাস আসে। তিনি না থাকিলে একটা তৃণপল্লবও আন্দোলিত হয় না। আমার বিশ্বাসই আপনাকে পরিবর্তিত করিবার কাজেও আমাকে নিরাশ হইতে দেয় না, যদিও আপনার বক্তৃতায় এরূপ কোনো আশা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমার বাক্যেই এমন শক্তির সঞ্চার হইবে, যাহা আপনার হৃদয় স্পর্শ করিবে। আমি শুধু চেষ্টা করিয়া যাইব। ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।

মাননীয় স্তর রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল,
স্বরাষ্ট্র সচিব,
ভারত গভর্ণমেণ্ট, নয়া দিল্লী

এম. কে. গান্ধী

৫২

ব্যক্তিগত।

নয়া দিল্লী, ১৭ই জুন, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ২১শে মের চিঠি পাইয়াছি। আমার ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরিষদ বক্তৃতা সম্বন্ধে আপনার অভিমত আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। কংগ্রেসের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব ও তার পরে যে সমস্ত গোলযোগ ঘটে, তার দায়িত্ব সম্পর্কে মহামান্য বড়লাটের নিকট চিঠিগুলিতে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনো তাহাই করিতেছেন দেখিতেছি। আপনি জানেনই ওইসব ঘটনার উপর আপনি যে ব্যাখ্যা রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট কোনোকালেই গ্রহণ করে নাই। এই মূলগত বৈষম্য যতদিন

থাকিতেছে, দুঃখের সহিত বলিয়া শেষ করি, ততদিন আপনাব চিঠিতে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় লইয়া লাভজনক আলোচনা চালাইবার যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ কারণ নাই।

এম কে গান্ধী। বিশ্বস্ততার সহিত

আর. ম্যাক্সওয়েল

৫৩

বন্দীশালা,

২৩শে জুন, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল,

আমার গত ২১শে মের চিঠির প্রতি আপনার ১৭ই জুনের জবাবের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই মাসের ২১শে তারিখে জবাবটী পাইয়াছি।

আমার জবাব আমাদের মূলগত বৈষম্য দূর করিবে এমন আশা কবি নাই। কিন্তু এই আশা আমি করিয়াছিলাম এবং এখনো করিতে ইচ্ছা করি যে বৈষম্যের জন্য আবিষ্কৃত ভ্রান্তির স্বীকৃতি ও সংশোধনের বাধা হইবে না। আমার ধারণা ছিল, সেটা এখনো আছে যে, আমার চিঠি আপনার বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরিষদ-বক্তৃতার কয়েকটী ভুল দেখাইয়া দিয়াছিল।

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী

গ

কায়েদ-ই-আজমের নিকট পত্র ও এই সম্পর্কে পত্রালাপ

৫৪

বন্দীশালা,
৪টা মে, ১৯৪৩

প্রিয় কায়েদ-ই-আজম,

কারাবরণের কিছুকাল পরেই গভর্ণমেণ্ট আমার নিকট আমি কী কী সংবাদপত্র পাইতে ইচ্ছা করি, তার তালিকা চাহিয়া পাঠান। সে সময় আমি "ডন" কাগজটীকে আমার তালিকাভুক্ত করি। অল্লাধিক নিয়মিতভাবে এটী আমি পাইয়া আনিতেছি। এবং কাগজটী আসিবামাত্রই আমি সতর্কতার সহিত পড়ি। "ডনের" স্তম্ভে প্রকাশিত লীগের কার্যবিবরণী পড়িয়াছি। আপনাকে পত্র লিখিবার জন্য আমার প্রতি আপনার আমন্ত্রণ লক্ষ্য করিলাম এবং সেইজন্যই এই চিঠি।

আপনার আমন্ত্রণকে স্বাগত জানাই। আমি প্রস্তাব করি যে পত্রালাপের মাধ্যমে কথোপকথনের পরিবর্তে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হউক। কিন্তু আমি এখন আপনার হাতে।

আশা করি, এই চিঠিখানি আপনাকে পাঠানো হইবে আর আমার প্রস্তাবে আপনার সম্মতি থাকিলে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন।

আরেকটা কথা উল্লেখ করি। আপনার আমন্ত্রণের মধ্যে একটী "যদি" রহিয়াছে মনে হয়। আপনি কী বলিতেছেন যে আমার হৃদয়ের পরিবর্তন হইয়া থাকিলে তবে আমার লেখা উচিত? মানুষের হৃদয়ের কথা শুধুমাত্র

ঈশ্বরই জানেন। আমি চাই, আমি যেমন, ঠিক তেমনিভাবে আমাকে গ্রহণ করুন।

কেন আপনি ও আমি এক সাধারণ সমাধান উদ্ভাবনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বৃহৎ প্রশ্নের সম্মুখীন হইব না এবং যাতে আমাদের সমাধান এ বিষয়ে সমস্ত সংশ্লিষ্ট ও স্বার্থবান ব্যক্তিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলা যায় তজ্জন্য একত্র কাজ করিব না?

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী

৫৫ সংখ্যক পত্রে গান্ধীজী উপরোক্ত পত্রখানি কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীকে অনুরোধ জানান।

৫৬

স্বরাষ্ট্র বিভাগ,
নয়া দিল্লী, ২৪শে মে, ১৯৪৩

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

মিঃ জিন্নার নিকট আপনার ৪ঠা মের চিঠিটী পাঠাইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে আপনি যে অনুরোধ-জ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছেন, তার উত্তরে জানাইতেছি যে ভারত গবর্ণমেণ্ট আপনার চিঠি না পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত আপনার আটককালীন অবস্থায় পত্রালাপ ও সাক্ষাৎকারাদি সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে সেই অনুযায়ী লওয়া হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তার একখানি অগ্রিম নকল এই সংগে দেওয়া হইল। আপনার পত্রটি আটক করা হইয়াছে এবং কেন আটক হইয়াছে বিজ্ঞপ্তিতে তার কারণ বিবৃত থাকিবে।

২৬-৫-৪৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬-৩০টায় প্রাপ্ত।

আন্তরিকতার সহিত

আর টটেনহাম

৫৭

সংবাদপত্রের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ভারত গভর্ণমেণ্ট মিঃ গান্ধীর একটী ক্ষুদ্র পত্র মিঃ জিন্নার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। পত্রটীতে মিঃ জিন্নার সহিত তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে।

মিঃ গান্ধীর সহিত পত্রালাপ বা সাক্ষাৎকারাদির বিষয়ে তাঁদের পরিচিত নীতি অনুযায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পত্রটী প্রেরিত হইতে পারে না। মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নাকে ইহা জানাইয়া দেওয়াও হইয়াছে। যে ব্যক্তি অবৈধ গণআন্দোলন চালানোর জন্য (যেটা তিনি অস্বীকার করেন নাই) ও এইভাবে সংকট মুহূর্তে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করার জন্য আটক রহিয়াছে, তাকে রাজনৈতিক পত্রালাপের বা যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা প্রদান করিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। দেশের সাধারণ ব্যাপারে তাঁকে যাহাতে আরেকবার নিরাপদে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় এজন্য গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করার কাজ মিঃ গান্ধীরই এবং যে পর্যন্ত তিনি উহা না করিতেছেন, সে পর্যন্ত অক্ষমতা ভোগের ইচ্ছাটা তাঁর নিজেরই।

৫৮

বন্দীশালা,
২৭শে মে, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম,

আপনার ২৪ তারিখের চিঠি গতকাল সন্ধ্যায় পাইয়াছি। কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে লিখিত চিঠি পাঠাইবার আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন দেখিয়াছি। কালই আমি এখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞাসা

করিয়া পত্র দিয়াছি যে আমার কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে লিখিত চিঠিটা ও পরে ১৫ই তারিখে রাইট অনারেবল লর্ড স্যামুয়েলকে লেখা চিঠিটী (৬২ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য—অনুবাদক) স্ব স্ব ঠিকানায় পাঠানো হইয়াছে কী না।

গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তে আমি দুঃখিত। তাঁর নিকট চিঠি লিখিবার জন্য কায়েদ-ই-আজমের আমার প্রতি প্রকাশ্য আমন্ত্রণের জবাবস্বরূপ ওই চিঠি লেখা হইয়াছিল। লিখিবার জন্য আমি বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলাম এই কারণে যে তাঁর কথায় আমার মনে হইয়াছিল আমি চিঠি লিখিলে তাহা তাঁর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। জনসাধারণও অত্যন্ত অধীর যে কায়েদ-ই-আজম ও আমার মধ্যে সাক্ষাৎকার হউক বা অন্তত যোগাযোগ স্থাপিত হউক। সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য সাম্প্রদায়িক জট ছাড়ানোর কোনো উপায় যদি বাহির করিতে পারি এই জন্য বরাবরই আমি কায়েদ-ই-আজমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে অক্ষমতাটা আমার অপেক্ষা জনসাধারণেরই অনেক বেশী। আমার উপর গভর্ণমেণ্টের আরোপিত বিধিনিষেধগুলিকে সত্যাগ্রহী হিসাবে আমি অক্ষমতা বলিয়া ভাবিতে পারি না। গভর্ণমেণ্ট অবগত আছেন যে নিজেকে আমি স্বজনবর্গের সহিত পত্র লিখিবার সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছি, কারণ এক অর্থে যারা স্বজনগণ অপেক্ষাও আমার নিকট বেশী সেই সব সহ-কর্মীদের পত্র লিখিবার কাজ আমাকে করিতে দেওয়া হয় না।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তিটীর, যার একখানি অগ্রিম নকল আমাকে দিয়াছেন, একাধিক স্থানে সংশোধন প্রয়োজন। কারণ ওর সহিত তথ্যের মিল নাই।

প্রস্তাবিত বিজ্ঞপ্তিটীতে উল্লিখিত অস্বীকারের কথায় বলিতে হয় যে গভর্ণমেণ্ট জানেন যে, যে অহিংস গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার ক্ষমতা গত ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস আমাকে দেয়, সে আন্দোলনকে আমি সম্পূর্ণ বৈধ এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থপূরক বলিয়া মনে করি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আমাকে আন্দোলন শুরু করিবার কোনো অবকাশই দেয় নাই। সুতরাং যে

আন্দোলন কখনো সূচিত হয় নাই, তাহা কী করিয়া "ভারতে"র যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে? তাও যদি, প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের পাইকারী গ্রেফ্‌তারে গভর্ণমেণ্টের নীতিতে সাধারণে অসন্তোষ দেখাইয়া থাকিলে ব্যাঘাত হইয়া থাকে, তবে তার দায়িত্ব শুধুমাত্র গভর্ণমেণ্টেরই। যে প্রস্তাবে গণ-আন্দোলন অনুমোদিত হইয়াছিল, তাতে সে সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই আন্দোলন অনুমোদন করা হইয়াছিল মিত্রশক্তিরই স্বার্থের জন্য যার মধ্যে রহিয়াছে বাশিয়া ও চীনের স্বার্থও গত আগষ্টে ওই দুটী রাষ্ট্রের বিপদ অত্যন্ত গভীর ছিল এবং আমার মতে তাহা হইতে এখনোও ওরা কোনোমতেই মুক্ত হয় নাই। আমি যদি বলি যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা ভারতবর্ষের নয়, বিদেশী গভর্ণমেণ্টের, আশা করি তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এই যে কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবে নিহিত অনুরোধগুলি গভর্ণমেণ্ট রক্ষা করিলে মানবের মুক্তি যুদ্ধেব জয়লাভের উদ্দেশ্যে এবং ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, জাপানীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য এক অতুলনীয় গণ-প্রচেষ্টার সৃষ্টি হইত। হয়তো আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তবু এই আমার সুচিন্তিত ও অকৃত্রিম অভিমত।

তথ্যের সহিত বিজ্ঞপ্তিটীকে সমঞ্জস করিবার জন্য আমি প্রথম প্যারাগ্রাফে নিম্নোক্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করি। প্রথমেই যোগ করুন: "মিঃ জিন্নার অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি (মিঃ গান্ধী) তাঁর সহিত পত্রালাপ করিতে ইচ্ছুক আছেন একথা জানাইয়া চিঠি লিখিবার জন্য মিঃ গান্ধীর প্রতি তাঁর প্রকাশ্য আমন্ত্রণের উত্তরে।"

আশা করি আমার নিবেদনের আলোকে বিজ্ঞপ্তিটীর বাকী অংশটীও সুবিধাজনকভাবে সংশোধিত হইবে।

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী

৫৯

বন্দীশালা
২৮শে মে, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম,

আপনার ২৪ তারিখের চিঠির জবাব আমি কাল প্রায় একটার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে দিয়াছি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বেই যাহাতে আমার চিঠি আপনার কাছে পৌঁছায় এই আশায় খুব তাড়াতাড়ি লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তাই বিকালে পাওয়া কাগজগুলিতে বিজ্ঞপ্তিটী এবং এর উপর রয়টার পরিবেশিত লণ্ডনের প্রতিক্রিয়ার সংবাদ দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বিজ্ঞপ্তিটীর অগ্রিম নকল আমার নিকট পাঠাইবার স্পষ্টতই কোনো অর্থ ছিল না। আমার ধারণা উহা যে শুধু তথ্যের সহিত অসমঞ্জস তাহা নয়, উহা আমার প্রতি অন্যায়-ও। আংশিক যেটুকু প্রতিকার আমাকে দেওয়া যাইতে পারে তাহা হইল আমাদের মধ্যেকার পত্রালাপের প্রকাশ। তাই আমি অনুরোধ করি তাহা প্রকাশিত হউক।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৬০ সংখ্যক চিঠিতে নয়া দিল্লীর স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে কনরান স্মিথ গান্ধীকে জানান যে তাঁর ২৭শে মে'র অনুরোধ অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটীর পরিবর্তন করিবার যুক্তি দেখিতেছেন না।

৬১ সংখ্যক চিঠিতে কনরান স্মিথ স্যর রিচার্ড টটেনহ্যামকে লিখিত গান্ধীজীর ২৮শে মের চিঠির জবাবে জানান যে, মিঃ জিন্নার নিকট তাঁর চিঠি না পাঠাইবার কারণসহ বিজ্ঞপ্তিটীর অগ্রিম নকল ব্যক্তিগত অবগতির জন্য তাঁকে দেওয়া হয় এবং গভর্ণমেণ্ট পত্রালাপ প্রকাশের যৌক্তিকতা দেখিতেছেন না।

ঘ

লর্ড স্যামুয়েলকে লিখিত পত্র ও এতদসম্পর্কে পত্রালাপ

৬২

বন্দীশালা,
১৫ই মে, ১৯৪৩

প্রিয় লর্ড স্যামুয়েল,

গত ৮ই এপ্রিলে হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক অধিবেশনের সময় লর্ড সভায় প্রদত্ত আপনার বক্তৃতার রয়টারকৃত চুম্বকের একটি কর্তিতাংশ এই সংগে দিলাম। চুম্বকটি অভ্রান্ত ভাবিয়া এই চিঠি লিখিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।

সংবাদটি আমাকে ব্যথিত করিয়াছে। কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের একতরফা ও অযৌক্তিক বিবরণীর সহিত আপনার অনুচিতভাবে একজোট হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতই ছিলাম।

আপনি একজন দার্শনিক ও একজন উদারনীতিক। আমার কাছে দার্শনিক মনের অর্থ হইল অনাসক্ত মন আর উদারনীতিকতা হইল মানুষ ও বস্তুকে সহানুভূতির সহিত উপলব্ধি।

গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের সহিত আপনি একমত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর জোর দিবার জন্য যা কিছু বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শূন্যগর্ভ মনে হয়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি হইতে আমি মাত্র কয়েকটি বিষয় তুলিয়া লইতেছি, যেগুলি আমার মতে তথ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১। "কংগ্রেস দল বহুল পরিমানে গণতান্ত্রিক মতবাদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছে।"

কংগ্রেস দল কখনো "গণতান্ত্রিক মতবাদ দূরে নিক্ষেপ করে নাই।" এর ইতিহাস গণতন্ত্রের পথে প্রগতিশীল জয়যাত্রার কাহিনী। যারাই শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের উপর বিশ্বাস রাখিয়া বার্ষিক চার আনা চাঁদা দেয়, তারাই এর সদস্য হইতে পারে।

২। "একনায়কত্বের (totalitarianism) পথে পদক্ষেপের ইংগিত দিতেছে ইহা।"

আপনার অভিযোগের ভিত্তি হইল এই ঘটনা যে ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির উপর কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাব ছিল। কমন্স সভার সফল দলটীর কর্মনীতিও কী অনুরূপ নয়? আমি আশংকা প্রকাশ করি যে গণতন্ত্র যখন চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখনও নির্বাচন চালায় দলগুলিই এবং সদস্যদের কর্মপন্থা ও নীতি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কার্যকরী কমিটিগুলি। কংগ্রেসীরা ব্যক্তিগত ও পার্টি-যন্ত্র-নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন চালায় নাই। প্রার্থীরা সরকারীভাবে মনোনীত হইয়াছিল এবং সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের সহায়তা করিয়াছিলেন। "একনায়কী" (totalitarian) কথাটির অক্সফোর্ড পকেট ডিক্সনারী অনুযায়ী অর্থ "এমন এক দলের সংজ্ঞা, যা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপ্রতিনিধি বা দল বজায় রাখে না।" "একনায়কী রাষ্ট্র" (totalitarian state) এর অর্থ "একটিমাত্র শাসকদল বিশিষ্ট রাষ্ট্র।" নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই হিংসানীতি এর অনুমোদনের মধ্যে পড়ে। পক্ষান্তরে, যে কোনো কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস সভাপতি বা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মত সমান স্বাধীনতা ভোগ করে। কংগ্রেসের নিজের মধ্যেই কত দল রহিয়াছে। এর চাইতে বড় কথা কংগ্রেস হিংসানীতি পরিত্যাগ করিয়াছে। সদস্যরা স্বেচ্ছিকভাবে আনুগত্য জানায়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের যে কোনো মুহূর্তে পদচ্যুত করিয়া অন্যান্যদের নির্বাচিত করিতে পারে।

৩। "তাঁরা (কংগ্রেসী মন্ত্রীরা) পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁদের

পরিষদের সমর্থন ছিল না। (শুধু তাই নয়?) তাঁরা পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ আইনগতভাবে তাঁরা তাঁদের নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকিলেও বস্তুগতভাবে দায়ী ছিলেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ও উর্ধতন পরিষদের (হাই কমাণ্ড) নিকট, উহা গণতন্ত্র নয়। উহা একনায়কত্ব।”

পুরা ঘটনাবলী জানা থাকিলে এমন উক্তি আপনি করিতেন না। মন্ত্রীরা যাদের নিকট দায়ী ছিলেন, সেই নির্বাচক মণ্ডলী হইতে ওয়ার্কিং কমিটি তার শক্তি ও সম্মান আহরণ করে। এই অতি সহজ ও গ্রহণযোগ্য কারণেই মন্ত্রীদের নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট আইনগত দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট বস্তুগত দায়িত্বের জন্য কোনোক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। যে সম্মান কংগ্রেস ভোগ করে, তা কেবলমাত্র তার জনসেবার ফলে। ঘটনাটা এই যে মন্ত্রীরা তাঁদের পরিষদের স্বীয় দলভুক্ত সদস্যদের সহিত আলোচনা করিয়া তাদের সম্মতিক্রমেই পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছিলেন। যে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে কারও নিকট দায়ী নয় একনায়কত্বের পূর্ণ প্রতীক তো তারাই। অথচ শোচনীয় পরিহাসের বস্তু যে, যে গভর্ণমেণ্ট একনায়কত্বের ভিতর গভীরভাবে ডুবিয়া আছে, সে-ই ঐ বিষয়ে অভিযোগ আনে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

৪। “পৃথিবীর সকল দেশের চাইতে জঘন্যতম দলাদলির জন্য ভারত অসুখী···দলাদলি ধর্মসম্প্রদায় অনুযায়ী।”

ভারতবর্ষের রাজনীতিক দলগুলি ধর্মসম্প্রদায় অনুযায়ী বিভক্ত নয়। কংগ্রেস একেবারে শুরু হইতেই সুচিন্তিতভাবে খাঁটি রাজনীতিক সংগঠন হইয়া আছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয়রা এর সভাপতি হইয়াছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ক্রিশ্চান, পার্শী, মুসলমান, হিন্দু। অন্যান্য পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দলগুলির কথা না বলিয়াই শুধু উল্লেখ করি যে আরেকটা রাজনীতিক সংগঠন হইল ভারতের উদারনীতিক দল। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে ধর্মের ভিত্তিতে স্থাপিত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও আছে, তারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ওতে আপনার

প্রদত্ত বিশেষ বিবৃতির পরিপোষণ হয় না। আমি অবশ্য কোনো ভাবেই এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব বা দেশের রাজনীতিতে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণকে খাটো করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু একথা আমি বলিবই যে ভারতের রাজনীতিক মনের প্রতিনিধিত্ব তারা করে না। এইসব রাজনীতিক-ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি যে গভর্ণমেণ্টের "বিভক্ত করিয়া শাসন করার" নীতির সুপরিকল্পিত প্রয়োগের ঐতিহাসিক ফল, তাহা প্রমাণ করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব একেবারে দূরীভূত হইবে, সম্ভবত তখনই ভারতবর্ষের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব হইবে সমস্ত শ্রেণী ও ধর্মমত হইতে আহৃত রাজনীতিক দলগুলির দ্বারা।

৫। "কংগ্রেস বড় জোর ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশীর দাবী করিতে পারি, তবু একনায়কী মনোভাবের জন্য তারা সমগ্রের হইয়া কথা বলিবার দাবী করে।"

কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বের পরিচয় যদি আপনার কাছে এর সদস্যসংখ্যার খাতাকলমের তালিকার পরিমাপ হয়, তবে তাহা অর্ধেক জনসংখ্যারও প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রায় চল্লিশ কোটির কাছাকাছি ভারতের বিরাট জনসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে এর সদস্যসংখ্যা যৎসামান্যই। মাত্র ১৯২০ সালে এর তালিকাভুক্ত সদস্যকরণ আরম্ভ হয়। তার পূর্বে বিভিন্ন রাজনীতিক সঙ্ঘ হইতে প্রধানত নির্বাচিত সভ্য লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠিত ছিল, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিত এই কমিটিই। আমি যতদূর জানি, কংগ্রেস সকল সময়েই রাজন্যবর্গদেরও বাদ না দিয়া সমগ্র ভারতের জনমত ব্যক্ত করিবার দাবী করিয়াছে। বিদেশীর শাসনাধীন দেশের রাজনীতিক লক্ষ্য থাকে একটামাত্রই, সেটা সেই অধীনতা হইতে মুক্তি। কংগ্রেস সর্বদাই সর্বপ্রধানভাবে স্বাধীনতার অত্যুগ্র কামনা প্রদর্শন করিয়াছে ভাবিলে এর সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না। কয়েকটা দল কংগ্রেসকে না মানিলেও সেই দাবীর হ্রাস হয় না।

৫। "মিঃ গান্ধী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে যখন ভারত ত্যাগ করিতে বলেন, তখন তিনি বলেন যে কংগ্রেসই ভার গ্রহণ করিবে।"

আমি কখনো বলি নাই যে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করিলে "কংগ্রেস ভার গ্রহণ করিবে।" গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী* মহামান্য বড়লাটকে লিখিত চিঠিতে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই: "গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টতই এই প্রধান তথ্য উপেক্ষা করিয়াছেন বা হয়তো দেখিতে পান নাই যে কংগ্রেস আগষ্ট প্রস্তাবে নিজের জন্য কিছু চায় নাই। এর যাহা কিছু দাবী ছিল তা সমস্তই সমগ্র জনসাধারণের জন্য। আপনার জানিয়া রাখা উচিত যে গভর্ণমেণ্ট কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে ডাকিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলে কংগ্রেস তাহাতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিলই। সে গভর্ণমেণ্ট অবশ্য যুদ্ধকালে আবশ্যক সর্বসম্মত ব্যবস্থার অধীন এবং যথাযোগ্যভাবে নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ব্যতীত ওয়ার্কিং কমিটির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য আমি কমিটির বর্তমান মনোভাব আমি জানি না। তবে মনে হয় কমিটি মত পরিবর্তন করেন নাই।"

৭। "যদি এই দেশ কিংবা ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীলাণ্ড অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা বা যুক্তরাষ্ট্র কর্মবিমুখ থাকিত যেমন ভারতে কংগ্রেস বিমুখ হইয়াছিল…তাহা হইলে হয়তো স্বাধীনতার কারণ সর্বত্রই দলিত হইত… দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের নেতারা বুঝিতে পারে না যে মানবজাতির প্রশ্ন পরিহারের দ্বারা ভারতে গৌরব অর্জন করা যাইবে না।"

ক্যানাডা ও অন্যান্য ডমিনিয়নগুলি, যারা কার্যত স্বাধীনই—তাদের সহিত ভারতবর্ষের কী করিয়া তুলনা করেন? গ্রেটব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। আপনার কথিত দেশগুলি

---

* গান্ধীজী এস্থলে ২৯শে ফেব্রুয়ারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কার্যত ২৯শে জানুয়ারী হইবে। প্রসংগত ২৬ সংখ্যক পত্রের পুনশ্চ অংশটি দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক

যে ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করে ভারতবর্ষ তার এক কণা স্ফুলিংগও পাইয়াছে কী ? এখনো ভারতবর্ষকে তার স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। মনে করুন মিত্রশক্তির পরাজয় হইল, আরো মনে করুন সাময়িক প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে মিত্র সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিতে হইল, যেটা আমি আশা করি না, তাহা হইলে যে দেশগুলির নাম আপনি করিলেন, তারা স্বাধীনতা হারাইতে পারে। কিন্তু তখনোও রক্ষাবিহীন অবস্থায় থাকিতে হইলে অসুখী ভারতকে প্রভু বদল করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কংগ্রেস বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান—আপনার কথাই ব্যবহার করিয়া বলি—হয় আইনগতভাবে না হয় বস্তুগতভাবে স্বাধীনতার বর্তমান অধিকার ভিন্ন মিত্রশক্তির কারণে সম্ভবত গণ-উৎসাহ প্রবর্ধিত করিতে পারে না। ভবিষ্যত স্বাধীনতার ফাঁকা প্রতিশ্রুতি ওই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত করিতে পারে না। "ভারত ছাড়" ধ্বনি এই তথ্যোপলব্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে যে ভারতবর্ষকে যদি মানবজাতির কারণে প্রতিনিধিত্ব বা যুদ্ধের ভার বহন করিতে হয়, তবে তাকে এখনই স্বাধীনতার আলো পাইতেই হবে। শীতার্ত মানুষ ভবিষ্যৎ দিনের সূর্যালোকের উত্তাপের প্রতিশ্রুতিতে কখনো উত্তপ্ত হইয়াছে কী ?

কংগ্রেস আমার প্রভাবাধীনে যা কিছু করে বা বলে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় শাসক শক্তি তার সমস্তই অবিশ্বাস করে। ইহা সম্পূর্ণভাবে মন্দ বলিয়া তারা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে। পরিষ্কার অবগতির জন্য আপনার জানা আবশ্যক কংগ্রেস ও কংগ্রেসীদের সহিত আমার সম্পর্ক কীরূপ। ১৯৩৫ সালে আমি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টায় সফল হই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গ ও আমার মধ্যে শীতলতা ছিল না। কিন্তু আমি উপলব্ধি করিলাম কংগ্রেসের সহিত সরকারীভাবে সম্পর্ক রাখার কালে আমার অবস্থা নাগপাশে বন্ধনের মত, সদস্যবর্গের অবস্থাও তাই। ক্রমবর্ধমান চাপ, যেটা আমার অহিংস-নীতির ধারণার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়, দুর্বহ বোধ হইতে

লাগিল। আমি তাই ভাবিলাম আমার প্রভাব কঠোরভাবে নীতিগত হওয়া উচিত। কোনো রাজনীতিক উচ্চাশা আমার ছিল না। সত্য এবং অহিংসার ব্যাখ্যা ও সাধনা করিয়াই কার্যত আমার জীবনের সমগ্রভাগ নিযোজিত হইয়াছে। সেই সত্য ও অহিংসার দাবীর অধীন আমার রাজনীতি। এবং সেইজন্যই আমি সহকর্মী-সদস্যদের দ্বারা আনুষ্ঠানিক সম্পর্কটুকুও ছিন্ন করিতে, এমন কী চার আনার সদস্যপদও ত্যাগ করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে অহিংসার প্রয়োগসম্পর্কিত বা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রশ্ন বিজড়িত ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা পরামর্শের জন্য আমার উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করিলে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আমি যোগদান করিব। সেই সময় হইতে কংগ্রেসের দৈনন্দিন কাজের সহিত আমি পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন। ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সভাই তাই আমা ব্যতীত সম্পন্ন হইয়াছে। তাদের কার্যবিবরণী শুধু যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন আমি দেখিয়াছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা নিরপেক্ষ মনের মানুষ। নূতন পরিস্থিতি সঞ্জাত সমস্যায় প্রযুক্ত অহিংসা-নীতির ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আমার উপদেশ গ্রহণ করিবার পূর্বে তাঁরা আমাকে প্রায়ই দীর্ঘবিলম্বিত আলোচনায় ব্যস্ত রাখেন। তাই আমি তাঁদের উপর অযৌক্তিকভাবে প্রভাব বিস্তার করি একথা বলিলে তাঁদের প্রতি এবং আমারও প্রতি অন্যায় করা হইবে। জনসাধারণ জানে এই সেদিন পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অধিকাংশ কতবার আমার পরামর্শ বাতিল করিয়াছে।

৮। "তারা শুধু যে কর্মবিরত তা নয়, সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেস এই সূত্র ঘোষণা করিয়াছে যে অর্থ ও লোকবল দিয়া ব্রিটিশ সমর প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা অন্যায় আর উপযুক্ত প্রচেষ্টা হইল অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা সমস্ত যুদ্ধকে রুখা। অহিংসার নামে তারা এমন এক আন্দোলন চালাইয়াছে যাহা অনেক জায়গায় চরম হিংসার মধ্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। শ্বেত পত্রে

(White Paper) বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের সহকারিতার পরিষ্কার প্রমাণ আছে।”

এই অভিযোগে দেখা যায় কাল্পনিক কাহিনীর দ্বারা ব্রিটিশ জনগণকে কতখানি ভুল বোঝানো হইয়াছে। যেমন ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রকাশনার মধ্যে অনেক বিবৃতি স্বপ্রসংগ হইতে এমন ভাবে ছিন্ন করিয়া একত্র স্থাপন করা আছে যে ঠিক মনে হইবে ওগুলি একই সময় বা একই প্রসংগে কথিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে কংগ্রেস অহিংস-নীতিই অবলম্বন করিয়াছে। এবং সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য কর্মের মাঝেও অহিংসা প্রকাশ করিতে এই কুড়ি বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে (হইতে পারে ইহা অসম্পূর্ণ) এবং আমার মনে ইহা অনেকখানি সাফল্যলাভও করিয়াছে। কিন্তু কখনো ইহা অহিংসার মধ্যস্থতায় যুদ্ধে বাধা দিবার ভান করে নাই। সেইরূপ দাবী করিয়া তা যদি চেষ্টা করিত, তবে পৃথিবী দেখিতে পাইত সংগঠিত অহিংসার নিকট সংগঠিত হিংসাকে সাফল্যের সহিত পরাজিত করার অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু মানবপ্রকৃতি কোথাও পূর্ণ অহিংসা-নীতির অভিলষিত সর্বোচ্চ দৈর্ঘে উপনীত হইতে পারে নাই। আগষ্টের ৮ তারিখের পরে যে গণ্ডগোল ঘটে, তা কংগ্রেস তরফের কোনো কাজের জন্য নয়। কংগ্রেস নেতাদের ভারতব্যাপী গ্রেফতাররূপ মধ্যে গভর্ণমেণ্টের উত্তেজনাসঞ্চারক কাজই সে জন্য দায়ী; এবং সেটা সেই সময়ে যখন সেটা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে একেবারে অসময়। সর্বাধিক যা বলা যায় তা হইল কংগ্রেসী ও অন্যান্যরা অহিংসানীতিতে এমন উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, যেখানে ক্রোধোদ্দীপনের কোনো স্পর্শই লাগে না।

এই শ্বেতপত্র উত্তম সাংবাদিকতার নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু ইহা ন্যায়িক দলিলের মত তেমন উত্তম নয়” ইহা বলিবার পরও ওই পত্রের উপর ভিত্তি করিয়াই সম্পূর্ণ বিচার গঠিত করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। ঐ পত্রে যে বক্তৃতাবলীর উল্লেখ আছে, তাহা যদি পড়িতেন,

তাহা হইলে বিগত ৯ই আগষ্ট ও পরবর্তী কালে এ সব দুর্ভাগ্যমণ্ডিত গ্রেফতার কার্যের মধ্যে কিংবা যে অভিযোগগুলি কোনোদিনও আদালতে পরীক্ষিত হয় নাই, কারারোধের পরে নেতাদের বিরুদ্ধে সেই সব অভিযোগ আনার মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা ছিল না তাহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট উপাদান রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন।

৯। "মিঃ গান্ধী তাঁর উপবাসের দ্বারা মানুষের হৃদয়বৃত্তি, দয়া ও সহানুভূতির উপরে অযথা সুযোগ গ্রহণ করিয়া রাজনীতিক মতবৈষম্যের একেবারে অবৈধ প্রক্রিয়ার সহিত আমাদেব সম্মুখীন হইয়াছেন। উপবাস সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর একমাত্র প্রশংসার্হ কাজ হইল উপবাস শেষ করা।"

আমার উপবাসকে বিশেষত্বমণ্ডিত করিবার জন্য আপনি কড়া কথা ব্যবহার করিয়াছেন। মহামান্য বড়লাটও নিজেকে একই রকম কথা বলিতে দিয়াছেন। তবে সম্ভবত অজ্ঞতা হেতু আপনি মার্জনা লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি পরিত্রাণ পাইবেন না, কারণ তাঁর সম্মুখে আমার চিঠিগুলি ছিল। আপনার কাছে আমার বক্তব্য উপবাস সত্যাগ্রহেরই এক অবিভক্ত অংশ। উহা সত্যাগ্রহীর চরম অস্ত্র। মানুষ যখন অন্যায়বোধে দেহ ক্রুশবিদ্ধ করে, তখন সেটা অযথা সুযোগ গ্রহণ হয় কীরূপে? আপনি হয়তো জানেন না সত্যাগ্রহী বন্দীরা তাদের অন্যায় দূরীকরণে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপবাস করিয়াছিল; ভারতেও তারা তাই করিয়াছে। আমার একটী উপবাসের কথা আপনি জানেন, আমার মনে হয় তখন আপনি মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। যে উপবাসটীর ফলে সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় আমি তার কথাই বলিতেছি। সিদ্ধান্তটী বহাল থাকিলে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ জাতির মর্মমূলে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। পরিবর্তনে সে দুর্ঘটনা নিবারিত হইয়াছে।

আমার সাম্প্রতিক উপবাস শুরু হইবার পরেই উপবাসের কথা উল্লেখ করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। তাহাতে আমাকে এই বলিয়া দোষী করা হয় যে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আমি উপবাস গ্রহণ করিয়াছি।

সমস্তটাই মিথ্যা দোষারোপ। গভর্ণমেণ্টের চিঠির জবাবে আমি যে চিঠি লিখি, তার বিকৃত রূপের উপর এই দোষারোপের ভিত্তি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কালে আমার সেই ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠি চাপিয়া রাখা হয়। ব্যাপারটী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে চাহিলে আমি আপনাকে সংবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

মহামান্য বড়লাটের নিকট আমার চিঠি, তারিখ নববর্ষ পূর্ব দিবস, ১৯৪২
মহামান্যের জবাব, তারিখ জানুয়ারী ১৩, ১৯৪৩
আমার চিঠি, জানুয়ারী ১৯, ১৯৪৩
মহামান্যের জবাব, জানুয়ারী ২৫, ১৯৪৩
আমার চিঠি, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৩
মহামান্যের জবাব, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩
আমার চিঠি, ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৪৩
স্যর আর. টটেনহামের চিঠি, তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩
আমার জবাব, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

আর আমি জানি না কোথা হইতে আপনি জানিলেন যে আমি উপবাস শেষ করিয়াছি, কল্পিত যে কাজের জন্য আপনি আমায় প্রশংসা দান করিয়াছেন। এ কথায় আপনি যদি এই বলিতে চান যে যথাসময়ের পূর্বেই আমি উপবাস শেষ করিয়াছি, তাহা হইলে এই শেষ করাটাকে আমার পক্ষে অখ্যাতি বলিব। যাহা হউক উপবাস তার নির্দিষ্ট সময়েই শেষ হইয়াছিল, তার জন্য কোনো প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়।

১০। "তিনি (লর্ড স্থামুয়েল) মনে করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসের সত্যই যদি কোনো মীমাংসায় আসিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে যে বিষয়গুলির ব্যাপারে আলোচনা ভাঙিয়া গিয়াছিল, সেই সব ব্যাপারে আলোচনা ভাঙিত না।"

"কংগ্রেস-সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত নেহরু দীর্ঘ-

বিলম্বিত আলোচনা চালাইয়াছিলেন। আমার ধারণা তাঁদের বিবৃতি একেবারে পরিষ্কার রূপে বলিয়া দেয় যে কোনো আন্তরিক ব্যক্তির পক্ষে মীমাংসার জন্য ইহা অপেক্ষা বেশী সত্যকার বা বৃহত্তর ইচ্ছা প্রকাশ সম্ভবপর হইত না। এই সম্পর্কে একথা স্মরণ করা ভালো যে পণ্ডিত নেহরু স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং আমার নিঃসন্দেহে মনে হয়, এখনো আছেন। তাঁর আমন্ত্রণেই তিনি (নেহরু) এলাহাবাদ হইতে আসেন। তাই আলোচনাটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার কোনো প্রচেষ্টাই তিনি বাকী রাখেন নাই। ব্যর্থতার ইতিহাস এখনো লেখা হয় নাই; যে দিন তাহা হইবে, সেদিন দেখা যাইবে এর কারণ কংগ্রেসপক্ষে নয়, অন্যত্র কোথাও রহিয়াছিল।

আশা করি আমার চিঠি আপনাকে ক্লান্ত করে নাই। অত্যধিক অসত্য দিয়া সত্যকে চাপা দেওয়া হইয়াছে। এক মহান সংগঠনের প্রতি ন্যায়বিচার আপনি যদি না-ও করেন, তবু সত্যের কারণ অর্থাৎ মানবতা, বর্তমান অসন্তোষের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করিতেছে।

রাইট অনারেব্‌ল লর্ড স্যামুয়েল,
লর্ড সভা, লণ্ডন

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী

৬৩ সংখ্যক পত্রে আর টটেনহ্যাম গান্ধীজীকে ২৬শে মে জানাইয়াছেন যে গভর্ণমেণ্টের পূর্বযৌক্তিকতার কারণে লর্ড স্যামুয়েলকে লিখিত পত্র প্রেরিত হইতে পারে না।

৬৪

বন্দীশালা,
১লা জুন, ১৯৪৩

প্রিয় স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম,

রাইট অনারেবল লর্ড স্যামুয়েলকে লিখিত আমার চিঠির সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানাইয়া আপনি ২৬শে তারিখে যে লিপি পাঠাইয়াছেন,

তাহা পাইয়াছি। আমি বলিতে চাই যে চিঠিটা রাজনীতিক পত্র নয়। যে মিথ্যা বর্ণনা তাঁকে বিভ্রান্ত করিয়াছে আর যেগুলি আমার প্রতি অবিচার করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যই ওটা লর্ড সভার এক সদস্যের প্রতি অভিযোগ। নিজের সম্বন্ধে ক্ষতিকর মিথ্যাবর্ণনা সংশোধন করার আসামীদেরও যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যেন তার উপরও নিষেধাজ্ঞার সামিল। তাছাড়া আমি বলি রাইট অনারেবল লর্ড স্যামুয়েলকে লেখা চিঠির বেলায় গভর্ণমেণ্টের আমার কায়েদ-ই-আজম জিন্নাকে লেখা চিঠির সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা অপ্রযুজ্য। তাই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাইতেছি।

আন্তরিকতার সহিত

এম. কে. গান্ধী

৬৫ সংখ্যক চিঠিতে নয়া দিল্লীর স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে কনরান স্মিথ ৭ই জুন জানান যে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করার প্রয়োজন দেখিতেছেন না।

৬৬

৮-২-'৪৫ তারিখে প্রাপ্ত।

এয়ারগ্রাফ।

প্রেরক: রাইট অনারেবল ভাইকাউণ্ট স্যামুয়েল, জি. সি. বি, ও সি.,
৩২, পোরশেষ্টার টেরেস, লণ্ডন, ডব্লু ২ (ইংল্যাণ্ড)

২৫শে জুলাই, ১৯৪৪

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

যে চিঠি আমাকে ১৫ই মে ১৯৪৩ লিখিয়াছিলেন, আপনার বন্দীদশায় গভর্ণমেণ্ট সেটি আটক রাখিয়াছিলেন। এয়ারগ্রাফ ও এয়ার-মেলে আপনার অধুনা প্রেরিত সে চিঠিখানি আমি যথাভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি।

লর্ড সভায় ১৯৪৩এর এপ্রিল মাসে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়গুলির উপর াপনার সতর্ক মনোযোগের জন্য কৃতজ্ঞ। আমি লক্ষ্য করিতেছি সেই কৃতার রিপোর্ট ও আপনার চিঠি এখন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাম্প্রতিক শ্বেত স্তক "মিঃ গান্ধীর সহিত পত্রালাপে" প্রকাশিত হইয়াছে।

এতকাল পরে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনি হয় তো এ বিষয়ে কমত হইবেন যে আপনার চিঠিতে উত্থাপিত বিষয়গুলির জবাব দেওয়া ামার পক্ষে লাভজনক হইবে না, এবং জবাব না দেওয়ার জন্য আপনি ামাকে অসৌজন্যের অপরাধে অপরাধী করিবেন না। আমি শুধু ষষ্ঠ প্যারার ল্লেখ করিব, যেথানে "যখন মিঃ গান্ধী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারত ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি বলেন যে ভার গ্রহণ করিবে কংগ্রেস" আমার এই বিবৃতির আপত্তি তুলিয়াছেন। ওই বিবৃতি অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডের 'ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্ট, ২য় খণ্ডে' উদ্ধৃত রচনাবলীর নিম্নোক্ত অংশের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল: "ভার লইতে যথেষ্ট শক্তিমান কোনো দলকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলে সাধারণ মতৈক্যের কথা বলিতেন না। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কংগ্রেসের সে শক্তি আজ নাই। সে বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া। দুর্বল না হইয়া ধৈর্য রাখিতে পারিলে সে ভার গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিমান হইয়া উঠিবে। অগ্রগতি সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত দলের সহিত আমাদের একটা মতৈক্যে আসিতে হইবে এটা আমাদেরই গড়া ভুল ধারণা। (হরিজন, ১৫ই মে, ১৯৪০, মিঃ গান্ধীর প্রবন্ধ—কুপল্যাণ্ড, ২য়, ২৪২)। তিনি (মিঃ গান্ধী) এই বলিয়া সতর্ক করেন যে কংগ্রেস তার (দেশীয় রাজ্যগুলিতে) হস্তক্ষেপ না করার নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারে; তিনি রাজন্যবর্গকে 'যে প্রতিষ্ঠান [illegible]তে, তাহা বেশী দূর নয়, সর্বপ্রধান শক্তি অপহৃত করিবার জন্য—আমি আশা করি বন্ধুত্বপূর্ণব্যবহার—[illegible] [illegible]। তাঁর [illegible]

হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পরামর্শ দেন।” (হরিজন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮ কুপল্যাণ্ড, ২য়, ১৭৩)।

আমাকে বলিতে দেওয়া হউক যে বর্তমান যুদ্ধকালে আপনি ও কংগ্রেস দলকর্তৃক অদ্যাবধি গৃহীত নীতি আমাকে এই দেশের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রায় সমস্ত বন্ধুদের সহিত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া আমি দুঃখিত। এই ব্যাপারটী যদি পরিবর্তিত হইত, তাহা হইলে আমি কত আনন্দিত হইতাম।

মিঃ এম. কে. গান্ধী,
পামবন,
জুহু, বোম্বাই

আমাকে বিশ্বাস করুন,
আন্তরিকতার সহিত
স্যামুয়েল

৬৭

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
(ভারতবর্ষ)

শিবিরঃ পাঁচগনি
৮ই জুন, ১৯৪৫

প্রিয় সুহৃদ,

আপনার ২৫শে জুলাই, ১৯৪৪ এর চিঠি পাইয়াছি। হয়তো আপনি ঠিকই বলিয়াছেন এতদিন পরে লর্ড সভায় প্রদত্ত আপনার বক্তৃতায় উথাপিত কয়েকটী বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া খুব লাভজনক হইবে না।

আপনার চিঠিতে কিন্তু একটী বিষয় রহিয়াছে, যেটা দস্তুরে জবাব চাহিতেছে। “যখন মিঃ গান্ধী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারত ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি বলেন ভার গ্রহণ করিবে কংগ্রেস” লর্ড সভার এই মন্তব্যের সমর্থনে আপনি আমার রচনাবলী হইতে দুটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন এতে কংগ্রেসের একনায়কী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আপনার পত্রে হরিজনের যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ পাঠ্য দেখিয়াছি। সুবিধার্থে এইগুলির নকলএই সংগে দেওয়া হইল।

আপনার উদ্ধৃত অংশ দুটী যথাক্রমে ১৫ই জুন, ১৯৪০ ও ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮ এর হরিজন হইতে গৃহীত। আপনি দেখিতে পাইবেন আলোচ্য বিষয়ে ওগুলি প্রাসংগিক নয়। ১৯৪২ আগষ্টের কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" দাবী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদের সরকারী বিবৃতির মধ্যে নিহিত আছে, যার কথা আমি শেষ চিঠিতে বলিয়াছিলাম। কংগ্রেস এখনো সেই সিদ্ধান্তে অবিচলিত আছে, হরিজনের প্রবন্ধগুলিতে এর যে আপেক্ষিকতা রহিয়াছে তাহা দেখিতে আপনি ব্যর্থ হইয়াছেন।

ব্যাপারটী এই যে, আপনি উদ্ধৃতিগুলির যে একনায়কী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উদ্ধৃতিগুলি স্বয়ং তার সমর্থন করিতে অক্ষম হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেকবারই ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ভার গ্রহণে প্রস্তুত ও উপযুক্ত দল থাকিলে তারই হাতে তাঁরা খুশি মনে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন। এই দুর্বহ কর্তব্যভারের জন্য কংগ্রেস যদি নিজেকে উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তবে দোষটা কোথায়? আপনি যে প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই প্রবন্ধেই আমি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছি যে কংগ্রেস ক্ষমতা চায় নিজের জন্য নয়, ভারতের সমস্ত জনগণের জন্য। প্রাসংগিক অংশটা উদ্ধৃত করিতেছি: "এর অহিংস নীতি কংগ্রেসকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে ও উচু ঘোড়ায় চড়িতে দেয় না। পক্ষান্তরে একে সমস্ত দলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে, সন্দেহ দূরীভূত করিয়া অকপট বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইবে।" গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক দলেরই কী সমগ্র দেশকে স্বীয় মতবাদ অনুযায়ী রূপান্তরিত করার ও তার মুখপাত্র হওয়ার আশাটা স্বাভাবিক লক্ষ্য নয়? কমন্স সভার ক্ষমতারূঢ় দলটা কি তার পূর্ববর্তী বিদায়ী দলের নিকট হইতে শাসনযন্ত্রের ভার গ্রহণ করে না? গভর্ণমেন্টের দলগত নীতির আওতায় সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন কি নিয়মবহির্ভূত নয়? তাহা হইলে অপর দলগুলির সহিত মতৈক্য

স্থাপনের খাতিরে নিজের আদর্শ বলি বা বিসর্জন দিতে কংগ্রেসের অসম্মত হওয়াকে কীরূপে একনায়কী বলা যায় ?

রাজন্যবর্গ সংক্রান্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে এটুকু বলা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টই কংগ্রেসকে দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত একটা মীমাংসায় আসিবার জন্য দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে বলিয়াছিলেন। সুতরাং রাজন্যবর্গকে এসম্বন্ধে কিছু করিতে আমন্ত্রণ জানানোয় কোনো অন্যায়ই হয় নাই।

এই সম্পর্কে প্রধানত স্মরণীয় যে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মক্লেশের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অনুমোদন কংগ্রেসের নাই, অন্য কিছু এর নীতি-অনুয়ায়ী নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে হিংসানীতি, কোমল ভাষায় যার নাম শারীরিক বল, একনায়কী প্রকৃতির ভিত্তি ও মেরুদণ্ড নয়কী ? তা যদি হয় এবং আমার ও কংগ্রেসের অহিংস-নীতির আন্তরিকতায় যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আপনি আমাদের কাহাকেও একনায়কী ভাবের জন্য অপরাধী করিতে পারেন না।

আন্তরিকতার সহিত
এম. কে. গান্ধী.

সংযুক্ত : ২

রাইট অনারেবল ভাইকাউণ্ট স্যামুয়েল জি. সি. বি, ও সি,
৩২, পোরশেষ্টার টেরেস,
লণ্ডন, ডব্লু. ২ (ইংলণ্ড)।

সংযুক্ত : এম. কে. গান্ধী লিখিত "দুই দল" (হরিজন, ১৫ই জুন, ১৯৪০)
"রাষ্ট্র ও প্রজাগণ" (হরিজন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮)

৬৮*

৩২, পোরশেষ্টার টেরেস, ডব্লু ২
প্যাডিংটন ০০৪০,
২রা জুলাই, ১৯৪৫

প্রিয় সুহৃৎ,

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনি কষ্ট কবিয়া আমাব ভারত সম্পর্কিত এক পূর্বতন বক্তৃতার একটি বিষয়ের জবাবে এত পূর্ণভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু বলিতে বাধ্য যে এখনো নিঃসন্দিগ্ধ হইলাম না।

আপনাব ওজর ছিল এই যে ব্রিটিশদেব অবিলম্বে ভারত ত্যাগ কবা উচিত। গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নিশ্চয়ই কারও কাছে স্থানান্তরিত করা উচিত; অন্যথা শৃঙ্খলা বক্ষা করা যাইবে না, আব সামাজিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে। আপনি বলিয়াছিলেন কংগ্রেস "সমর্পণভার গ্রহণ" করিবেএবং আপনার মতে তাহা সমর্থনযোগ্য মনে করা উচিত, কাবণ কংগ্রেস আন্তরিক ভাবে সকল দলকে আলিংগণ করিতে চায়, ও করিবার চেষ্টা করিতেছে। হ্যাঁ; কিন্তু সমর্পণভার গ্রহণটা আশু ও নিশ্চিত হওয়ার কথা হইলেও অপরটা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে (অস্বীকার করা যাইবে না) ও অনিশ্চিত।

ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা কার্য-নির্বাহ করে এ ব্যাপারটা, আমি বলি, এক নূতন রাষ্ট্রের সূচনার সহিত তুলনীয় নয়। জনসাধারণের প্রধান অংশগুলির মধ্যে একটা সাধারণ মীমাংসার ব্যবস্থা আপনাদের নিশ্চয়ই থাকা উচিত। ব্রিটেন ও অন্যান্য দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে উহা ইতিপূর্বেই তাদের ইতিহাসের মধ্যে প্রকট হইয়াছে। আপনার কয়েক বৎসর পূর্বের উক্তি স্মরণ করিতেছি, "মুসলমানগণের সহিত একটা মীমাংসা না হইলে স্বরাজ হইতে পারে না।" অতি উৎসুকভাবে আমি আশা

---

* কোনো নূতন যুক্তির অবতারণা না থাকার জন্য এর জবাব দেওয়া হয় নাই।

করি এই ধরণের একটি মীমাংসার আরম্ভ যেন সম্ভব হয় সিমলা সম্মেলনে, যে সম্মেলনের ফলাফল আমার এই লেখার সময় পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় দুলিতেছে।

শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও শুভেচ্ছার সহিত,

অতি আন্তরিকতার সহিত

মিঃ এম. কে. গান্ধী। **স্যামুয়েল**

৬

মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ

৬৯

বন্দীশালা,
১৬ই জুলাই, ১৯৪৩

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগীয় অতিরিক্ত সেক্রেটারী সমীপেষু,
নয়া দিল্লী।

মহাশয়,

দৈনিক কাগজগুলি হইতে ক্রমাগত একটা গুজব প্রচারিত হইতে লক্ষ্য করিতেছি যে আমি গত ৮ই আগষ্টের নি-ভা-ক-ক'র প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া মহামান্য বড়লাটের নিকট চিঠি লিখিয়াছি। আমি এ-ও লক্ষ্য করিতেছি যে গুজবটার উপর ভিত্তি করিয়া অনেক জল্পনা হইতেছে। আমি প্রস্তাব করি গভর্ণমেণ্ট গুজবটার প্রতিবাদ প্রকাশ করুন। কারণ প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করিবার আমার ক্ষমতাও নাই ইচ্ছাও নাই। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে মানবের মুক্তির কারণ, যেটা অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতার মধ্যে জড়িত, তার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে কোনো সক্রিয় অবদান দিতে হইলে প্রস্তাবটি পাশ করা ছাড়া নি-ভা-ক-ক'র অন্য কোনো উপায় ছিল না।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

৭০

উপরোক্ত পত্রের জবাবে এই সংখ্যার চিঠিতে আর টটেনহ্যাম জানাইয়া দেন যে গভর্ণমেণ্ট গুজবটীর প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছেন না।

পাঁচ

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ পত্র সম্পর্কিত পত্রালাপ

[৭১ হইতে ৭৪ সংখ্যার পত্রাবলীতে পিয়ারীলাল গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক পুস্তিকাটি প্রেরণের অনুরোধ করেন এবং গভর্ণমেণ্ট ৫ই এপ্রিল তাহা পাঠাইয়া দেন।]

"১৯৪২-১৯৪৩এর গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" এর বিরুদ্ধে এম. কে. গান্ধীর জবাব (পরিশিষ্ট সহ*)

৬

বন্দীশালা,
১৫ই জুলাই, ১৯৪৩

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী,
নয়াদিল্লী।

প্রিয় মহাশয়,

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত "১৯৪২-৪৩এর গোলযোগে কংগ্রেসের

---

* পরিশিষ্টগুলিকে জবাবের মধ্যে অখণ্ড অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।
এম. কে. গ.

দায়িত্ব” নামক পুস্তিকার এক কপির জন্য গত ৫ই মার্চে আমি যে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, তার প্রত্যুত্তরে ১৩ই এপ্রিল এক কপি প্রাপ্ত হইয়াছি। লাল কালির দাগ দেওয়া কতকগুলি সংশোধন রহিয়াছে ইহাতে। তাদের মধ্যে কয়েকটী চিত্তাকর্ষক।

২। আমরা মনে করি যে কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট পুস্তিকায় মুদ্রিত বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া করিয়াছেন। ভূমিকায় বর্ণিতমত, সাক্ষ্য প্রমাণের উপর, যাহা আজও সাধারণ্যে অপ্রকাশিত, ভিত্তি করিয়া করেন নাই।

৩। ভূমিকাটী সংক্ষিপ্ত ও ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী স্তর আর. টটেনহ্যামের স্বাক্ষরিত। তারিখ দেওয়া আছে বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আমার উপবাস শুরু হইবার তিন দিন পর। তারিখটা অশুভ। যে দলিলের লক্ষ্যবস্তু আমি, সেটীর প্রকাশের জন্য আমার উপবাস-কালকে নির্বাচন করা হইল কেন বলিতে পারেন ?

৪। ভূমিকার আরম্ভ এইরূপ :

> "বিভিন্ন স্থান হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী আসার ফলে তারা এক্ষণে তথ্যাদি একত্র গ্রথিত করিয়া এক পর্যালোচনা প্রস্তুত করিয়াছেন—তথ্যগুলিতে ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এ নি-ভা-ক-ক কর্তৃক গণ-আন্দোলন অনুমোদনের পরে যে সমস্ত গোলযোগ সংঘটিত হয়, তার জন্য মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের উর্ধ্বতন পরিষদের দায়িত্বের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।"

স্পষ্টত এখানে ভুল বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। গোলযোগ ঘটিয়াছিল “[illegible]-ভা-ক-ক কর্তৃক গণ-আন্দোলন অনুমোদনের” পরে নয়, গভর্ণমেণ্ট গ্রেফতার আরম্ভ করিলে পর। “দাবীর” সম্বন্ধে বলি, আমি যতটা জানি, দাবী আসিতে আরম্ভ করে সমগ্র ভারতময় প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের পাইকারী গ্রেফতারের পর। বড়লাটের নিকট আমার চিঠিগুলির মধ্যে (শেষ চিঠি ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩) গভর্ণমেণ্ট দেখিয়া থাকিবেন যে আমি আমার অভিযুক্ত অপরাধের প্রমাণ চাহিয়াছিলাম। এখন যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা

আমি যখন চাহিয়াছিলাম, তখন আমাকে দেওয়া যাইতে পারিত। সে সময়ে আমার অনুরোধ রক্ষিত হইলে একটা সুবিধা নিশ্চয়ই হইত। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তর সকলকে শুনাইতে পারিতাম। ওইরূপ প্রণালীতে উপবাসও হয়তো বিলম্বে হইত, আর, গভর্ণমেণ্ট আমার সম্বন্ধে ধৈর্য প্রকাশ করিলে হয়তো তাহা নিবারিতও হইত।

৫। ভূমিকায় নিম্নোক্ত বাক্যটা আছে: "এই পর্যালোচনায় সন্নিবেশিত প্রায় সমস্ত তথ্যাদিই ইতিপূর্বে সাধারণের গোচরে আসিয়াছে বা আসিবে সুতরাং জনসাধারণ যতটা সংশ্লিষ্ট তাতে উপবাসের সময়ই দলিল প্রকাশের কোনো তাড়াতাড়ি ছিল না।" এই যুক্তিজালচ্ছটা আমাকে এই কথা মনে করিতে বাধ্য করিতেছে যে আমার মৃত্যু হইবে আশা করিয়া (যেটা চিকিৎসকদের অভিমতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল) এটা প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার পূর্বেকার দীর্ঘ উপবাসগুলির সময়ও এই আশংকা করা হইয়াছিল। আশা করি আমার অনুমান সবটাই ভ্রান্ত। হয়তো গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রকাশেব সময় নির্বাচনে যথোচিত ও বৈধ কারণ ছিল। আশা করি আমার মনের অনুমান, যেটা সত্য হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্মানজনক, তাহা লেখার জন্য আমাকে ক্ষমা করা হইবে। মনের মধ্যে সন্দেহ পুষিয়া আমার সহিত তাদের ব্যবহারের সম্বন্ধে আমার বিচারকে মেঘাচ্ছন্ন করার পরিবর্তে আমি তাঁদের কাছে আমার সন্দেহ খালাস করিয়া দেওয়ায় আমার মনে হয় আমি তাদের নিকট ঠিকই করিতেছি।

৬। এবার অভিযোগের সম্মুখীন হওয়া যাক। এটা যেন অভিযোগকারী কর্তৃক স্বীয় মামলা উপস্থিত করার মত। বর্তমান মামলায় অভিযোগকারী হইতেছে পুলিশ ও কারারক্ষী উভয়ই। প্রথমে সে তার শিকারদের গ্রেফতার করিয়া মুখ বন্ধ করে, তারপর তাদের পিঠের আড়ালে মামলা লইয়া আসে।

৭। এটা আমি পুনরায় পড়িয়াছি। আমার সংগীদের কাছে হরিজনের

যে সংখ্যাগুলি রহিয়াছে, তাহা পড়িবার পর আমি এই ধারণায় আসিয়াছি যে আমার লেখা ও কাজের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাতে অভিযোগপত্রটীর সিদ্ধান্ত ও পরোক্ষ ইংগিতগুলির সমর্থন হয়। গ্রন্থকার আমাকে যেভাবে দেখিয়াছেন, আমার রচনাবলীর মধ্যে নিজেকে সেভাবে দেখিবার অভিলাষ সত্ত্বেও আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইয়াছি।

৮। অভিযোগপত্রের আরম্ভ হইয়াছে মিথ্যা বর্ণনার সহিত। বলা হইয়াছে "ভারতের রক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্য করণের উদ্দেশ্যে ভারতভূমিতে বিদেশী সৈন্যের প্রবেশে" আমি নাকি পরিতাপ করিয়াছি। হরিজনের যে প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া অভিযোগ রচিত হইয়াছে, তাতে আমি বিশ্বাস করিতে চাই নাই যে বিদেশী সৈন্যের প্রবেশে ভারতবর্ষ রক্ষা পাইবে। ভারতবর্ষের রক্ষাই যদি লক্ষ্য, তবে শিক্ষিত ভারতীয় সৈনিকদের ভারতবর্ষ হইতে সরাইয়া পরিবর্তে বিদেশী সৈন্য আনা হইবে কেন? যে কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছে শুধু ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং যে জন্য সে এখনো বাঁচিয়া আছে, তাকে অবদমিত করা হইবে কেন? ১৬ই এপ্রিল যে দিন আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা হইতেছে না, বরঞ্চ যেভাবে চলিতেছে সেভাবে চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষ আজিকার অপেক্ষাও গভীরতরভাবে যুদ্ধের প্রান্তে ডুবিয়া যাইবে, স্বাধীনতা কথাটী তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সেদিনের চেয়ে আজ আমার মন এ বিষয়ে বেশী পরিষ্কার। গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত হরিজনের প্রবন্ধ হইতে প্রাসংগিক অংশগুলি তুলিয়া দিতেছি :

আমি অবশ্যই স্বীকার করিব মনের স্থিরতার সহিত আমি এই ঘটনাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মধ্য হইতে সীমাহীন সংখ্যক সৈনিক শিক্ষিত করা যায় না কী? পৃথিবীর অন্যান্যদের মত উত্তম যুদ্ধোপকরণ তারাও কী প্রস্তুত করিতে পারিত না? তবে বিদেশী কেন? আমেরিকার সাহায্যের অর্থ কী আমরা জানি। এতে শেষে ব্রিটিশ শাসনের সহিত আমেরিকান শাসন যদি সংযুক্ত না-ও হয়, তবে আমেরিকার প্রভাব আসিবেই। মিত্র সেনার সম্ভাব্য সফলতার জন্য মূল্যটা প্রচণ্ডই। ভারতবর্ষের

তথাকথিত রক্ষা ব্যবস্থার এই সব প্রস্তুতির ফাঁকে ফাঁকে কোন স্বাধীনতাই উঁকি মারিতেছে না দেখিতেছি। বিপরীত যাহাই বলা হউক না কেন, এটা হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার অকৃত্রিম সরল প্রস্তুতি।" (হরিজন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, ১২৮ পৃষ্ঠা) [পরিশিষ্ট ১ (ছ)]*

৯। অভিযোগপত্রের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের আরম্ভ হইয়াছে এই অর্থব্যঞ্জক বাক্যে :

"এ কথা মনে করা যাইতে পারে যে মিঃ গান্ধীর ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের প্রথম ওকালতির সময় ও ৭ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় কংগ্রেসের উর্দ্ধতন পরিষদ (হাই কম্যাণ্ড) ও পরবর্তী কালে সমগ্রভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন হইতে চরম মুক্তি দিবার পরিকল্পনায় সুচিন্তিতভাবে এক আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করিতেছিল।"

"মনে করা যাইতে পারে" কথাটা ধরা থাক। যে আন্দোলন প্রকাশ্য ও স্পষ্ট, সে সম্বন্ধে কোনো কিছু মনে করার পর্যায়ে আসে কেন? অতি সহজতম বিষয় যেগুলিকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই আর যেগুলির জন্য কংগ্রেসীরা গর্বিতও, সে সম্বন্ধে অনেক হাংগামা পাকানো হইতেছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভাবে 'ব্রিটিশ শাসন হইতে ভারতবর্ষকে চরম মুক্তি দিবার পরিকল্পনায় সুচিন্তিত ভাবে ভিত্তি রচনা করিয়াছিল' ১৯২০ সালে, অভিযোগ পত্রে বর্ণিত 'আমার ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের প্রথম ওকালতির সময় হইতে' নয়। সেই বৎসর হইতে আন্দোলনের প্রচেষ্টা কখনো শিথিল হয় নাই। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অসংখ্য বক্তৃতাবলী ও কংগ্রেসের অসংখ্য প্রস্তাব হইতে ইহা প্রমাণ করা যায়। অধীর ও যুবক কংগ্রেসীরা এমনকী বয়স্কেরা পর্যন্ত সময়ে সময়ে গণ-আন্দোলন ত্বরান্বিত করার জন্য আমার উপর চাপ দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু আমি ভালো জানিতাম বলিয়া সর্বদাই তাদের উৎসাহ সংযত করিয়াছি আর আমি সকৃতজ্ঞ ভাবে স্বীকার করিব তারাও, সংযমের বশ হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালকে ছোট করিয়া আমার ব্রিটিশের

---

* গান্ধীজী পরিশিষ্ট ১ (ছ) বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে প্রসংগের অবতারণা হইয়াছে পরিশিষ্ট ১ (জ)তে।—অনুবাদক

ভারত ত্যাগের ওকালতি ও বোম্বাইয়ে ৭ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের মধ্যবর্তী কালে লইয়া আসা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও ভ্রান্তিকর। ২৬শে এপ্রিল ১৯৪২ হইতে কোনো বিশেষ প্রচেষ্টার কথা আমি জানি না।

১০। সেই প্যারাগ্রাফই তারপর বলে যে, এই ধরণের আন্দোলনের পরীক্ষার জন্য "একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকা এই প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত সত্যকার মতলবগুলির পরিষ্কার অর্থবোধক"। সব কিছুই যখন লেখাপড়ার ভিতর, তখন মতলব খুঁজিয়া বেড়ানো হয় কেন? দ্বিধাহীন ভাবে আমি বলিতে পারি যে আমার মতলবগুলি সর্বদাই পরিষ্কার। যেজন্য ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির আশু প্রস্থান চাই, তাহা আমি সাধারণ্যে খোলাখুলি আলোচনা করিয়াছি।

১১। অভিযোগ পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় আমার ১০ই মে, ১৯৪২ এর "একটী প্রয়োজনীয় বস্তু" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে একটী বাক্যাংশ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমি এই বলিতে কথিত হইয়াছি যে "এই চরম কার্যের উদ্দেশ্যে" আমি আমার সমগ্র কর্ম শক্তি নিয়োগ করিব। পূর্ব প্রসংগ হইতে বিচ্ছিন্ন করার ফলে বাক্যাংশটাকে রহস্যময় করিয়া তোলা হইয়াছে। ব্যাকাংশটা ব্যবহৃত হইয়াছিল এক ইংরাজ বন্ধুর সহিত তর্কের সময়। পূর্ব প্রসংগসহ যদি এটা পড়া যায় ও প্রস্থান করিবার কথাটা যদি আপত্তিকর মনে না করা হয় তবে বাক্যাংশটা আর রহস্যমণ্ডিত ও আপত্তিজনক লাগিবে না। তর্কের প্রাসংগিক অংশগুলি এখানে দেওয়া হইল :

"আমি তাই নিঃসংশয় যে এই যুদ্ধকালেই, এর পরে নয়, ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ করার জন্য পুনর্মিলিত হইবার সময় আসিয়াছে। ওই পথে, শুধু ওই পথেই উভয়ের নিরাপত্তা এবং পৃথিবীর নিরাপত্তা নিহিত। নগ্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়া চলিতেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতিটি কাজের সম্বন্ধে ঠিকই বলা হইতেছে যে তাহা তার স্বীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্য। যৌথ সাধারণ স্বার্থ বলিয়া কিছু নাই………জাতিক প্রাধান্য পাপের পরিবর্তে পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শুধু ভারতবর্ষে একথা সত্য

নয়, একথা সমভাবে সত্য আফ্রিকায়, একথা সত্য ব্রহ্মে ও সিংহলে। জাতিক প্রাধান্য পোষণ না করিলে এই দেশগুলি অন্যভাবে রাখা যাইত না।

এই কড়া রোগের দাওয়াই-ও কড়া হওয়া উচিত। দাওয়াই আমি নির্দেশ করিয়াছি অন্তত বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে আর যথোচিত ভাবে সমস্ত অ-উরোপীয় স্থানাধিকার হইতে—অবিলম্বে সমস্ত ব্রিটিশের প্রস্থান। ব্রিটিশ জনগণের এইটাই হইবে সর্বাপেক্ষা বীরোচিত ও পরিষ্কার কাজ। এতে অবিলম্বে মিত্রশক্তির কারণ সম্পূর্ণ নৈতিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান থাকিবে, এমনকী যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের স্পষ্ট অবসানে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদেরও অবসান ঘটিতে পারে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই প্রশাখা ; প্রস্তাবিত কাযে নিশ্চয়ই তাদের তীক্ষ্ণতা লোপ পাইবে।

গ্রন্থকার বর্ণিত উপায়ে জাতীয়তাবাদী ভারতের সাহায্য দ্বারা ব্রিটেনের দুঃখকষ্টের উপশম হইবে না। ঐ উদ্দেশ্যের পক্ষে এটা দুর্বল যুক্তি, এ বিষয়ে যদি উৎসাহের সঞ্চার করাও হয় তবুও। আর জাতীয়তাবাদী ভারতকে উৎসাহিত করার মত কী আছে? লোকে যেমন সূর্যের অনুপস্থিতিতে তার উত্তাপের দীপ্তি অনুভব করিতে পারে না, তেমনি ভারতবর্ষও বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যতীত স্বাধীনতা অনুভব করিতে পারে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই শান্ত সমভাবের সহিত স্বাধীন ভারতের কথা চিন্তা করিতে পারে না। দীপ্তি আসার পূর্বে প্রথম অভিজ্ঞতাটা আঘাতের মত হওয়ার সম্ভাবনা। সে আঘাত একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এক শক্তিময় জাতি। আঘাত যখন আসিবে তখন কেউ বলিতে পারে না সে কী ভাবে ও কীরূপ ফলাফলের সহিত কাজ করিবে।

তাই আমি বোধ করি যে এই চরম কায সমাপনের জন্য আমি আমার সমগ্র শক্তি অবশ্যই নিয়োজিত করিব। ভারতের প্রতি ব্রিটিশের কৃত অন্যায় পত্রলেখক স্বীকার করেন। লেখকের নিকট আমি জানাই যে ব্রিটিশের সাফল্যের প্রথম সর্ত হইতেছে অন্যায়ের এখনি বিনাশ। জয়লাভের পূর্বেই ইহা করা উচিত, পরে নয়। ভারতে ব্রিটিশ উপস্থিতিই জাপানকে ভারতাক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইতেছে। তাদের প্রস্থানের সাথে সাথে "টোপও" চলিয়া যাইবে। ধরুন তাহা যদি না-ও হয়, তাহা হইলেও স্বাধীন-ভারত ভালোভাবেই আক্রমণের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে। তখন অকৃত্রিম অসহযোগ পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে।"

(হরিজন, ১০ই মে, ১৯৪২—পৃষ্ঠা ১৪৮)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে "চরম কার্য" বাক্যাংশটী বৈধ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শুধু ব্রিটিশের প্রস্থানের কথা ইহা উল্লেখ করে নাই। ওর পূর্বে ও পরে যে সকল বিষয় ঘটিবে তারও সন্নিবেশ আছে এতে। এটী একটী লোকের নয়, সহস্র সহস্র ব্যক্তির কর্মশক্তির উপযোগীর কাজ। ইংরাজ বন্ধুটীর চিঠির জবাব আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম এই ভাবে :

"যুদ্ধ ঘোষণার পরে লর্ড লিনলিথগোর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকাবের স্মৃতি বর্ণনা করিয়া তাঁকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাতে যা বলিয়াছিলাম বা বোধ করিয়াছিলাম, আমি শুধু তাই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি। প্রত্যাহার বা পরিতাপ করিবার মত কিছুই আমার নাই। সে সময় আমি যেমন ব্রিটিশ জাতির বন্ধু ছিলাম, আজও তাই আছি। তাদের প্রতি এক কণা বিদ্বেষও আমার মধ্যে নাই। কিন্তু তাদের সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধে আমি কোনকালেও অন্ধ থাকি নাই, যেমন অন্ধ হই নাই তাদের মহান গুণাবলী সম্বন্ধে।"

(হরিজন, ১০ই মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৪৮)

আমার লেখা পড়িতে ও পুরাপুরি বুঝিতে হইলে সর্বদাই এই পটভূমি-কাটাও বুঝা আবশ্যক। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের পারস্পরিক উপকারের জন্যই সমগ্র আন্দোলনের চিন্তা করা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রন্থকার এই পটভূমিকা উপেক্ষা করিয়া রঙীন চশমার দৃষ্টিতে আমার রচনাবলীর প্রতি দৃকপাত করিয়াছেন। প্রসংগ হইতে বাক্য ও বাক্যাংশ ছিন্ন করিয়া সেগুলি তিনি তাঁর পূর্ব কল্পনামত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। "তাদের প্রস্থানের সাথে সাথে টোপও চলিয়া যায়" গ্রন্থিটা তুলিয়া ঠিক তার পরের বাক্যটিও বাদ দিয়াছেন, যেটা আমি অগ্রবর্তী উদ্ধৃতির মধ্যে রাখিয়াছি। উপরোক্ত প্রবন্ধে [illegible]খানে অকৃত্রিম অসহযোগ কথাটি কেবলমাত্র জাপানীদের সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

১২। ২য় পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফের গোড়ায় আছে :

"প্রথমাবস্থায় মিঃ গান্ধীর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছিল ভারত হইতে ব্রিটিশ জাতির, ও সমস্ত মিত্রশক্তির ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর শারীরিক প্রস্থান।"

আমি ও আমার সংগী বন্ধুরা বৃথাই আমার রচনাবলীর মধ্যে একটী কথার সন্ধান করিয়াছি, যেটী এই অভিমতকে নিশ্চয় করে যে, 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাবকে

ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশজাতির শারীরিক প্রস্থানের প্রস্তাব বলিয়া অর্থ করা হইয়াছিল। ইহা সত্য যে ইতিপূর্বে বর্ণিত ২৬শে এপ্রিলের হরিজনের প্রবন্ধের একটা বাক্যের অসতর্ক পাঠে এইরূপ ব্যাখ্যার উপর রং চড়ানো হইয়াছিল। এক ইংরাজবন্ধু কর্তৃক এ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইলে আমি ২৪শে মে হরিজনে লিখি :

> "ব্রিটিশ জাতির প্রতি আমার প্রস্থানের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের মনে স্পষ্টতই হতবুদ্ধিতা আছে। কারণ একজন ব্রিটিশ লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতবর্ষকে ও তার জনগণকে পছন্দ করেন, তাই স্বেচ্ছায় ভারত হইতে প্রস্থান করিতে তিনি চান না। আমার অহিংস পদ্ধতিও তিনি পছন্দ করেন। লেখক স্পষ্টতই সাধারণ এককব্যক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী একক ব্যক্তিদের মধ্যে গোলমাল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। ব্রিটিশ জনগণের সহিত ভারতবর্ষের কোনো বিবাদ নাই। আমার শত শত ব্রিটিশ বন্ধু আছেন। এণ্ড্রুজের বন্ধুত্বই ব্রিটিশ জনগণের সহিত আমাকে একত্র বন্ধন করিবার পক্ষে যথেষ্ট।"

অভিযোগপত্র রচনার সময় তাঁর কাছে আমার মতবাদের এই সুস্পষ্ট প্রচারোক্তি ছিলই। তাহা হইলে তিনি কীরূপে বলিতে পারিলেন যে আমি বৃটিশ শক্তি হইতে পৃথক করিয়া ব্রিটিশজাতির শারীরিক প্রস্থান "অর্থ করিয়াছি" ? আমার রচনার যে "এইরূপ ব্যাপক .অর্থ করা হইয়াছিল" তাও আমি জানি না। এই বিবৃতির সমর্থনে তিনি কিছুই উদ্ধৃত করেন নাই।

১৩। গ্রন্থকার সেই একই প্যারায় বলেন :

> "১৪ই জুনে তাঁর পরিকল্পনা সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি এই অনুমান প্রচার করেন যে 'সম্মিলিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ সমর শিবিরোপযোগী নয়।"

"তাঁর পরিকল্পনা সাধনের উদ্দেশ্যে" কথাটা এখানে বিনামূল্যে প্রদত্ত অনুচিত সন্নিবেশ। কয়েকজন সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাতকার হইতে উদ্ধৃতিটা লওয়া হইয়াছে। আমি তখন উত্তর প্রদান করিতেছিলাম। একসময় আমিই একটি পাল্টা প্রশ্ন করিলাম যে "মনে করুন আমার প্রস্তাবমত নয়, সমরনীতির কারণেই, বর্মার মত ভারতবর্ষ হইতেও ইংলণ্ড চলিয়া গেল,

তাহা হইলে কী হইবে? ভারতবর্ষ তখন কী করিবে? তারা জবাব দিল, "সেইটাই তো আমরা আপনার নিকট হইতে জানিতে আসিয়াছি। সেটা আমরা নিশ্চয়ই জানিতে চাই।" আমি বলিলাম, "ওর মধ্যে আমার অহিংস নীতির কথা আসে। কারণ আমাদের অস্ত্র নাই। মনে রাখিবেন, আমরা জানিয়াছি যে সম্মিলিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্থির করিয়াছেন ভারতবর্ষ সমর শিবিরোপযোগী নয়, তাই অন্যত্র কোনো যুদ্ধ শিবিরে চলিয়া গিয়া সেখানে মিত্রবাহিনী কেন্দ্রীভূত করিবেন। তা যদি হয়, তাহা হইলে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে আমাদের। আমাদের সৈন্যদল নাই, সমর-সংস্থানও নাই, নাই নামের উপযুক্ত সমর-নৈপুণ্য, শুধু আছে নির্ভরযোগ্য অহিংসনীতি।" এই উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কার দেখা যায় আমি কোনো পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করিতেছিলাম না। শুধু আমার ও সাক্ষাতকারীদের মধ্যে সম্মত অনুমানের উপর গ্রথিত সম্ভাবনার সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিলাম।

১৪। গ্রন্থকার তারপর বলিতেছেন:

> "এটা যে মিঃ গান্ধীর মূল অভিপ্রায়গুলির নির্ভুল ব্যাখ্যা—এই বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে একটা বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়ার দ্বারা, যার প্রতি ইতিপূর্বেই মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুটা হইল এই যে ব্রিটিশের প্রস্থান জাপানীদের ভারতাক্রমণের মতলব দূর করিবে; কারণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ও মিত্রবাহিনী থাকিলে "চার"টা তো থাকিয়াই গেল।"

আমি এই মাত্র দেখাইয়াছি যে ব্রিটিশজাতির শারীরিক প্রস্থান কখনো বিবেচিত হয় নাই, বিবেচিত হইয়াছে প্রথম সুযোগেই মিত্র ও ব্রিটিশবাহিনীর প্রস্থান। তাই এটা "ব্যাখ্যার" প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন তথ্যের। কিন্তু কথাটা এমন ভাবে বসানো হইয়াছে যাহাতে সোজা জিনিষটাকে বাঁকা দেখায়।

১৫। তারপর গ্রন্থকার বলিতেছেন:

> "সেই সময়ে তিনি এ বিবরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন যে ব্রিটিশরা প্রস্থান করিলে ভারতীয় সৈন্যদল ভাঙিয়া দেওয়া হইবে।"

এমন কোনো বিষয় আমি পরিষ্কার করি নাই। যা করিয়াছিলাম, তা হইল সাক্ষাৎকারীদের সহিত ব্রিটিশদের প্রস্থানের সম্ভাবনা লইয়া আলোচনা। ভারতীয় সৈন্যদল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি বলিয়া, আমি ধারণা করিয়াছিলাম, ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের সাথে সাথেই তাহা আপনা আপনি ভাঙিয়া যাইবে, যদি না নূতন গভর্ণমেণ্ট চুক্তির দ্বারা উহা গ্রহণ করে। উভয়পক্ষে চুক্তির দ্বারা ও সদিচ্ছার সহিত প্রস্থান সংঘটিত হইলে এই ব্যাপারগুলিতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। পরিশিষ্টে এই বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎকারের প্রাসংগিক অংশগুলি দিলাম। [পরিশিষ্ট ১ম (চ) দ্রষ্টব্য]

১৬। সেই প্যারাগ্রাফ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

> "এই বিরোধিতার সমবেত শক্তির সম্মুখে নত হইয়া এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মতানৈক্যের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে (সেটা পরে দেখানো হইবে), মিঃ গান্ধী তাঁর মূল প্রস্তাবগুলিব মধ্যে "ফাঁক" আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৪ই জুনের হরিজনে তিনি সামান্য গোপন নিশ্চয়োক্তি করিয়া বলেন যে, তিনি ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পাইলে ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, স্থাপিত হইবার পর, কতকগুলি সুবর্ণিত সর্তে ভারতভূমিতে সম্মিলিত জাতির উপস্থিতি সহ্য করিবে, কিন্তু আর কোনো সাহায্য মঞ্জুর করিবে না। এই নিশ্চয়োক্তির দ্বারা পরের সপ্তাহের হরিজনে একজন আমেরিকান সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরো নিশ্চিত বিবৃতি দিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লন। আমেরিকান সাংবাদিকটী জিজ্ঞাসা করেন স্বাধীন ভারতে মিত্রবাহিনীকে যুদ্ধ করিতে দেওয়ার সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেন কীনা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, করি। শুধু সেই সময়ই আপনারা সত্যকার সহযোগিতা দেখিতে পাইবেন।" তিনি বলেন ভারত হইতে মিত্র বাহিনীর পূর্ণ স্থানান্তরিত করণের কথা বিবেচনা করেন নাই আর ভারতবর্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়তো তাদের প্রস্থানের উপর জেদ ধরিয়া রাখিতে পারেন না।"

আমার মনে হয় গ্রন্থকারের মনোভাব উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে এই মূল কথাটীই। আমার কথার মধ্যে যাহা স্পষ্ট নিহিত রহিয়াছে তার বদলে অন্য সুযোগ খুঁজিয়া বাহির করার উপরই তাঁর মনোভাব গঠিত হইয়াছে। আমি যদি বিদেশী অথবা ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ বা কংগ্রেসীদের বিরোধী

শক্তি দ্বারা চালিত হইতাম, তাহা হইলে তাহা ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ করিতাম না। যে বিরোধিতা আমার মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের কাছে কোনোরূপ আবেদন তুলে না, তা প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমার আছে, কিন্তু যখন আবেদন তুলে, তখন আমি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করি। প্রকৃত ব্যাপার হইল, দেশের নিকট প্রস্তাবের সূত্র উপস্থিত করার সময় আমার মনে একটী শুধুমাত্র একটী চিন্তাই ছিল। তাহা এই যে ভারতবর্ষকে ও সেই সংগে মিত্রশক্তির কারণকে যদি রক্ষা পাইতে হয় এবং যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে শুধুমাত্র কার্যকরী নয়, চূড়ান্ত অংশই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাকে এখনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে হইবে। "ফাঁকটা" এই : ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে ইচ্ছুক যদি হন-ও, তবু তাঁরা তাঁদের স্বীয় স্বার্থে ও চীনের রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষে সৈন্য রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন। সে অবস্থায় আমার অবস্থা কী হইবে? সকলেই এখন জানেন যে অসুবিধার কথাটা আমাকে বলেন মিঃ লুই ফিশার। সেবাগ্রামে আসিয়া তিনি আমার সহিত প্রায় এক সপ্তাহকাল থাকেন। আমাদের মধ্যকার আলোচনার ফলস্বরূপ তিনি কয়েকটী প্রশ্ন আমার উত্তরের জন্য উত্থাপন করেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি আমার উত্তরকে গ্রন্থকার আখ্যা দিয়াছেন "সামান্য গোপন নিশ্চয়োক্তি" "যার দ্বারা পরের সপ্তাহের হরিজনে আরো নিশ্চিত বিবৃতি দিবার পথ পরিষ্কার হয়।" প্রশ্নোত্তরসহ সমগ্র প্রবন্ধটী নিম্নে দিলাম। এটী লিখিয়াছিলাম ৬ই জুন, ১৯৪২ আর হরিজনে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৪ই জুন, ১৮৮ পৃষ্ঠায় :

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী

নূতন প্রস্তাবের অর্থ সম্পর্কে একটী বন্ধু আমার সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। আলোচনার প্রকৃতি অনিশ্চিত ধরণের হওয়ায় আমি তাঁকে প্রশ্নগুলি রচনা করিতে বলিয়া জানাইয়া দেই উত্তর দেওয়া হইবে হরিজনের মধ্যে। তিনি রাজী হন ও নিম্নলিখিতগুলি আমার নিকট উপস্থিত করেন :

[১] প্রঃ—আপনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে ভারত হইতে প্রস্থান করিতে বলিতেছেন। তাহা সম্ভব হইলে ভারতীয়রা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবে কী? কোন্ কোন্ দল বা পার্টি এরূপ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণ করিবে?

উঃ—আমার প্রস্তাব একতরফা অর্থাৎ ভারতীয়রা কী করিবে না করিবে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কাজ করিতে হইবে। তাদের প্রস্থানের পর সাময়িক বিশৃঙ্খলার কথাও আমি ভাবিয়াছি। কিন্তু শৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান কায সমাধা হইলে তাদের প্রস্থানের পরই বর্তমান নেতৃবৃন্দের দ্বারা এবং তাঁদের ভিতর হইতে সাময়িক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন হওয়া সম্ভব। কিন্তু আরেকটা জিনিষও ঘটিতে পারে। যারা জাতিব কথা না ভাবিয়া শুধু নিজেদের কথাই ভাবে, তারা হয়তো ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবে, হয়তো হাংগামা-সৃষ্টিকারী শক্তি সঞ্চয় করিয়া যে কোনো স্থানে বা যে কোনো উপায়ে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করিবার প্রয়াস পাইবে। আমাব আশা করা উচিত যে ব্রিটিশশক্তির পুরাপুরি চরম ও সৎভাবে প্রস্থান করিবার সংগে সংগে বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি কবিযা উপস্থিত মুহূর্তে মতবিরোধ ভুলিয়া যাইবেন ও ব্রিটিশশক্তির পরিত্যক্ত মালমসলা দিয়া সাময়িক গভর্ণমেণ্ট খাড়া কারিবেন। পরামর্শ-পরিষদে (Council Board) বা পরিষদ হইতে দল বা ব্যক্তিদের প্রবেশ ও বর্জন নিয়ন্ত্রণকারী কোনো শক্তির অস্তিত্ব থাকিবে না বলিয়া শুধুমাত্র সংযমই হইবে চালক। তা যদি হয়, তবে সম্ভবত কংগ্রেস, লীগ ও দেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কার্যনির্বাহ করিতে দেওয়া হইবে এবং অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যাপারে তাঁরা কড়াকড়ি নয় এমন একটা বুঝাপড়ার মধ্যে আসিবেন। অবশ্য এ সবই আনুমানিক, তার বেশী কিছু নয়।

[২] প্রঃ—ওই ভারতীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কী সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে জাপান ও অন্যান্য অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ভারতভূমিকে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে দিবেন?

উঃ—জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে এবং আমার আশানুরূপ হইলে এর প্রথম কর্তব্য হইবে আক্রামক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়া। কারণ এই সাধারণ কারণ ভারতের পক্ষেও যে ফ্যাসিস্ত শক্তির কোনোটারই সহিত ভারতের কোনো সম্পর্ক নাই ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে সাহায্য করিতে ভারতবর্ষ নৈতিকভাবে বাধ্য।

[৩] প্রঃ—ফ্যাসিস্ত আক্রামকদের বিরুদ্ধে বর্তমান সমর চলিতে থাকাকালে ভারতের এই জাতীয় গভর্ণমেণ্টটা সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে আর কিছু সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইবে কী?

উঃ—কল্পিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালন ব্যাপারে আমার যদি কোনো হাত থাকে, তাহা হইলে কতকগুলি সুবর্ণিত সর্তে ভারত-ভূমিতে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের উপস্থিতি সহ্য করা ছাড়া আর কিছু সহায়তা করা হইবে না। স্বাভাবিকভাবে কোনো ভারতীয়ের রংরুট হওয়া বা এবং আর্থিক সহায়তা করার মত ব্যক্তিগত সাহায্যের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের সাথে সাথেই বুঝিতে হইবে ভারতীয় সৈন্যদল ভাঙিয়া গিয়াছে। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পরিষদে আমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে এর সমস্ত শক্তি, সম্মান ও সংস্থান বিশ্ব-শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। তবে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের পরে আমার কণ্ঠধ্বনি হয়তো অরণ্যে রোদনও হইতে পারে, হয়তো জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া উঠিবে।

[৪] প্রঃ—আপনার কী বিশ্বাস যে ভারতবর্ষ ও মিত্রশক্তিগুলির এই সহযোগিতা মৈত্রীচুক্তি বা পারস্পরিক সাহায্যের কড়ারে নির্ধারিত হইবে বা হইতে পারে ?

উঃ—প্রশ্নটা মোটের উপর সময়োচিত নয় বলিয়া মনে করি। কোনো অবস্থাতেই সম্পর্কটা চুক্তি বা কড়ারে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ব্যাপারে বেশী অসুবিধা হইবে না। আমি কোনোরূপ পার্থক্য দেখি না।

সংক্ষেপে আমার মনোভাবটা বলি। আমার পক্ষে একটী শুধুমাত্র একটী জিনিষ দৃঢ় ও নিশ্চিত। এক মহান জাতির—এটা 'জাতিও' নয়, "জনগণ"ও নয়—এইরূপ অস্বাভাবিক জড়তার অবসান চাই-ই, যদি মিত্রশক্তির বিজয় নিশ্চিত করিতে হয়। নৈতিক ভিত্তি তাদের নাই। আমি তো ফ্যাসিস্ত-নাৎসী শক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখি না। ওরা সবাই-ই শোষণ করে, সবাই-ই তাদের স্বার্থ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনমত নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়। আমেরিকা ও ব্রিটেন অতি মহান জাতি, কিন্তু তাদের মহত্ত্ব আফ্রিকা-এশিয়ার নির্বাক মানবতার রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে ধূলির মত পড়িয়া থাকিবে। শুধু তাদেরই (ব্রিটেন-আমেরিকা) অন্যায়ের প্রতিকার করিবার শক্তি আছে। কলংকমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানব-স্বাধীনতা বা অন্য কিছু সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার তাদের থাকিতে পারে না। সেই আবশ্যক কলংক-স্খালনই তাদের নিশ্চিততম সাফল্য বহন করিয়া আনিবে, কারণ তারা লক্ষ লক্ষ মূক এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর অনুচ্চারিত কিন্তু সর্বাংশে নিশ্চিত শুভেচ্ছা প্রাপ্ত হইবে। তখন, শুধু তখনই পর্যন্ত নয়, তারা নব-বিধানের জন্য যুদ্ধ করিতে থাকিবে। এই তো বাস্তবতা। আর কিছু সব জল্পনা-কল্পনা। আমি অবশ্য নিজেকে এর মধ্যে মগ্ন থাকিতে দিয়াছি আমার আন্তরিকতার পরীক্ষাস্বরূপ ও আমার প্রস্তাবে আমি যা অর্থ করি, বাস্তবভঙ্গীতে তার ব্যাখ্যার স্বরূপ।

যেটা “আরো নিশ্চিত বিবৃতি” বলা হইয়াছে, সেটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধি আমেরিকান সাংবাদিক মিঃ গ্রোভারকে তৎপরতার সহিত প্রদত্ত জবাব। ওই সাক্ষাৎকার যদি না ঘটিত, তাহা হইলে মিঃ লুই ফিশারের প্রতি আমার জবাবে যা প্রকাশিত হইয়াছে তার অপেক্ষা “আরো নিশ্চিত” কোনো বিবৃতি প্রদত্ত হইত না। সুতরাং পরের সপ্তাহের হরিজনে “আরো নিশ্চিত বিবৃতির” জন্য “পথ পরিষ্কার করিয়া লই” লেখকের এই উক্তি অনিশ্চয়তাপ্রসূত (যদি একান্তই অনিষ্টকর না বলিতে হয়)। মিঃ লুই ফিশারের প্রতি আমার জবাবগুলিকে আমি “সামান্য গোপন বিবৃতি” মনে করি না। এইগুলি সপ্তাহব্যাপী আলোচনার পরে রচিত সুচিন্তিত প্রশ্নাবলীর সুবিবেচিত উত্তর। আমার উত্তরে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে ‘ভারত ছাড়’ সূত্র বহির্ভূত কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না, অন্য যা কিছু সবই ছিল আনুমানিক, এবং মিত্রজাতিবৃন্দের অসুবিধা আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া ধরামাত্রই আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। “ফাঁক”টা দেখিয়াছিলাম, আর আমার জানা সবচেয়ে ভালোভাবেই তা পূর্ণ করিয়াছিলাম। “নিশ্চিত বিবৃতিটা” গ্রন্থকারের আন্দাজী-অনুমানের খুব সামান্য (যদি থাকিতেই হয়) অবকাশ রাখে। এটা সবকথা নিজেই বলুক। প্রাসংগিক অংশগুলি এই:

পৃথিবী ইহা উপলব্ধি করিবে

সেই বিষয়ে মিঃ গ্রোভার পুনরায় বলিলেন, “খুব বেশীরকম জল্পনা হইতেছে যে আপনি নূতন কোনো আন্দোলনের পরিকল্পনা করিতেছেন। ওটা কী ধরণের?”

“এটা নির্ভর করে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সাড়া দেওয়ার উপর। আমি এখানকার জনমত ও বহির্বিশ্বের প্রতিক্রিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি”।

“সাড়ার কথা যখন বলেন, তখন কী আপনার নূতন প্রস্তাবে সাড়ার কথা বলেন?”

“হ্যাঁ,” গান্ধীজী বলিলেন, “ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আজই শেষ হওয়া উচিত এই প্রস্তাবে সাড়ার কথা বলি। আপনি কী চমকিত হইয়াছেন?”

“আমি হই নাই,” মিঃ গ্রোভার বলিলেন, “আপনি উহাই তো চাহিতেছেন আর ওর জন্যই কাজ করিতেছেন।”

“ঠিক বলিয়াছেন। আমি এরই জন্য বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এবার এটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, আর আমি বলি, বিশ্বের শান্তির জন্য, চীন রাশিয়ার জন্য, মিত্রশক্তির কারণের জন্য ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ শক্তির আজই চলিয়া যাওয়া উচিত। এর দ্বারা মিত্র শক্তির কারণ কীভাবে বর্ধিত হয় তা আপনাকে বুঝাইয়া দিব। পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের শক্তিকে বিমুক্ত করিয়া দেয়, তাকে বিমুক্ত করে পৃথিবীর সংকট সমাধানে তার অবদান সম্ভব করিতে। আজ এক বিরাট শবের ভার বহন করিতেছে মিত্র শক্তিগুলি —অবসাদ-জড়ত্ব লইয়া এক বিরাট জাতি পড়িয়া আছে ব্রিটেনের পদতলে, শুধু ব্রিটেন নয়, আমি বলিব মিত্রশক্তির পদতলে। কারণ আমেরিকা সর্বপ্রধান অংশীদার, যুদ্ধের জন্য সে অর্থ সাহায্য করিতেছে, তার অক্ষয় যান্ত্রিক সাহায্য ও বিভব ব্যয় করিতেছে। এইভাবে আমেরিকা দোষের অংশীদার হইতেছে।”

প্রসংগত মিঃ গ্রোভার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন কোন পরিস্থিতি দেখিতেছেন কি যখন পূর্ণ স্বাধীনতা মঞ্জুর হইবার পরে আমেরিকান ও মিত্র-বাহিনী ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধ চালাইতে পারে?”

'হ্যাঁ” গান্ধীজী বলিলেন, “তখনই আপনারা সত্যকার সহযোগিতা দেখিতে পাইবেন। অন্যথা যত প্রচেষ্টাই করুন না কেন বিফল হইতে পারে। এখন ব্রিটেন ভারতের বিভব লাভ করিতেছে, কারণ ভারতবর্ষ তার অধিকারভুক্ত। কালকের সাহায্য—তা যেমনই হউক না, তা হইবে স্বাধীন ভারতের সত্যকার সাহায্য।”

"আপনি কী মনে করেন পরাধীন ভারত জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হইবার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তির কাজে হস্তক্ষেপ করিবে ?"

"হ্যাঁ, করিবে।"

"যুদ্ধরত মিত্র সৈন্যদের কথা উল্লেখ করার কালে আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম ভারতবর্ষ হইতে বর্তমান সৈন্যদলের পূর্ণ স্থানান্তরিত কবণ আপনি বিবেচনা করেন কীনা।

"প্রয়োজনমত না।"

"এই বিষয়টীর উপরেই অনেক ভুলধারনার সৃষ্টি হইয়াছে।"

"আমি যা লিখিতেছি সবই আপনাকে পড়িতে হইবে। সমস্ত বিষয়টা আমি চলতি সংখ্যার হরিজনে আলোচনা করিয়াছি। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে শুধু এই সর্তে আমি ওদের প্রস্থান চাই না। আমি ওদের প্রস্থানের উপর তখন জোর দিতে পারি না, কারণ আমি জাপানকে ভারতে আমন্ত্রণের অভিযোগের সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিতে চাই।"

"মনে করুন আপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, তখন আপনার পরবর্তী প্রচেষ্টা কি হইবে ?"

"এমন একটী প্রচেষ্টা হইবে, যা সমগ্র পৃথিবী উপলব্ধি করিবে। হয়তো তাহা ব্রিটিশ বাহিনীর গতিপথে দাঁড়াইবে না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে ব্রিটিশের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে। আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা এবং তাদের জয়লাভের জন্য বা চীনের রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের ক্রীতদাসরূপে থাকা উচিত একথা বলা তাদের পক্ষে অন্যায়। ওই অপমানজনক অবস্থা আমি গ্রহণ করিতে পারি না। স্বাধীন ও মুক্ত ভারত চীন রক্ষার ব্যাপারে প্রধান অংশ লইবে। আজ আমি মনে করি না যে চীনকে সত্যিকার কোনো সাহায্য সে করিতেছে। এপর্যন্ত আমরা কাহাকেও বিপন্ন না করিবার নীতিই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। এখনো তাই করিব। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারতের শ্বাসরোধকর

বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এই নীতির সুযোগ লইতে দিতে পারি না। আজকে অবস্থা সেই রকমই দাঁড়াইতেছে। উদাহরণস্বরূপ যেভাবে সহস্র সহস্র নরনারীকে অন্য গন্তব্য, অন্য কৃষিজমি, অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সংস্থানের ব্যবস্থা না করিয়াই গৃহ শূন্য করিয়া দিতে বলা হইতেছে, তাহা আমাদের বিপন্ন না করার পুরস্কার। যে কোনো স্বাধীন দেশে ইহা অসম্ভব। এই ধরণের ব্যবহারের নিকট ভারতবর্ষের নতি স্বীকার কিছুতেই আমি সহ্য করিব না। ওর অর্থ বৃহত্তর অবনতি ও দাসত্ব। যখনি সমগ্র জাতি দাসত্ব গ্রহণ করে, তখনই সে স্বাধীনতাকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানায়।"

ব্রিটিশের জয়ে ভারতের লাভ?

"আপনি যা চান, তা হইল বেসামরিক বিষয়ে শিথিলতা। তাহলে আপনি সামরিক কার্যে বাধা দিবেন না?" মিঃ গ্রোভারের পরবর্তী প্রশ্ন।

"আমি জানি না। আমি চাই অকৃত্রিম স্বাধীনতা। সামরিক কার্যকলাপ যদি শ্বাসরোধ আরো বাড়াইতে থাকে, আমি তার প্রতিরোধ করিব। স্বাধীনতার মূল্য দিয়া তাহাতে সহায়তা করিতে থাকিব এমন বিশ্বপ্রেমিক আমি নই। আমি আপনাকে দেখাইতে চাই যে মৃতদেহ কখনো জীবিত শরীরকে সাহায্য করিতে পারে না। মিত্রশক্তির সম্বন্ধে যতদিন পর্যন্ত দুটী পাপ চাপিয়া থাকিবে, একটী পাপ হইতেছে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, অপরটী হইতেছে নিগ্রো ও আফ্রিকার জাতিগুলির দাসত্ব—ততদিন পর্যন্ত তাদের গ্রামের নৈতিক কারণ থাকিতে পারে না।"

মিঃ গ্রোভার মিত্রশক্তির জয়ের পরে স্বাধীন ভারতের ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিলেন। বিজয়ের পুরস্কারের জন্য কেন অপেক্ষা হইবে না? গান্ধীজী গত বিশ্বযুদ্ধের পুরস্কার স্বরূপ রাওলাট অ্যাক্ট, সামরিক আইনজারী ও অমৃতসরের উল্লেখ করিলেন। মিঃ গ্রোভার উল্লেখ করিলেন অর্থনীতি ও শিল্পের অধিকতর সমৃদ্ধির কথা (যেটা কোনোমতেই গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহে আসিবে না,

আসিবে ঘটনার চাপে)—আর্থিক সমৃদ্ধি তো স্বরাজ অপেক্ষাও এক পা অগ্রগতি। গান্ধীজী বলিলেন অনিচ্ছুক হাত মুচড়াইয়া সামান্য কয়েকটা শিল্প লাভ হইয়াছে, এই যুদ্ধের পরে ফের এইরকম লাভকে তিনি মোটেই মূল্যবান মনে করেন না। হয়তো এই লাভই শৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইবে। আর আদৌ লাভ হইবে কীনা সন্দেহের বিষয়—কারণ যুদ্ধকালে শিল্প সংক্রান্ত যে নীতি অনুসৃত হইতেছে তাহা মনে করিলে ওই সন্দেহই আসে। মিঃ গ্রোভার এবিষয়ে গুরুতর ভাবে আর চাপ দিলেন না।

আমেরিকা কী করিতে পারে?

মিঃ গ্রোভার অর্ধ-সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতের উপর ব্রিটেনের অধিকার ত্যাগের ব্যাপারে তাকে প্ররোচিত করিতে আমেরিকার সাহায্য আশা করেন না?"

গান্ধীজী জবাব দিলেন "করি বটে।"

"সাফল্যের সম্ভাবনার সহিত?"

গান্ধীজী বলিলেন, "সম্ভাবনা আছেই। ন্যায়ের পক্ষেই আমেরিকার পুরাপুরি আসিয়া দাঁড়ানোর প্রত্যাশা করিবার আমার সকল অধিকারই আছে—অবশ্য ভারতীয় ব্যাপারের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সে যদি নিঃসংশয় হয় তবেই।"

"আপনি কী মনে করেন না যে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশদের নিকট অংগীকারবদ্ধ?"

"আমি তা আশা করি না। কিন্তু ব্রিটিশের কূটনীতি এমন গূঢ় যে আমেরিকা অপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও দেশবাসীর ভারতবর্ষকে সহায়তা করার ইচ্ছা থাকিলেও হয়তো তা সফল হইবে না। ভারতীয় ব্যাপারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ব্রিটিশ প্রচারকার্য এত সুপরিচালিত যে সেখানে যে কয়টী ভারত-বন্ধু আছেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর ফলপ্রসূভাবে শ্রুত

হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর রাজনীতিক পদ্ধতিও এমন কঠিন যে জনমত শাসন-ব্যবস্থা স্পর্শ করিতে পারে না।”

মিঃ গ্রোভার ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক স্বরে বলিলেন, “হয়তো পারে, ধীরে ধীরে।”

“ধীরে ধীরে?” গান্ধীজী বলিলেন “আমি বহু অপেক্ষা করিয়াছি, আর অপেক্ষা করিতে পারি না। চল্লিশ কোটি নরনারীর এই যুদ্ধে কোনো বক্তব্য থাকিবে না, এটা অতি দুঃখকরই ব্যাপার। আমাদের কর্তব্য সমাধা করিবার জন্য যদি আমরা স্বাধীনতা পাই, তাহা হইলে জাপানের অগ্রগতি রোধ করিয়া চীনকে আমরা রক্ষা করিতে পারি।”

আপনি কোন্ কাজের প্রতিশ্রুতি দিতেছেন?

ব্রিটিশ জাতির বা সৈন্যদলের প্রস্থানের উপর গান্ধীজী জেদ ধরিয়া থাকিবেন না এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া মিঃ গ্রোভার নিজেকে মিত্রশক্তির অবস্থায় স্থাপিত করিয়া বেচাকেনার লাভালাভির হিসাব করিতে আরম্ভ করিলেন। গান্ধীজী স্বাধীনতা চান নিশ্চই কোনো কাজের প্রতিদানে নয়, চান সেটা অধিকার হিসাবে, বহুপূর্বে ওয়াদাগত ঋণের পরিশোধ হিসাবে। মিঃ গ্রোভার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভারতবর্ষ স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইলে চীনের রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোন্ কোন্ কাজ করিবে?”

“অনেক বড় বড় কাজ, এখন শুধু এটাই বলিতে পারি, কি কি করিবে বলা আজ সম্ভব নয়,” গান্ধীজী বলিলেন, “কারণ কি ধরণের গভর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে আসিবে তাহা জানি না। বিভিন্ন রাজনীতিক সংগঠন এখানে রহিয়াছে, আমি আশা করি তারা যথাযথ জাতীয় সমাধান রচনা করিতে সমর্থ হইবে। এখন তারা জোরালো দল নয়, ব্রিটিশ শক্তি প্রায়ই তাদের পরিচালনা করিয়া থাকে গভর্ণমেণ্টের দিকে তারা তাকাইয়া থাকে, তার ভ্রূকুটি বা অভয় অনুগ্রহ তাদের কাছে অনেকখানিই। সমগ্র আবহাওয়াটাই দুর্নীতিময় ও

বিকৃত। মৃতদেহের পুনর্জীবন লাভের সম্ভাবনা কে দেখিতে পাইতেছে? বর্তমানে ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির কাছে মৃত ভার।"

"মৃত ভার বলিয়া আপনি ব্রিটেন ও আমেরিকার এখানকার স্বার্থের পক্ষে বিভীষিকা স্বরূপ বলিতে চাহিতেছেন?"

"হ্যাঁ। বিভীষিকা এইজন্য যে আপনি কখনো ধারণা করতে পারেন না ক্রুদ্ধ ভারত বিশেষ মুহূর্তে কী করিতে পারে?"

"তা পারি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত হইতে চাই যে আমেরিকা যদি ব্রিটেনের উপর সত্যিকার চাপ আনয়ন করে, তাহইলে আপনার নিকট হইতে সুদৃঢ় সহায়তা আসিবে—"

"আমার নিকট হইতে? আমি তা মনে করি না—আমার স্কন্ধে ৭৩ বৎসরের ভার জমিয়াছে। কিন্তু আপনারা পাইবেন এক স্বাধীন শক্তিশালীর জাতির স্বৈচ্ছিক সহযোগিতা—সে যতটা ইচ্ছুকভাবে দিতে পারিবে। আমার সহযোগিতাও অবশ্য ওরি ভিতর রহিয়াছে। আমার লেখার দ্বারা সপ্তাহের পর সপ্তাহে যেটুকু সম্ভব মাত্র ততটুকু প্রভাব বিস্তার করি। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রভাব সীমাহীনভাবে বৃহৎ। আজ ব্যাপক অসন্তোষের জন্যই জাপানীদের অগ্রগতির প্রতি সেই সক্রিয় বৈরীতা নাই। যে মুহূর্তে আমরা স্বাধীন হইব, সেই মুহূর্তেই আমরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হইব, যে জাতি তার স্বাধীনতার প্রতিদান দিবে এবং সমস্ত শক্তির দ্বারা তাহা রক্ষা করিয়া মিত্রশক্তির কারণের সহায়তা করিবে।"

মিঃ গ্রোভার বলিলেন, "আমি কী দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—পার্থক্যটা কী বর্মা যা করিয়াছিল ও রাশিয়া যা করিতেছে দুয়ের মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ হইবে?"

"আপনি ওটা ওভাবে বলিতে পারেন বটে। ব্রহ্মকে ওরা ভারত হইতে স্বতন্ত্র করিয়া স্বাধীনতা দিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ কিছু করে নাই। ওরা তাকে শোষণ করিবার সেই পুরাতন নীতি আঁকড়াইয়া ছিল। বর্মীরা

অতি সামান্য সহযোগিতাই করিয়াছিল, পক্ষান্তরে বৈরভাব ও নিশ্চেষ্টতাই ছিল ওদের। নিজেদের কারণ বা মিত্রশক্তির কারণ কোনটারই জন্য তারা যুদ্ধ করে নাই। এবার একটা আকস্মিক ঘটনার কথা ধরুন। জাপানীরা মিত্রশক্তিকে ভারতবর্ষ হইতে যদি অন্যত্র কোনো নিরাপদ ঘাঁটিতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করে, তাহা হইলে আজ আমি বলিতে পারি না যে সমগ্র ভারত জাপানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। আমার আশংকা কয়েকজন বর্মী যেমন করিয়াছিল, তারাও অনুরূপভাবে নিজেদের অবনতি করিতে পারে। আমি চাই ভারতবর্ষ এক হইয়া জাপানকে বাধা দিক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তাহা করিত; এটা তার একটা নূতন অভিজ্ঞতা হইত; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তার মন পরিবর্তিত হইয়া যাইত। সমস্ত দলগুলি তখন একজন ব্যক্তির মত কাজ করিত। এই জীবন্ত স্বাধীনতা আজই ঘোষণা করা হইলে আমি নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী মিত্র হইয়া উঠিবে।"

মিঃ গ্রোভার বাধাস্বরূপ সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রশ্ন তুলিলেন এবং নিজেই বলিলেন যে আমেরিকারও স্বাধীনতার পূর্বে রাষ্ট্রগুলিতে খুব বেশী ঐক্য ছিল না। গান্ধীজী বলিলেন, "আমি বলিতে পারি যে তৃতীয় পক্ষের দুষ্ট প্রভাব প্রত্যাহৃত হওয়া মাত্রই দলগুলি বাস্তবতার সম্মুখীন হইবে এবং ঐক্য-সংহত হইবে। যে ব্রিটিশ শক্তি আমাদের পরস্পরকে দূরে রাখিতেছে, তাহা যে মুহূর্তে অন্তর্হিত হইবে, সেই মুহূর্তেই সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূরীভূত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

কেন ডমিনিয়ন স্টেটাস নয় ?

মিঃ গ্রোভারের শেষ প্রশ্ন ছিল, "আজকের দিনের ঘোষিত ডমিনিয়ন ষ্টেটাস (স্বায়ত্ত শাসন) কী সমভাবে উত্তম নয়?"

গান্ধীজী তৎপরতার সহিত জবাব দিলেন, "ভালো নয়। কোনো আধা ব্যবস্থা বা স্বাধীনতার ঝনঝনি মাত্র আমরা চাই না। তারা স্বাধীনতা দিবে

এদল ওদলকে নয়, এক অসংজ্ঞেয় ভারতবর্ষকে। ভারতাধিকার অন্যায় আমি বলিবই। ভারতবর্ষকে তার নিজের ব্যবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিত।”

(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৩)

১৭। অবশিষ্ট অধ্যায়টী হইল আমার এলাহাবাদে প্রেরিত খসড়া-প্রস্তাবের চিত্রিত বর্ণনা ও সেই প্রস্তাব সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীরাজাগোপালাচারীর প্রতি আরোপিত মন্তব্য সহ উদ্ধৃতি। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত টোকগুলির* (notes) উদ্ধৃতি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই পণ্ডিতজী এক বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেটী এইসংগে দিলাম। [পরিশিষ্ট ৫ (ই) দ্রষ্টব্য]। আমি বুঝিতে পারি না গ্রন্থকার ওই প্রয়োজনীয় বিবৃতিটী কেন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, হয়তো এই কারণে বা যে তিনি পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যা অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরাজাগোপালাচারীর বিবৃতি সম্পর্কে গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। আরোপিত মতবাদ নিশ্চয়ই রাজাজী পোষণ করেন। আমেরিকান সাংবাদিক মিঃ গ্রোভারের সহিত সাক্ষাতকারের সময় আমার সহিত রাজাজীর পার্থক্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই :

“রাজাজীর প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মনোভাবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কী ?’,

“রাজাজী সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আলোচনা করিব না ঘোষণা করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথাবার্তা চালানো কুৎসিত। তাঁর সহিত আমার পার্থক্যটা বজায় আছে, কিন্তু কতকগুলি এমন পবিত্র বিষয় আছে, যেগুলি প্রকাশ্যে আলোচনা করা চলে না।

“কিন্তু মিঃ গ্রোভারের মনে পাকিস্তান বিতর্ক সম্পর্কে সি-আরে’র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্যে জেহাদের মত এমন কিছু ছিল না। মিঃ গ্রোভার এই কথা স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন যে সি-আর “ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অভিপ্রেত হন নাই। তাঁর অবস্থা ছিল তাদের সহিত মীমাংসা করাই।”

গান্ধীজী বলিলেন, “আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।” জাপানী ভীতির জন্যই তিনি ব্রিটিশ রাজত্ব

---

* প্রমথ চৌধুরী কৃত পরিভাষা—অনুবাদক।

সহ্য করেন। যুদ্ধের পর পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতার প্রশ্ন স্থগিত রাখিতে চান। পক্ষান্তরে আমি বলি যদি চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ জিতিতেই হয়, তবে ভারতবর্ষকে আজই তার অংশ অভিনয় করার জন্য স্বাধীনতা দিতে হইবে। আমার অবস্থার মধ্যে কোনো ছিদ্র দেখি না। মনের মধ্যে অনেক বুঝাপড়ার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি; তাড়াহুড়া বা ক্রোধে কোনো কাজ আমি করিতেছি না। জাপানীদের স্থান দিবার বিন্দুমাত্র আমন্ত্রণ আমার মনের মধ্যে নাই। না, আমি নিশ্চিত যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শুধু ভারতের জন্যই নয়, চীন ও মিত্র শক্তির কারণেও প্রয়োজনীয়।"

(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৫)

১৮। এলাহাবাদের কমিটির নিকট আমা কর্তৃক প্রেরিত খসড়ার উপর নিম্নোক্ত ভাষ্য করিয়া প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে:

"পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হইলে খসড়ার সমগ্র চিন্তা ও পটভূমিকা জাপানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই; প্রস্তাবটী হইল জাপানের অস্ত্রের মধ্যে ছুটিয়া যাওয়ার।"

পণ্ডিত জওহরলালের প্রতি আরোপিত বিবৃতিটী পণ্ডিতজী কর্তৃক অস্বীকার ও রাজাজীর সহিত পার্থক্য সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ওটী লিখিত হইয়াছে। অথচ ওগুলি সবই গ্রন্থকারের সম্মুখে ছিলই।

১৯। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে প্রকাশিত মতামতের জন্য গ্রন্থকারের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ ছিল না বলিয়া যে যুক্তি-তর্ক করিয়াছি তার সমর্থনে আমি বিগত ৫ই আগষ্টের বোম্বে ক্রনিকলে প্রকাশিত আমার সংবাদপত্রের বিবৃতি হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি:

"খসড়ার (যেটা এলাহাবাদে প্রেরিত হইয়াছে) ভাষায় দেখা যায় এর অনেক কাট ছাট রদবদল করিবার ছিল। মীরাবেনের মধ্যস্থতায় উহা প্রেরিত হইয়াছিল, খসড়ার মর্ম তাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। তাকে ও ওয়ার্কিং কমিটির বন্ধুদের যাঁরা সেবাগ্রামে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে আমি খসড়ার এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম যে খসড়ার একটি বিষয়—সুচিন্তিত ভাবেই—বাদ দেওয়া হইয়াছে, সেটা হইল কংগ্রেসের বৈদেশীক নীতি এবং সেকারণে চীন ও রাশিয়ার উল্লেখ।

আমি তাঁদের বলিয়াছিলাম বৈদেশীক বিষয় সম্পর্কে গভীর ওয়াকিবহাল পণ্ডিতজীর নিকট

হইতেই আমি বৈদেশীক বিষয়ের প্রেরণা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাই প্রস্তাবের সেই অংশটা তিনিই পূরণ করিতে পারেন।

কিন্তু আমি একথা বলিব যে অতি অসতর্ক মুহূর্তেও আমি কখনো এই অভিমত প্রকাশ করি নাই যে জাপান ও জার্মানী যুদ্ধে জয় লাভ করিবে। শুধু তাই নয়, আমি প্রায়ই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে শুধু গ্রেট ব্রিটেন যদি একদা চিরকালের জন্য তার সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করে, তবে তারা (জার্মানীরা) যুদ্ধ জয় করিতে পারিবে না। হরিজনের স্তম্ভে আমি একাধিক বার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছি এবং এখানেও আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে গ্রেট ব্রিটেন ও মিত্র শক্তিগুলির ভাগ্যে যদি দৈব-দুর্ঘটনা (আমি ও অন্যান্যরা ওরূপ ইচ্ছা করি না, তা সত্ত্বেও) ঘটে তো তাহা ঘটিবে তার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সংকটতম বর্তমানের এই সংকট মুহূর্তেও সে অতি অনমনীয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-কলুষিত হাত ধুইয়া ফেলিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া, যে সাম্রাজ্যবাদ সে দেড় শতাব্দী ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে।"

এই বিশেষ বিবৃতির সম্মুখীন হইয়াও গ্রন্থকার কীরূপে বলিতে পারিলেন যে "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের অন্তরালে কর্মোৎসাহক যে মনোভাব ছিল তাহা হইল "অক্ষশক্তি যুদ্ধে জয় লাভ করিবে" বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস?

২০। একই অভিযোগের সমর্থনে গ্রন্থকার বলিতেছেন:

"এই মনোভাব যে ওয়াকিং কমিটির এলাহাবাদ বৈঠকের বহু পরেও অবিচলিত ছিল, তাহা ১৯শে জুলাইয়ের হরিজনে মিঃ গান্ধীর নিম্নোক্ত মন্তব্য দ্বারা প্রমাণ হয়। ব্রিটেন জার্মান ও জাপানীদের সহিত কিছু একটা ঠিক ঠাক না করা পযন্ত তাঁর আন্দোলন স্থগিত রাখা বিজ্ঞোচিত হইবে কী না, এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জবাব দেন:

"না, কারণ আমি জানি আপনারা আমাদের বাদ দিয়া জার্মানদের সহিত কোনো ঠিক-ঠাক করিবেন না।"

যে প্রবন্ধে এই অভিমত উক্ত হইয়াছে, নীচে সেটী দিলাম। ১৯শে জুলাই ১৯৪২এর হরিজনের ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় "একটী দুই মিনিটের সাক্ষাৎ" নামে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন লণ্ডনের ডেলী একস্প্রেস পত্রিকার সংবাদদাতা।

"যাঁরা প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন, ডেলী একসপ্রেস (লণ্ডন) এর সংবাদদাতা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শেষাবধি থাকিতেছেন না বলিয়া জানান যে দু মিনিটের জন্য সাক্ষাৎকার

করিতে পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। গান্ধীজী তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি মনস্থ করিলেন প্রস্তাবের দাবী, যেটা প্রতিদিনই শক্তি সঞ্চয় করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, অগ্রাহ্য হইলে আন্দোলন হইবে। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন:

"আপনি কী বলেন যে আপনার আন্দোলনে আমাদের পক্ষে জাপানীদের ভারতবর্ষ হইতে দূরে রাখা অল্প না বেশী অসুবিধা হইবে?"

গান্ধীজী বলিলেন, "আমাদের আন্দোলন জাপানীদেরই ভারত-প্রবেশে বেশী অসুবিধা ঘটাইবে। কিন্তু ব্রিটেন ও মিত্রশক্তির তরফ হইতে কোনো সহযোগিতা না থাকিলে আমি কিছু বলিতে পারি না।"

"কিন্তু" মিঃ ইয়ং বলিলেন, "যুদ্ধকে সমগ্রভাবে ধরুন। আপনি কী মনে করেন আপনার নূতন আন্দোলন মিত্রজাতিবৃন্দকে বিজয়ের পথে সহায়তা করিবে, যেটা আপনারও কামনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন?"

"হ্যাঁ, যদি আমার নিবেদন গৃহীত হয় তবে—"

"নিবেদন বলিতে কী বলিতে চান?—ব্রিটেন অহিংস সংগ্রাম করুক?"

"না-না। আমার নিবেদন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অবসান হউক। নিবেদন গৃহীত হইলে মিত্র শক্তিগুলির জয় সুনিশ্চিত তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে এবং এইভাবে এক সত্যিকার মিত্রও। এখন সে তো ক্রীতদাসমাত্র। সহানুভূতির সহিত সাড়া দিলে আমার আন্দোলনের ফলে দ্রুত জয়লাভ হইতে বাধ্য। কিন্তু ব্রিটিশরা যদি ইহাকে ভুল বুঝে আর তাদের হাবভাবে যদি প্রকাশ পায় যে তারা ইহাকে ধ্বংস করিতে চায় তবে ফলাফলের দায়িত্ব তাদেরই, আমার নয়।"

মিঃ ইয়ং মোটেই ইহাতে সংশয়মুক্ত হইতে পারিলেন না। মানসিক ধৈর্য সহকারে কোনো আন্দোলনের কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। গান্ধীজীর ভাবপ্রবণতার নিকট আবেদন তুলিলেন—যে ভাবপ্রবণতা তিনি একাধিকবার উচ্চারিত করিয়াছিলেন:

"মিঃ গান্ধী, আপনি স্বয়ং লণ্ডনে ছিলেন। ব্রিটিশ জনগণ যে ভয়াবহ বোমাবর্ষণ সহ্য করিয়াছে সে বিষয়ে কোনো মন্তব্যই কী আপনার করিবার নাই?"

"হ্যাঁ আছে। অনেক বছর আগে লণ্ডনে আমি তিন বছরের জন্য ছিলাম, তার প্রত্যেকটা স্থান ও অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজ ও ম্যানচেষ্টারের কিছু কিছু আমি জানি। লণ্ডনের জন্য আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করি। ইনার টেম্পল লাইব্রেরীতে আমি অধ্যয়ন করিতাম আর টেম্পল গীর্জায় প্রায়ই ডাক্তার পার্কারের ধর্মোপদেশে হাজির থাকিতাম। জনগণের নিকট আমার

হৃদয় চলিয়া যাইতেছে, যখন শুনিলাম টেম্পল গীর্জার উপর বোমা পড়িয়াছে তখন আহত হইয়াছিলাম। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবে ও অন্যান্য প্রাচীন হর্ম্যরাজির উপর বোমাবর্ষণ আমাকে গভীর ভাবে বিচলিত করিয়াছিল।"

"তা হইলে আপনি মনে করেন না," মিঃ ইয়ং বলিলেন, "জার্মান ও জাপানীদের সহিত কিছু একটা ঠিকঠাক না করা পর্যন্ত আপনার আন্দোলন স্থগিত রাখা বিজ্ঞ জনোচিত হইবে ?"

"না, কারণ আমি জানি আমাদের বাদ দিয়া আপনারা জার্মানদের সহিত কিছু ঠিকঠাক করিবেন না। স্বাধীন থাকিলে আমরা স্বীয় পদ্ধতিতে আপনাদের শতকরা শতভাগই সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিতাম। অতি কৌতূহলের ব্যাপার যে এরূপ সহজ বিষয়টা বুঝ হইতেছে না। স্বাধীন ভারতবর্ষের কোনো দানই ব্রিটেন আজ পায় নাই। কাল যে মুহূর্তে ভারত স্বাধীন হইবে সেই মুহূর্তেই সে (ব্রিটেন) নৈতিক শক্তি লাভ করিবে ও লাভ করিবে নৈতিক বলে বলীয়ান এক স্বাধীন জাতির শক্তিমান মৈত্রী। ইহা ইংলণ্ডের শক্তিকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীতে তুলিয়া দিবে। নিশ্চয়ই ইহা স্ব-প্রমাণিত।"

মিত্রবাহিনীর জয়লাভের জন্য আমার উৎকণ্ঠা প্রকাশক অংশ হইতে বাক্য তুলিয়া তাহা আমার "অক্ষ-সমর্থক" মনোভাবের নিদর্শনস্বরূপ এখানে পরিবেশিত হওয়া কৌতুকজনকই।

২১। তারপর নিম্নোলিখিত অংশটা আমার গত ১৪ই আগষ্টের মহামান্য বড়লাটের নিকট চিঠি হইতে "অর্থব্যঞ্জক"রূপে বিবৃত হইয়াছে :

"জওহরলাল নেহেরুকে আমি আমার মানদণ্ড মনে করি। ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণে চীন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের দুঃখ তিনি আমার চাইতেও ঢের বেশী অনুভব করেন।"

চীন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের দুঃখের নীচে গ্রন্থকার রেখা টানিয়া দিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিতেছেন এই ভাবে :

"ব্রিটিশের পশ্চাৎব্যূহে ভারতবর্ষময় এক কর্মপন্থা ও সেহেতু ধ্বংসোচ্ছেদ পূর্ব হইতে অনুমান করিয়াছিলেন।"

গ্রন্থকার তাঁর রীতি অনুযায়ী পত্রের প্রাসংগিক অংশের সমস্তটা উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। পত্রটাকে পরিশিষ্টে স্থান দিয়া পাঠকের সুবিধাও করিয়া দেন নাই। প্রাসংগিক অংশ নিম্নে দিতেছি :

"আরেকটী জিনিষ। ঘোষিত লক্ষ্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ও আমাদের একই। সব চেয়ে জমাট ভাষায় বলিতে গেলে ইহা চীন ও রাশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষণ। ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করেন লক্ষ্য সিদ্ধির জন্ম ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই। আমি ঠিক বিপরীতটাই মনে করি। জওহরলাল নেহেরুকে আমি আমার মানদণ্ড মনে করি। ব্যক্তিগত যোগাযোগের কারণে চীন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের দুঃখ তিনি আমার চাইতেও এবং এমন কী আপনার চাইতেও ঢের বেশী অনুভব করেন। সেই দুঃখের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সহিত তাঁর পুরোনো ঝগড়াটা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের সাফল্য আমার অপেক্ষা তাঁকে অধিকতর ভীত করে। কয়েকদিন ধরিয়া তাঁর সহিত তর্ক করিয়াছিলাম। আমার যুক্তির বিরুদ্ধে যে আবেগ লইয়া তিনি লড়িলেন তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। কিন্তু ঘটনার নীতিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যখন স্পষ্টই দেখিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য দুটীর স্বাধীনতা ভয়ানক ব্যাহত তখন তিনি হার মানিলেন। এমন শক্তিমান মিত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই আপনারা ভুল করিয়াছেন।"

সম্পূর্ণ পত্র পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। [পরিশিষ্ট ৯ দ্রষ্টব্য]

আমি মনে করি পূর্ণ উদ্ধৃতির মধ্যে গ্রন্থকার প্রদত্ত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। হরিজনের নিম্নোক্ত অংশগুলিতেও আমার অক্ষ-সমর্থক বা 'পরাজয়বাদী' মনোভাবের অভিযোগের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ পাইবে :

প্রঃ "ইহা কী সত্য যে এ যুদ্ধে ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তি পরাজিত হইবে আপনার এই বিশ্বাসই ইংলণ্ড ও জাপানের প্রতি আপনার বর্তমান মনোভাবের উপর কাজ করিতেছে ?"...

উঃ "...ইহা সত্য নয় বলিতে আমার কোনো দ্বিধা নাই। পক্ষান্তরে এই সেদিন আমি হরিজনে বলিয়াছি যে ব্রিটিশদের পরাজিত করা অতি কঠিন। তারা জানেই না পরাজিত হওয়াটা কী।"

(হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৭৭).

"...আমেরিকাও অর্থের দিক হইতে, বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে ও বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের দিক হইতে এত বৃহৎ যে কোনো জাতি বা শক্তি-সমবায় দ্বারা তাহাকে আঁটিয়া ওঠা শক্ত... ।"

(হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮১).

২২। ওই অভিযোগের আরেকটি পূর্ণ জবাব (যদি তার প্রয়োজন এখনো থাকে) পাওয়া যাইবে উত্তেজনার মুহূর্তে শ্রীমতী মীরাবেনকে লিখিত আমার চিঠিতে। চিঠিটা প্রকাশের জন্য কখনো কল্পিত হয় নাই। মীরাবেনের প্রশ্নগুলির মধ্যে তার এই বিশ্বাস আমার নিকট বোধগম্য হইয়াছিল যে জাপানী আক্রমণ অত্যাসন্ন ও তারা খালি মাঠেই জয়লাভ করিবে। চিঠিটা লিখিয়াছিলাম তার প্রশ্নগুলির জবাব দিবার জন্য। আমার জবাবেব মধ্যে আমার মনোভাব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ বৈঠকের পরে চিঠিটা লেখা হইয়াছিল। স্বর্গীয় শ্রীমহাদেব দেশাইকে আমি উহা মুখে বলিয়া দিয়াছিলাম। মূলটা শ্রীমতী মীরাবেনের কাছে আছে। আমি জানি সে এই ক্যাম্প হইতে লর্ড লিনলিথগোকে ২৪শে ডিসেম্বর এই পত্রাবলীর নকল দিয়া ও এগুলি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু সে তার পত্রের একটামাত্রও প্রাপ্তি স্বীকার পায় নাই। আশা করি ওটা পঠিত না হইয়াই খোপ-বন্দী হয় নাই। সুবিধার্থ ওটা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। [পরিশিষ্ট ২ (জ) দ্রষ্টব্য]

২৩। এলাহাবাদে প্রেরিত আমার খসড়া প্রস্তাবের সুরঞ্জিত বর্ণনা সম্পর্কে আমি প্রস্তাবের বিপরীত অংশগুলি তুলিয়া দিতেছি। উদ্দেশ্য গ্রন্থকার যেখানেই কংগ্রেসের সম্বন্ধ পাইয়াছেন, সেখানে যে শুধু মন্দ ভিন্ন অন্য কিছু না দেখিবার সুপরিকল্পিত মতলব (আমার যাহা মনে হয়) লইয়া হাজির হইয়াছেন তাহা দেখানো। "ব্রিটেন ভারত রক্ষায় অক্ষম" এর পিছনে আছে এই বাক্যগুলি:

"ইহা স্বাভাবিক যে সে (ব্রিটেন) যাহা কিছু করে সব তার নিজের রক্ষার নিমিত্ত। ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ। এই নিমিত্ত তাদের রক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনাও পৃথক হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটেই বিশ্বাস করেন না। ভারতীয় সৈন্যদলকে এখনো পর্যন্ত পালন করা হইয়াছে প্রধানত ভারতকে বশে রাখার নিমিত্ত। সাধারণ জনসমষ্টি হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে,

জনসাধারণ কোনো যুক্তিতেই ইহাকে তাদের নিজস্ব বলিয়া ভাবিতে পারে না। এই অবিশ্বাসের নীতি এখনো বজায় আছে এবং এইটাই ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর জাতীয় রক্ষার ভারার্পন না করার কারণ।"

২৪। তারপরেই খসড়া হইতে লওয়া এই বাক্যটী আছে : "ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে সম্ভবত তার প্রথম কার্য হইত জাপানের সহিত আলোচনা চালানো"। এটী খসড়ার নিম্নোদ্ধৃত প্যারাগ্রাফগুলির সহিত পড়িতে হইবে :

"এই কমিটি জাপানী গভর্ণমেণ্ট ও জনগণকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে ইচ্ছা করে যে ভারতবর্ষ জাপান ও কোনো রাষ্ট্রের সম্বন্ধে শত্রুভাব পোষণ করে না। ভারতবর্ষ শুধু সর্বপ্রকার বিদেশী প্রভুত্ব হইতে মুক্তির কামনা করে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সংগ্রামে কমিটির অভিমত ইহাই যে ভারতবর্ষ বিশ্বের সহানুভূতি আমন্ত্রণ করিলেও বিদেশী সামরিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ভারতবর্ষ তার অহিংস শক্তির দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিবে ও অনুরূপভাবেই তাহা রক্ষা করিবে। সেইজন্যই কমিটি আশা করে যে জাপানের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা থাকিবে না। কিন্তু জাপান যদি ভারতাক্রমণ করে আর ব্রিটেন যদি কমিটির আবেদনে কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে কমিটি কংগ্রেসের নির্দেশ-লাভেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট এই আশা করিবেন যে তারা জাপানী সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণ অহিংস অসহযোগ প্রদান করিবে ও তাদের কোনোরূপ সহায়তা করিবে না। যারা আক্রান্ত হইবে তাদের বিন্দুমাত্র কর্তব্য নয় আক্রামকদের সহায়তা প্রদান করা। পূর্ণ অসহযোগ প্রদান করাই তাদের কর্তব্য।

অহিংস অসহযোগের সহজ নীতি উপলব্ধি করা কঠিন নয় :

(১) আক্রামকের নিকট নতজানু হইব না বা তার কোনো আদেশ পালন করিব না।

(২) অনুগ্রহের জন্য তার প্রত্যাশী হইব না বা তার উৎকোচের নিকট আত্মসমর্পন করিব [illegible] কিন্তু তার সম্বন্ধে কোনোরূপ দ্বেষ বা অহিতের ইচ্ছা পোষণ করিব না।

(৩) সে আমাদের জমি-জমা অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও আমরা তাহা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিব, এজন্য বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় যদি মৃত্যু বরণ করিতে হয় তবুও।

(৪) সে যদি রোগপীড়িত বা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু হইয়া আমাদের সাহায্য ভিক্ষা করে, তবে আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান না করিতে পারি।

(৫) যে সমস্ত স্থানে ব্রিটিশ ও জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধ করিতেছে, সেখানে আমাদের অসহযোগ নিষ্ফল ও অনাবশ্যক।

বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত আমাদের অসহযোগ সীমাবদ্ধ। যে সময়ে তারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করিতেছে, সে সময় আমরা তাদের সহিত পূর্ণ অসহযোগ করিলে কাজটা আমাদের দেশকে ভাবিয়া চিন্তিয়াই জাপানীদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার সামিল হইবে। অতএব ব্রিটিশ সৈন্যদের পথে বাধা সৃষ্টি না করাটাই আমাদের জাপানীদের প্রতি যখন-তখন অসহযোগ প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশদেরও আমরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে পারি না। তাদের সাম্প্রতিক হাবভাব বিচার করিলে বোঝা যায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের হস্তক্ষেপ না করা ছাড়া কোনো সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। শুধু ক্রীতদাসের মত আমরা সাহায্য করি এইটাই চান—এ অবস্থা আমরা কখনো গ্রহণ করিতে পারি না।

* * *

জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রয়োজনমত অপেক্ষাকৃত অল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাহা যদি পরিপূর্ণ ও অকৃত্রিম হয় তো অবশ্যই সাফল্য লাভ করিবে, কিন্তু সত্যকার স্বরাজ রহিয়াছে গঠনমূলক কর্মপন্থার আন্তরিক অনুসরণকারী ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে। ইহা ভিন্ন যুগান্তব্যাপী জড়ত্ব হইতে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ থাকুক বা না থাকুক আমাদের সর্বদাই কর্তব্য হইল বেকার সমস্যা লোপ করা, ধনী দরিদ্রের ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করা, সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূরীভূত করা, অস্পৃশ্যতার দৈত্যকে দেশছাড়া করা, তস্করদের সংশোধন করিয়া দেশবাসীকে তাদের কবলমুক্ত করা। জাতি-গঠনের এই কাজে কোটি কোটি নরনারীর জীবন্ত উদ্যম না থাকিলে স্বাধীনতা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে—অহিংসা বা হিংসা কিছুর দ্বারাই লভ্য হইবে না।"

এই সংযোজিত অংশ হইতে আমার বা ওয়ার্কিং কমিটির জাপানী সমর্থক মনোভাব বা ব্রিটিশ-বিরোধী মনোবৃত্তি অনুমান করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে উহার মধ্যে যে কোন আক্রমণের প্রতি দৃঢ় বিরোধিতা ও মিত্রবাহিনীর সম্পর্কে অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ উদ্বেগ রহিয়াছে। ওই উদ্বেগ হইতেই আশু স্বাধীনতার দাবী উত্থিত হইয়াছে। আমার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অপ্রশাম্য বিরোধিতার বিষয়ে তদন্ত করা হইলে সেই তদন্ত বাহুল্য মাত্র হইবে। কারণ আমার সমস্ত লেখার মধ্যেই উহা প্রত্যক্ষ ভাবে বিরাজমান।

২৫। আমার বিগত ৭ই ও ৮ই আগষ্টের বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমি এই বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে চাই :

৭ই আগষ্টের হিন্দুস্থানী বক্তৃতার অংশ

এরপরে ব্রিটিশ জাতির প্রতি আপনাদের মনোভাবের প্রশ্ন। জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়াছি। তাদের ব্যবহারে ওরা নাকী বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।জনসাধারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে কোনো বৈষম্য করে না। ওদের কাছে দুই-ই সমান। এই বিদ্বেষ হয়তো ওদের জাপানীদের স্বাগত জানাইতে বাধ্য করিতে পারে। এইটা সব চাইতে বিপজ্জনক। এর অর্থ এক দাসত্বের বিনিময়ে ওরা অপর এক দাসত্ব লাভ করিবে। এই মনোবৃত্তি হইতে আমাদের নির্মুক্ত থাকিতে হইবে। ব্রিটিশ জনগণের সহিত আমাদের সংগ্রাম নয়, সংগ্রাম তাদের সাম্রাজ্যবাদের সহিত। ক্রোধের বশে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের প্রস্তাব আসে নাই। ইহা আসিয়াছে বর্তমান সন্ধি মুহূর্তে ভারতবর্ষকে তার যোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সক্ষম করিতে। সম্মিলিত জাতিবৃন্দ যখন যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, তখন ভারতের মত এক বিরাট দেশের পক্ষে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রাপ্ত অর্থ ও উপকরণ দিয়া সাহায্য করাটা সুখকর পরিস্থিতি নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অনুভব করি এযুদ্ধ আমাদের, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বাধীন হই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সত্যিকার স্বার্থত্যাগের প্রেরণা ও শৌর্য জাগাইয়া তুলিতে পারি না। আমি জানি আমরা যখন যথেষ্ট স্বার্থ-ত্যাগ করিতে পারিব, তখন আর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া রাখিতে পারিবেন না। সেই হেতু বিদ্বেষ হইতে আমরা নিজেদের পূত করিব। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলি কোনোরূপ বিদ্বেষ ভাব আমি কখনো অনুভব করি নাই। বস্তুত এখন আমি নিজেকে ব্রিটিশ জাতির বৃহত্তর বন্ধু বলিয়া মনে করি, এমন আর কোনোদিন মনে করি নাই। এর একটা কারণ এই যে আজ তারা দুঃখগ্রস্ত। আমার সেই বন্ধুত্বই সেইজন্য দাবী করিতেছে আমি যেন তাদের ভুল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি। পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয় তারা অতলস্পর্শ গহ্বরের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্যই বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করিয়া দেওয়াই আমার কর্তব্য। এতে হয়তো তারা সাময়িকভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাদের উদ্দেশ্যে প্রসারিত বন্ধুত্বের হাতটা কাটিয়া দিতে পারে। জনসাধারণ হয়তো হাসিবে, তবু এই আমার দাবী। যে সময় আমাকে হয়তো আমার জীবনের বৃহত্তম, সংগ্রাম শুরু করিতে হইবে, সে সময় কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ

করিব না। প্রতিদ্বন্দ্বীর অসুবিধার সুযোগ লওয়া ও সেই সুযোগে আঘাত হানার কল্পনা আমার নিকট সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

* * *

একটী জিনিষ আমি চাই সর্বদাই মনের সম্মুখে রাখুন। কখনো ভাবিবেন না ব্রিটিশ জাতি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে যাইতেছে। আমি জানি তারা কাপুরুষের জাতি নয়। পরাজয় বরণ করা অপেক্ষা তারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে। কিন্তু মনে করুন সামরিক কারণে তারা ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, যেমনটী হইয়াছিল মালয় সিংগাপুর ও ব্রহ্মে, সে অবস্থায় আমাদের পরিস্থিতি কী রূপ হইবে? জাপানীরা ভারতাক্রমণ করিবে আর আমরা অপ্রস্তুত হইয়াই থাকিব। জাপানীদের ভারতাধিকারের অর্থ চীনের অবসান, হয়তো রাশিয়ারও। রাশিয়া ও চীনের পরাজয়ের যন্ত্র হইতে আমি চাই না। পণ্ডিত নেহেরু কেবল আজই আমার কাছে রাশিয়ার শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে চিত্র তিনি অংকিত করিলেন, তাহা এখনো আমাকে আতংকিত করে। নিজেকে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "রাশিয়া ও চীনের সাহায্যে আমরা কী করিতে পারি?" অন্তর হইতে জবাব আসিল, "ভারসাম্যে তোমাকে ওজন করা হইতেছে। তোমার অহিংসার আদি-রসায়নে বিশ্বের সর্বব্যাধিহর ঔষধ রহিয়াছে। কেন এর পরীক্ষা করিতেছ না? তুমি কী বিশ্বাস হারাইয়াছ?" এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে উদ্ভূত হইল ব্রিটিশ প্রস্থানের প্রস্তাব। আজ হয়তো ব্রিটিশরা ইহাতে বিরক্ত হইবে, হয়তো আমাকে ভুল বুঝিবে; এমনকী আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু একদিন তারা বলিবে আমি তাদের সত্যিকার সুহৃৎ ছিলাম।

৮ই আগষ্টের হিন্দুস্থানী বক্তৃতা হইতে

চীন সম্পর্কে উদ্বেগ দেখাইয়া আমি বলি :

আমি তাই এখনই এই রাত্রে ঊষালোকের পূর্বেই স্বাধীনতা চাই, যদি তাহা পাওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধনের জন্য ইহা আর এখন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। সেই ঐক্য যদি সম্ভব না হয়, তবে স্বাধীনতা লাভের জন্য ত্যাগস্বীকার অতি বৃহত্তর হইবার প্রয়োজন হইতে পারে। কংগ্রেসকে স্বাধীনতা অর্জন করিতেই হবে, নতুবা তার প্রচেষ্টার মধ্যেই সে বিলীন হইয়া যাইবে। যে স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেস সংগ্রাম করিতেছে, তাহা শুধু কংগ্রেসীদের জন্য নয়, তাহা সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের জন্য।

৮ই আগষ্টের ইংরাজী উপসংহার-বক্তৃতা হইতে

ভারতের অহিংস যুক্তিতে কর্ণপাত না করা ও তার স্বাধীনতার মুলগত অধিকার প্রত্যাখ্যান করা তাদের (সম্মিলিত জাতির) পক্ষে মহা ভুল হইবে। যে অহিংস ভারত আজ নতজানু হইয়া বহুপূর্বে ওয়াদাগত ঋণ পরিশোধের জন্য অনুনয় করিতেছে, তার দাবীর বিরোধিতা করিলে রাশিয়া ও চীনের প্রতি মরণাত্মক আঘাত হানা হইবে।…কংগ্রেসের বিপন্ন না করিবার নীতির আমিই প্রস্তাবক, সেই আমাকেই আপনারা কড়া ভাষায় কথা বলিতে দেখিতেছেন। আমার বিপন্ন না করিবার ওজর কিন্তু সর্বদাই "সামঞ্জস্যের সহিত জাতির সম্মান ও নিরাপত্তার সহিত" এই সর্তের সহিত সংযুক্ত ছিল। টুঁটি ধরিয়া কেহ যদি আমাকে ডুবাইয়া দিতে চায়, আমি কী তবে শ্বাস রোধ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিব না? অতএব আমাদের পূর্ব-ঘোষণা ও বর্তমান দাবীর মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু নাই।…গণতন্ত্রগুলি (তাদের বহুবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও) ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটা মুলগত বৈষম্য আমি সর্বদাই স্বীকার করিয়াছি; এমন কী যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করিতেছি তার ও ফ্যাসিবাদের মধ্যেও বৈষম্য স্বীকার করিয়াছি। ব্রিটিশরা যাহা চায় সবই কী ভারতবর্ষ হইতে পাইতেছে? আজ তারা যা পায়, তা তাদের শৃঙ্খলিত এক ভারতবর্ষ হইতে। ভাবুন তো স্বাধীন মিত্র হিসাবে ভারতবর্ষ যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত তো কত পার্থক্য হইত। স্বাধীনতা যদি আসিতেই হয় তো নিশ্চয় আজই আসা উচিত। কারণ সে রাশিয়া ও চীনসহ মিত্রশক্তিবৃন্দের সাফল্যের জন্য সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবে। ব্রহ্ম-সড়ক আরেকবারের জন্য উন্মুক্ত হইবে আর রাশিয়াকে সত্যকার কার্যকরী সহায়তা করার পথ পরিষ্কার করিতে হইবে।

মালয়ে বা ব্রহ্মের মাটিতে ইংরেজরা শেষ ব্যক্তিটা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে নাই। পরিবর্তে তারা যাহা "সুনিপুণ প্রস্থান" বলিয়া অভিহিত তাহাই সাধন করে। কিন্তু আমি তাহা করিতে পারি না। কোথায় আমি যাইব, ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষকে কোথায় আমি লইয়া যাইব? স্বাধীনতার স্পর্শ ও অনুভূতি না পাওয়া পর্যন্ত এই জনসমবায় কীরূপে পৃথিবীর মুক্তির জন্য উদ্দীপিত হইবে? আজ তাদের মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব নাই। তাদের মধ্য হইতে উহা নিংড়াইয়া বাহির করা হইয়াছে। তাদের দৃষ্টিতে যদি দীপ্তি আনিতে হয়, স্বাধীনতাকে তবে কাল নয় আজই আসিতে হইবে। কংগ্রেস তাই অবশ্যই অংগীকার করিবে করেংগে ইয়া মরেংগে।

কেন আমি কংগ্রেসকে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের দাবী করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। উদ্ধৃতিগুলি আরো দেখায় যে অহিংস নীতি অর্থাৎ প্রতিশোধ বিহীন আত্ম-নিগ্রহ ও স্বার্থত্যাগই হইল আন্দোলনের সন্ধানী-প্রস্তর।

২৬। ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থান সত্ত্বেও ভারতে মিত্র বাহিনীর সংস্থাপনে আমার সম্মতির একটা পর্য্যপ্ত কৈফিয়ৎ অনুসন্ধান করিতে গ্রন্থকারের অসুবিধা হইয়াছে। খোলা মন থাকিলে তাঁর কোনো অসুবিধাই হইত না। আমার ব্যাখ্যা ওখানেই ছিল। সুস্পষ্ট বিপরীত প্রমাণ না থাকায় এর আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কোনো সুযোগই ছিল না। নিজের জন্য আমি তো কখনো সাধারণ অপেক্ষা অকাট্যতা বা বৃহত্তর বুদ্ধি দাবী করি নাই।

২৭। গ্রন্থকার বলেন যে রাজাজীর উথাপিত সমস্যা যথা বেসামরিক ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্যতীতই মিত্রবাহিনীর স্থিতিতে নামান্তরে "অতি নিকৃষ্টতম ধরণের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই পুনঃসংস্থাপন" হইবে, এর কোনো "সন্তোষজনক সমাধান মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক প্রকাশ্যে গোচরীভূত হয় নাই।" গ্রন্থকার তাই বলিতেছেন যে, "যে সমাধান তিনি (আমি) পছন্দ করিয়াছিলেন, তাহা গোপন থাকাই উচিত।" তারপর তিনি বলিতেছেন:

> "মিঃ গান্ধীর এই সমস্যার ব্যক্তিগত সমাধানের বিশদতা জল্পনার বিষয় হইয়া উঠিলেও উপরোক্ত পরিস্থিতির একটা সংগত ব্যাখ্যা সংগে সংগে মনে আসিয়া উদিত হয়; তাহা এই (যেটা পূর্বে সম্ভাব্য বলিয়া দেখানো হইয়াছে) যে, মিঃ গান্ধী তাঁর পরিকল্পনার এই সংশোধন স্বীকার করিয়াছিলেন প্রথমত আমেরিকার সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে দর চড়ানোর স্বরূপ দ্বিতীয়ত ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধবাদীদের শান্ত করিবার জন্য। কিন্তু তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে মতলব করিয়াছিলেন যাহাতে এই অনুমতি নিরর্থক হইত অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতেন যাহাতে হয় সৈন্যদলকে প্রস্থান করিতে বাধ্য করা হইত, নয়তো যদি তারা থাকিতই তবে তাদের অকার্যকর করিয়া দেওয়া হইত।"

এই অনুমানের বিশেষ বর্ণনা করা কঠিন। আমি ধরিয়া লইতেছি যে উক্ত-

গোপনতা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিকটও গোপন রাখার কথা ছিল। তা না হয় তো মিত্রশক্তি সংক্রান্ত প্রতারণা কার্যে তারাও আমার ষড়যন্ত্রের সংগী হইত। এই প্রতারণা হইতে নাকী বিস্ময়কর পরিণতি হইত। মনে করুন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে সমস্ত ক্ষমতা বর্জন করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ও মিত্রশক্তিবৃন্দের মধ্যে এক মীমাংসা-চুক্তির দ্বারা ভারতে তাদের সৈন্যদল স্থাপিত হইয়াছে। এই মনে করার সহিত আর একটা মনে করার কথা আসে যে মীমাংসা-চুক্তি হিংস অহিংস কোনোরূপ চাপ ছাড়াই শুধু ব্রিটিশের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি হইতেই সম্ভব হইয়াছে। আরো মনে করুন গোপন বিষয়টী এতকাল আমার মনের মধ্যে চাপা ছিল, হঠাৎ আমি তাহা স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে তথা পৃথিবীকে প্রকাশ করিয়া দিলাম আর তারা মীমাংসার সর্ত বিফল করার উদ্দেশ্যে আমার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে থাকিল, তাহা হইলে ফলটা কী হইবে? প্রভূত সমর শক্তি মিত্রশক্তির করায়ত্ত, তারা তখন আমার মাথাটা লইবে—সেটা কমপক্ষে—আর তাদের যুক্তিযুক্ত ক্রোধ স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের উপর পতিত হইয়া স্বাধীনতার অবসান ঘটাইবে, যে স্বাধীনতা সমর-শক্তি দ্বারা নয়, শুধু মাত্র যুক্তির বলে অর্জিত হইয়াছিল—আর ভারতের পক্ষে এই হৃত স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তি অসম্ভব করিয়া তুলিবে। এই ধরণের চিন্তারাজি আমি আর বেশী বহন করিব না। গ্রন্থকারের মন্তব্য সত্য হইলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিত যে আমরা ষড়যন্ত্রকারীরা সবাই দাসত্ব হইতে ভারতের মুক্তির কথা ভাবিতেছিলাম না, ভাবিতেছিলাম নিজেদের ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থের কথা।

২৮। রাজাজীর দর্শিত সমস্যার বিষয়, যেটার উপর গ্রন্থকার আমার 'গোপন অভিপ্রায়' অনুমান করিয়া চাপ দিয়াছেন, তাহা আরো প্রচণ্ডভাবে একজন সাংবাদিক আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিল। ১৯ শে জুলাই, ১৯৪২ এর হরিজনের ২৩২, ২৩৩ পৃষ্ঠায় আমি এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত

প্রবন্ধ প্রশ্নোত্তরে পূর্ণ, তার সহিত গ্রন্থকারের ইংগিত-মন্তব্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া আমি সেটা ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতিরেকেই পুনঃ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

প্রাসংগিক প্রশ্নাবলী

প্রঃ [১] "ভারতবর্ষ তার ভূমিতে বিদেশী সৈন্যদের থাকিতে দিয়া এখান হইতে যুদ্ধ চালাইতে দিলে একই জায়গায় যদি সশস্ত্র হিংসানীতির দ্বারা অহিংস কার্যকলাপ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে বা সশস্ত্র হিংসানীতির সহিত অহিংস কার্যকলাপ পাশাপাশি একত্র চলিতে না পারে, তাহা হইলে অহিংস ভাবে বাধা প্রদানের কোনো সম্ভাবনা থাকে কী ?

উঃ প্রথম প্রশ্নে যে ছিদ্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এর আগেও আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি। স্বাধীন ভারতের মিত্র বাহিনীকে সহ্য করার অর্থ জাতির সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি। সমগ্রভাবে জাতিকে কখনো কোনো সময়েই অহিংস বলিয়া দাবী করা হয় নাই। কোন্ অংশের করা হইয়াছে তাহা নির্ভুলভাবে বলা যায় না। আর ভারতবর্ষও সবলের অহিংস নীতি, যাহা পরাক্রান্ত আক্রমণ বাহিনী রোধ করিতে প্রয়োজন হইবে, প্রদর্শন করিতে পারে নাই। সেই শক্তির বিকাশ যদি করিতে পারিতাম, তবে বহু পূর্বেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিতাম, ভারতে কোনো সৈন্যদল থাকার প্রশ্নও উঠিত না। দাবীটার নূতনত্ব উপেক্ষা করা উচিত নয়। উহা গ্রেট ব্রিটেনের নিকট হইতে স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী নয়। কারণ এমন কোনো দল নাই যার নিকট ব্রিটেন এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে। যে ঐক্য শক্তির আকর, আমাদের তারই অভাব। দাবীটা তাই আমাদের প্রদর্শনীয় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ওটা ব্রিটেনের ন্যায়োচিত কাজের ফলাফল বহন করার জন্য যে দলের উপর দোষ দেওয়া হয়, তার শক্তির বিচার না করিয়াই ব্রিটেনকে ন্যায় সাধন করিবার দাবী। দখলটা অন্যায় মাত্র এই কারণের জন্য ব্রিটেন কী দখলীকৃত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্তকে পুনঃপ্রদান করিবে ? পুনঃ প্রাপ্ত সম্পত্তি অধিকারে রাখিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সক্ষম হইবে কীনা যাচাই করা তার কাজ নয়। অতএব এই কারণেই আমি এসম্পর্কে অরাজকতা কথাটা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই মহান নৈতিক কার্যের ফলে ব্রিটেন নিশ্চয়ই এমন এক নৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যাহাতে জয়লাভ নিশ্চিত হইবে। ভারতবর্ষ ব্যতীত ব্রিটেনের যুদ্ধ করার যুক্তি আছে কীনা এই প্রশ্নের বিবেচনা করার প্রয়োজন আমি দেখিনা। আমরা জানিতে চাই বাজি শুধু ভারতবর্ষই কী ; ব্রিটিশ সম্মানটা কী নয়। আমার দাবী তাই শক্তি হারাইলেও যৌক্তিকতা হারায় না।

অবস্থা এরূপ হওয়ায় আমার সাধুতা ও মর্যাদা ছিদ্রটী পূরণের ব্যবস্থা করিতে বলে। মিত্র-বাহিনীকে প্রস্থান করিতে বলার অর্থ যদি তাদের নিশ্চিত পরাজয় বুঝায়, তাহা হইলে আমার দাবী নিশ্চয়ই অসৎ বলিয়া স্থির হইবে। ঘটনার শক্তিই দাবীর জন্ম দিয়াছে ও তার সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে। তাই স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতে মিত্র বাহিনীর সংগ্রাম চালাইতে থাকা কালে আক্রমণের অহিংস প্রতিরোধের খুব সামান্যই সুযোগ থাকিবে যেমন আজ নাই। কারণ আজ সৈন্য দল আমাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ভোগ করিতেছে। আমার দাবীতে তারা জাতির সর্তমত চলিবে।

প্রঃ [২] ভারতের স্বাধীনতার রক্ষণ যদি অস্ত্রশক্তির উপর নির্ভরশীল হইতে দেওয়া হয়, বর্তমান অবস্থায় যেটা ব্রিটেন ও আমেরিকা কর্তৃক চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা হইলে যুদ্ধের স্থিতিকালে ভারতীয় জনগণ কী কোনো মতেই সত্যকার স্বাধীনতার অনুভূতি উপলব্ধি করিতে পারিবে?

উঃ ব্রিটেনের ঘোষণা সাধু হইলে আমি বুঝি না কেন সৈন্যদের উপস্থিতি কোনো ভাবেই সত্যকার স্বাধীনতার অনুভূতিকে আঘাত করিবে। বিগত সমরে ইংরাজ বাহিনী যখন ফরাসীভূমি হইতে সংগ্রাম চালাইতেছিল, ফরাসীরা কী তখন অন্যরূপ বোধ করিয়াছিল? কল্যকার প্রভু যখন আমার সমান হইয়া আমার বাড়ীতে আমার সর্তে বাস করে, তখন নিশ্চয়ই তার উপস্থিতি আমার স্বাধীনতা অপহৃত করিতে পারে না। বরঞ্চ তার যে উপস্থিতির আমি অনুমতি দিয়াছি, তাহা হইতে আমি লাভবান হইতে পারি।

প্রঃ [৩] ভারতের "রক্ষার" জন্য ইংগ-আমেরিকান সমর-যন্ত্রকে যদি সমর-কার্য চালাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে 'চুক্তি'র সর্ত যাহাই হউক না কেন, এই দেশের রক্ষাকার্যে ভারতীয়রা সামান্য ও অধীন ভূমিকা গ্রহণ ভিন্ন অন্য কিছু করিতে পারিবে কী?

উঃ আমার পরিকল্পনায় মধ্যে এই ধারণা করা আছে যে আমাদের রক্ষা বা আশ্রয়ের জন্য এই সব সৈন্যদের আমরা চাই না। তারা যদি এই সব তটভূমিগুলি ছাড়িয়া যায় তো আমরা যে কোনো উপায়ে সেগুলির ব্যবস্থা করিবার আশা করি। হয় তো অহিংসভাবে রক্ষা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিব। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তো মিত্রশক্তির প্রস্থানের পর জাপানীরা যদি দেখে তাদের কেহ চায় না, তাহা হইলে এদেশ অধিকার করার কোনো কারণ তারা না-ও দেখিতে পারে। স্বেচ্ছায়, সুশৃঙ্খলায় বা বাধ্যতামূলক অবস্থায় প্রস্থানের পরে কী ঘটিবে না ঘটিবে সবই অজানার বিষয়।

প্রঃ [৪] মনে করুন ব্রিটিশরা নৈতিক মনোভাবের বশে নয়, উপস্থিত সময়মত রাজ-

নৈতিক ও সামরিক সুবিধা লাভের জন্য "চুক্তি"তে সম্মত হইয়া ভারতে সামরিক বল রাখিতে ও বাড়াইতে পারিল এবং পরে তারা দখলকারীরূপেই থাকিতে চাহিল, তখন কীরূপে তাদের স্থানচ্যুত করা যাইবে ?

উঃ আমরা তাদের অর্থাৎ ব্রিটিশদের সাধুতায় বিশ্বাস করি। প্রশ্নটা তাদের স্থানচ্যুত করার নয়, সেটা তাদের অংগীকৃত কথা রক্ষার প্রশ্ন। তারা যদি বিশ্বাস ভংগ করে, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর জোর দিবার জন্য আমাদের যথেষ্ট হিংস বা অহিংস শক্তি রাখিতে হইবে।

প্রঃ [৫] সুভাষবাবু যদি জার্মানী ও জাপানের সহিত সন্ধি করেন এবং সন্ধিমত ভারতবর্ষকে "স্বাধীন" বলিয়া ঘোষণা করা হয় আর অক্ষ সৈন্য ব্রিটিশদের তাড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, তাহা কী পূর্ববর্তী প্রশ্নে স্বীকৃত পরিস্থিতির সহিত তুলনীয় নয় ?

উঃ দক্ষিণ আর উত্তর মেরুর মধ্যে যত পার্থক্য, কল্পিত বিষয়গুলির মধ্যেও অবশ্য তাই। আমার দাবী দখলকারী সংক্রান্ত ; দখলকারীদের উচ্ছেদ করিবার জন্যই সুভাষবাবু জার্মান সৈন্যদল লইয়া আসিবেন। ভারতকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিবার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই জার্মানীর। সেই হেতু সুভাষবাবুর কায ভারতবর্ষকে পাত্র হইতে আগুনে নিক্ষেপ করায় পর্যবসিত হইবে। পার্থক্যটা স্পষ্ট।

প্রঃ [৬] মওলানা সাহেবের সাম্প্রতিক উক্তিমত কংগ্রেস যদি 'রক্ষা বুঝিতে শুধু সশস্ত্র উপায়ে রক্ষাই মনে করে', তবে ভারতের পক্ষে সত্যকার স্বাধীনতার কোনো ভবিষ্যৎ আশা আছে কী ? কারণ দুর্ধর্ষ আক্রমণকে কাযকরী সশস্ত্র বাধা প্রদান করিতে ভারতবর্ষ কোনো "স্বনির্ভর" সংস্থান পায় নাই। সশস্ত্র রক্ষার কথাই যদি ভাবিতে হয়, তাহা হইলে শুধু একটা বিষয়ের কথাই বলি যে, ৪০০০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্রোপকূলবিশিষ্ট অথচ নৌবলহীন ও জাহাজনির্মাণ-শিল্প বিহীন ভারত স্বাধীন থাকিতে পারে কী ?

উঃ ইহা সুবিদিত যে মওলানা সাহেব আমার এই বিশ্বাস পোষণ করেন না যে, যে কোনো দেশ শস্ত্রবল ব্যতীতই আত্মরক্ষা করিতে পারে। অহিংসভাবেও দেশরক্ষা করা সম্ভব এই বিশ্বাসের উপর গ্রথিত আমার দাবী।

প্রঃ [৭] ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে "স্বাধীন" বলিয়া ঘোষণা করিলে ও আজ চীনকে সে কোন্ বাস্তব সাহায্য করিতে পারিত ?

উঃ বর্তমানে ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির অভিলাষমত উদাসীন ও কৃপণমিশ্রিত সাহায্য

প্রদান করিতেছে। স্বাধীন ভারত চীনের প্রয়োজন অনুযায়ী লোকবল ও উপকরণাদি প্রেরণ করিতে পারে। এশিয়ার অংশ হওয়ার দরুন চীনের সহিত ভারতের আত্মীয় সম্পর্ক রহিয়াছে, উহা মিত্রশক্তিরা অধিকার বা শোষণ করিতে পারিবেন না। কে জানে স্বাধীন ভারতবর্ষ চীনের সম্পর্কে জাপানকে ন্যায়োচিত কাজ করিবার প্রবোচনা দিবার কাজে সফল হইবে না ?

গ্রন্থকার কেন উদাহরণস্বরূপ ২ ও ৪ এর জবাবের কৈফিয়ৎ, যাহা তাঁর সম্মুখে ছিলই, উপেক্ষা করিয়াছেন ? আমার কৈফিয়তে এই অর্থ ই ছিল যে মিত্রশক্তির পালনীয় চুক্তির সর্তগুলি তাঁরা বিশ্বস্তভাবে মানিয়া চলিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতামই, যেমন আমি তাঁদের স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে চুক্তি মানার কথা বিশ্বাস করিতে প্রত্যাশা করিতাম। ব্রিটিশদের প্রস্থান যখনই সংঘটিত হইবে তখনই এমন একটা সম্মানীয় ভাব আসিয়া যাইবে যে তার পরে দুপক্ষের প্রত্যেকের প্রতিটী কাজই মহত্তম শুভেচ্ছা ও সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সহিত সম্পূর্ণ হইবে। উত্থাপিত সমস্যার এই সমাধানটী সম্পূর্ণ বোধগম্য ও সন্তোষজনক বলিয়াই আমার ধারণা।

২৯। গোপনতা সম্পর্কে বলি। ৮ই আগষ্ট নি-ভা-ক-ক'র সভায় হিন্দুস্থানী বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম :

> কিছুই গোপনভাবে করা হইবে না। ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ সংগ্রামে গোপনতা পাপ। স্বাধীন ব্যক্তি গোপন আন্দোলনে জড়িত থাকিবে না। ইহা সম্ভব যে আমার বিপরীত মর্মে উপদেশ সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভ করিলে আপনারা নিজেদের মধ্যেই একটা করিয়া গুপ্তচর লাভ করিবেন। কিন্তু এই বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রকাশ্যে কাজ করিতে হইবে এবং পলায়ন না করিয়া গুলির আঘাত বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধরণের সংগ্রামে সমস্ত গোপনতাই পাপ, অতি নিয়মনিষ্ঠভাবে তাহা অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে।
>
> [পরিশিষ্ট ১ (ই) দ্রষ্টব্য]

যে ব্যক্তি গোপনতা পাপ বলিয়া বর্জন করিয়াছে, তাকে সেই অপরাধে অপরাধী করা, বিশেষ করিয়া যখন সেই অভিযোগের কোনো প্রমাণ নাই, কিছুটা কঠোর।

৩০। গ্রন্থকার বলিয়া যাইতেছেন :

"…… আর এটাও সমার্থবোধক নয় যে, যে সময় মিঃ গান্ধী হরিজনে তাঁর 'ভারত ছাড়' বিষয়ের বিকাশ সাধন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি যে কোনো প্রকারেরই 'পোড়ো মাটির' নীতির নিন্দাবাদ করিতেছিলেন। (সম্পত্তি, বিরাট শিল্প সম্পত্তি শত্রুর হাতে যেগুলি তুলিয়া না দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে, সেগুলির জন্য [লক্ষ্য করিবার বিষয়] মিঃ গান্ধীর উদ্বেগ-অস্বস্তির সহিত জাপানীদের নিকট তাঁর অহিংস প্রতিরোধ প্রদানের কাজে অগণ্য সংখ্যক ভারতীয় বলি দিবার তৎপরতার কী অদ্ভুত অমিল। সম্পত্তি নিশ্চয়ই রক্ষা করা হইবে ; হয়তো একথা জিজ্ঞাসা করাও বৈধ : কার জন্য ?)"

'সমার্থবোধক নয়' কথাটা অমূলক ধারণা, ওর কোনো প্রমাণ নাই। বন্ধনী-শোভার মধ্যে এই ধারণার ইংগিত করা আছে যে আমি জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির অপেক্ষা অর্থবান ব্যক্তিদের সম্পত্তি সম্বন্ধে বেশী উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার কাছে উহা সত্যের স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি। নিম্নের উদ্ধৃতাংশ হইতে ঠিক বিপরীতটাই প্রকাশ পাইবে :

'যুদ্ধ প্রতিরোধক হিসাবে আমার জবাব শুধুমাত্র একটাই হইতে পারে। আক্রমণ বা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন ও সম্পত্তি নাশের মধ্যে আমি কোনো বীরত্ব বা ত্যাগ দেখিতে পাই না। বরঞ্চ যদি আমাকে করিতেই হয়, তবে আমি আমার শস্য ও সম্পত্তি-ভিটা শত্রুদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়াই দিব, তাদের ব্যবহার না করিতে দেওয়ার জন্য নষ্ট করিব না। শস্য ও সম্পত্তি ওইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে যুক্তি, ত্যাগ ও এমন কী বীরত্বও আছে, যদি তা ভয়ের পরিবর্তে কাহাকেও নিজে শত্রু বলিতে অস্বীকার করার দরুন অর্থাৎ মানবতার মনোবৃত্তির জন্য হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে বাস্তব ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। রাশিয়ার জনগণের যেরূপ জাতীয় চেতনা আছে, ভারতের জনগণের সেরূপ নাই। ভারত যুদ্ধ করিতেছে না। তার বিজেতারা করিতেছে।"

[হরিজন, ২২শে মার্চ, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ৮৮]

* * * * *

'আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আমার ভাই যাহাতে ব্যবহার না করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে আমার পক্ষে কূপের জল বিষাক্ত করিয়া দেওয়ার মধ্যে কোনোরূপ বীরত্ব নাই। আমাদের

বুঝা উচিত যে আমি তার সহিত নৈতিক ভাবে যুদ্ধ করিতেছি। ওর মধ্যে কোনো ত্যাগ নাই, কারণ উহা আমাকে পবিত্র করিতে পারে না; ত্যাগের আসল অর্থই পবিত্রতাদ্যোতক। এরূপ ধ্বংস কাজের সহিত নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভংগ করার তুলনা করা চলে। পুরাণো যুগের যোদ্ধাদের ছিল সুস্থ সমর-নীতি। তাদের অন্যান্য নিষিদ্ধের মধ্যে ছিল কূপ বিষাক্তকরণ ও খাদ্যশস্য নষ্ট করা। আমি বলি যে আমার কূপ, শস্য ও সম্পত্তি অক্ষত অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে বীরত্ব ও ত্যাগ আছে; বীরত্ব এইজন্য যে আমার খাদ্যে উদরপূর্তি করিয়া শত্রু আমারই পশ্চাদ্ধাবন করিবে জানিয়াও সুচিন্তিতভাবে সেই বিপদ লইতেছি; আর ত্যাগ এইজন্য যে শত্রুকে কোনো বস্তু ছাড়িয়া দেওয়ার মনোবৃত্তি আমাকে পবিত্র ও মহান করে।

"আমার প্রশ্নকারী 'যদি আমাকে করিতেই হয়' এই সর্তজনক ভাবাংশটী উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন কতকগুলি বিষয়ের অবস্থা আমি ভাবিয়াছি, যার জন্য আমি এখনই মরিতে প্রস্তুত নই; সেই হেতু, অন্যভাবে ও আরো ভালোভাবে প্রতিরোধ প্রদানের আশায় শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদপসরণ করিতে চাই। এখানে বিবেচ্য বিষয় প্রতিরোধ নয়, খাদ্যশস্য ও ওইরূপ বস্তুর অ-বিনাশ। হিংস বা অহিংস যে কোনো প্রতিরোধের কথাই উত্তমরূপে চিন্তা করিতে হইবে। চিন্তাহীন প্রতিরোধ সামরিক শাস্ত্রে স্পর্ধা বলিয়া বিবেচিত হইবে, অহিংসার ভাষায় ওর নাম হিংসা বা মূর্খতা। পশ্চাদপসরণ বহু সময় প্রতিরোধের পরিকল্পনা হইয়া দাঁড়ায়, হয়তো তাহা মহাবীরত্ব ও ত্যাগের পূর্বলক্ষণ হইয়া উঠে। সব পশ্চাদপসরণই মৃত্যুভয়ঘটিত কাপুরুষতা নয়। আক্রামক কোনো সাহসীকে তার সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিলে সাহসী লোক হিংস বা অহিংসভাবে তাকে বাধা দিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করিতে পারে। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তায় যদি পশ্চাদপসরণ প্রয়োজন মনে হয়, তা হইলেও সে কম সাহসী নয়।"

(হরিজন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১০৯)

উদ্বেগটা শুধু দরিদ্রদের সম্পত্তির জন্যই হইয়াছে। শিল্প-সম্পত্তির কোনো উল্লেখই নাই। এই সকল সম্পত্তি নষ্ট না করিবার জন্য আমি আমার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, এখনো তাহা আমি সম্পূর্ণ সঠিক বলিয়া মনে করি। আমার কাছের হরিজনের সংখ্যাগুলির মধ্যে শুধু একটী মাত্র শিল্প-সম্পত্তি সংক্রান্ত উক্তি দেখিয়াছি। তাহা এই:

"মনে করুন গম-চূর্ণকরণ বা তৈল বীজ পেষণের কারখানা আছে। ওগুলি আমি ধ্বংস

করিব না। কিন্তু সমরোপকরণের কারখানাগুলি, নিশ্চয় ;…যন্ত্রের কারখানাগুলিও ধ্বংস করিব না, এসবের ধ্বংসে আমি বাধাই দিব।"

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৭)

কারণটা স্পষ্ট। এখানে উদ্বেগটা মালিকদের জন্য নয়, জনসাধারণের জন্য, যারা কলজাত ও কারখানায় উৎপন্ন বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহাও স্মরণে রাখা উচিত যে আমি বরাবরই উটজশিল্পের স্বার্থে স্বাভাবিক সময়ে উভয় প্রকার কারখানার বিরুদ্ধে লিখিয়াছি, এমন কী বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছি। যে হস্তশিল্পের কাজে কোটি কোটি মানুষ নিয়োজিত হইতে পারে, তাহা পছন্দ করাই আমার নীতি। আর ওই কারখানাগুলিতে মাত্র কয়েক সহস্র বা বড় জোর কয়েক লক্ষ লোক নিয়োজিত হইতে পারে।

৩১। এলাহাবাদে প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবের শেষের আগের প্যারাগ্রাফের শেষ বাক্যটা লক্ষ্য করুন : "জনগণের অধিকারভুক্ত বা জনগণের কাজে লাগে এমন বস্তুর বিনাশ কখনো কংগ্রেসের নীতি হইতে পারে না।" ইহা সত্ত্বেও গ্রন্থকার কীরূপে সত্য বিকৃত করিতে পারিলেন তাহা দুর্জ্ঞেয়।

৩২। যে প্যারাগ্রাফ হইতে গ্রন্থকারের বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই প্যারাগ্রাফেই দেখিতেছি :

"অবশ্য আমাদের কাছে তাঁর এই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে অহিংস কার্যকলাপে জাপানীরা কোণঠাসা হইবে এমন ভরসা তিনি দিতে পারেন না ; এরূপ আশাকে তিনি 'অনিশ্চিত অনুমান' বলিয়া উল্লেখ করেন।"

এই উক্তিটা এমনভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যেন ভারতবর্ষ যাহাতে মিত্রজাতিবৃন্দ ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হইতে পারে এজন্য আমি "তাদের (জাপানীদের) দাবী মানিয়া লইতে" প্রস্তুত ছিলাম। কোথা হইতে কথাটা তুলিয়া আনা হইয়াছে বলিতেছি। একজন সাংবাদিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিম্নোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আমি ৫ই জুলাই, ১৯৪২এর "ভ্রমাত্মক যুক্তি" নাম দিয়া এক প্রবন্ধ লিখি :

প্রঃ। ‘‘অহিংসার দিক হইতে আপনি মিত্র বাহিনীকে ভারতবর্ষে থাকিতে দেওয়া অতীব প্রয়োজন বিবেচনা করেন। আপনি বলেনও যে, যেহেতু জাপানীদের ভারতাধিকার নিবারণ করিবার উপযোগী কোনো বুদ্ধিশীল অহিংস পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না, সেই হেতু মিত্রশক্তিবৃন্দকে দূরে নিক্ষেপও করিতে পারেন না। কিন্তু আপনার পরিচালিত অহিংস শক্তি ইংরাজদের প্রস্থান করিতে বাধ্য করার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, জাপানী অধিকারকে নিবারণ করিতে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে করেন না? আর নিজের ভূমিতে দুটী বিদেশী উন্মত্ত ষণ্ডকে মরণাত্মক যুদ্ধ চালাইতে দিয়া, [illegible], স্বগৃহ ও স্বীয় সমস্ত কিছুই যাহাতে না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা দেখা অতীব প্রয়োজন বিবেচনা করা কী অহিংস প্রতিরোধকের কর্তব্য নয়?”

এর জবাবে আমি বলিয়াছিলাম :

উঃ। “এই প্রশ্নে স্পষ্টতই এক ভ্রমাত্মকযুক্তির অবতারণা রহিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশরা আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় পেশীর উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে; সেই ব্রিটিশদের মনে যে বিশ্বাস ভারতীয়দের মনেই খুব স্পষ্ট ছাপ দিতে পারে নাই, তাহা সহসা প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি না। অহিংস শক্তি হিংসার মত একই পন্থায় কাজ করিবে না। ভারতভূমির উপর মিত্রবাহিনীকে, যুদ্ধ করিতে না দেওয়ায় বিরক্তি আরো বাড়িবে, ইতিপূর্বেই আমার প্রস্তাবে তাহা দেখা দিয়াছে। প্রথমটা অনিবার্য, দ্বিতীয়টা অনিশ্চিত।

আবার, প্রস্থান যদি সংঘটিত হয়ই তবে তাহা শুধু মাত্র অহিংস চাপের ফলে হইবে না। আর পুরাতন দখলকারীকে, প্রভাবিত করিবার পক্ষে যাহা যথেষ্ট, তাহা আক্রামককে দূরে রাখিতে যেটা প্রয়োজন তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। অতএব ব্রিটিশশাসকদের প্রভুত্ব আমরা কর প্রদানে অস্বীকৃতি ও বহুবিধ উপায়ে অগ্রাহ্য করিতে পারি। জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে এগুলি কিন্তু প্রযুক্ত হইতে পারে না। জাপানীদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত থাকিলেও, অহিংস প্রচেষ্টার দ্বারা জাপানীদের তাড়াইয়া দিতে সফল হইব শুধুমাত্র এই অনিশ্চিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ব্রিটিশদের তাদের সুবিধাজনক অবস্থা ছাড়িয়া দিতে বলিতে পারি না।

সর্বশেষে, আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে রক্ষা করিব। আমাদের অহিংসানীতি ব্রিটিশদের উপর এমন চাপ দিতে দিবে না, যে চাপে তারা ভাঙিয়া যাইবে। ঐ কাজ করিলে আমাদের গত বাইশ বৎসরের সমস্ত ইতিহাস অস্বীকার করা হইবে।”

(হরিজন, ৫ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১০)

আমার পরিচালিত কর্মপন্থার অহিংস শক্তি ইংরাজদের প্রস্থান করিতে বাধ্য করার পক্ষে যথেষ্ট হইলে তাহা জাপানী অধিকারকেও নিবাবিত করাব পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে, এবং সেইজন্যই ব্রিটিশ শক্তির ভাবত হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া উচিত, এই মূল সিদ্ধান্ত হইতে সরিয়া আসা আমার উচিত নয় এই উল্লিখিত অনুমানটী আমাব সাংবাদিকটীর। ব্রিটিশ সৈন্যের অবাস্থাত নিবারণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এরূপ অনুমানের অসম্ভবতা আমি দেখাইয়াছি। অহিংস শক্তিতে আমার বিশ্বাস অপরিবর্তনশীল, কিন্তু ব্রিটিশরা জাপানী বিভীষিকার সহিত বুঝিতে ভারতবর্ষকে যদি প্রয়োজন মনে করিয়া ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে চায়, তবে তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি অহিংস শক্তি ব্রিটিশের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পাবি না।

৩৩। জাপানীদেব প্রতি আমার আবেদন হইতে নিম্নলিখিতটী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার তাঁর অনুমান দৃঢ় কবিবার প্রয়াস পাইয়াছেন :

“আর সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিতরূপে প্রতিরোধ করিবার অতুলনীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রহিয়াছি। ওই সাম্রাজ্যবাদকে আমরা আপনাদের (জাপানীদের) সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসীবাদের অপেক্ষা কিছু কম ঘৃণা করি না।”

. এর পরের বাক্যগুলি গ্রন্থকার নিজের সুবিধায় বাদ দিয়াছেন। এইগুলিতে তাঁর অনুমান দৃঢ় হইবার পরিবর্তে মোটের উপর অসমর্থিত বলিয়া প্রকাশ পাইবে। বাক্যগুলি এই :

“আমাদের ইহাকে (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে) প্রতিরোধের অর্থ ব্রিটিশ জনগনের অনিষ্ট নয়। আমরা উহাদের রূপান্তরিত করিতে চাই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের হইল নিরস্ত্র বিদ্রোহ। দেশের একটী প্রধান দল বিদেশী শাসকদের সহিত মারাত্মক অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ বিবাদে লিপ্ত।

“কিন্তু এই ক্ষেত্রে তারা বিদেশী শক্তিগুলির নিকট হইতে সহায়তার প্রয়োজনবোধ করে না। আমি জানি আপনাদের গভীরভাবে ভুল বুঝানো হইয়াছে যে যখন আপনাদের ভারতাক্রমণ অত্যাসন্ন, তখন মিত্রশক্তিবৃন্দকে বিপন্ন করিবার জন্য এই বিশেষ মুহূর্তটা আমরা নির্বাচিত করিয়াছি। ব্রিটিশের অসুবিধাকে যদি আমরা আমাদের সুযোগে পরিণত করিতে চাহিতাম,

তাহা হইলে প্রায় তিন বছর পূর্বে যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখনই চাহিতাম। ভারত হইতে ব্রিটিশ-শক্তির প্রস্থানের দাবীকে কোনোমতে ভুল বোঝা উচিত নয়। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের তথাকথিত উদ্বেগ যদি আমাদের বিশ্বাস করিতেই হয় তবে ব্রিটেন কর্তৃক ওই স্বাধীনতার স্বীকৃতির পর আপনাদের ভারতাক্রমণের কোনো ওজুহাতই থাকে না। অধিকন্তু চীনের বিরুদ্ধে আপনাদের নির্মম আক্রমণ প্রচারিত ঘোষণাকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া তুলে।

"ভারত হইতে আপনারা স্বেচ্ছিক অভ্যর্থনা লাভ করিবেন, এই বিশ্বাস যদি আপনাদের থাকে তবে সে বিশ্বাস অতি শোচনীয়ভাবেই ভাঙিবে, এ বিষয়ে কোনোরূপ ভুল না করিবার জন্য আপনাদের অনুরোধ করি। ব্রিটিশের প্রস্থান-আন্দোলনের লক্ষ্য হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জার্মান নাৎসীবাদ অথবা আপনাদের দৃষ্টান্ত যে কোনো নামেরই সমরবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দুরাকাঙ্ক্ষা রোধের উদ্দেশ্যে ভারতকে স্বাধীন করিয়া প্রস্তুত করিয়া তোলা। তাহা যদি না করা যায়, তবে শুধু অহিংসার মধ্যেই সমরবাদী স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষার বিলয় আছে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও আমাদের সারা পৃথিবীর সমরসজ্জার হীন দর্শক হইতে হইবে। যে চক্রশক্তির সমবায় হিংসাকে ধর্মের পর্যায়ে আনিয়া তুলিয়াছে, আমার ব্যক্তিগত আশংকা মিত্রশক্তিবৃন্দ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা ব্যতিরেকে তাদের পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে না। আপনাদের যুদ্ধের নির্মমতা ও নিপুণতার দিক হইতে মিত্রশক্তিবৃন্দ আপনাদের পিছনে ফেলিতে না পারিলে তারা আপনাদের ও আপনাদের অংশীদারদের পরাভূত করিতে পারিবে না। কিন্তু তারা ওর নকল করিতে থাকিলে তাদের গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করার ঘোষণা নিরর্থক হইয়া রহিবে। আমার মনে হয় আপনাদের নির্মমতার অনুকরণ ছাড়িয়া দিয়া এখনই ভারতের স্বাধীনতাকে ঘোষণা ও স্বীকার করিলে এবং বিষণ্ণ ভারতের বাধ্যতামূলক সহযোগিতাকে স্বাধীন ভারতের স্বেচ্ছিক সহযোগিতায় রূপান্তরিত করিতে পারিলে তারা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে।

'ব্রিটেন ও মিত্রশক্তিবৃন্দের নিকট আমরা ন্যায়ের নামে, তাদের ঘোষণার প্রমাণ স্বরূপ ও তাদেরই স্বীয় স্বার্থে আবেদন করিয়াছি। আপনাদের কাছে আমি আবেদন জানাই মানবতার নামে। আমার অদ্ভুত লাগে, নির্মম যুদ্ধ ব্যাপার কারুরই একচেটিয়ানয় এইটা আপনারা দেখেন না। যদি মিত্রশক্তি না হয় তবে অন্য কেহ আপনাদের পদ্ধতিতে উন্নততর হইয়া আপনাদের অস্ত্র দিয়াই আপনাদের নিশ্চিত পরাজয় করিবে। জয়লাভ যদি করেনও, তবু আপনাদের জনসাধারণ গর্ব করিতে পারে এমন কোনো দান আপনারা রাখিয়া যাইতে

পারিবেন না। নিষ্ঠুর কাজ নৈপুণ্যের সহিত সাধিত হইলেও তাহাতে তারা গর্ব করিতে পারিবে না।

"জয়লাভ করিলেও প্রমাণ হইবে না যে আপনারাই ঠিক পথে ছিলেন ; শুধু প্রমাণ হইবে আপনাদের ধ্বংসের শক্তি ছিল বৃহত্তর। একথা স্পষ্টত মিত্রশক্তিবৃন্দের প্রতিও প্রযুজ্য, যদি না তারা এশিয়া ও আফ্রিকার অপর সমস্ত পরাধীন জনগণকে স্বাধীন করিবার আন্তরিকতা ও প্রতিশ্রুতি স্বরূপ এই মুহূর্তেই ভারতকে মুক্তি দিবার যথার্থ ন্যায়োচিত কাজ সম্পন্ন করে।

"ব্রিটেনের প্রতি আমাদের আবেদনের সহিত যুক্ত রহিয়াছে ভারতে মিত্র সৈন্য থাকিতে দেওয়ার স্বাধীন ভারতের ইচ্ছার প্রস্তাব। আমরা যে কোনো মতেই মিত্রশক্তির কারণের ক্ষতি করিতে চাই না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ও ব্রিটেনের ছাড়িয়া আসা দেশে আপনাদের অবতরণ করিতেই হইবে এই ভুল বিশ্বাসে আপনাদের চালিত হওয়া হইতে নিবারণ কবিবারজন্য প্রস্তাবটী বচিত হইয়াছে। ঐরূপ বিশ্বাস যদি আপনারা পোষণ করেন ও কার্যে পরিণত করিতে চান, তাহা হইলে, পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক, আমাদের দেশের সম্ভাব্য সকলসংহত শক্তি দিয়া আপনাদের প্রতিরোধ করিতে আমরা বিফল হইব না। আমি আপনাদের কাছে এই আশায় আবেদন করিতেছি যে আমাদের আন্দোলন হয়তো আপনাদের ও আপনাদের অংশীদারদের ঠিক পথে প্রভাবিত করিবে এবং যে নীতির অবসান. আপনাদের নৈতিক ধ্বংসে ও মানুষের অবনতিতে, তাহা হইতে আপনাদের ও তাদের সরাইয়া দি।

"আমার আবেদনেব প্রত্যুত্তরে আপনাদের নিকট হইতে সাড়া পাওয়ার আশা ব্রিটেনের নিকট হইতে পাওয়ার আশার চেয়ে অনেক কম। আমি জানি ব্রিটিশজাতি ন্যায়বিচারবোধ-বিহীন নয় এবং তারা আমায় জানে। আপনারা বিচার করিতে যথেষ্ট সক্ষম কী না আমি জানি না। আমি পড়িয়া জানিয়াছি যে আপনারা তরবারি ভিন্ন অন্য কোনো আবেদনে কর্ণপাত করেন না। আপনারা অতি নিষ্ঠুরভাবে মিথ্যা-বর্ণিত হইয়াছেন এবং আমার ইচ্ছা হয় যে আপনাদের হৃদয়ের উপযুক্ত তন্ত্রীতে স্পর্শ করি ! মানবপ্রকৃতির সাড়া দেওয়ার প্রবৃত্তির উপর আমার অনির্বাণ বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসের শক্তিতেই আমি ভারতের আসন্ন আন্দোলনের কথা চিন্তা করিয়াছি, সেই বিশ্বাসই আপনাদের নিকট এই আবেদনকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।"

(হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৪৩)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি :তুলিয়া দিবার কারণ এটা গ্রন্থকারের ইংগিতের পুরা জবাব। ইহা বিগত ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে বিবেচিত

আন্দোলনের সম্পর্কে আমার সমগ্র মনোভাবের উন্মুক্ত দ্বার। কিন্তু গ্রন্থকারের তূণে বহু তীর আছে। কারণ "তাদের (জাপানীদের) দাবীগুলি মানিয়া লইতে" আমি প্রস্তুত ছিলাম, তাঁর এই অনুমানের সমর্থনে তিনি বলিতেছেন :

"শুধু একটা প্রবল আবেগের বশে তিনি (আমি) এরূপ আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিতেন। এই আবেগ হইল, এবিষয়ে খুব অল্পই সন্দেহ আছে, ভারতবর্ষকে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে সরাইয়া রাখিবার ইচ্ছা।"

ভাষান্তরে, ব্রিটিশ শাসনের সহিত জাপানী শাসন বিনিময় করিতাম। আমার অহিংসা অতি কঠিনতর বস্তু দিয়া গঠিত। যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিভীষিকারও বিভীষিকা তার অবসানের জন্য আমি যুদ্ধের সর্ব বিভীষিকার সম্মুখীন হইতাম, হরিজনে এই মর্মে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার সম্ভব লেখার আলোকেও এইরূপ আবেগ দেখিতে পাওয়া শুধু ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুতেই সম্ভব। আমি এই প্রভুত্বে অধীর, কারণ আমি সর্বপ্রকার প্রভুত্বেই অধৈর্যশীল। আমি শুধুমাত্র একটা "প্রবল আবেগের বশ"—সেটা ভারতের স্বাধীনতা। এটা গ্রন্থকার যে যুক্তিতে আমাকে অযৌক্তিক আবেগের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছেন, সেই যুক্তিতেই স্বীকার করিয়াছেন। এইভাবে নিজের মুখেই নিজেকে তিনি দোষী করিয়াছেন।

৩৪। অভিযোগপত্রের ১৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন :

"পরিশেষে ওয়ার্কিং কমিটির গত ১৪ই জুলাইয়ের প্রস্তাব পাশ করিবার পর ওয়ার্ধায় সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ গান্ধী কর্তৃক উচ্চারিত বিখ্যাত কথাগুলি রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় সেই প্রাথমিক পরিস্থিতিতেও তিনি চরম আন্দোলনের জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন :

"প্রস্তাবে প্রস্থান বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই। আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ।"

"মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফ্‌তার করিয়া সংকট বাড়াইয়া দিবার জন্য যারা গভর্ণমেণ্টকে এপর্যন্ত অভিযুক্ত করিয়াছেন ও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আলাপ-আলোচনার জন্য মিঃ গান্ধীর বোম্বাই বক্তৃতায় উল্লিখিত অনুগ্রহকালের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, তাদের নিকট

জবাব মিঃ গান্ধীর একমাস আগেকার উক্তি ঃ "প্রস্থান বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই।" অধিকন্তু কংগ্রেসের দাবীগুলি গৃহীত না হইলে ওয়ার্ধা প্রস্তাব গণ-আন্দোলনের **ভয় দেখাইয়াছিল**। বোম্বাই প্রস্তাব আরেকটু অগ্রসর হইয়াছিল। যেটুকু বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা, সেটুকুও বিলম্ব হইলে উহা আন্দোলনের ভয় দেখায় নাই। উহা আন্দোলন **অনুমোদন করিয়াছিল**, আর যদি কোনো বিলম্ব বিবেচিত হইয়াছিল, তবে যাহা সব বলা হইয়াছে তার আলোকে ইহা কী বিশ্বাস করিবার অন্তত ভালো যুক্তিও নাই যে উহার (বিলম্ব) সুযোগ লওয়ার কথা ছিল আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে নয়, ইতিপূর্বেই যে পরিকল্পনার ভার দেওয়া হইয়াছিল রচয়িতাদের উপর ও যেটা এখনো কাযে পরিণত হইবার পক্ষে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, তাহাতে সমাপ্তি স্পর্শ দিবার উদ্দেশ্যে?"

আমি অবিলম্বেই দেখাইব যে আমার প্রতি আরোপিত "বিখ্যাত কথাগুলি" অংশত বিকৃতি ও অংশত অনুচিত প্রক্ষেপন; ১৯শে জুলাই ১৯৪২এর হরিজনে প্রকাশিত ওয়ার্ধা সাক্ষাতকারের নির্ভরযোগ্য বিবরণীতে উহা পাওয়া যায় না। ওয়ার্ধা সাক্ষাতকারের অংশটা আমাকে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতে দেওয়া হউক, তাহাতে উদ্ধৃতির যে অংশটা বিকৃত বলিয়া দাবী করি, তাহা নির্ভূলরূপে প্রকাশিত আছে :

"আপনি কী আশা করেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আলাপ-আলোচনা শুরু করিবে?"

"হয়তো করিবে, কিন্তু জানি না কাদের সহিত করিবে। কারণ এটা এক দল বা আরেক দলকে তুষ্ট করিবার প্রশ্ন নয়। কারণ কোনো দল বিশেষের ইচ্ছার নিকট উল্লেখ ব্যতীতই ব্রিটিশ শক্তির বিনা সর্তে প্রস্থানই আমাদের দাবী। দাবীটা তাই তার স্থায্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য ইহাও সম্ভব যে ব্রিটিশরা প্রস্থানের জন্য আলোচনা চালাইতে পারে। তাহা করিলে সেটা তাদের সুনামের বর্ধক হইবে। তখন এটা প্রস্থানের ব্যাপার থাকিবে না। দেরী হইলেও ব্রিটিশরা যদি বিভিন্ন দলের সহিত উল্লেখ ব্যতিরেকেই ভারতের স্বাধীনতা স্বীকারের বুদ্ধিটা উপলব্ধি করে, তাহা হইলে সবই সম্ভব। কিন্তু যে বিষয়ে আমি জোর দিতে চাই তাহা এই : যথা **প্রস্থানের প্রস্তাবে আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই**। হয় তারা স্বাধীনতা স্বীকার করুক না হয় না করুক। সেই স্বীকার করার পরে অনেক কিছুই ঘটিতে পারে। কারণ সেই একটা কাজের দ্বারাই ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা সমগ্র দেশের প্রতিচ্ছবি বদলাইয়া দিতে ও জনগণের যে আশা সংখ্যাতীত ভাবে বার বার ব্যর্থ

হইয়াছে তাহা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন। অতএব ব্রিটিশ জনগণের স্বপক্ষে যখনই ঐ মহৎ কার্য সাধিত হইবে, তখনই উহা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ইতিহাসে লাল তারিখের দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর, যাহা আমি বলিয়াছি, যুদ্ধের ব্যাপারেও এর গভীর প্রভাব পড়িবে।"

(বড় হরফ আমার) (হরিজন, জুলাই ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৩৩)

অভিযোগপত্রের অনুরূপ উদ্ধৃতিটী আমি নীচে বড় হরফে দিতেছি :

"প্রস্তাবে প্রস্থান বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই।"

যে প্রসংগ হইতে এটি ছিন্ন ও বিকৃত করা হইয়াছে, তার মধ্যে ইহা সম্পূর্ণভাবে অবান্তর। "আপনি কী আশা করেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আলাপ-আলোচনা শুরু করিবে?" এই প্রশ্নের আমি জবাব দিতেছিলাম। প্রশ্নটীর জবাব স্বরূপ হরিজনের প্রকাশানুযায়ী "প্রস্থানের প্রস্তাবে আলাপ-আলোচনাব কোনো স্থানই বাকী নাই" বাক্যটী সম্পূর্ণভাবেই বোধগম্য এবং পূর্বগামী ও পরবর্তী বাক্যগুলির সহিত এক ভাববিশিষ্ট।

৩৫। বিকৃত বাক্যটীর সহিত আরো দুটীকে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি এই : "আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ।" দাগ দেওয়া গ্রন্থকারের। হরিজনে প্রকাশিত সাক্ষাতকারের বিবরণীর মধ্যে বাক্য দুটীকে কোথাও পাওয়া যাইবে না। "আরেক বার সুযোগ দিবার কোনো প্রশ্ন নাই" কথাটী আমার জবাবের মধ্যে প্রকাশিত. তাদের নিকট আমার যাওয়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা বিষয়ক প্যারাগ্রাফে কোনো স্থান লাভ করিতে পারে না। "প্রকাশ্য বিদ্রোহ" সম্বন্ধে : কথাটী আমি অহিংস বিশেষণ সহ দ্বিতীয় গোলটেবল বৈঠকেও ব্যবহার করিয়াছিলাম। কিন্তু সাক্ষাতকারের মধ্যে কোথায়ও ইহা নাই।

৩৬। বাক্য দুটী কীরূপে গ্রন্থকারের উদ্ধৃতির মধ্যে প্রবেশ করিল তাহা জানিতে আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত করিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে ২৬শে জুন যখন এই জবাব টাইপ করা হইতেছিল, তখন হিন্দুস্থান টাইমসের ফাইল

আসিল। শ্রীপিয়ারীলাল ওটা চাহিয়াছিলেন। এর ১৫ই জুলাই ১৯৪২য়ের সংখ্যায় নিম্নোক্ত বার্তাটা আছে :

ওয়ার্ধাগঞ্জ, জুলাই ১৪

"প্রস্তাবে প্রস্থানের বা আলাপ-আলোচনার কোনো স্থানই বাকী নাই ; হয় তারা ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করুক না হয় না করুক," সেবাগ্রামে সাংবাদিকদের সাক্ষাতকারকালে কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিবার সময় মহাত্মা গান্ধী এই উক্তি করেন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে তিনি যাহা চাহিতেছেন তাহা কাগজে কলমে নয়, একেবারে বাস্তবভাবে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার।

তাঁর আন্দোলন সম্মিলিত জাতিবৃন্দের সমর প্রচেষ্টায় বাধা দিবে না কীনা এবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন : "শুধু চীনের সহায়তা করিবার জন্যই নয়, মিত্রশক্তির সহিত এক সাধারণ কারণ সৃষ্টির জন্য আন্দোলন বিবেচিত হইয়াছে।"

কমন্স সভায় মিঃ আমেরির সাম্প্রতিকতম বিবৃতির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন : "আমি অত্যন্ত দুঃখিতযে আমাদের সেই প্রবলতর শব্দ বিন্যাসে ভাষার পুনরাবৃত্তিতে কর্ণপাত করিবার দুর্ভাগ্য হইবে, কিন্তু সম্ভবত তাহা গন্তব্যাভিমুখী জনগণের বা দলটার পদক্ষেপ বিলম্বিত করিতে পারিবে না।" মহাত্মা গান্ধী আরো বলেন, "আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহ।"

তাঁর আন্দোলন কী রূপ পরিগ্রহ করিবে জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন : "যতদূর সম্ভব বৃহত্তম ভিত্তিতে গণআন্দোলনের ধারণা হইয়াছে। গণআন্দোলনে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব.অথবা জনসাধারণ যাহা কিছু করিতে সক্ষম, সমস্তই এর মধ্যে লওয়া হইয়াছে খাঁটি অহিংস ধরণের গণআন্দোলন হইবে ইহা।"

এইবার কারাবরণ করিবেন কীনা জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাগান্ধী বলেন : "এটা তো খুব নরম ব্যাপার। এবারে কারাবরণ বলিয়া কিছু নাই। ইহাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত করাই আমার অভিলাষ।"

—এ, পি, আই

৩৭। এই বার্তাটা আমার চোখ খুলিয়া দেয়। আমার রচনা ও বক্তৃতার ভ্রান্ত সংবাদ বা অতিরঞ্জিত সংক্ষিপ্তকরণের জন্য আমাকে প্রায়ই এমন সহ্য করিতে হয় যেন বিনা-বিচারে দণ্ড ভোগ করিতেছি। এটা পুরা মন্দ না হইলেও

মন্দ হইবার পক্ষে যথেষ্ট। উপরোক্ত এ, পি-র সংক্ষিপ্ত-সারই গ্রন্থকারের ভ্রান্ত উদ্ধৃতি ও বাড়তি বাক্যগুলির উৎপত্তির সন্ধান দিতেছে। যদি সেই উৎপত্তিই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কেন তিনি তাঁর সম্মুখে বিগত ১৯শে জুলাইয়ের হরিজনে পূর্ণ সাক্ষাৎকারের নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকাসত্ত্বেও ওই সন্দেহপূর্ণ ও অননুমোদিত উৎপত্তি ব্যবহারের জন্য স্বীয় পথ হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। আমার বিরুদ্ধে মামলা সাজাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অতি উদারভাবে (যদিও অসংলগ্ন ও পক্ষপাত-সম্পন্নভাবে) হরিজনের স্তম্ভগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। অভিযোগপত্রের ১৩ পৃষ্ঠায় তিনি এইভাবে অভিযোগ শুরু করিয়া ১৪ পৃষ্ঠায় মিথ্যা উদ্ধৃতির আশ্রয় লইয়াছেন :

> "এই বিষয় হইতে শুরু করিয়া মিঃ গান্ধীর সংগ্রামের ধারণা দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকে। এ বিষয়ে তাঁর রচনাবলী পুরাপুরি উদ্ধৃত করিবার পক্ষে অতি দীর্ঘ, কিন্তু হরিজনের নিম্নোক্ত সংগ্রহগুলি তাঁর মনের গতিপথ পরিষ্কাররূপে উজ্জ্বল করিতেছে।"

সেই পৃষ্ঠাতেই তিনি হরিজনের ২৩৩ পৃষ্ঠা হইতে আলোচ্য সাক্ষাৎকারের বিবরণী হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব একথা আমি মনে করিতে পারিতাম যে পরীক্ষাধীন উদ্ধৃতিটী হরিজন হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন ইহা স্পষ্ট যে তাহা হয় নাই। কেন নয়? উপরোক্ত এ, পি-র বিবরণী হইতে যদি তিনি তিনটী বাক্য লইয়া থাকেনই, তবে কেন তিনি যেগুলি এ-পির বিবরণীতে নাই সেগুলিকে তারকা-চিহ্নিত করেন নাই? বেশী তল্লাশ আমি আর চালাইব না। উহা আমাকে গভীর বেদনা দিয়াছে। সাক্ষাতকারের নির্ভরযোগ্য পাঠের মধ্যে অপ্রাপ্তব্য বাক্য দুটী কীরূপে এ-পির সংক্ষিপ্তসারের ভিতর স্থান পাইল জানি না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই ইহা সন্ধান করা উচিত, যদি সন্ধান তাঁরা করিতে চাহেনই।

৩৮। গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি ত্রুটিযুক্ত প্রকাশ পাওয়ায় এর উপর গ্রথিত তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত ও অনুমান নিশ্চয়ই ধূলিসাৎ হইবে। আমার মতে তাই

গভর্ণমেণ্ট শুধু মাত্র “তাতাইয়া দেওয়ার” অপরাধে নয়, পূর্বস্থিরীকৃত আকস্মিক আঘাতের দ্বারা সংকট আমন্ত্রণ করারও অপরাধে অপরাধী হইয়া আছেন। সমগ্র ভারতব্যাপী গ্রেফতারের যে ব্যাপক প্রস্তুতি তাঁরা করিয়াছিলেন, তাহা রাতারাতি হয় নাই। ওয়ার্ধা প্রস্তাব ও বোম্বাই প্রস্তাবের মধ্যে, প্রথমটা ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের শুধু **ভয় দেখাইয়াছিল**, আর দ্বিতীয়টা তাহা **অনুমোদন করিয়াছিল,** এই বলিয়া দুয়ের মধ্যে বৈষম্য টানা অন্যায় হইয়াছে। প্রথমটায় শুধু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু দুয়েরই ফল একই ছিল অর্থাৎ উভয়েই বুঝাপড়া ব্যর্থ হইলে আমাকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষমতা দিয়াছিল। কিন্তু বিগত ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবের দ্বারা আন্দোলন সূচিত হয় নাই। আমার কাজ করিবার পূর্বেই তাঁরা শুধু আমাকে নয়, সমস্ত ভারতময় প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের গ্রেফতার করিয়াছিলেন। এইভাবে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন আমার পরিবর্তে গভর্ণমেণ্টই, তাঁরা এটাকে এমন আকার দিয়াছিলেন যাহা দিবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, ও যাহা আমার পরিচালনাধীনে থাকিলে কখনো ঐরূপ সম্ভব হইত না। নিঃসন্দেহে ইহা “সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত” হইত, গ্রন্থকারের অনুমান মত হিংসভাবে নয়, আমার জ্ঞানানুযায়ী অহিংসভাবে। গভর্ণমেণ্টইকিন্তু তাঁদের হিংস কাজের দ্বারা ইহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁরা আমাকে নিঃশ্বাস লইবার সময় টুকু দিলে আমি বড়লাটের সাক্ষাৎ কামনা করিয়া প্রতিটি স্নায়ুকে কাজে লাগাইয়া কংগ্রেসের দাবীর যুক্তিযুক্ততা দেখাইতাম। তাই “অনুগ্রহকালের” সুযোগ লওয়া হইত “পরিকল্পনায় সমাপ্তি স্পর্শ দিবার জন্য, যে পরিকল্পনার ভার রচয়িতাদের উপর দেওয়া হইয়াছিল ও যাহা এখনো কার্যে পরিণত হইবার পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে নাই”, ইহা বিশ্বাস করিবার (গ্রন্থকারের একটী বিশ্বাসই থাকিবে) “ভালো”-“মন্দ” কোনো “যুক্তি” নাই। এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের পক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

বোম্বাই অধিবেশনের সমগ্র কার্য বিবরণী, এমন কী,—গণআন্দোলনের উল্লিখিত ধারা ব্যতীত—এর প্রস্তাবের প্রধান অংশগুলি আর ওই অদ্ভুত কথা 'অহিংস' যেটাতে আমি এখনই যাইব, এই সবগুলি অগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হইয়াছে।

৩৯। বিবাদ পরিহার করিতে, বুঝাপড়া করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতে এবং কংগ্রেসের লক্ষ্য কখনো কোনোভাবেই মিত্রশক্তিদের প্রতিবন্ধক হইত না তাহা দেখাইতে কত ব্যগ্র ও আন্তরিক ছিলাম তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি বক্তৃতা ও রচনা হইতে নীচে উদ্ধৃতাংশ দিতেছি :

"... ...আমাদের পক্ষে একথা বলা অসভ্যতাই হইবে যে 'আমরা কারও সহিত কথা বলিতে চাই না ও আমরা নিজেদের প্রবল হৃদয়ের দ্বারায়ই ব্রিটিশদের বিতাড়ন করিব।' তাহা হইলে কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসিবে না ; কোনো প্রস্তাবও উঠিবে না ; আমিও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত দেখা করিতে থাকিব না।"

(হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৪৩)

* * * * *

প্রঃ "স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনোরূপ সালিশ নিয়োগ হইতে পারে না ?"

উঃ "না, স্বাধীনতার প্রশ্নে নয়। যে প্রশ্নগুলির উপর পক্ষ লওয়া যাইতে পারে, সেই ব্যাপারে উহা সম্ভব। স্বাধীনতার দীর্ঘ অমীমাংসিত প্রশ্নকে সাধারণ কারণ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। তাহা হইলে শুধু তখনই আমি ভারত-ব্রিটিশ প্রশ্নে সালিশ-সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিতে পারি।...কিন্তু যদি কোনো সালিশ ব্যবস্থা হয়ই—আর তাহা হওয়া উচিত নয়, স্বায়ত্ত আমি বলিতে পারি না কারণ তাহা বলিলে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়ের অন্যায় দাবী হইত—তাহা হইলে ইহা হইতে পারে শুধু যদি ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।"

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৮)

* * * * *

প্রঃ একজন ইংরাজ সাংবাদিক : "...ভারত-ব্রিটিশ সমস্যার জন্য সালিশ নিয়োগের কথা বলিবেন কী ?......"

উঃ "যে কোনো দিনেই। বহু পূর্বে আমি অভিমত দিয়াছিলাম যে এই প্রশ্ন সালিশ দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে।......"

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৮)

আসল সংগ্রাম এখনই এই মুহূর্তে আরম্ভ হইতেছে না। আপনারা কযেকটী ক্ষমতা আমার হাতে দিযাছেন মাত্র। আমার প্রথম কাজ হইবে মহামান্য বড়লাটের সহিত দেখা করিয়া তাঁকে কংগ্রেসের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য বুঝানো। ইহাতে দুই কিম্বা তিন সপ্তাহ লাগিবে। ইত্যবসরে আপনারা কী করিবেন? আমি আপনাদেব বলিয়া দিব। চরকা রহিয়াছে। অহিংস সংগ্রামে এর স্থান স্থায়ী একথা মওলানা সাহেবের মনে প্রতিষ্ঠিত না পর্যন্ত আমাকে তাঁর সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। আপনাদের পালনের জন্য চৌদ্দ দফা গঠনমূলক কর্মসূচি রহিয়াছে। কিন্তু আপনাদের আরো কিছু করিতে হইবে এবং তাহাতেই কর্মসূচি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। আপনাদের প্রত্যেকেরই এখনি এই মুহূর্ত হইতেই নিজেদের স্বাধীন নরনারী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত, এমনভাবে কাজ করা উচিত যেন আপনাবা স্বাধীন, এই সাম্রাজ্যবাদের পদানত আর নন। এটী শুধু ভান নয। স্বাধীনতা বাস্তবভাবে আসার পূর্বেই তার বহ্নি আপনাদের জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। ক্রীতদাস যে মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত মানুষ বলিয়া ভাবে সেই মুহূর্তেই তার শৃঙ্খল ভাঙিয়া পড়ে। সে তখন তার প্রভুকে বলিবে: এতদিন আপনার ক্রীতদাস ছিলাম, এখন আর নই। আপনি আমাকে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তা যদি না করেন ও বন্ধন হইতে মুক্তি দেন, তাহা হইলে আপনার নিকটে আমি আর কিছুই চাহি না। কারণ এখন হইতে খাদ্য ও পরিধেয়ের জন্য আপনার উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করিব। ঈশ্বর আমাকে স্বাধীনতার অত্যুগ্র কামনা দিয়াছেন, সেইজন্যই নিজেকে আমি স্বাধীন মানুষ বলিয়া মনে করি।"

আমার নিকট হইতে জানিয়া রাখিতে পারেন যে মন্ত্রীত্ব বা ও অনুরূপ কিছুর জন্য বড়লাটের সহিত দর কষাকষি করিতে যাইতেছি না। পূর্ণ স্বাধীনতার একটুও কমে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য যাইতেছি না। হয়তো তিনি প্রস্তাব করিবেন লবণ-কর, সুরা ইত্যাদির উচ্ছেদ, কিন্তু আমি বলিবই, "স্বাধীনতার এতটুকুও কমে নয়—"

আমি আপনাদের একটী মন্ত্র, একটী ছোট্ট মন্ত্র দান করিতেছি। হৃদয়ের পটে তাহা মুদ্রিত করিয়া রাখুন, প্রত্যেকটী শ্বাস-প্রশ্বাস যেন এই মন্ত্রই উচ্চারণ করে। মন্ত্রটী এই: "করেংগে ইয়া মরেংগে। হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিব, নতুবা সেই প্রচেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দিব। চিরন্তন দাসত্ব দেখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব না।" প্রত্যেক খাঁটি কংগ্রেসী নরনারী তার দেশকে বন্দিত্ব ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধনে শৃঙ্খলিত দেখিতে জীবিত না থাকিবার জন্য অনমনীয় সংকল্প লইয়া সংগ্রামে যোগদান করিবে। ওইটা যেন আপনাদের পরিচয় হয়। মন হইতে কারাগারের চিন্তা বাদ দিন। গভর্ণমেণ্ট আমাকে মুক্ত রাখিলে কারাগার পূর্ণ করার হাংগামা হইতে

আমি আপনাদের মুক্ত করিব। গভর্ণমেণ্ট যে সময়ে বিপদগ্রস্ত, সেই সময়েই বহু সংখ্যক বন্দী পোষণের গুরুভার তাদের উপর চাপাইব না। এখন হইতে প্রত্যেক নরনারী তার জীবনের প্রতি মুহূর্তকে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুক যে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই সে আহার করে বা জীবন ধারণ করে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেই লক্ষ্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিবে। ঈশ্বরের নিকট ও সাক্ষ্য-স্বরূপ নিজের বিবেকের নিকট এই অংগীকার করুন যে যত দিন পর্যন্ত না স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তত দিন পর্যন্ত বিশ্রাম লইবেন না এবং সেই প্রচেষ্টায় জীবন বলি দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। যে জীবন ত্যাগ করে, সে জীবন পায়ও ; যে তাহা বাঁচাইবার প্রচেষ্টা করে, সে তাহা হারায়। স্বাধীনতা ভীরু-হৃদয়ের জন্য নয়। (নি-ভা-ক-ক'র নিকট প্রদত্ত ৮ই আগষ্টের শেষ হিন্দুস্থানী বক্তৃতা হইতে।)

* * * * *

প্রথমেই আপনাদের বলি সংগ্রাম আজই শুরু হইতেছে না। আমাকে এখনো অনেক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, সর্বদা আমি যেমন যাই, কিন্তু এবারে অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশী—বোঝাটা খুবই ভারী। উপস্থিত মুহূর্তে যাদের সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস আমি হারাইয়াছি, তাদের নিকট এখনো আমাকে যুক্তির অবতারণা করিতে হইবে। (নি-ভা-ক-ক'র নিকট ৮ই আগষ্ট ইংরাজীতে প্রদত্ত শেষ বক্তৃতা হইতে।)

এ সম্পর্কে মওলানা সাহেব ও অন্যান্যদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পরিশিষ্টে দিতেছি। (পরিশিষ্ট ৫, ৬, ৭ ও ৮ দ্রষ্টব্য)

৪০। অভিযোগপত্রের ১১শ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিতেছেন :

"সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে মিঃ গান্ধী বিশ্বাস করেন নাই যে শুধুমাত্র অহিংসা জাপানের বিরুদ্ধে ভারতকে রক্ষা করিতে সমর্থ। মিত্রশক্তির রক্ষা করিবার সামর্থ্যেও তাঁর কোনো আস্থা ছিল না ; তাঁর এলাহাবাদ প্রস্তাবের খসড়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'ব্রিটেন ভারত রক্ষা করিতে অসমর্থ।' তাঁর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল পরিণতিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্থান, যার পরই আসিবে অনিশ্চিত এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট, অথবা মিঃ গান্ধী যাহা সম্ভাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই অরাজকতা ; ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভাঙিয়া দিতে হইবে ; আর মিত্রসৈন্যদের শুধু এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আরোপিত সর্তে যুদ্ধ চালাইতে দেওয়া হইবে ; এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জাপানের প্রতি ভারতের অহিংস অসহযোগের সহায়তা-পুষ্ট হইবে, যেজন্য, মিঃ গান্ধী ইতিপূর্বেই স্বীকার করিয়াছেন,

মিত্রসৈন্যদের পক্ষে ভারতে যুদ্ধ চালাইবার অতি সামান্য সুযোগই থাকিবে। পরিশেষে উপরোক্ত যুক্তি তর্কে যদি ইহা মনে করাও যায় যে মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস মিত্রবাহিনীর ভারতরক্ষার সামর্থ্যে আস্থা রাখার প্রস্তাব করিয়াছিল, তবু লক্ষ্য করা উচিত যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে এক উপযুক্ত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের উপরেই মিত্রবাহিনীর কাযকরভাবে যুদ্ধ চালানোর সামর্থ্য নির্ভর করে। এখন যেহেতু এই গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনমতের সমস্ত শ্রেণীরই প্রতিনিধিমূলক হইবার কথা ছিল, এটা স্পষ্ট যে মিঃ গান্ধী বা কংগ্রেস কেহই ন্যাযত পূর্বাহ্নেই কোনো বিশেষ কর্মপন্থার অংগীকার করিতে পারেন না; বলিতে গেলে, তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না যে ইহা জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে ভারতরক্ষার কাজে সাহায্য করিবে। বস্তুত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস শাসিত হইবে এই অভিপ্রায় না করিলে তাঁরা অস্থায়ী 'গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না. বোম্বাইয়ে নি-ভা-ক-ক'র প্রস্তাবে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে প্রদত্ত ঢালাও প্রতিশ্রুতি সহ কংগ্রেস নীতির সমগ্র গতিটা বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে উহাই তাদের অভিপ্রায়,—এই ধারণাটা, অর্থবোধক ভাবে, মুসলিম লীগ ও মুসলিম জনসাধারণ পোষণ করে! উহা সম্ভব হইলে আপনাদের এমন্ এক পরিস্থিতিতে অবস্থান করিতে হইত যখন, যে ছোট্ট দলটাকে ইতিপূর্বেই পরাজয়বাদীর চেহারায় দেখা গিযাছে ও যার নেতারা ইতিপূর্বেই জাপানের সহিত মিটমাট করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, সেই দলের শাসিত গভর্ণমেণ্টের উপর মিত্রসৈন্যদেব সাহায্যের জন্য নির্ভরশীল হইতে হইত।

তৃতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও তার পরেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন আদৌ গভীরভাবে পরীক্ষা করা এথানে উদ্দেশ্য নয়। পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসের অভিপ্রায় ছিল এই গভর্ণমেণ্ট তাদের শাসনাধীন হইবে, আর সংহত মুসলিম জনমতও এইরূপ অনুমানের ভিত্তিতে একটা টোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষময় কংগ্রেস-হিন্দু প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের প্রস্তাবের লক্ষ্য ছিল। মিঃ গান্ধীর নিজের লেখার দ্বারা এই সন্দেহ সমর্থন করাইতে পারিলে যথেষ্ট হইবে যে তিনি এরূপ গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের সম্ভাবনার চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন।"

আমি যাহা কিছু বলিয়াছি বা লিখিয়াছি কিংবা কংগ্রেস যে সকলের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে ও বিগত ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবে যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক সেগুলির পূর্ণহাস্যকর অতিরঞ্জন। আশা করি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমি দেখাইতে পারিয়াছি কীরূপ নিষ্ঠুরভাবে আমাকে

ভ্রমাংকিত করা হইয়াছে। আমার যুক্তি যদি নিঃসংশয়তা আনয়ন করিতে ব্যর্থ হয়, তবে যুক্তিজালের মধ্যে ইতস্তত প্রদত্ত ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্টগুলির মধ্যকার উদ্ধৃতিগুলির দ্বারা বিচারিত হইতে পারিলে সম্পূর্ণ খুশি থাকিব। পূর্ববর্তী হাস্যকর অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত আমার ধারণার একটী সংক্ষিপ্তসার আমাকে প্রদান করিতে দেওয়া হউক :

[১] আমার বিশ্বাস শুধুমাত্র অহিংসাই ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে সক্ষম, শুধু জাপানের বিরুদ্ধেই নয় সমগ্র পৃথিবীব বিরুদ্ধেও।

[২] আমার ধারণা ব্রিটেন ভারত রক্ষা করিতে অক্ষম। সে আজ ভারতকে রক্ষা করিতেছে না, সে রক্ষা করিতেছে নিজেকে এবং ভারত ও অন্যত্রস্থিত তার স্বার্থাবলীকে। এগুলি প্রায়ই ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী।

[৩] "ভারত ছাড" প্রস্তাবের অভিপ্রায় ছিল পরিণামে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থান, আর সম্ভব হইলে সংগে সংগেই (যদি প্রস্থানটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বৈচ্ছিক সম্মতির সহিত হয়) সমস্ত প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি সহ এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন। প্রস্থানটা যদি গড়িমসির সহিত হয় তবে অরাজক কালের উদ্ভব হইবে।

[৪] ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশের সৃষ্টি বলিয়া স্বভাবতই ভাঙিয়া দেওয়া হইবে—যদি না ইহা মিত্র বাহিনীর অংশরূপে গঠিত হয় অথবা স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আনুগত্য প্রদান করে।

[৫] মিত্রশক্তিবৃন্দ ও স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের মীমাংসিত সর্তে মিত্র বাহিনী অবস্থান করিবে।

[৬] ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট তার সাধ্যমত সামরিক সাহায্য প্রদান করিয়া সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু ভারতের দীর্ঘতম অংশে যেখানে কোনোরূপ সামরিক প্রচেষ্টা সম্ভব নয়, সেখানে জনসমবায় কর্তৃক চরম উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অহিংস কর্মপন্থা গৃহীত হইবে।

৪১। তারপর চুম্বকটী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত। এ সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাব নিজেই বলুক। নীচে প্রস্তাবের প্রাসংগিক অংশগুলি দিলাম ঃ

"নি-ভা-ক-ক তাই জোরের সহিত ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের দাবীর পুনরাবৃত্তি করিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং স্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিবৃন্দের অন্যতম মিত্র হইয়া উঠিবে; স্বাধীনতার যুদ্ধে যৌথ প্রচেষ্টার দুঃখ ক্লেশ সে-ও তাদের সহিত গ্রহণ করিবে। শুধু দেশের প্রধান প্রধান দল ও সঙ্ঘগুলির সহযোগিতার দ্বারায়ই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে। এইভাবে এটি ভারতের জনসাধারণের সমস্ত প্রধান শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক এক মিশ্র গভর্ণমেণ্ট হইবে। এর প্রাথমিক কাজ হইবে মিত্রশক্তির সহিত একত্রভাবে স্বীয় সশস্ত্র এবং অহিংস শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষ রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা, এবং যাদের কাছে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেই সেই কৃষিক্ষেত্র, কারখানা ও অন্যাংশে স্থিত কর্মীদের কুশল ও প্রগতি বর্ধন করা। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গণ-পরিষদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করিবে। আর গণ-পরিষদ ভারত গভর্ণমেণ্টের জন্য জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য এক শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। কংগ্রেসের ধারণানুযায়ী এই শাসনতন্ত্র এক যৌথ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইবে, এবং যোগদানকারী প্রদেশগুলির (units) হাতে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তাধিকার ও অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে। এই সকল স্বাধীন দেশগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কর্তব্যের ব্যাপারে পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একত্র আলোচনার দ্বারা ভারতবর্ষ ও মিত্রজাতিগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ণয় হইবে। জনগণের সংহত শক্তি ও বাসনার সাহায্যে কাযকরীভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে স্বাধীনতা ভারতবর্ষকে সক্ষম করিবে।

পরিশেষে, নি-ভা-ক-ক স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বীয় ধারণা বিবৃত করিলেও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির নিকট ইহা পরিষ্কার করিয়া দিতে চায় যে গণ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শুধুমাত্র নিজের জন্যই ক্ষমতা আহরণ করিবার কোনো অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে তখন তাহা অবশ্যই ভারতের সমগ্র জনগণেব অধিকারের মধ্যে আসিবে।"

প্রস্তাবের এই ধারাটীর মধ্যে আমার মতে, "ঢালাও" বা অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। আমার মতে শেষ বাক্যটীতে কংগ্রেসের আন্তরিকতা ও

অদলীয় মনোভাব প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং দেশে পুরা ফ্যাসিবিরোধী, নাৎসীবিরোধী ও জাপান বিরোধী নয় এমন কোনো দল না থাকার জন্য বুঝা যায় যে এই সব দলগুলির দ্বারা গঠিত গভর্ণমেণ্ট মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যের অত্যুৎসাহী রক্ষক হইতে বাধ্য, ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিলে মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য সত্যকারভাবে গণতন্ত্রেরও উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

৪২। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বলিতে গেলে উহা শুরু হইতেই কংগ্রেসের একটী মূলগত ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর সভাপতি বিশ্বের বিশেষ করিয়া মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক। তিনি ব্যতীত ওয়ার্কিং কমিটিতে আরো তিনজন মুসলমান আছেন। বিস্ময়ের কথা যে গ্রন্থকার সমর্থন পাইবার জন্য মুসলিম লীগের অভিমত লইয়া আসিয়াছেন। লীগ শুধু কংগ্রেসের প্রচারোক্তির আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে ও কংগ্রেসকে "কংগ্রেসী হিন্দু প্রভুত্ব" স্থাপনেচ্ছার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারে। ভারতবর্ষের সর্বশক্তিমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মুসলিম লীগের পক্ষতলে আশ্রয় লওয়া নিন্দাজনক। ইহাতে সেই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মন্ত্র **বিভাগ করিয়া শাসন** করার উগ্র গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। লীগ-কংগ্রেস অনৈক্যটা খাঁটি ঘরোয়া প্রশ্ন। উহা শীঘ্র অন্তর্হিত না-ও যদি হয় তবে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান হইলে নিশ্চিতরূপে হইতে বাধ্য।

৪৩। গ্রন্থকার দ্বিতীয় অধ্যায় এইভাবে শেষ করিতেছেন :

"কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইলে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের লক্ষ্যের পথে বাধার সহায়তা পরিবর্তে সৃষ্টি হইবে একথা প্রস্তাব রচয়িতারা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন কী না এবং এর সেইরূপ ফলই হওয়া উচিত ইহা অভিলাষ করিয়াছিলেন কী না তাহা দুটী প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, সত্য সত্যই ওইরূপ ফল হওয়ার ইচ্ছা করেন এমন গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ডাক দিতে লোকেরা, তাঁদের উহা অর্জন করিবার পন্থা গৃহীত না হইলে, যেপকে পারিতেন কী, যে আন্দোলনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা ও সমস্ত সমর-প্রচেষ্টা পংগু করিয়া দিয়া ঠিক বিপরীত ফলাফলটাই? দ্বিতীয়ত, এক বৎসরেরও কম সময় পূর্বে মিঃ গান্ধীর আদেশে অর্থ বা লোকবল দিয়া যুদ্ধে সহায়তা করা

> "পাপ" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল' একথা মনে রাখিয়া, ইহা কী অস্বীকার করা যাইতে পারে যে এই লোকগুলি ব্রিটেনের বিপদের মধ্যে নিজেদের সুযোগ দেখিয়াছিল. ও বিশ্বাস করিয়াছিল যে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের ভাগ্য দোদুল্যমান থাকিতে থাকিতেই ও যুদ্ধের তরংগ তাদের অনুকূলে পরিবর্তিত—যদি পরিবর্তনের দিকে যায়-ই—হইবার পূর্বেই তাদের (কংগ্রেসের) রাজনৈতিক দাবীর বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের এই উপযুক্ত মুহূর্তের সুযোগ অবশ্যই লইতে হইবে।"

এই দুটী প্রশ্নের জবাব পাঠক ও অভিযুক্ত দুই হিসাবে আমাকে দিতে হইবে। প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে: কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইলে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের উদ্দেশ্যের অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীময় গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যের সহায়তা হইবে এই অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং কংগ্রেসের দাবী গৃহীত না হইলে শাসন-ব্যবস্থা পংগু করিয়া দিবার জন্য গণ-আন্দোলন (যেটা শুধু বিবেচিত হইয়াছিল মাত্র)—এই দুয়ের মধ্যে আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য নাই। বলা হইয়াছে যে গৃহীত না হইলে 'শাসনব্যবস্থা পংগু করিবার' প্রচেষ্টাই কংগ্রেসের দাবীর অকৃত্রিমতা প্রমাণ করে। কিন্তু অকৃত্রিমতাটা নিশ্চিত হয় এতদ্দারা যে, যে শাসনব্যবস্থা কংগ্রেসীদের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি সববায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক, তাহা পংগু করিবার প্রচেষ্টায় তারা মৃত্যু বরণ প্রস্তুত হইতেছিল। যে শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত বলিয়া দাবী করে, তার দাবীর শূন্যগর্ভতা কংগ্রেস প্রমাণ করিয়া দিতেছে বলিয়াই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তার স্থির প্রচেষ্টা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে শাসনব্যবস্থা যথোচিতভাবে যুদ্ধ চালানোর ব্যাপারে প্রত্যহই অযোগ্যতার প্রমাণ দিতেছে, চীন ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে, তবু শাসন-ব্যবস্থা যুদ্ধ লইয়া খেলা করিতেছে। জাপানীদের পদতলে চূর্ণমান চীনের কোটি কোটি মানুষের সাহায্যের সর্ববৃহৎ উৎসকে দমন প্রচেষ্টার দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে।

৪৪। দ্বিতীয় প্রশ্নের আলাদা জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজনই। আমার "আদেশে" যে কংগ্রেসীরা বৎসরখানেক পূর্বে ঘোষণা করিয়াছিল যে "অর্থ বা লোকবল" দিয়া যুদ্ধে সহায়তা করা "পাপ" তাদের কথা এখানে বিবেচিত

হওয়ার প্রয়োজন নাই, যদি আমিই বিভিন্ন "আদেশ" দিয়া থাকি। বৎসরখানেক বা বৎসরাধিক পূর্বে যেমন ছিলাম আজও আমি তেমনই সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু আমি তো শুধু সাধারণ একক মাত্র। সমস্ত কংগ্রেসীই এই মনোভাবসম্পন্ন নয়। অহিংস নীতি পরিত্যাগ করিলে যদি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা যায় তবে কংগ্রেস আজই ঐরূপ করিতে পারে। আর যারা নিজেদের সাহায্য করিবার প্রচেষ্টায় মনে-প্রাণে নিজেদের উৎসর্গ করিবার এবং এই উপায়ে গণতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত জাতিগুলিকে শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিবার উদ্দেশ্যে আমার উপদেশ প্রার্থনা করে তাদের আমন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমার কোনো অনুশোচনাই থাকিবে না। ওই প্রচেষ্টায় সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন হইলে জনসাধারণ আমাকে ও আমার সহিত আমাদের অহিংসার কথা চিন্তা করে এমন ব্যক্তিদের বাদ দিয়া তাহা নিঃসংকোচে গ্রহণ করিতে পারিবে। বুঅর যুদ্ধের সময় ও গত মহাসমরে এই জিনিষটাই আমি করিয়াছিলাম। তখন আমি "উত্তম বালক" ছিলাম, কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছার সহিত আমার কাজের সংগতি ছিল। আজ আমি দুষ্ট শত্রু, আমি যে পরিবর্তিত হইয়াছি তাহা এর কারণ নয়, এর কারণ ভারসাম্যে যার পরীক্ষা হইতেছে, সেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ক্রটিগ্রস্ত দেখা যাইতেছে। ব্রিটিশের শুভেচ্ছায় আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম বলিয়াই পূর্বে সাহায্য করিয়াছিলাম। আজ আমাকে বাধা দিতে দেখিতে পাওয়ার কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর স্থাপিত বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে তাঁরা অনিচ্ছুক। উথাপিত প্রশ্ন দুটীর প্রতি আমার এই উত্তর হয়তো কর্কশ লাগিবে, কিন্তু ইহাই সত্য, সমগ্রভাবে সত্য, ঈশ্বর যে সত্য আমাকে দেখিতে দেন সেই সত্য ছাড়া আর কিছু নয়।

৪৫। যাহা হউক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির ন্যায্য কারণ হইল এই যে "আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করিবে মিঃ গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেসী শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক কথিত তার পূর্বাভাষগুলির মধ্যে এবং গ্রেফ্তার পরবর্তী কার্যসূচি

ও নির্দেশাবলীর মধ্যে অহিংসার প্রতিটি উল্লেখ সৎ আশা মাত্র বা বড়ো জোর মৃদু সতর্কীকরণের কিছু বেশী ছাড়া আর কিছুই নয়, যার কোনো বাস্তব মূল্য নাই বলিয়া জানা গিয়াছিল।" শুধু মাত্র "বাক্যচ্ছটা" বলিয়াও এর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

৪৬। এটার (সতর্কীকরণের) "কোনো বাস্তব মূল্য নাই বলিয়া জানা গিযাছিল" তাহা দেখাইতে গ্রন্থকার কোনো প্রমাণ দেন নাই। আমাকে ও আমার "কংগ্রেসী শিষ্যবৃন্দকে" নিন্দার্হ করিবার জন্য আমার রচনাবলী ও উক্তিগুলি হইতে অহিংসার উল্লেখগুলি অন্তর্হিত করা হইলে কাজটা নীতি-অনুশাসনগুলি হইতে "না" বাদ দিয়া সেগুলিকে হত্যা চৌর্য ইত্যাদির সমর্থনে উদ্ধৃত করার সামিল হইবে। যার জন্য ও যাহা লইয়া আমি বাঁচিয়া আছি তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া গ্রন্থকার আমার সমস্ত কিছু অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। "মূল্যহীন" বলিয়া অহিংসার উল্লেখের সমর্থনে যে প্রমাণ যে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রায় সবটাই পরোক্ষ ইংগিতে পূর্ণ। "ইহা একটা সংগ্রাম হইবে, শেষসমাপ্তি পর্যন্ত এমন এক সংগ্রাম, যাহাতে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান ঘটিবে, মূল্য যতোই লাগুক না কেন।" অহিংস সংগ্রামকারীদের সর্বদাই নিজের রক্তে মূল্য দিতে হয়। "ইহা হইবে একটা নিরস্ত্র বিদ্রোহ—সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত।" "নিরস্ত্র" কথাটার "নি" উপসর্গ, "মূল্যহীন" বিবেচিত না হইলে, "সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত" শব্দের এক মর্যাদাসম্পন্ন অর্থ ব্যঞ্জনা করে। কারণ, সংগ্রামকে "সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত" করার জন্য কারাগারকে অতি কোমল বস্তু বলিয়া পরিহার করিয়া মৃত্যুকেই প্রকৃত বন্ধুরূপে আলিংগন করিবার কথা ছিল, নিছক কারাবরণের চাইতে মৃত্যুবরণই তো যোদ্ধাদিগকে শত্রুর হৃদয় অনেক দ্রুত জয় করিতে সক্ষম করে। আমার "অগ্নিযজ্ঞ" কথাটার উল্লেখের অর্থ হইল প্রাণবিসর্জন যদি প্রয়োজন হয় তবে হাজারে হাজারে এমন কী আরো বেশী সংখ্যায় প্রাণের বিসর্জন। গ্রন্থকার ইহাকে "ভয়াবহ নির্ভুল পূর্বাভাষ" বলিয়াছেন।

গ্রন্থকার ঠিক অভিপ্রায় না করিলেও যাহা ঘটিয়াছিল তার জন্য কথাটীর একটী তাৎপর্য আছে, কারণ যদি সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও দায়িত্বসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তিদের বিবৃতি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ প্রতিশোধস্বরূপ বহু জীবনের মাশুল গ্রহণ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের উপর সৈন্য ও পুলিশের অকথ্য অব্যবহারের উৎসব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। "মিঃ গান্ধী দাংগার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত ছিলেন।" এমন ঝুঁকি লইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম সত্য। হিংস বা অহিংস যে কোনো বড়ো আন্দোলনে কিছু ঝুঁকি থাকেই। কিন্তু অহিংসভাবে বিপদের ঝুঁকি লওয়ার অর্থ একটী বিশেষ পদ্ধতির গ্রহণ, এক বিশেষ পরিচালনা। দাংগা এড়াইবার জন্য আমি স্নায়ুর সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিতাম। অধিকন্তু, আমার প্রথম কাজ হইত বড়লাটের তুষ্টিসাধন করা। তাহা না হওয়া পর্যন্ত ঝুঁকি লওয়ার কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হইত না। এবং গভর্ণমেণ্টও আমাকে ঝুঁকি লইতে দিতেন না। কিন্তু পরিবর্তে তাঁরা আমায় কারারুদ্ধ করিলেন। কী কী বিষয় গণ-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হইত, আর বিপদের ঝুঁকি যদি আদৌ লইতেই হইত তো তাহা কীরূপে লইতাম গ্রন্থকার তাহা জানিতে পারেন নাই, কারণ আন্দোলন কখনো আরম্ভই হয় নাই। বা আমি কোনো নির্দেশও প্রচার করি নাই।

৪৭। গ্রন্থকার আমা কর্তৃক "বর্তমান দুঃখ দুর্দশার পূর্ণ সুযোগ" গ্রহণের অভিযোগ করিতেছেন। কিন্তু সুযোগ গ্রহণের কাজ আরম্ভ হয় কংগ্রেসের উৎপত্তির আগে হইতেই। তাহা কখনো থামে নাই। বিদেশী প্রভুত্ব যত দিন থাকিবে ততদিন তাহা কীরূপে থামিতে পারে? কারণ দুঃখ-দুর্দশা বিদেশী প্রভুত্বেরই আনুসংগিক।

৪৮। "পরিশেষে প্রত্যেক নরনারী নিজেদের স্বাধীন বিবেচনা করিয়া স্ব স্ব কাজ করিবে।" এই শেষ কথাগুলি বা অন্তত তাদের ভাবার্থ প্রস্তাবের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে।" এই শেষ বাক্যটী সত্য দমনের নিদর্শন। কংগ্রেস প্রস্তাবের প্রাসংগিক অংশ এই :

"তারা অবশ্যই স্মরণ রাখিবে যে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। হয় তো এমন সময় আসিবে যখন নির্দেশ প্রচার করা বা জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না অথবা কোনো কংগ্রেস কমিটিই কাজ করিতে পারিবে না। যখন এরূপ ঘটিবে তখন এই আন্দোলনে অংশগৃহী প্রত্যেক নরনারীই সাধারণ প্রচারিত নির্দেশের সম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজেরাই কাজ করিবে। স্বাধীনতাভিলাষী বা সেজন্য সচেষ্ট প্রত্যেক ভারতীয়কে স্বীয় পথপ্রদর্শক হইয়া যে কঠিন পথে কোনো বিশ্রান্তির আলয় নাই, যে পথের চরম প্রান্তে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তি, সেই পথে নিজেকে চালিত করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে হইবে।"

এর মধ্যে কিছুই নূতন বা চমকপ্রদ নাই। এটা বাস্তব পরিণাম-দর্শিতার কথা। জনগণের মধ্য হইতে বিশ্বাসভাজন নেতাদের যখন অপসাবণ করা হয় কিংবা যখন তাদের প্রতিষ্ঠান অবৈধ ঘোষিত হয় বা কাজ করিতে পারে না, তখন জনসাধারণ অবশ্যই নিজেরা নিজেদের নেতা হয়। ইহা সত্য যে পূর্বে নির্বাচিত "একনায়কেরা" ছিল। তাদের সংস্পর্শে থাকিয়া অনুগামীদের পরিচালনা করা কারাবরণ করার চাইতেও বেশী ছিল। কারণ ওরূপ সংস্পর্শ গোপনভাবে ভিন্ন সম্ভব নয়। এবারে আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে কারাবরণের পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করিবার কথা ছিল। অতএব প্রত্যেককেই স্বীয় নেতা হইয়া অহিংসার সম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতে হইত। প্রত্যেকের স্বীয় পথপ্রদর্শক হওয়ার ব্যাপারে যে দুটী সর্ত রহিয়াছে তার উল্লেখ না করিয়া প্রাসংগিক সত্যকে অমার্জনীয়ভাবে চাপিয়া রাখা হইয়াছে।

৪৯। তারপর গ্রন্থকার আমা কর্তৃক বিবেচিত আন্দোলন প্রকৃতিগত ভাবে অহিংস হইতে পারিত কী না এবং "মিঃ গান্ধী (১) ইহা সেরূপ হইবে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বা ইহা সেরূপ থাকিবে আশা করিয়াছিলেন" কী না বিবেচনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন। আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি যে আন্দোলন একেবারেই শুরু না হওয়ার জন্য আমার লেখা হইতে ভিন্ন আমার অভিপ্রায় বা আকাঙ্ক্ষার সঠিক অনুমান কেহই বলিতে পারে না। গ্রন্থকার

কী করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন দেখা যাউক। তাঁর প্রথম প্রমাণ হইল যে আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস হইবে দাবী করা হইলেও সে সম্পর্কে সামরিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ শব্দ আমি আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষার শুরু হইতেই প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছি। এরূপ অভিন্ন শব্দাবলী যথাসম্ভব ব্যবহার করিয়া ও অহিংসার সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া আমি আমার প্রস্তাব ও সাধারণ প্রস্তাবগুলির মধ্যকার বৈষম্যটা আরো সহজেই দেখাইতে পারিয়াছিলাম। ১৯০৬ সাল হইতে আমার সত্যাগ্রহ পরীক্ষার মধ্যে আমি এমন একটীও উদাহরণ স্মরণ করিতে পারি না যখন জনসাধারণ আমার সামরিক শব্দাবলীর প্রয়োগে ভ্রম-চালিত হইয়াছে। আর সত্যাগ্রহ তো "যুদ্ধের নৈতিক সমতুল্য", সুতরাং এরূপ শব্দপ্রয়োগ স্বাভাবিকই। সম্ভবত আমাদের সকলেই কোনো না কোনো সময়ে এই কথাগুলি ব্যবহাব করিয়াছেন অথবা অন্তত এগুলির সহিত পরিচিত আছেন যথা: 'তেজস্বীতার তরবারি', 'সত্যের বিস্ফোরণ-শক্তি', 'ধৈর্যের বর্ম, 'সত্য দুর্গের উপর আক্রমণ' অথবা 'বিধাতার সহিত মল্লযুদ্ধ'। তবু কেহই এইরূপ ব্যবহারের মধ্যে কিছুই অদ্ভুত বা অন্যায় কখনো দেখেন নাই। মুক্তি ফৌজের (স্যালভেশন আর্মি) সামরিক শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে কে-ই বা অজ্ঞ হইতে পারে? কর্ণেল ও ক্যাপটেনসহ মুক্তি ফৌজকে মারাত্মক ধ্বংসের অস্ত্রাদির ব্যবহারে সুশিক্ষিত সামরিক সংগঠন বলিয়া ভুল করিয়াছে এমন কাহাকেও আমি জানি না।

৫০। "ইহা দেখাইয়াছি যে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অহিংসার কার্যকারিতায় মিঃ গান্ধীর সামান্যই আস্থা ছিল," একথা আমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিব। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা এই যে হিংসার পাশাপাশি যখন ইহাকে কাজ করিতে হইবে তখন এর সর্বোচ্চ কার্যকারিতা দেখানো যাইতে পারে না। ইহা সত্য যে অহিংসার আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতার বিষয়ে মওলানা সাহেব ও পণ্ডিত নেহেরুর মনে সংশয় আছে,

কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে অহিংস কার্যবিধিতে তাঁরা যথেষ্ট আস্থা রাখেন। আমি বিশ্বাস করি যে ব্রিটিশ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ উভয়ই সমভাবে পরিহার্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে হরিজন হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে অনাগত বিপদের অপেক্ষা বর্তমান বিপদের সহিত বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। [পরিশিষ্ট ২ (ঘ) দ্রষ্টব্য]

৫১। আমি এখনই স্বীকার করিতেছি যে আমার "অহিংসাতত্ত্বের" বিষয়ে "সন্দেহজনক পরিমাণ পূর্ণবিশ্বাসী" আছে। কিন্তু একথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে আমি আমার আন্দোলনের জন্য অহিংসা তত্ত্বে পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বিশ্বাসীদের প্রয়োজন বোধ আদৌ করি না বলিয়াছি। জনসাধারণ যদি অহিংস কার্যের নিয়মগুলি মানিয়া চলে তো তাহাই যথেষ্ট।

[পরিশিষ্ট ৪ (অ) দ্রষ্টব্য]

৫২। এবারে আলোচ্য প্যারাগ্রাফের মধ্যে গ্রন্থকারের অতি স্পষ্ট স্মৃতি-বিচ্যুতি বা মিথ্যা বর্ণনা আসে। তিনি বলিতেছেন, "...এও মনে রাখুন যে তাঁর সম্মুখে তাঁর পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির উদাহরণ ছিল, ওই সকল আন্দোলনের প্রত্যেকটাই প্রকাশ্যভাবে অহিংস হইলেও অতি ভয়াবহ হিংসার উদ্ভাবক ছিল।" আমার সম্মুখে ২০টী আইন অমান্য আন্দোলনের তালিকা রহিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সেই প্রথমটা হইতে এই তালিকার শুরু। যেগুলিতে জনসাধারণের উন্মত্ততার বাঁধ ভাঙিয়া গিয়া পরিণামে দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের সংঘটন হইয়াছে, সেই উদাহরণগুলিও আমার স্মরণে আছে। যে দেশ ভূমিখণ্ডের দিক হইতে রাশিয়াবিহীন ইউরোপের মত বৃহৎ এবং জনসংখ্যার দিক হইতে বৃহত্তর, তার বিশাল আকৃতির অনুপাতে জনসাধারণের হিংসাকার্যের এই উদাহরণগুলি অবশ্য মন্দ হইলেও মক্ষিকা-দংশনের সমান মাত্র। গোপন ভাবে বা প্রকাশ্যে হিংসাই যদি কংগ্রেসের নীতি হইত, অথবা তার শৃঙ্খলা কম কঠিনতর হইত, তাহা হইলে, উপলব্ধি করা সহজ যে, ওই হিংসকার্য মক্ষিকাদংশনের পরিবর্তে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের

সমান হইত। কিন্তু যতবার যখনই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, ততবার তখনই সমগ্র কংগ্রেস সংগঠন কর্তৃক সেগুলির সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্য পূর্ণোদ্যমে ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটী ক্ষেত্রে আমি নিজেই উপবাসের আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইহাতে জনগণের মনে হিতকর ফল প্রসব করিয়াছিল। আবার হিংসা হইতে বিশেষভাবে মুক্ত এমন আন্দোলনও হইয়াছিল। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ যেটী গণআন্দোলন হইয়াছিল ও অনুরূপ চম্পারণ, খেদা, বারদলি, বরসাদের আন্দোলন—(অন্যগুলির কথা আর বলিলাম না যেগুলিতে ব্যাপক ভিত্তিতে যৌথভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করা হইয়াছিল)—হিংসার বিস্ফোরণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্মুক্ত ছিল। এইগুলির সময় জনসাধারণ তাদের পালনীয় বিধিগুলি মানিয়া লইয়াছিল। সুতরাং "আমার সম্মুখে পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির উদাহরণ ছিল, ওই সকল আন্দোলনের প্রত্যেকটী প্রকাশ্যভাবে অহিংস হইলেও অতি ভয়াবহ হিংসার উদ্ভাবক ছিল" বলিয়া সম্পূর্ণ বিবৃতি দান করিয়া গ্রন্থকার ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা ঠিক বিপরীতটাই বলিয়া আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে গভর্ণমেণ্ট যদি তাদের সরাসরি কাজের দ্বারা অনাবশ্যকভাবে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ না ভাঙিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কোনো হিংসাকাজের সংঘটন হইত না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা জনগণের পক্ষে হিংসা পরিবর্জনের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহা বিশ্বপ্রেমের জন্য নয়, জনগণের হিংসা-কার্য স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারে না, বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এই বদ্ধমূল ধারণার জন্য। কংগ্রেসের নিকট হইতে জনগণ যে শিক্ষা পাইয়াছিল তা সম্পূর্ণ অহিংস, তার কারণ ১৯২০ সালের পূর্ব পর্যন্ত নেতাদের আইনানুগ পন্থায় আন্দোলনে বিশ্বাস ও ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণায় আস্থা ছিল, এবং ১৯২০ সালের পর হইতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল (যেটা পরে অভিজ্ঞতার দরুণ বদ্ধমূল হয়) যে শুধুমাত্র আইনানুগ পন্থায় আন্দোলনে কোনো একটী বিষয়ে

ফললাভ হইলেও স্বাধীনতা আসিতে পারে না এবং ভারতের অবস্থায় অহিংস কর্মপদ্ধতিই একমাত্র অনুমোদিত উপায়, তদ্দারা সর্বাপেক্ষাসম্ভব দ্রুত স্বাধীনতা অর্জিত হইবে। গত তিরিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা যার প্রথম আট বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকার, আমাকে এই বৃহত্তম আশায় পূর্ণ করিতেছে যে অহিংসা অবলম্বনের মধ্যেই ভারত ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিহিত। মানব-সমাজের নিপীড়িত অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্যায়ের প্রতিকারের এইটাই সর্বাপেক্ষা নির্দোষ ও সমভাবে কার্যকর উপায়। কৈশোর হইতে জানিয়াছি যে অহিংসা কোনো মঠ-মন্দিরের ধর্ম নয়, শান্তি ও চরমমোক্ষের জন্যও তাহা পালনীয় নয়, তাহা হইল মনুষ্যত্বের সকল মর্যাদার সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে সমাজের বাঁচিয়া থাকার জন্য ও যে শান্তির জন্য সমাজ অতীত বহু যুগ ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া আছে, তা লাভের উদ্দেশ্যে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য এক সামাজিক আচার বিধি। তাই একথা ভাবিলে দুঃখ হয় যে পৃথিবীর এক অতি শক্তিমান গভর্ণমেণ্ট এই মতবাদকে খাটো করিয়া এর উপাসকদের (তারা যতোই অসম্পূর্ণ হউক) অকর্মক করিয়া দিয়াছেন। তদ্দারা তাঁরা বিশ্বশান্তি ও মিত্র জাতিবৃন্দের কারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৫৩। গ্রন্থকারের নিকট "তাঁর (আমার) আন্দোলন অহিংস থাকিতে পারিবে না" এই "নিশ্চয়তা" ছিল। আমার নিকট "নিশ্চয়তা" টা ঠিক বিপরীত, যদি আন্দোলনটা জনগণকে পরিচালন করিতে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে থাকিত।

৫৪। যখন বলিয়াছিলাম আমি একেবারে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত তখন আমি কী অর্থ করিয়াছিলাম তাহা এখন "স্পষ্ট" অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট হিংসাকে খোঁচা মারিয়া বাহির করিতে সফল হইলেও আমি অহিংস আন্দোলন চালাইয়া যাইতাম। অদ্যাবধি যখনই জনসাধারণ এইরূপ উত্তেজিত হইয়াছে তখনই আমি হাত বাড়াইয়া থামাইয়া দিয়াছি। এই বারে আমি ঝুঁকি

লইয়াছিলাম কারণ ইতিহাসের বৃহত্তম বিশ্বাগ্নির মধ্যে জড়ের মত পড়িয়া থাকার ঝুঁকিটা সীমাহীন ভাবে বৃহত্তর। অহিংসা যদি পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি হয় তাহা হইলে সংকট কালেও অবশ্যই প্রমাণিত হইবে।

৫৫। আমার অহিংসা "শুধু মাত্র বাক্যচ্ছটা" বলিয়া গ্রন্থকার যে চরম প্রমাণ ছাড়িয়াছেন, তার মধ্যে আমার পোলদের বীরত্বের সমর্থনসূচক লেখার নিম্নোক্ত হাস্যকর-বিকৃতি রহিয়াছে :

> "ভাষান্তরে, যে কোনো যুদ্ধে দুই যুযুৎসুর মধ্যে দুর্বলতর যোদ্ধা ইচ্ছামত বা সামর্থ্যমত হিংস প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে পারে এবং তা সত্ত্বেও তাকে অহিংসপন্থায় যুদ্ধপরায়ণ বলিয়া বিবেচনা করা যায় ; অথবা অন্যভাবে বলিলে, প্রবলতরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হিংসা আপনা আপনিই অহিংসা হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্রোহীদের পক্ষে 'নিরস্ত্র বিদ্রোহ' নিশ্চয়ই ভারী সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত।"

গ্রন্থকার-উদ্ধৃত আমার রচনাটী ভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা প্রতিপন্ন করে না। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে সম্ভবমত কী করিয়া আমি এক সিদ্ধান্ত চাপাইতে পারি ? একেবারে সমান সমানের মধ্যে কদাচিৎই যুদ্ধ বাধে। প্রায়শ এক পক্ষ অপরের চেয়ে দুর্বল হয়ই। আমি যে ব্যাখ্যাগুলি প্রদান করিয়াছি তাহা একত্র করিলে একটীমাত্র উপসংহারেই আসা যায় ; তাহা এই যে অভিপ্রায় না থাকার জন্যই দুর্বলতর পক্ষ হিংসভাবে বাধা প্রদানের তোড়জোড় করে না, কিন্তু যখন সে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়, তখন সে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাতের কাছে যে অস্ত্র পায় তাহাই ব্যবহার করে। আমার প্রথম ব্যাখ্যাটা হইল একদল দস্যুর সহিত তরবারি লইয়া একা যুধ্যমান একটী ব্যক্তির সম্পর্কে। দ্বিতীয়টী হইল আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত নখ দাঁত এমন কী ছুরিকা ব্যবহারকারী নারীর সম্বন্ধে। সে-ও স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। আর তৃতীয়টী হইতেছে বিড়ালের সহিত যুদ্ধরত তীক্ষ্ণদন্তর মূষিকের বিষয়ে।, এই তিনটী উদাহরণ আমি বিশেষভাবে নির্বাচিত করিয়াছিলাম যাহাতে অনন্যোপায় হিংসাপ্রদানের সমর্থনে কোনোরূপ

অনুচিত অনুমান করা না হয়। এই বিষয়ে একটা অভ্রান্ত পরীক্ষা হইল এইরূপ ব্যক্তিরা কখনো আক্রামককে পরাস্ত করিতে সফল হয় না। সে আক্রামকের দাবীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করিয়া নিজের সম্মান রক্ষা করে। ভাবা প্রয়োগের সময় আমি এত সতর্ক ছিলাম যে বিপুল সংখ্যা বিশিষ্টদের বিরুদ্ধে পোলদের আত্মরক্ষাকে "প্রায় অহিংস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই বিষয়ে আরো বিশদীকরণের জন্য এক পোল বন্ধুর সহিত আলোচনা দ্রষ্টব্য। [পরিশিষ্ট ৪(খ) দ্রষ্টব্য]

৫৬। এবার বোম্বাইয়ে নি-ভা-ক-ক'র সম্মুখে বিগত ৭ই ও ৮ই আগষ্টে প্রদত্ত অহিংসা-সমর্থক বক্তৃতাবলীর অংশ উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হইবে :

"আপনাদের আশ্বস্ত করিবার জন্য আমাকে দ্রুত বলিতে দিন যে ১৯২০ সালে যেমন ছিলাম আজও আমি সেই গান্ধী। কোনো মূলগত পরিবর্তনই আমার হয় নাই। সে সময় যেমন করিয়াছিলাম আজও তেমনি অহিংসার প্রতি গুরুত্বারোপ করি। এর উপরে আমার জোর দেওয়া আরো বাড়িয়াছে। আর বর্তমান প্রস্তাবটা এবং আমার পূর্বেকার লেখা ও উক্তির মধ্যেও কোনো সত্যকার বৈপরীত্য নাই।...বর্তমানের মত ঘটনা প্রত্যেকের জীবনে আসে না কদাচিৎ কারও জীবনে আসে। আমি চাই আপনারা জানিয়া রাখুন ও অনুভব করুন যে আজ আমি যাহা করিতেছি ও বলিতেছি তার মধ্যে একেবারে খাঁটি **অহিংসা** ছাড়া আর কিছু নাই। ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাব **অহিংসার** উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রস্তাবিত আন্দোলনেরও মূল অনুরূপ **অহিংসায়**। তাই আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেহ থাকেন যিনি **অহিংসায়** আস্থাহীন বা ধৈর্যরহিত, তাহা হইলে তিনি এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে বিরত থাকুন।

* * * * *

আমার অবস্থাটা পরিষ্কার করিয়া বলি। ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাকে অহিংসারূপ অস্ত্রের মধ্যে এক অমূল্য বরদান করিয়াছেন। বর্তমানের এই সংকটে, পৃথিবী যখন হিংসার দাবদাহে দগ্ধ হইয়া মুক্তির জন্য হাহাকার করিতেছে, তখন ঈশ্বর প্রদত্ত এই অস্ত্রের প্রয়োগ করিতে ব্যর্থকাম হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না এবং আমিও এই মহান দানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব। আমাকে একাই কাজ করিতে হইবে। [illegible]

রাশিয়া ও চীনের ভাগ্য আশংকা-সমাচ্ছন্ন, তখন আমি দ্বিধা করিব না বা শুধুমাত্র চাহিয়া থাকিব না।

* * * * *

· ইহা আমাদের ক্ষমতাধিকারের জন্ম আন্দোলন নয়, ইহা ভারতের স্বাধীনতার জন্তই খাঁটি অহিংস সংগ্রাম। হিংস সংগ্রামে সাফল্যবান সেনাপতি প্রায়শই সামরিক অতর্কিতাঘাত হানে ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে বলিয়া জানা আছে। কিন্তু কংগ্রেসের বিষয়-পরিকল্পনা অহিংস বলিয়া তাহাতে একনায়কত্বের কোনো স্থান নাই। স্বাধীনতার অহিংস সৈনিক নিজের জন্ম কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, সে শুধু তার দেশের স্বাধীনতার জন্তই যুদ্ধ করে। স্বাধীনতা আসিলে কে শাসন করিবে তাহা লইয়া কংগ্রেসের দুশ্চিন্তা নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে তখন তাহা জনগণের অধিকারেই আসিবে এবং তারাই স্থির করিবে কার নিকট উহা ন্যস্ত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ হয়তো লাগামটা পার্শীদের হাতে দেওয়া হইবে—যেটা আমি ঘটিতে দেখিতে ভালোবাসি—অথবা তা হয়তো অন্ত কারও হাতে দেওয়া হইবে, আজ যাদের নাম কংগ্রেসে শোনাও যায় না। তখন আপনারা এই বলিয়া আপত্তি করিবেন না: 'এই সম্প্রদায় একেবারে সংখ্যাল্প, স্বাধীনতার সংগ্রামে এদল যোগ্য অংশ গ্রহণ করে নাই। তবে সমস্ত ক্ষমতা এরা পাইবে কেন?' সূচনা হইতে কংগ্রেস নিজেকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। সর্ব সময়েই ইহা সমগ্র জাতিগত ভাবে চিন্তা করিয়াছে ও তদনুযায়ী কাজ করিয়াছে।

* * * * *

·· আমি জানি আমাদের অহিংসা কতটা অসম্পূর্ণ, আদর্শ হইতে আমরা কতদূরে রহিয়াছি, কিন্তু অহিংসায় চরম পরাজয় নাই। তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও যদি বৃহৎ বস্তু ঘটে তো তাহা ঈশ্বর আমাদের বিগত বাইশ বৎসরের মৌন, অবিরাম সাধনাকে সাফল্যযুক্ত করিয়া সহায়তা করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভব হইবে।

* * * * *

·আমার বিশ্বাস পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের অপেক্ষা বেশী সত্যকার গণতান্ত্রিক সংগ্রাম হয় নাই। কারাগারে থাকিবার সময় আমি কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম এবং পণ্ডিত জওহরলাল আমাকে রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সংগ্রামগুলি হিংসার অস্ত্রদ্বারা চালিত ছিল বলিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। আমার পরিকল্পিত গণতন্ত্রে—অহিংস

প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে সকলের জন্যই সমান স্বাধীনতা থাকিবে। প্রত্যেকেই যে যার নিজের প্রভু হইবে। আজ আমি আপনাদের এইরূপ গণতন্ত্র লাভের সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। একথা একবার যদি আপনারা উপলব্ধি করিতে পারেন তো মন হইতে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য ভুলিয়া যাইবেন এবং নিজেদের সাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত শুধুমাত্র ভারতীয় বলিয়া মনে করিবেন।"

(নি-ভা-ক-ক'র নিকট ৭ই আগষ্টের হিন্দুস্থানী বক্তৃতা হইতে)

* * * * *

বড়লাট, স্বর্গীয় দীনবন্ধু সি. এফ্. এণ্ড্রুজ ও কলিকাতার প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের (metropolitan) সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া আমি বলিয়াছিলাম :

এই চেতনা লইয়া আমি পৃথিবীর সমক্ষে ঘোষণা করিতে চাই যে বিপরীত অনেক কিছু বলা সত্ত্বেও এবং আমার পাশ্চাত্য দেশের বহুসংখ্যক বন্ধুদের শ্রদ্ধা ও কয়েকজনের বিশ্বাস আজ হারাইতে থাকিলেও—শুধু তাদের ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের জন্যই আমি আমার অন্তর্জগতের ধ্বনির কণ্ঠরুদ্ধ করিব না।...আমার ভিতরের যাহা আমাকে কখনোও প্রতারিত করে নাই তাহা আমাকে বলিতেছে সমগ্র বিশ্ব বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমাকে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

* * * * *

অহিংসা ব্যতীত সত্যকার স্বাধীনতা আসিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা। ইহা গর্বিত বা অতি দর্পী লোকের কথা নয়, ইহা ব্যাকুল সত্যান্বেষীর কথা। মূলগত এই সত্যকে কংগ্রেস গত বাইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেস তার অতি-সূচনা হইতেই অনুপলব্ধভাবে সেই প্রথমযুগে আইনানুগ পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত অহিংসার উপরই নীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দাদাভাই ও ফিরোজশা মেহ্‌তা কংগ্রেসী ভারতকে বহন করিয়া ছিলেন। তারা কংগ্রেস প্রিয় ছিলেন। তাই তারা তার প্রভুও ছিলেন। কিন্তু সবার উপরে তারা ছিলেন দেশের সত্যকার সেবক। তারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কখনো হত্যাকাণ্ড, গোপন কার্য্য-কলাপ ও অনুরূপ ব্যাপারে সাহায্য করেন নাই। পরবর্তী ব্যক্তি-পরম্পরা এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাদের রাজনৈতিক দর্শনকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অহিংস অসহযোগের তত্ত্ব ও নীতির মধ্যে, কংগ্রেস যেটা গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক কংগ্রেসীই যে অহিংসার সর্বোচ্চ তত্ত্বকে নীতি হিসাবে স্বীকার করিয়া চলে তাহা আমি দাবী করি না। আমি জানি কতকগুলি কালো ভেড়াও আছে, কিন্তু আমি তাদের জেরা না করিয়াই বিশ্বাসের উপর লইয়া যাইতেছি।

আমি বিশ্বাসী, কারণ মানব প্রকৃতির স্বভাবজ সাধুতার উপর আমার আস্থা আছে; উহা মানুষকে স্বাভাবিক ভাবে সত্যোপলব্ধি করিতে সক্ষম করিয়া সংকটের মধ্য দিয়াও চালিত করে। আমার জীবনতরীর কর্ণধার এই মূলগত বিশ্বাস ও ইহাই আমাকে আশা দেয় যে সমগ্র ভারতবর্ষ আসন্ন সংগ্রামে অহিংসার নীতি বজায় রাখিবে। যদি দেখা যায় আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত তবুও আমি পশ্চাৎপদ হইব না বা বিশ্বাস পরিহার করিব না। শুধু বলিব, "এখনো পাঠ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। আবার আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে।"

(৮ই আগষ্টের ইংরাজী বক্তৃতা হইতে)

* * * * *

সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য নৈতিক উপদেশ ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনোরূপ অনুমোদন নাই। আমার বিশ্বাস সত্যকার গণতন্ত্র শুধুমাত্র অহিংসারই পরিণতি স্বরূপ হইতে পারে। শুধুমাত্র অহিংসার ভিত্তির উপরই যৌথ বিশ্বরাষ্ট্রের কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে, আর বিশ্বব্যাপারে হিংসাকে পুরাপুরি বাদ দিতে হইবে। হিংসার আশ্রয়ে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের সমাধান মিলিবে না। হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইলে কোন্ মুখে তারা যৌথ বিশ্বরাষ্ট্রের কথা বলিবে? এই কারণের জন্যই কংগ্রেস সমস্ত বিভেদ-বৈষম্য এক নিরপেক্ষ বিচার পরিষদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া রায় মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে।

সত্যাগ্রহের মধ্যে জুয়াচুরি বা মিথ্যার স্থান নাই। জুয়াচুরি ও মিথ্যাচার পৃথিবীতে চুপি চুপি পা ফেলিয়া আসিতেছে। এরূপ পরিস্থিতির অসহায় দর্শক হইতে আমি পারি না। আমি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া বেড়াইয়াছি, বর্তমান বয়সে সম্ভবত কেহ যা করে নাই। দেশের কোটি কোটি মূক মানুষ আমার মধ্যে তাদের বন্ধু ও প্রতিনিধিকে দেখিয়াছে, আর আমিও মানুষের সম্ভবপর সর্বোচ্চভাবে নিজেকে তাদের সহিত অভিন্ন করিয়া দিয়াছি। তাদের চোখে আমি যে বিশ্বাসের দীপ্তি দেখিয়াছি, তাহা আমি অসত্য ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তম সংস্থানে পরিবর্তিত করিতে চাই। আমাদের উপর সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ যতই শক্ত হউক না কেন, ইহা হইতে আমাদের মুক্তি পাইতেই হইবে। আমি জানি এই মহৎ কার্য সাধনের পক্ষে আমি যন্ত্রহিসাবে কত অসম্পূর্ণ, যাদের লইয়া আমি কাজ করিব তারা কত অসম্পূর্ণ উপকরণ। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে আমি কী করিয়া নীরবতার সহিত আড়াল দিয়া আমার আলো লুকাইয়া রাখিতে পারি? জাপানীদের আরেকটু অপেক্ষা করিতে বলিব কী? সমস্ত পৃথিবী এই বিশাল আগুনে ছাইয়া যাইতেছে, আজ যদি এর মধ্যে চুপ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকি, তবে ঈশ্বর আমাকে যে

সম্পদ দিয়াছেন তার ব্যবহার না করার জন্ত তীরস্কার করিবেন। কিন্তু এই বিষাগ্নির জন্তই আপনাদের আরেকটু অপেক্ষা করিতে বলা আমার উচিত ছিল, এই কয় বছর যেমন বলিয়াছি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে আর কংগ্রেসেরও ইহা ছাড়া অন্ত কোনো পথ নাই।

(৮ই আগষ্টের হিন্দুস্থানীতে শেষ বক্তৃতা হইতে)

৫৭। অহিংসা সম্বন্ধে আমার প্রচারোক্তির "মূল্যহীনতা" দেখাইবার জন্ত আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিবার পর গ্রন্থকার এবার আমার কংগ্রেস উর্দ্ধতন পরিষদের (হাই কম্যাণ্ডের) সহযোগীদের প্রতি তাকাইতেছেন, উদ্দেশ্ত তাঁরা "তাঁদের কংগ্রেসী অনুচরবৃন্দ ও জনসমবায়ের নিকট আমার মতের কীরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন" তাহা দেখা। পণ্ডিত নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীশংকররাও দেও-কর্তৃক ছাত্রসম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে বাছিয়া লওয়ার মধ্যে গ্রন্থকার আপত্তি দেখিতে পাইতেছেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে সংগ্রামের নিমিত্ত ছাত্র ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান এই প্রথম প্রবর্তিত বস্তু নয়। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্ত ছাত্ররা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং সে আহ্বানে কয়েক সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন স্থগিত রাখিয়া সাড়া দিয়াছিল। আগষ্ট গ্রেফ্তারের পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হইয়াছে জানি না। কিন্তু মনে হয় সেখানকার কিছু কিছু ছাত্র বিপথে গিয়াছে, কিন্তু তাদের কাজের সহিত পণ্ডিত নেহেরুকে যুক্ত করার কোনো কারণ নাই। এইরূপ যোগাযোগ খাড়া করিতে হইলে স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর অহিংসায় আস্থা কারও চেয়ে কম নয় এই যুক্তির সমর্থনে অসংখ্য প্রমাণ দেওয়া যায়। সংযুক্ত প্রদেশের কিসানদের প্রতি তাঁর উপদেশ সম্পর্কেও একই কথা। অন্তান্ত নেতাদের উক্তির মধ্যেও হিংসার সমর্থক কিছু নাই, অভিযোগপত্রে প্রদত্ত উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে যে কেহ তাহা বিচার করিতে পারে।

৫৮। নেতাদের উক্তি লইয়া বুঝাপড়ার পর গ্রন্থকার "বোম্বাইয়ে নিখিল-

ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আন্দোলন পরিচালনা সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশগুলি” লইয়া পড়িয়াছেন। “প্রথম উদাহরণটা” “নির্বাচিত” হইয়াছে ৯ই আগষ্টের হরিজন হইতে। প্রবন্ধটার শিরোনামা “অহিংস অসহযোগের পন্থা।” এটা জাপানী আক্রমণের আশংকা সম্পর্কে আলোচনা। প্রবন্ধটা আরম্ভ হইয়াছে এইভাবে :

> “১৯২০ সাল হইতে আমরা অহিংস অসহযোগ প্রদানের কয়েকটা পন্থার সহিত পরিচিত। সমস্ত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠান ও চাকুরি বর্জন এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর আওতা খাজনা-বন্ধ পযন্ত। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দেশের অধিকারী এক বিদেশীয় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এগুলি চালিত হইয়াছিল। নূতন কোনো বিদেশী আক্রামকের বিরুদ্ধে অসহযোগ পন্থা গ্রহণ করিতে হইলে স্বভাবতই তাহা খুঁটিনাটির দিক হইতে অন্যরকম হইবে। গান্ধীজীর উক্তিমত তাহা খাদ্য বা পানীয় দিতে অস্বীকৃতি পর্যন্ত হইতে পারে। শত্রুর সমস্ত কাজ অসম্ভব করিয়া তোলার জন্য সর্বপ্রকার অসহযোগই অহিংসার সীমার মধ্যে অবলম্বন করিতে হইবে।”

প্রবন্ধটার লেখক (ম. দে) তারপর ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র গৃহীত অহিংস অসহযোগের নমুনা দিয়াছেন। সেগুলি সচেতনভাবে গৃহীত অসহযোগনীতির উদাহরণ নয়। শেষ প্যারাগ্রাফ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমস্ত প্রবন্ধটা আক্রামককে প্রত্যাবৃত্ত করিতে অহিংস ভাবে কী করা যাইতে পারে তাহা দেখাবার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল :

> “ইহা স্মরণ যোগ্য যে, যুদ্ধে দমননীতি দশগুণ প্রচণ্ড হইবে, ফ্রান্সে যা হইয়াছিল, কিন্তু যদি সহনেচ্ছা থাকে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের এই সব বিভিন্ন উদাহরণগুলিতে বর্ণিত বিষয়ের সূত্রের উপর পন্থা করিবার বাহির একাগ্রতা থাকে, আর সবার উপরে থাকে আক্রামককে বিতাড়িত করিবার সংকল্প, তাহা হইলে মূল্য যাহাই হউক না কেন জয়লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের বিশালতা, অসুবিধাজনক হইবার পরিবর্তে সুবিধাজনক হইতে পারে, কারণ আক্রামকের পক্ষে সহস্রাধিক ক্ষেত্রে প্রতিরোধের সহিত যুঝিয়া ওঠা কঠিন হইবে।”

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জাতিগত নয়, আক্রামক-বিরোধী।

৫৯। গ্রন্থকার প্রদত্ত আরেকটা উদাহরণ হইল ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪২ এর হরিজনে শ্রী কে. জি. মশরুওয়ালার একটা প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ। শ্রীমশরুওয়ালা

একজন মূল্যবান সহকর্মী। অহিংসাকে তিনি এমন উচ্চভাবে পোষণ করেন যে যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁরা কৌশলে পরাজিত হন। তা সত্ত্বেও উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফটা সমর্থন করিবার ইচ্ছা করি না। নিজেকে তিনি এই বলিয়া রক্ষা করিয়াছেন যে এটা শুধুমাত্র তাঁরই ব্যক্তিগত অভিমত। সেতু, রেলপথ, ও অনুরূপগুলির উপর হস্তক্ষেপের ব্যাপারকে অহিংস বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে কীনা এই প্রশ্ন লইয়া তিনি আমাকে বিতর্ক করিতে নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। হস্তক্ষেপ অহিংস হইবে কীনা আমি সর্বদাই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। এই সব হস্তক্ষেপ যদি বোধগম্যভাবে অহিংস হয়ও, যেটা আমি হইতে পারে বলিয়া মনে করি, তবু এগুলি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা বিপজ্জনক। কারণ তারা এগুলি অহিংস ভাবে করিবে আশা করা যায় না। আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শক্তিকে জাপানীদের সহিত একই পর্যায়ভুক্ত করার আশাও আমি করিতে পারি না।

৬০। এক শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর মতামত সমালোচনা করিবার পর আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে শ্রীমশরুওয়ালার মতামত হিংস অভিপ্রায়ের প্রমাণ নয়। বড়জোর উহা বিচারের একটা ভুল, যেটা মানবসমাজের জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রবর্তিত অহিংসা প্রয়োগের মত অভিনব বিষয়ের মাঝে থাকা খুবই সম্ভব। বড় বড় সেনাপতি ও রাজনীতিকরা এর আগে বিচারের ভুল করিলেও জাতিচ্যুত হন নাই বা কুঅভিপ্রায়ের অপরাধে অভিযুক্ত হন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

৬১। তারপর আসে অন্ধ্র ইস্তাহার। বিষয়টাকে আমি আমার পক্ষে নিষিদ্ধ আলোচনা বলিয়া মনে করিব, কারণ গ্রেফ্‌তারের পূর্বে এসম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। তাই এ বিষয় সম্বন্ধে আমি সতর্কতার সহিত মন্তব্য করিতে পারি। সতর্ক ভাবেই আমি মনে করি দলিলটা মোটের উপর নির্দোষ। উহার নিয়মবিধির ধারা এই গুলি:

> "সমগ্র আন্দোলন অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নির্দেশগুলি ব্যর্থ হয় এমন কোনো

কাজ কখনো গৃহীত হইবে না। অমান্যমূলক সমস্ত কাজই স্পষ্টভাবে হইবে, গোপনভাবে নয় (প্রকাশ্যভাবে হইবে, আড়াল দিয়া নয়)।"

বন্ধনী মূলের মধ্যে আছে। নিম্নোক্ত সতর্কীকরণও ইস্তাহারের মধ্যে আছে :

"একশোটার মধ্যে নিরানব্বইটা সম্ভাবনাই মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক শীঘ্র হয়তো বোম্বাইয়ের পরবর্তী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের কয়েক ঘণ্টা পরেই, আন্দোলন-প্রতিষ্ঠার পক্ষে। জে-ক-ক গুলি সতর্ক হইয়া সংগে সংগে কাজ করিতে শুরু করিবে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে মহাত্মাজীর সিদ্ধান্ত না হওয়া পযন্ত যেন কোনো আন্দোলন শুরু না হয় বা কোনো প্রকাশ্য কাজ করা হয়। মোটের উপর হয়তো তিনি অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের এক প্রকাণ্ড অনিশ্চিত ভুলের জন্য দায়ী হইতে হইবে। প্রস্তুত হউন, অবিলম্বে সংগঠন শুরু করুন, সতক থাকুন, কিন্তু কোনো মতেই কাজ শুরু করিবেন না।"

ইস্তাহারের ভিতরের অংশ সম্পর্কে কয়েকটা বিষয়ের জন্য আমি নিজেকে দায়ী করিতে পারি না। ইস্তাহারটা নির্ভরযোগ্য দলিল মানিয়া লইয়াও আমি কমিটির ওই বিষয়ে বক্তব্যের অনুপস্থিতির জন্য সংশোধন করিতে পারি না, সুতরাং উহা বিচার করিতে অস্বীকারই করিব। রেল অপসারণের নিষেধ "তুলিয়া লওয়ার" উদ্দেশ্যে "লিখিত সংশোধনীর" পাঠ আমি বাদ দিতেছি।

৬২। তারপরে গ্রন্থকার কথিত অহিংসার "মূল্যহীন" আড়ালে আমার মন কী ভাবে হিংসার দিকে ঝুঁকিতেছিল সেই সংক্রান্ত পঞ্চম পরিশিষ্টের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। পরিশিষ্টে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশাবলীর মর্ম দেওয়া হইয়াছে, সেই সংগে সমান্তরাল স্তম্ভে আমার রচনাবলী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ওই পরিশিষ্ট অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার রচনা হইতে কিছুই বাদ দিবার নাই। আমি বলিই যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বলিয়া বর্ণিত নির্দেশাবলীতে হিংসার লেশমাত্র নাই।

৬৩। অভিযোগপত্রের যুক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আমি যাহা জানি সেইভাবে অহিংসা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলিব। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অহিংসার প্রসার-করণ অতি কৈশোর হইতেই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। উহা প্রায় ষাট বৎসরের কাছাকাছি হইবে। আমার পরামর্শে ১৯২০ সালে কংগ্রেস কর্তৃক ইহা নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। প্রকৃতিগত ভাবে পৃথিবীর সমক্ষে ইহা প্রদর্শনের জন্য গৃহীত হয় নাই, গৃহীত হইয়াছিল স্বরাজ লাভের অপরিহার্য উপায় বোধে। কংগ্রেসীরা অতি দ্রুত উপলব্ধি করিয়াছিল যে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে থাকায় এর কোনো মূল্য নাই। একক ও যৌথভাবে কাজে লাগাইতে পারিলেই এর উপকারিতা। শুধুমাত্র প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিলে এর উপকারিতা উপযুক্ত মুহূর্তে ফলপ্রসূ ভাবে প্রয়োগ না জানা লোকের হাতে রাইফেল থাকার চেয়ে বেশী নয়। সুতরাং অহিংসা গৃহীত হওয়ার পর হইতে তাহা যদি কংগ্রেসকে সম্মান ও জনপ্রিয়তা দিয়া থাকে তো তাহা তার ব্যবহারের যথার্থ অনুপাত অনুসারেই দিয়াছে, ঠিক যেমন রাইফেল তার অধিকারীকে ফলপ্রসূ প্রয়োগের যথার্থ অনুপাত অনুসারে ক্ষমতা দেয়। তুলনাটা খুব বেশী অগ্রাহ্য করা যায় না। এইভাবে হিংসা যখন আক্রামকের ক্ষতি ও ধ্বংসের পথে চালিত হয় এবং বিরোধীর হিংসাশক্তির অপেক্ষা প্রবলতর হইতে পারিলে তবে সাফল্যযুক্ত হয়, তখন হিংসার উদ্দেশ্যে শক্তিশালীভাবে সংগঠিত প্রতিপক্ষের সম্পর্কে অহিংস কর্মপন্থা গৃহীত হইতে পারে। হিংসায় প্রবলতরের বিরুদ্ধে দুর্বলের হিংসা সাফল্য লাভ করিয়াছে কখনো শোনা যায় নাই। অতি দুর্বলের অহিংস কর্মপন্থায় সাফল্য তো প্রতিদিন ঘটে। এখানে বিবৃত অহিংসার নীতি আমি বর্তমান সংগ্রামে প্রয়োগ করিয়াছি। ভারতে অস্তিত্ববান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রকে যারা লোকবল দিয়া দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাদের প্রকৃতি ও সম্পত্তির ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু আমার চিন্তা হইতে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমার অহিংসা ব্যক্তি ও তার যন্ত্রের মধ্যে একটা মূলগত বৈষম্য টানে।

অনিষ্টকর যন্ত্রকে আমি অনুশোচনা-বিহীন ভাবেই ধ্বংস করিব, কখনো মানুষটাকে নয়। আর এই নীতি আমি আমার নিকটতম আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ ও সংগীদের সহিত ব্যবহারের মধ্যে দিয়া উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সহিতই প্রয়োগ করিয়াছি।

৬৪। অহিংসাকে বিদায় দিবার পর গ্রন্থকার এবার ১৪ই জুলাইয়ের ওয়ার্ধা প্রস্তাব এবং ৮ই আগষ্টের বোম্বাই প্রস্তাবের সুপ্রতীয়মান লক্ষ্য হিসাবে সংক্ষেপে বলিতেছেন :

"১৪ই জুলাইয়ের ওয়ার্ধা প্রস্তাব (পরিশিষ্ট ৩-১) ও ৮ই আগষ্টের বোম্বাই প্রস্তাবের (পরিশিষ্ট ৩-২) মধ্যে তিনটী সুপ্রতীয়মান লক্ষ্য সাধারণ ভাবে অবস্থান করিতেছে। ওইগুলি এই :

১) ভারতব্যাপী বিদেশী প্রভুত্বের অপসারণ।

২) ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ হইলে জনসাধারণের তাহা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে বিপন্ন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ রোধ করা ; ভারতীয়দের মধ্যে আক্রমণ-প্রতিরোধের মনোভাব জাগাইয়া তোলা ; ভারতের কোটি কোটি মানুষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা মঞ্জুর করিয়া সেই শক্তি ও উদ্দীপনা জাগ্রত করা শুধুমাত্র যদ্দারা ভারতবর্ষ সমগ্রভাবে তার রক্ষাকার্যে ও তার যুদ্ধে কার্যকর অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারে।

৩) বিভাগ করিয়া শাসন করার নীতি অবলম্বনকারী বিদেশী শক্তির অপসারণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য অর্জন [illegible]পরেই ভারতীয় জনসমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইবে।

আরো তিনটী লক্ষ্য প্রথম বোম্বাই প্রস্তাবে পরিলক্ষিত হয় :

৪) পরাধীন ও নিপীড়িত সকল মানবতাকে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পার্শ্বে আনয়ন এইভাবে এই জাতিবৃন্দকে পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদান।

৫) বিদেশী প্রভুত্বাধীন এশিয়ার জাতিগুলিকে স্বীয় স্বাধীনতা পুনরর্জন করিতে ও যাহাতে তারা আবার কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীন না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে সহায়তা প্রদান।

৬) এক যৌথ বিশ্বরাষ্ট্র গঠন যাহা জাতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীগুলি

ভাঙিয়া দিয়া সকলের সাধারণ উপকারের নিমিত্ত বিশ্বের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করিয়া এক ভাণ্ডার সৃষ্টি করিবে।”

তিনি বলিতেছেন যে “এই লক্ষ্যগুলির প্রথমটার অকৃত্রিমতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা, যে ভাষায়ই ইহাকে প্রকাশ করা হউক না কেন, বহুদিন ধরিয়া কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হইয়া আছে এবং উপরে দেখানো হইয়াছে কীভাবে এই লক্ষ্য ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত প্রধান অভিপ্রায়গুলির একটার সমতুল্য হইয়াছে।” প্রথম লক্ষ্যটার অকৃত্রিমতার এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও তিনি অন্যগুলিকে কোনো না কোনো ভাবে বিদ্রুপ করিতেছেন বলিয়া আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি। আমি বলি অন্যগুলি প্রথমটা হইতেই আসিয়াছে। মীমাংসার ফলে বিদেশী প্রভুত্ব চলিয়া গেলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত করিবে এবং কোটি কোটি মানুষের শক্তি মিত্রশক্তির লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবাধ হইয়া থাকিবে। রাত্রির অবসানে যেমন দিন আসে, ঠিক তেমনই বিদেশী প্রভুত্বের অবসানে সাম্প্রদায়িক ঐক্য আসিবে। যদি চল্লিশ কোটি জনসাধারণ স্বাধীন হয় তবে নিপীড়িত মানব সমাজের অন্যান্য অংশও স্বাধীন হইবে আর মিত্রজাতিবৃন্দ স্বভাবতই এই স্বাধীনতার স্বার্থবাহক হওয়ার দরুন বিশ্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব আপনা হইতেই তাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে। পঞ্চম লক্ষ্যটা চতুর্থেরই অন্তর্ভুক্ত আর ষষ্ঠটা হইল সমগ্র মানব-সমাজেরই লক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি, যে লক্ষ্যটা মানবসমাজকে লাভ করিতেই হইবে বা লাভ না করিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ইহা সত্য যে শেষ তিনটা লক্ষ্য বোঝাইয়ে যোগ করা হয়। কিন্তু উহা নিশ্চয়ই মিথ্যা দোষারোপের যোগ্য নয়। এমন কী যদিও সেগুলি সমালোচনার পরিণতি স্বরূপ হইয়া থাকে তবু তাতে দোষ কোথায়? কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানই সমালোচনা অবজ্ঞা করিয়া করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ তাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় সমালোচনারই সতেজ আবহাওয়ার মধ্যে। বস্তুত যৌথবিশ্বরাষ্ট্র ও অ-শ্বেতকায় জনসাধারণের

অধিকারের কথা কংগ্রেসীদের পক্ষে নূতন ভাবধারা নয়। কংগ্রেসের প্রস্তাবে অনেক সময়ে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আগষ্ট প্রস্তাবে যৌথ-বিশ্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত প্যারাগ্রাফটী এক ইউরোপীয় বন্ধুর পরামর্শে ও অ-শ্বেতকায় জনসাধারণ সম্পর্কিতটী আমার পরামর্শে স্থান পাইয়াছে।

৬৫। ৯ই আগষ্টের গ্রেফ্‌তারাদির পর যে গোলযোগগুলি সংঘটিত হয়, তার বিশদ বর্ণনাস্বরূপ অভিযোগপত্রের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়গুলি এবং বিভিন্ন সংস্থার নির্দেশাবলীর মমার্থজ্ঞাপক পরিশিষ্টগুলি সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছি। আমি এইসব একতরফা বিবরণী ও অসাব্যস্ত দলিলগুলি বিচার করিতে নিশ্চয়ই অস্বীকার করিব। তথাকথিত নির্দেশগুলির সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে তারা যে পরিমাণে অহিংসা-বিরোধী, তাহা কখনোই আমার অনুমোদন লাভ করিতে পারে না।

৬৬। অভিযোগপত্রের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিশোধস্বরূপ গৃহীত ব্যবস্থার বিশদ বিবরনীর সন্ধান বৃথা। এই সব প্রচেষ্টার যেটুকু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে কুপিত জনসাধারণের—তারা কংগ্রেসী বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, তথাকথিত অপরাধসকল তুচ্ছতায় ম্লান হইয়া যায়।

৬৭। এবার বিগত ৯ই আগষ্টের পাইকারী গ্রেফ্‌তারের পরবর্তী ঘটনাবলীর দায়িত্ব সম্পর্কে। গোলযোগের সম্পর্কে বিচার করিবার স্বাভাবিক পন্থা হইল তাহা গ্রেফ্‌তারের পরে ঘটে একথা মনে রাখা, সুতরাং গোলযোগের কারণ ছিল ওইটাই। ইহা কংগ্রেসের উপর দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব চাপাইবার একমাত্র উদ্দেশ্যেই যে অভিযোগপত্রটী রচিত হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রের নাম হইতেই বুঝা যায়। যুক্তি তর্কের জাল আমার নিকট এইরূপ লাগিয়াছে: প্রথমে আমি ও পরে কংগ্রেস ১৯৪২ এর এপ্রিলের পর হইতে, যখন আমি প্রথম "ভারত ছাড়" বলিয়া পরিচিত ব্রিটিশ প্রস্থানের কল্পনা প্রচার করি তখন হইতেই এক গণ-আন্দোলনের ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিলাম।

গণ-আন্দোলনের পরিণতিতে হিংসার উদ্ভব হইতই। আমি ও আমার নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেসীরা হিংসাকার্য হওয়া উচিতই ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নেতারাও ইহা প্রচার করিতেছিল। অতএব গোলযোগ যে কোনো অবস্থায়ই হইত। গ্রেফ্‌তার তাই মাত্র হিংস আন্দোলনের পূর্বেই হইয়াছিল ও উহাকে অংকুরে বিনষ্ট করিয়াছিল। অভিযোগপত্রের যুক্তিজালের সংক্ষেপ-সার ইহাই।

৬৮। আমি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে আমার ব্রিটিশ প্রস্থান সম্পর্কিত প্রস্তাবের দ্বারা গণআন্দোলনের কোনো বিশেষ ভিত্তি নির্মিত বা বিবেচিত হয় নাই; আমার বা কংগ্রেসনেতাদের দ্বারা হিংসা কার্য কখনো বিবেচিত হয় নাই, আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, যদি কংগ্রেসীরা হিংসার মধ্যে উন্মত্ত থাকে তাহা হইলে তারা আমাকে তাদের মধ্যে জীবিত দেখিতে পাইবে না, গণআন্দোলন আমার দ্বারা কখনো আরম্ভই হয় নাই—শুধু ইহা আরম্ভ করিবার সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল, গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনার কথা চিন্তা করিয়াছিলাম, আলোচনা ব্যর্থ হইলে তখন আন্দোলন করিবার কথা ছিল, আর আলোচনার জন্য "দুই বা তিন সপ্তাহ" অন্তর্বর্তীকালের কথা ভাবিয়াছিলাম—তাই ইহা সুস্পষ্ট যে গ্রেফ্‌তারাদি না হইলে এরূপ গোলযোগ ঘটিত না, বিগত ৯ই আগষ্ট ও পরে যেমন ঘটিয়াছিল। আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য এবং দ্বিতীয়ত ব্যর্থকাম হইলে গোলযোগ পরিহার করিবার জন্য প্রতিটি মানুষকেই কাজে লাগাইতাম। গভর্ণমেণ্ট বিগত আগষ্টের মত কিছু কম তাহা দমন করিতে সক্ষম হইতেন না। শুধু তাঁরা আমার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু বিষয় হাতে পাইতেন। কিছু করিবার পূর্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রদত্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও আমার বক্তৃতাবলী পাঠ করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য ছিল।

৬৯। কংগ্রেস নেতারা আন্দোলন অহিংস রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, শুধু এই কারণে যে তাঁরা জানিতেন অতি শক্তিশালীভাবে প্রস্তুত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তুলনা করিলে বর্তমান অবস্থায় সম্ভবত কোনো অহিংস আন্দোলনের

সফল হইতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী যে কোনো জনসাধারণেরই কৃত হিংসাকার্য নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাধিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস অন্যরূপ হইলে কোনো নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের সম্মুখে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করা উচিত। কিন্তু কারণটা যেখানে স্পষ্ট, সেখানে দায়িত্ব স্থানান্তরের চেষ্টা কেন? গভর্ণমেণ্টের ভারতব্যাপী গ্রেফ্‌তার কার্য এমন হিংসাপূর্ণ ছিল যে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই সংযম হারাইছিল। আত্মসংযম হারাইবার মধ্যে কংগ্রেসের কুকার্যসাধনের প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হয় যে মানব প্রকৃতির সহশক্তির সীমা আছে। গভর্ণমেণ্টের কার্য যদি মানব প্রকৃতির সহ্যের অতীত হইয়া থাকে তো উহা ও সেজন্য উহার কর্তারা পরবর্তী কালের বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বলিবেন গ্রেফ্‌তারের আবশ্যক ছিল। তা যদি হয় তবে কেন গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কার্যের পরিণামের দায়িত্ব লইতে ভীত হইয়া ঝগড়া করিবেন? আমার বড় বিস্ময় লাগে যে গভর্ণমেণ্ট যখন জানেন যে তাঁদের ইচ্ছাই আইন, তখন কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করারও প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধ করেন।

৭০। গভর্ণমেণ্টের প্রচলিত পদ্ধতি আমাকে বিশ্লেষণ করিতে দেওয়া হউক। এক প্রাচীন সভ্যতা বিশিষ্ট প্রায় চল্লিশ কোটি জনসংখ্যার উপর শাসনকারী হইলেন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল বলিয়া খ্যাত এক ব্রিটিশ প্রতিনিধি, তাঁকে সাহায্য করে ২৫০ জন তহসিলদার নামক কর্মচারী; শক্তিপুষ্ট করে ব্রিটিশ কর্মচারীদ্বারা শিক্ষিত ও জনসাধারণ হইতে সতর্কভাবে বিচ্ছিন্ন এক বিরাট ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিশিষ্ট এক শক্তিশালী ব্রিটিশ দুর্গ। ভাইসরয় (বড়লাট) তাঁর স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে ইংলণ্ডের রাজার অপেক্ষাও অনেক বৃহত্তর ক্ষমতা ভোগ করেন। আমি যতটা জানি এরূপ ক্ষমতা পৃথিবীর অন্য কেহ উপভোগ করে না। তহসিলদাররাও নিজের গণ্ডীর মধ্যে এক একজন ক্ষুদে বড়লাট। প্রথমত তাদের নামেতেই প্রকাশ পাইতেছে নিজের জেলার মধ্যে তারা রাজস্ব সংগ্রাহক ও প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্ষমতার

অধিকারী। সমরবিভাগকে প্রয়োজন মত তারা আহ্বান করিতে পারে। তারা তাদের এলাকাস্থ ছোট ছোট সর্দারদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও তাদের নিকট তারা অধিস্বামীর আসনে প্রতিষ্ঠিত।

৭১। গুণবৈষম্যের দিক হইতে উহা কংগ্রেসের সহিত তুলনা করুন, যে কংগ্রেস সংখ্যাগত শক্তির জন্য নয়, সুচিন্তিত ভাবে গৃহীত অহিংসা সমর্থনের জন্য পৃথিবীর সত্যিকার গণতান্ত্রিকতম সংগঠন। সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার চেষ্টার দ্বারা সূচনা হইতেই কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হইয়া আছে। প্রচেষ্টা যতই দুর্বল ও অসম্পূর্ণ হউক না কেন, কংগ্রেস তার দীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসরের ইতিহাসে কখনোও ভারতের স্বাধীনতার ধ্রুব-নক্ষত্র হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লয় নাই। অতি সত্যকার গণতন্ত্র যাহাকে বুঝায়, সেই লক্ষ্যের দিকে কংগ্রেস ক্রমপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। যদি বলা হয়, (বলা হইয়াছেও) যে কংগ্রেস তার গণতন্ত্রের তেজস্পৃহা শিক্ষা করিয়াছে গ্রেটব্রিটেনের নিকট হইতে, কোনো কংগ্রেসীই তাহা অস্বীকার করিতে যাইবেন না, যদিও আরেকটু বলা যায় যে এর মূল রহিয়াছে প্রাচীন পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার মধ্যে। উহা কখনোই নাৎসী, ফ্যাসিস্ত বা জাপানী প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না।, যে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র নিঃশ্বাস বায়ু স্বাধীনতা, যে নিজেকে অতিমাত্রায় শক্তিশালীভাবে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নিয়োগ করিয়াছে, তাহা সর্ববিধ প্রভুত্বেরই প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠায় নিজেকে বিলীন করিবে। যতদিন তাহা অহিংসায় সংলগ্ন থাকিবে, ততদিন তাহা অদম্য ও অজেয়।

৭২। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অস্বাভাবিক ক্রোধের মধ্যে গভর্ণমেন্ট নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তার কারণ কী হইতে পারে? এত বেশী মাত্রায় বিরক্তি প্রদর্শন করিতে পূর্বে কখনো তাঁদের দেখি নাই। কারণটা কী 'ভারত ছাড়' সূত্রের মধ্যেই নিহিত? গোলযোগই উহার কারণ হইতে পারে না. কারণ ক্রোধ-প্রকাশ দেখা দিয়াছিল আমার ব্রিটিশ প্রস্থানের প্রস্তাব

প্রকাশিত হওয়ার পরেই। ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছিল ৯ই আগষ্টের পাইকারী গ্রেফ্‌তারের মধ্যে, উহা পূর্বব্যবস্থিত ছিল ও ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব পাশের অপেক্ষা করিতেছিল। তবু প্রস্তাবের মধ্যে ‘ভারত ছাড়’ সূত্র ছাড়া অভিনব কিছু ছিল না। গণ আন্দোলন ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস-কার্যসূচিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া পরিচিত। তবু স্বাধীনতাকে ধোঁকা দেওয়া হইয়াছে। কখনো হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য, কখনো রাজন্যবর্গের প্রতি অংগীকার, কখনো তপশিলভুক্ত জাতির স্বার্থ, কখনো ইউরোপীয়দের কায়েমী স্বার্থ স্বাধীনতার দ্বার রুদ্ধ করিযাছে। বিভাগ আর শাসন যেন শেষহীন উৎস। সময়-বালুকা বাহির হইয়া আসিতেছিল। যুধ্যমান জাতিগুলির মধ্যে রক্ত-নদী দ্রুত প্রবাহিত হইতেছিল, আর রাজনৈতিক-মনোভাবগ্রস্ত ভারত অসহায়ের মত দৃষ্টিপাত করিতেছিল—জনসাধারণ ছিল জড়-নিশ্চেষ্ট এইজন্যই ‘ভারত ছাড়’ ধ্বনি। স্বাধীনতা-আন্দোলনকে উহা কায়াদান করিয়াছে। অখণ্ডনীয় ছিল ধ্বনি। বিশ্ব সংকটে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন জনসাধারণ ওই বেদনাজনক ধ্বনির মধ্যে আত্ম প্রকাশ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। উহার মূল নাৎসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ের মধ্যে নিহিত। কারণ, কংগ্রেসের দাবী পূরণের অর্থ হইল সর্ব প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমবায়ের উপর গণতন্ত্রের জয়লাভের নিশ্চয়তা এবং জাপানি ও জার্মানীর বিভীষিকা হইতে যথাক্রমে চীন ও রাশিয়ার মুক্তি। দাবীটা গভর্ণমেন্টকে বিরক্ত করিয়াছে। এই দাবী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিশ্বাস করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিজেরাই নিজেদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বৃহত্তম প্রতিবন্ধক করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব কংগ্রেসকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধাপ্রদানের জন্য অভিযুক্ত করা অন্যায়। ৮ই আগষ্টের রাত্রি পর্যন্ত কংগ্রেসের সক্রিয়তা প্রস্তাবাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৯ই এর প্রত্যুষ কংগ্রেসকে কারারুদ্ধ দেখিল। তারপর যাহা ঘটিল, তাহা সরাসরি গভর্ণমেণ্টেরই কাজের ফল।

৭৩। যে ক্রোধকে আমি একটা ন্যায়সংগত ও সম্মানীয় অভিলাষ বলিয়া

মনে করি, তাহা গণতন্ত্র ও যুদ্ধ-পরবর্তীকালীন স্বাধীনতা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের ঘোষণার আন্তরিকতার সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহভাব নিশ্চিত করিয়াই তুলে। গভর্ণমেণ্ট আন্তরিক হইলে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সাহায্য প্রদান সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাহা হইলে ভারতের সেই নবার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অর্দ্ধাধিক শতাব্দীকাল ব্যাপী ভারতের স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রামশীল কংগ্রেসীরা দলে দলে মিত্রশক্তির পতাকাতলে সমবেত হইতেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে সম-অংশীদার ও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। যারা এই দাবী তুলিয়াছিল তাদের কোনো কাজ করিতে দিলেন না। আজ তাদের কয়েক জনকে এমন ভাবে খুঁজিয়া বেড়ানো হইতেছে যেন তারা বিপজ্জনক অপরাধী। আমি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর মত অন্তান্তের সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি। তাঁর গুপ্ত স্থানের সংবাদদাতাকে ৫০০০৲ টাকার, এখন সেটা দ্বিগুণ হইয়াছে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে জানিয়া-শুনিয়াও উদাহরণ করিবার কারণ হইল, তিনি ঠিকই বলেন, কয়েকটা মৌলিক বিষয়ে তিনি আমা হইতে পৃথক। কিন্তু পার্থক্যগুলি বৃহৎ হইলেও তাঁর অদম্য সাহস ও দেশপ্রেমের জন্ত সমস্ত প্রিয়বস্তুর ত্যাগের বিষয়ে আমাকে অন্ধ করিয়া রাখে নাই। তাঁর ঘোষণাপত্র আমি পড়িয়াছি, সেটা অভিযোগ পত্রে পরিশিষ্ট হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। তার মধ্যে প্রকাশিত মতবাদের কয়েকটা আমি না মানিলেও তার মধ্যে জ্বলন্ত স্বাদেশিকতা ও বিদেশীপ্রভুত্বে অসহনশীলতা ছাড়া আর কিছু নাই। এর জন্ত যে কোনো দেশই গর্ব করিতে পারে।

৭৪। আর এই সমস্ত রাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন কংগ্রেসীদের বেলায়। কংগ্রেসের গঠনমূলক বিভাগ সম্পর্কেও গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালে অত্যাবশ্যক হস্তশিল্প-প্রতিষ্ঠানস্বরূপ দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়াছেন। যাদের কাছে কেহ যায় নাই ও যাদের শ্রম অপচিত হইতেছিল, সেই দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিকট নিখিল ভারত খাদি সঙ্ঘ বিনা আড়ম্বরে তিন

কোটিরও উপর টাকা বিতরণ করার জন্য দায়ী, তাকে আজ পংগু করা হইয়াছে। এর সভাপতি শ্রীযজুজী ও তাঁর বহু সহকর্মীরা বিনাবিচারে ও জ্ঞাতকারণব্যতীতই কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ট্রাস্টকরা সম্পত্তি খাদি কেন্দ্রগুলি, গভর্ণমেণ্টের নিকট বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। কোন আইনে এরূপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে আমার জানা নাই। আর দুঃখের কারণ এই যে বাজেয়াপ্তকারীরা এই সকল বস্ত্রোৎপাদক ও বস্ত্র বণ্টক কেন্দ্রগুলি চালাইতে অসমর্থ। খাদি ও চরকাগুলি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কুমারাপ্পা ভ্রাতৃগণ পরিচালিত নিখিল ভারত কুটির শিল্পসঙ্ঘও অনুরূপ ব্যবহার পাইয়াছে। শ্রী ভিনোবা ভাবে নিজেই একটী প্রতিষ্ঠান। বহু কর্মী তাঁর পরিচালনাধীনে অবিরাম গঠনমূলক শ্রম করিতেছিল। অধিকাংশ গঠনমূলক সংগঠনের কর্মীরা রাজনৈতিক কর্মী নয়। তারা সর্বোৎকৃষ্ট গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত। যদি তারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেই তো তাহা গভর্ণমেণ্টের বিবেচ্য বিষয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের তত্ত্বাবধায়কদের কয়েদ করা আমার মতে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করার সামিল। যখন ভারতবর্ষের অধিবাসীরা খাদ্য বস্ত্র ও জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয়ের অভাব হেতু দুঃখ ভোগ করিতেছে, তখন আত্মতুষ্টির সহিত উচ্চ কর্মচারীদের এই অসুখী দেশ হইতে সংখ্যাহীন লোক ও উপকরণ পাওয়ার ঘোষণাটা বিস্ময়কর। আমি এঁকথা বলিতে সাহস করিবই যে, গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতব্যাপী কংগ্রেস কর্মীদের কারারুদ্ধ করিবার পরিবর্তে তাদের সেবার সুযোগ লইতেন, তাহা হইলে ওই অভাব একেবারে নিবারিত করা না যাইলেও অনেক লঘু করা যাইত। কংগ্রেসের সুযোগ্য কাজের দুটী চমকপ্রদ উদাহরণ গভর্ণমেণ্টের সম্মুখে ছিলই—একটী হইল ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বাধীনে শোচনীয় বিহার ভূমিকম্পে ও অপরটী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অধীনে গুজরাটের অনুরূপ শোচনীয় বন্যায় কংগ্রেসীদের সেবাকার্য।

৭৫। অভিযোগপত্রের প্রত্যুত্তরের উপসংহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দীর্ঘতর হইয়া গেল। এর জন্য আমাকে ও এই শিবিরে আমার সহকর্মীদের কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। আমার প্রতি ও আমি যে উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব করি তার প্রতি সুব্যবহারের জন্য এই প্রত্যুত্তর প্রকাশের অনুরোধ আমি অবশ্যই করিতে থাকিব। অভিযোগপত্রে কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির কোনো প্রমাণ হয় নাই তাহা গভর্ণমেণ্টকে নিঃসন্দেহে বুঝাইয়া দেওয়াই আমার প্রধান অভিপ্রায়। গভর্ণমেণ্ট জানেন যে ভারতীয় জনসাধারণ অভিযোগপত্রটীতে আস্থা স্থাপন করে নাই ও তাদের ধারণা বিদেশে প্রচারই এর উদ্দেশ্য। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও রাইট অনারেবল শ্রী এম. আর. জয়াকরের মত ব্যক্তিগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে অভিযোগপত্রে প্রদত্ত 'সাক্ষ্যপ্রমাণের' কোনো আইনানুগ মূল্য নাই। অভিযোগপত্রের ভূমিকায় দেখিতেছি যে গভর্ণমেণ্টের নিকট রাজবন্দীদের সম্বন্ধে দোষারোপ করিবার মত 'মূল্যবান সাক্ষ্যপ্রমাণ' আছে। আমার নিবেদন গভর্ণমেণ্ট নিরাপদে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি প্রকাশ করিতে না পারিলে রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়া মুক্তির পরে যারা অপরাধ সম্পাদন বা বর্ধনমূলক কাজে ধরা পড়িবে তাদের বিচার করাই তাঁদের উচিত। তাঁদের অসীম ক্ষমতা সংগে লইয়া অপ্রতিপালনীয় অভিযোগের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন নাই।

৭৬। দেখা যাইবে যে অভিযোগপত্রটী গভর্ণমেণ্টের প্রকাশনা হইলেও আমি এই পরিচিত আশায় শুধু এর অজ্ঞাত রচয়িতারই সমালোচনা করিয়াছি যে গভর্ণমেণ্টের সাধারণ ব্যক্তিরা এর মূলগুলি পড়েন নাই। কারণ মূলগুলি জানেন এমন কোনো ব্যক্তি ইহাতে সন্নিবিষ্ট অনুমান ও পরোক্ষ ইংগিতগুলি সম্ভবত সমর্থন করিতে পারেন না বলিয়া মনে করি।

৭৭। পরিশেষে আমি ইহা বলিতে চাই যে অভিযোগপত্র বিশ্লেষণ করিতে আমি যদি কোথাও ভুল করিয়া থাকি এবং আমার ভুল যদি আমাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়, আমি সানন্দে নিজেকে সংশোধন করিব। আমি যাহা বোধ করিয়াছি, তাহাই সরলভাবে লিখিয়া গিয়াছি।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী.

পরিশিষ্ট ১

ব্রিটিশ প্রস্থান

> “প্রথম অবস্থায় মিঃ গান্ধীর ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাবকে ভারত হইতে ব্রিটিশ জাতি এবং সমস্ত ব্রিটিশ ও মিত্র বাহিনীর শারীরিক ভাবে প্রস্থান রূপে অর্থ করা হইয়াছিল ও ব্যাপক ভাবে বুঝা হইয়াছিল।”
>
> (অভিযোগ পত্র—২য় পৃষ্ঠা)

(অ) বিমূঢ়তা

ব্রিটিশ জাতির প্রতি আমার প্রস্থানের আমন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের মনে স্পষ্টতই বিমূঢ়তা আছে। কারণ একজন ব্রিটিশ লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতবর্ষ ও তার জনগণকে পছন্দ করেন, তাই স্বেচ্ছায় ভারত হইতে প্রস্থান করিতে চান না। আমার অহিংস পদ্ধতিও তিনি পছন্দ করেন। লেখক স্পষ্টতই সাধারণ একক ব্যক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী একক ব্যক্তিদের মধ্যে গোলমাল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন ; ব্রিটিশ জনগণের সহিত ভারতবর্ষের কোনো বিবাদ নাই। আমার শত শত ব্রিটিশ বন্ধু আছেন। এণ্ড্রুজের বন্ধুত্বই ব্রিটিশ জনগণের সহিত আমাকে একত্র বন্ধন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তিনি ও আমি উভয়েই আমাদের এই বিশ্বাসে স্থির-সংকল্প ছিলাম যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আকৃতি যাহাই হউক না কেন তার অবসান হইতেই হইবে। এ পর্যন্ত শাসকরা বলিয়া আসিয়াছে, “কাহাদের হাতে লাগাম সঁপিয়া দিব জানিতে পারিলে আমরা সানন্দ চিত্তে চলিয়া যাইতে পারিতাম।” এখন আমার উত্তর : “ঈশ্বরের হাতেই ভারত ছাড়িয়া দাও। তা যদি বড় বেশী হয় তো অরাজকতার হাতে ছাড়িয়া যাও।” ব্রিটেন, ভারত ও বিশ্বকে ভালোবাসেন এমন ব্রিটিশদের নিকট আমি ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আমার আবেদনের ব্যাপারে আমার সহিত যোগদান করিতে এবং আবেদন অগ্রাহ্য হইলে এমন সব

অহিংস কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি যাহা ওই শক্তিকে আমার আবেদনটী মানিতে বাধ্য করিবে। (হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃঃ ১৬১)

(আ) স্পর্শ হইতে দূরে

বিদ্বেষের নিষ্ফলতা দেখাইয়া দিতেছি। আমি দেখাইয়া দিব বিদ্বেষের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিদ্বেষ-পোষক, বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি নয়। কোনো সাম্রাজ্য-শক্তিই যেমন ভাবে করিয়া আসিতেছে তা ভিন্ন অন্য কোনো ভাবে কাজ করিতে পারে না। আমরা শক্তিশালী হইলে ব্রিটিশ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সেইজন্যই ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতে বলা ও সেই সংগে জাপানীদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জনগণকে মনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে বলিয়া বিদ্বেষ ভাব হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। ব্রিটিশ প্রস্থানের সংগে সংগেই জাপানীদের স্বাগত জানাইবার উৎসাহ চলিয়া যাইবে এবং ব্রিটিশ-প্রস্থান সম্ভব করার মধ্যে যে শক্তির অনুভূতি রহিয়াছে সেই শক্তিই ব্যবহৃত হইবে জাপানী আক্রমণ রোধ করিতে। আধুনিক বা প্রাচীন কোনো অস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও যথোচিত ভাবে সংগঠিত হইলে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ জাপানীদের প্রতিরোধ করিতে পারে বলিয়া সি-আর'এর যে ধারণা তাহা আমি সমর্থন করি। যে সময়ে আমরা ব্রিটিশ শক্তির উপর চাপ দিতেছি, সেই সময়ে ব্রিটিশ বাহিনী আমাদের সমগোষ্ঠিতা ব্যতীতই যুদ্ধ চালাইতে থাকিলেও ইহা (জাপানী প্রতিরোধ) সম্ভব হইতে পারে—সি-আর'এর সহিত আমার মতবৈষম্য এখানেই। অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাব সেখানে আন্তরিক সমগোষ্ঠিতা ও সহযোগিতা সম্ভব নয়। ব্রিটিশদের উপস্থিতিই জাপানীদের ডাকিয়া আনিতেছে, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করিতেছে, আর সর্বাপেক্ষা খারাপ হইল, দৌর্বল্য-সঞ্জাত বিদ্বেষ গভীর করিয়া তুলিতেছে। সুশৃংখলার সহিত ব্রিটিশরা প্রস্থান করিলে বিদ্বেষ স্নেহে রূপান্তরিত হইবে এবং আপনাআপনিই সাম্প্রদায়িক কোন্দল, আভ্যন্তরিক

হইবে। আমি যতদূর দেখিতেছি তাতে যতদিন দুটী সম্প্রদায় তৃতীয় শক্তির প্রভাবাধীন থাকিবে ততদিন তারা যথোচিত দৃষ্টিতে কোনো বিষয় চিন্তা বা অবলোকন করিতে পারিবে না। (হরিজন, ৩১শে মে, ১৯৪২, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

(ই) স্বাধীন ভারত সর্বোচ্চ সাহায্য করিতে পারে

নিজেকে চীনের বন্ধু বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁর লেখায় প্রকাশিত বর্তমান নীতির দ্বারা তাহা দুর্বল হইয়াছে কীনা এই বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী বলেন : "আমার উত্তর একটী জোরের সংগে 'না'।"

আমি চীনের একজন গভীর বন্ধু, যা আমি সর্বদাই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি। স্বাধীনতা-চ্যুতির অর্থ আমি জানি। সেইজন্যই পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী চীনের দুঃখকষ্টে আমি সহানুভূতিশীল হওয়া ভিন্ন আর কিছু হইতে পারি নাই। আমি যদি হিংসায় আস্থা রাখিতাম এবং যদি ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে চীনের হইয়া তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অধীনস্থ প্রত্যেকটি সৈন্য বাহিনীকে পরিচালনা করিতাম। তাই ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থান সম্বন্ধে ইংগিত করিয়াও আমি চীনের কথা ভুলিয়া যাই নাই। চীনের কথা মনে থাকার জন্যই আমি উপলব্ধি করি যে ভারতবর্ষের পক্ষে চীনকে সাহায্য করার একমাত্র কার্যকর উপায় হইতেছে গ্রেট ব্রিটেনকে ভারত স্বাধীন করিতে প্ররোচিত করিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহায়তা প্রদান করিতে দেওয়া। স্বাধীন ভারত বিষণ্ণ ও [illegible] হওয়ার পরিবর্তে সাধারণ মানবসমাজের শুভের পক্ষে এক ক্ষমতাশালী শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। একথা সত্যই যে, আমার প্রস্তাবিত সমাধান ইংরাজের জ্ঞানের অতীত এক ঐতিহাসিক সমাধান। কিন্তু আমি ব্রিটেন ও চীন ও রাশিয়ার সত্যকার বন্ধু বলিয়া পরিস্থিতি রক্ষার জন্যই ও যুদ্ধের বর্তমান রূপকে অর্থাৎ মানবতার এই বিপদের রূপকে মংগলের শক্তিতে রূপান্তরিত করিবার জন্যই সমাধানটী চাপিয়া যাইব না। আমার মতে ওটা উক্ত ধরণের বাস্তব ও [illegible] সমাধান।

"আমি জাপ-সমর্থক নই"

"কাল পণ্ডিত নেহেরু আমায় বলেন যে তিনি লাহোর ও দিল্লীতে জনগণকে আমি জাপ-সমর্থক বনিয়া গিয়াছি বলিতে শুনিয়াছেন। ইংগিতটায় আমি শুধু হাসিতে পারিয়াছিলাম, কারণ স্বাধীনতার আবেগ যদি আমার সত্যই আন্তরিক হয়, তাহা হইলে সচেতন বা অচেতনে আমি এমন কোনো পদক্ষেপ করিতে পারি না যদ্দ্বারা ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র প্রভু-পরিবর্তনের অবস্থার মধ্যেই ফেলা হইবে। কিন্তু জাপানী বিভীষিকার প্রতি আমার সর্বান্তরিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও দুর্ঘটনাটা যদি ঘটেই, (যার সম্ভাবনা আমি কখনো অস্বীকার করি নাই) তবে দোষটা পুরাপুরি পড়িবে ব্রিটিশের স্কন্ধেই। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমার নাই। আমি এমন কোনো ইংগিত করি নাই যাহা সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতেও ব্রিটিশ শক্তি বা চৈনিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিপজ্জনক। একথা স্পষ্টই যে ভারতবর্ষকে চীনের অনুকূলে স্বীয় কর্তব্য করিতে দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শক্তি যদি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে প্রস্থান করে তবে ব্রিটেন ভারতে শান্তি বজায় রাখার ভার হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং সেই সময়েই স্বাধীন ভারতে এক মিত্র লাভ করিবে—সাম্রাজ্যের কারণের জন্য নয়—এই কারণেব জন্য যে তারা তাদের মানব স্বাধীনতার সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যিক মতলব (ভান নয়, পুরাপুরি বাস্তব ভাবে) ত্যাগ করিয়াছে। উহা আমি বলিবই। উহাই আমার সাম্প্রতিক রচনাবলীর মুখ্য প্রসংগ। যতদিন ব্রিটিশ শক্তি আমাকে বলিতে দিবেন ততদিন আমি তাহা বলিতে থাকিবই।"

গোপনতা নাই

"এবার আপনার পরিকল্পনাটা কী আপনি কোনো একটী বৃহৎ আক্রমণ শুরু করার জন্য পরিকল্পনা সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে," এই ছিল পরবর্তী প্রশ্ন। গান্ধীজী জবাব দিলেন: "আমি কখনো গোপনতায় আস্থা রাখি নাই। এখনো রাখি না। আমার মস্তিষ্কে অনেকগুলি পরিকল্পনা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু উপস্থিত সেগুলিকে আমি এখন মস্তিষ্কে ভাসিতে দিতেছি মাত্র। আমার প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের মনোভাব ও বিশ্বমত শিক্ষিত করিয়া তোলা, অবশ্য আমাকে যতটা করিতে দেওয়া হইবে। আর যখন সেই পদ্ধতি সন্তোষজনক ভাবে শেষ করিব, তখন হয়তো আমাকে কিছু করিতেই হইবে। কংগ্রেস ও জনগণ আমার সহিত থাকিলে সেই কিছুটা অত্যন্ত বৃহৎ হইতে পারে। কিন্তু আমার অভিপ্রায়কে কার্যে পবিণত করিবার পূর্বে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সে সম্বন্ধে একটা পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। স্মরণ রাখিবেন আমাকে এখনো মওলানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরুর সহিত আমার আলোচনা এখনো অসম্পূর্ণ। আমি বলিতে পারি যে তাঁরা পুরাপুরি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং গতকল্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিলেও আমরা পরস্পরের নিকটতর হইয়াছি। স্বভাবতই আমি গোটা কংগ্রেসকেই আমার সহিত লইয়া যাইতে চাই, যদি আমার সাধ্যে কুলায়, যেমন আমি চাই আমার সহিত গোটা ভারতবর্ষকেই লইয়া যাইতে। কারণ আমার স্বাধীনতার ধারণা কোনো সংকীর্ণ ধারণা নয়। ইহা মানুষের সমস্ত মর্যাদার মধ্যে তার স্বাধীনতার সহিত সমবিস্তীর্ণ। সুতরাং পূর্ণতম চিন্তা ব্যতিরেকে আমি কোনোরূপ পদক্ষেপ করিব না।"

দাসত্বের প্রতিরোধে

প্রথমে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা এই, "ব্রিটিশদের এখান হইতে বিতাড়ন করিবার কাজে আমরা কীভাবে সাহায্য করিতে পারি?"

"ব্রিটিশ জনগণকে এখান হইতে বিতাড়ন করিতে আমরা চাই না। যাদের আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্থান করিতে বলিতেছি তারা ব্রিটিশ শাসক। ব্রিটিশ প্রভুত্বকেই আমরা আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিত করিতে চাই। ইংরাজদের সহিত আমাদের কোনো বিবাদ নাই, তাদের অনেকেই আমার বন্ধু, কিন্তু আমরা চাই শাসনটার একেবারেই অবসান হউক, কারণ এইটাই হইল বিষ, স্পর্শমাত্র সমস্ত কিছু বিষাক্ত করে, এইটাই হইল বাধা, সমস্ত অগ্রগতি রোধ করে।

"আর এজন্য প্রয়োজন হইল দুটী জিনিষ—এই জ্ঞান যে যত মন্দই আমরা ভাবিতে পারি তার চাইতেও বড় মন্দ ওই প্রভুত্ব আর মূল্য যতই লাগুক না কেন উহা হইতে আমাদের মুক্ত হইতেই হইবে। এই জ্ঞান এইজন্য প্রয়োজন যে ব্রিটিশ তার শক্তি ও প্রভুত্ব এমন ধূর্ত ও কপটভাবে প্রয়োগ করে যে আমরা যে হাত-পা বাঁধা তাহা বুঝা কখনো কখনো কঠিন হইয়া পড়ে। এরপর শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিবার বাসনা। শাসকদের আদেশ পালন না করিবার মনোভাব আমাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এটা কী খুবই কঠিন? দাসত্ব গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ্য হইতে পারে কীরূপে? আমি তো প্রভুর আদেশ পালন করিতে প্রত্যাখ্যান করি। সে আমার উপর অত্যাচার করিতে পারে, আমার হাড়গুলি চূর্ণ করিয়া দিতে পারে, এমন কী মারিয়া ফেলিতেও পারে। তখন সে আমার মৃতদেহটাই পাইবে, আমার বশ্যতা পাইবে না। পরিণামে তাই তার পরিবর্তে আমিই জয়ী থাকিব, কারণ সে যাহা কৃত হইতে চাহিয়াছিল আমাকে দিয়া তাহা করাইতে ব্যর্থকাম হইয়াছে।

"যাদের অপসৃত করিতে চাই ও যারা শৃঙ্খলিত উভয়কেই আমি উহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। উহা করিবার জন্য আমি ব্যবহার করিতে যাইতেছি আমার সমস্ত শক্তি, কিন্তু হিংসা নয়—শুধু এই কারণে যে উহাতে আমার আস্থা নাই।

* * * *

"কিন্তু আমি ধীর ভাবে কাজ করিব, আপনাদের তাড়াহুড়া করাইব না। পরিবেশ সৃষ্টি করিতে আমি ব্যস্ত, এবং যাহা কিছু আমি করিব, সবই আমাদের জনসাধারণের সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। আমি জানি শাসক বা জনমত কেহই আমার প্রস্তাবের অর্থ বুঝে না।"

"কিন্তু" এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের দেখা উচিত নয় কী যে পীড়ার চেয়ে প্রতিকারটা মন্দও হইতে পারে? প্রতিরোধকালে আমাদের সর্বপ্রকার নিবারণচেষ্টা সত্ত্বেও সংঘর্ষ ও সংহত অরাজকতার উদ্ভব হইতে পারে। [illegible]

আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ অরাজকতা বলিয়াছেন বর্তমানের সেই অরাজকতার চাইতেও কী ওই অরাজকতা জঘন্য হইবে না ?”

ওটী অতি যোগ্য প্রশ্ন। এই বাইশ বৎসর ধরিয়া ওরই চিন্তা আমার রহিয়াছে। যে পর্যন্ত না দেশ বিদেশীর অধীনতা ছুঁড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রয়োজনীয় অহিংস শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় ততদিন আমি অপেক্ষার পর অপেক্ষাই করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। আরো অপেক্ষা করিতে শুরু করিলে আমাকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ যে প্রস্তুতির জন্য আমি কামনা করিয়াছি ও কাজ করিয়া আসিয়াছি, তাহা হয়তো নাও আসিতে পারে এবং যে অগ্নিশিখা আমাদের সকলকে ভীতিপ্রদর্শন করিতেছে তাহা আমাকে পরিবেষ্টিত ও গ্রাস করিবে। এইজন্য স্পষ্টতই কতকগুলি বিপদ আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি জনসাধারণকে অবশ্যই দাসত্বের প্রতিরোধ করিতে বলিব। কিন্তু ওই তৎপরতাও, আপনাদের আমি বলিবই, নির্ভর করে অহিংস ব্যক্তির অবিচল বিশ্বাসের উপর। এ বিষয়ে আমি সচেতন যে আমার অস্তিত্বের অতি দূরতম কোণেও হিংসার চিহ্নমাত্র নাই, ও আমার বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া অহিংসার অনুসরণ সম্ভবত আমাকে এই সংকট-মূহূর্তে বিফল করিবে না। আমার অহিংসা জনসাধারণের না থাকিলেও আমারটাই তাদের সাহায্য করিবে। আমাদের চতুর্দিকে সর্বত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ অরাজকতা। ব্রিটিশদের প্রস্থান ঘটিলে অথবা আমাদের কথা শুনিতে তারা অসম্মত হইলে অথবা আমরা তাদের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিবার সিদ্ধান্ত করিলে যে অরাজকতার উদ্ভব হওয়া সম্ভব তাহা কোনো মতেই বর্তমান অরাজকতার অপেক্ষা জঘন্য হইবে না এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। পরিশেষে, নিরস্ত্র ব্যক্তিরা ভীতিজনক পরিমাণ হিংসা বা অরাজকতা উৎপন্ন করিতে পারে না, এবং আমার বিশ্বাস যে ওই অরাজকতা হইতে খাঁটি অহিংসার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ রোধের নামে যে ভয়াবহ হিংসা চলিতেছে

তার নিষ্ক্রিয় দর্শক হওয়াটা আমি সহ্য করিতে পারি না। এটা হইল এমন জিনিষ যাহা আমাকে আমার অহিংসা সম্বন্ধে লজ্জিত করিয়া তুলিবে। কঠিনতর বস্তু দিয়া ইহা গঠিত।" (হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৩।১৮৪)

(ঈ) অহিংস অসহযোগ কেন?

"মনে করুন সামরিক কারণে, আমার প্রস্তাবের জন্য নয়, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড প্রস্থান করিল, যেমন বর্মায় করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা হইলে কী হইবে? ভারতবর্ষ কী করিবে?"

"ওইটাই আমরা আপনার নিকটে জানিতে আসিয়াছি। ওটা আমরা জানিতে চাই।"

"ওইখানেই আমার অহিংসার কথা আসে। কারণ আমাদের অস্ত্র নাই। মনে রাখিবেন আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছি যে সম্মিলিত আমেরিকান ও ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির মতে ভারতবর্ষ ঘাঁটি হিসাবে ভালো নয় এবং তাঁরা অন্য কোনো ঘাঁটিতে প্রস্থান করিয়া সেখানেই মিত্রবাহিনী কেন্দ্রীভূত করিবেন। আমরা এর নিরোধ করিতে পারি না। সে অবস্থায় আমাদের নিজস্ব ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের না আছে নামের যোগ্য কোনো সৈন্যদল, কোনো সমর-সংস্থান, কোনো সমর-নৈপুণ্য, শুধু আছে নির্ভরযোগ্য অহিংসা। তত্ত্বের দিক হইতে আমি আপনাদের নিকট প্রমাণ করিতে পারি যে আমাদের অহিংস প্রতিরোধ পুরাপুরি সফল হইতে পারে। একটীমাত্রও জাপানী নিধন করিবার প্রয়োজন নাই আমাদের, শুধু আমরা তাদের কোনোরূপ জায়গা দিব না।"

প্রথম যে প্রশ্নটী তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই প্রশ্নটীতেই ফিরিয়া গিয়া মিঃ চ্যাপলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করুন ব্রিটেন ভারতবর্ষে শেষ ব্যক্তিটী পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার সিদ্ধান্ত করিতেছে, তাহা হইলে আপনার অহিংস অসহযোগ কী জাপানীদের সহায়তা করিবে না?"

"আপনি যদি মনে করেন ব্রিটিশের সহিত অসহযোগ, তাহা হইলে আপনি ঠিকই মনে করিবেন। আমরা ওই অবস্থায় এখনো আসি নাই। জাপানীদের সহায়তা করিতে আমি চাই না—ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্যও না। গত পঞ্চাশ বা আরো বেশী বৎসর-ব্যাপী সংগ্রামের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ স্বদেশ-প্রেমের শিক্ষাই গ্রহণ করিয়াছে। কোনো বিদেশী শক্তির নিকট মাথা নত করিবার শিক্ষা নয়। কিন্তু ব্রিটিশরা হিংস যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলে আমাদের অহিংস সংগ্রাম—আমাদের অহিংস কার্যকলাপ—অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে। সশস্ত্র প্রতিরোধ ও ব্রিটিশ সমরব্যাপারে সহায়তায় যারা আস্থাবান তারা তাদের সহায়তা করিতেছে ও করিতে থাকিবেও। মিঃ এ্যামেরি বলেন, প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ ও লোকবল তিনি পাইতেছেন। তিনি ঠিকই বলেন। কারণ কংগ্রেস ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্রের প্রতিনিধিস্থানীয় এক দরিদ্র সংগঠন—'তথাকথিত' স্বেচ্ছায় প্রদানের নামে যাহা তারা একদিনে সংগ্রহ করিয়াছে কংগ্রেস তাহা বহু বৎসরেও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এই কংগ্রেস শুধুমাত্র অহিংস সহযোগিতা প্রদান করিতে পারে। কিন্তু আপনার জানা না থাকিলে আপনাকে আমি বলিয়া দিই যে ব্রিটিশ ইহা চায় না, তারা এর মধ্যে কোনো পুঁজি দেখিতে পায় না। কিন্তু উহারা চাউক বা না চাউক, হিংস ও অহিংস প্রতিরোধ একত্র চলিতে পারে না। সুতরাং ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া ও নিশ্চয়ই জাপানীদের সহায়তা না করিয়াই ভারতবর্ষের অহিংসা একেবারে নৈঃশব্দ্যের রূপ লওয়া ছাড়া আর কিছু করিতে পারে না।"

"কিন্তু ব্রিটিশদের সহায়তা না করিয়াই?"

"অহিংসা অন্য কোনো সহায়তা দিতে পারে না দেখিতেছেন না কী?"

"কিন্তু রেলপথগুলি, আমি আশা করি, আপনি থামাইয়া দিবেন না, কাজকর্মও আশা করি চলিতে দেওয়া হইবে।"

"আজ যেমন সেগুলি চলিতে দেওয়া হইতেছে, ঠিক তেমনিই সেগুলিকে চলিতে দেওয়া হইবে।"

মিঃ বেলডন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কাজ-কর্মাদি ও রেলপথগুলিতে হাত না দিয়া পরোক্ষে আপনি কী ব্রিটিশদের সহায়তা করিতেছেন না ?"

"হ্যাঁ করিতেছি। ওইটাই আমাদের বিপন্ন না করিবার নীতি।"

একটী মন্দ কাজ

"আপনি কী মনে করেন না যে ক্রমগতি (প্রস্থানের ক্রমগতি) ত্বরান্বিত করিতে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারতীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দের কোনো কর্তব্য আছে ?"

"ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত করিবার কথা বলিতেছেন আপনি ? না, ব্রিটিশের প্রতি আমার প্রস্থানের আমন্ত্রণ অলসোক্তি নয়। আমন্ত্রকদের ত্যাগের মূল্য দিয়া ইহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। জনমতকে কাজ করিতেই হইবে এবং তাহা শুধু মাত্র অহিংসভাবেই কাজ করিতে পারে।"

মিঃ বেলডন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ধর্মঘটের সম্ভাবনা নিবারিত হইতেছে কী ?"

"না," গান্ধীজী বলিলেন, "ধর্মঘটগুলি অহিংসভাবে হইয়াছে ও হইতে পারে। ভারতের উপর ব্রিটিশের ঘাঁটি দৃঢ় করার জন্যই যদি রেলপথগুলি কাজ করে, তবে তাদের সহায়তা করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কোনো উদ্যমবন্ত কাজ করিবার সিদ্ধান্ত করার পূর্বে আমি অবশ্যই আমার দাবীর যৌক্তিকতা দেখাইবার চেষ্টা করিব। যে মুহূর্তে তাহা মানা হইবে সেই মুহূর্তেই ভারতবর্ষ বিষণ্ণ হইবার পরিবর্তে মিত্র হইয়া উঠিবে। স্মরণ রাখিবেন জাপানীদের দূরে রাখিতে আমি ব্রিটিশদের অপেক্ষাও বেশী আগ্রহশীল। কারণ ভারত-সমুদ্রে ব্রিটেনের পরাজয়ের অর্থ শুধু মাত্র ভারতের চ্যুতি কিন্তু জাপান জয়লাভ করিলে ভারত সমস্ত কিছুই হারায়।"

অতি কঠিন পরীক্ষা

"আমেরিকান সৈন্যবাহিনীদের সম্বন্ধে যদি আপনার ধারণা উহা প্রতারণা হয়,

তবে কী একই ধারণা হইবে আমেরিকান শিল্পমিশন সম্পর্কে ?" এইটাই ছিল পরবর্তী প্রশ্ন।

"বৃক্ষের বিচার হয় ফলের দ্বারা," গান্ধীজী সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। "মিঃ গ্রেডির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, আমাদের আন্তরিক আলোচনাও হইয়াছিল। আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আমার কোনো কুসংস্কার নাই। আমেরিকায় আমার হাজার হাজার না হউক শত শত বন্ধু আছেন। শিল্প-মিশনের ভারত সম্পর্কে শুভেচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছু নাও থাকিতে পারে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, যে সব বস্তু ঘটিতেছে তাহা ভারতবর্ষের আমন্ত্রণে বা ইচ্ছায় ঘটিতেছে না। সুতরাং তারা সবাই সন্দেহজনক। আমাদের চোখের সম্মুখে প্রত্যহ যে বস্তুগুলি ঘটিতেছে সেগুলির প্রতি চোখ মুদিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই তাদের প্রতি আমরা দার্শনিক প্রশান্তির সহিত দৃষ্টিপাত করিতে অসমর্থ। জনসাধারণকে নিজেদের সাধ্যের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া জায়গাজমি খালি করাইয়া সামরিক শিবির তৈয়ার করা হইতেছে। হাজার হাজার না যদি হয়তো শত শত লোক বর্মা হইতে ফিরিয়া আসার পথে খাদ্য ও পানীয়বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে আর জঘন্য বৈষম্য এই সব শোচনীয় জনসাধারণের ভাগ্যেও উপহাস করিয়াছে। শ্বেতাংগদের জন্য একটা পথ আর কৃষ্ণকায়দের জন্য অন্য আরেকটা। শ্বেতাংগদের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা, কৃষ্ণকায়দের জন্য কিছুই না! ভারতে আসিয়া পৌছানোর পরেও সেই প্রভেদ! জাপানী আগমনের পূর্বেই ভারতবর্ষকে ধূলায় দলিত করিয়া অবমানিত করা হইতেছে, সেটা ভারতের রক্ষার জন্য নয়—কেহ জানে না কার রক্ষার জন্য। আর এইজন্যই এক সুন্দর প্রাতঃকালে আমি এই সৎ দাবী তুলিবার সিদ্ধান্ত করি: ঈশ্বরের দোহাই ভারতকে একা ছাড়িয়া দাও। আমাদের স্বাধীনতায় নিঃশ্বাস লইতে দাও। হয়তো ইহা আমাদের শ্বাসরোধ করিবে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দিবে, যেমন অবস্থা হইয়াছিল ক্রীতদাসদের মুক্তিতে। কিন্তু আমি চাই বর্তমান প্রতারণার শেষ হউক।"

“কিন্তু আপনার মনের মধ্যে আমেরিকান নয়, ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রশ্ন রহিয়াছে।”

“ইহাতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য সূচিত হইতেছে না, সমস্ত নীতিটাই এক ও অবিভাজ্য।”

“ব্রিটেনের কর্ণপাত করিবার কোনো আশা আছে কী ?”

“সেই আশাশূন্য হইয়া আমি মরিতেও পারিব না। আমার জীবনের মেয়াদ দীর্ঘ হইলে আমি সেই আশা পূর্ণ হইতেও দেখিতে পারি। কারণ আমার প্রস্তাবের মধ্যে কিছুই অবাস্তব নাই, কোনো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নাই। আমাকে একথা বলিতে দেওয়া হউক যে ব্রিটেন যদি সর্বান্তঃকবণে তাহা না করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সে জয়লাভের যোগ্য নয়।”

(হরিজন, ১৪ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭)

(উ) প্রস্থানের ভাবার্থ

নিউজ ক্রনিকল (লণ্ডন) এর প্রতিনিধি গান্ধীজীকে (বোম্বাই—১৪-৫-৪২) নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি করেন, এবং গান্ধীজী নিম্নলিখিত উত্তর দেন :

[১] প্রঃ সম্প্রতি ব্রিটিশদের আপনি ভারত হইতে প্রস্থান করিতে বলিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় তাদের অবিলম্বে প্রস্থান সম্ভব বলিয়াই কী আপনার ধারণা ? শাসন-ভার কাদের নিকট তারা অর্পণ করিবে ?

উঃ ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশের প্রস্থান করা উচিত এই সিদ্ধান্তে আসিতে আমাকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইয়াছে এবং সেই সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করিতে আমার আরো বেশী মূল্য লাগিতেছে। এটা ঠিক যেন প্রিয়জনদের বিদায় লইতে বলা। তবু এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং বিলম্বহীনতার মধ্যেই রহিয়াছে প্রস্থানের সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তা। তারা ও আমরা উভয়েই আগুনের মধ্যে রহিয়াছি। তারা চলিয়া যাইলে আমাদের উভয়েরই নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা। তারা যদি না যায়, ঈশ্বরই জানেন কী হইবে। অতি সহজতম ভাষায়

আমি বলিয়াছি যে আমার প্রস্তাবের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষকে শাসনভার অর্পণের প্রশ্ন নাই। প্রস্থান যদি মীমাংসার অংশ হয় তবে ওটা প্রয়োজনীয় বিবেচনা হইবে। আমার প্রস্তাবের আওতায় তারা ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিবে ঈশ্বরের হাতে—কিন্তু আধুনিক ভাষায় অরাজকতার নিকট, ঐ অরাজকতা হয়তো শেষ পর্যন্ত ঐক সময়ের জন্ম মারাত্মক সংঘর্ষ বা অনিয়ন্ত্রিত দস্যুতায় দাঁড়াইতে পারে। এই সবের মধ্য হইতে আজকের দৃশ্যমান ভুয়া ভারতবর্ষের পরিবর্তে এক সত্যকার ভারত জন্মলাভ করিবে।

[২] প্রঃ আপনার বিপন্ন না করিবার নীতির সহিত এই পরামর্শের সামঞ্জস্য হইবে কীরূপে ?

উঃ আমার বিপন্ন না করিবার নীতি আমার বর্ণনার ভাষানুযায়ী একই রূপ। ব্রিটিশরা যদি প্রস্থান করেই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনো বিপন্নতা ঘটিবে না। শুধু তাহাই নয়, শান্তভাবে এক বৃহৎ জনসমষ্টির ক্রীতদাসত্বের অর্থ বিবেচনা করিলে তারা প্রচণ্ড এক ভার হইতে মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু বিদ্বেষ পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে একথা ভালোভাবে বুঝিয়াও যদি তারা গোঁ ধরিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তারাই বিপদ ডাকিয়া আনিবে। আমি উহা সৃষ্টি করিতেছি না, আমি শুধু সত্য কথা বলিতেছি, যেটা এই মুহূর্তে অপ্রীতিকর লাগিবে।

[৩] প্রঃ ইতিমধ্যেই ব্যক্তি-নিরাপত্তার অভাবের চিহ্ন দেখা দিয়াছে ; বর্তমান শাসনব্যবস্থা সহসা অন্তর্হিত হইলে জীবন কী আরো বেশী অনিরাপদ হইবে না ?

উঃ অবশ্যই ব্যক্তি-নিরাপত্তার অভাব রহিয়াছে, আর আমি ইতিপূর্বেই স্বীকার করিয়াছি যে সত্যকার নিরাপত্তার পরিবর্তে ওই নিরাপত্তাহীনতা আরো বেশী বর্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমান নিরাপত্তাহীনতা পুরাতন, সেইজন্যই তত অনুভূত হয় না। কিন্তু যে পীড়া অনুভূত হয় না তাহা অনুভূত পীড়ার চাইতেও খারাপ।

[৪] প্রঃ জাপানীরা ভারত আক্রমণ করিতে আসিলে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি আপনার নির্দেশ কী হইবে ?

উঃ আমার প্রবন্ধগুলিতে ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে খুবই সম্ভব শিকার চলিয়া যাইলে জাপানীরা ভারতাক্রমণ করিতে চাহিবে না। কিন্তু ইহাও সমভাবে সম্ভব যে তারা ভারতাক্রমণ করিতে চাহিবে তার বন্দরগুলি সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য। আমি জনসাধারণকে এখন যাহা করিতে বলিয়াছি যথা, প্রচণ্ড অহিংস অসহযোগ প্রদান তখনো তাহাই করিতে বলিব এবং আমি সাহস করিয়া বলি যে ব্রিটিশরা যদি প্রস্থান করে এবং এখানকার জনসাধারণ আমার পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আজকের দিনে হিংস ব্রিটিশ কার্যকলাপের পাশাপাশি অহিংসার মূল্য নিরূপণ হইতে পারে না বলিয়া আজকের চাইতেও তখন উহা ঢের বেশী অসীম ফলদায়ক হইয়া উঠিবে।

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৬)

(উ) এর অর্থ

প্রঃ ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আপনার ভারত হইতে প্রস্থানের আবেদনের অর্থ কী ? এ বিষয়ে আপনি সম্প্রতি অনেক কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা লইয়া জনসাধারণের মনে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উঃ আমার নিজের অভিমত যেটুকু তাহা এই যে বিভিন্ন দলের ইচ্ছা বা দাবী নির্বিশেষেই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের পূর্ণ অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু তাদের স্বীয় সামরিক প্রয়োজন স্বীকার করিব। জাপানী অধিকার নিবারণের জন্যই ভারতে তারা থাকিতে পারে। ওই নিবারণ আমাদের ও তাদের মধ্যে একই সাধারণ কারণ। চীনের জন্যও এর প্রয়োজন হইতে পারে। অতএব তাদের শাসকরূপে নয় স্বাধীন ভারতের মিত্ররূপে ভারতে উপস্থিতি সহ্য করিব। অবশ্য ইহাতে এই ধারণা আসে যে ব্রিটিশদের প্রস্থানের ঘোষণার পরে ভারতে এক স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদেশী শক্তিরূপ বাধা

অপসৃত হইবার পর মুহূর্তেই দলগুলির সমন্বয় সাধন সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। যে সর্ত-সাপেক্ষে মিত্র শক্তিবৃন্দ সংগ্রাম চালাইবেন, তাহা শুধুমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রটীর গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। বর্তমান দলগুলি জাতীয় গভর্ণমেণ্টে মিশিয়া যাইবে। তবু যদি তারা অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাহা হইলে তারা ঐরূপ করিবে স্বীয় দলগত অভিপ্রায়ে; বহির্বিশ্বের সহিত বোঝাপড়ার জন্য নয়।

(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৭)

(এ) শুধু যদি তারা প্রস্থান করে

"কাল পর্যন্ত আপনি বলিয়াছেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য না হইলে স্বরাজ আসিতে পারে না। এখন আপনি ভারত স্বাধীনতা না পাইলে ঐক্য সম্ভব নয় বলিতেছেন কেন?" সেদিন হিন্দু পত্রিকার নাগপুরের সংবাদদাতা গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করেন।

গান্ধীজী জবাব দেন, "সময় নিষ্ঠুর, যদিও আবার দয়ালু বন্ধু ও আরোগ্যকারী। আমি নিজেকে প্রাচীনতম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপ্রিয়দের অন্যতম বলিয়া জাহির করি, আজও আমি তাহাই আছি। নিজেকে আমি এই প্রশ্নই করিয়া আসিতেছি যে কেন আমার ও অন্যান্যদের প্রতিটী ঐক্যসাধক সর্বান্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, এবং এমন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে যে আমি একেবারেই অনুকম্পা-বিচ্যুত এবং কয়েকটি মুসলিম পত্রিকা কর্তৃক ভারতে ইসলামের বৃহত্তম শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছি। এ দৃশ্যের ব্যাখ্যা আমি শুধু এই তথ্য দ্বারা করিতে পারি যে তৃতীয় শক্তিটী, সুপরিকল্পিত ইচ্ছা ছাড়াও, কোনো সত্যকার ঐক্য ঘটিতে দিবে না। এই হেতুই আমি অনিচ্ছুক সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইয়াছি যে ভারতে ব্রিটিশ-শক্তির চরম অবসান হওয়ার প্রায় সংগে সংগেই সম্প্রদায় দুটী একত্র মিলিত হইবে। কংগ্রেস ও লীগের যদি স্বাধীনতাই আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রতি মনোযোগ না দিয়াই সকলে একত্রভাবে শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম করিবে। শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়ার

পর শুধু দুটী প্রতিষ্ঠানই নয় সকল দলই একত্র মিলিত হইয়া ভারতের স্বাভাবিক শক্তির উপযুক্ত এক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ লওয়ার জন্য আগ্রহবান হইয়া উঠিবে। এর নাম কী হইবে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। যাহাই হউক না স্থায়ীত্বের জন্য ইহাকে পূর্ণভাবে জনগণের প্রতিনিধিমূলক হইতে হইবে। আর জনসাধারণের ইচ্ছার উপরই যদি এর ব্যাপক-বিস্তার হয় তবে ইহা প্রবলভাবে অহিংস হইবে। যে ভাবেই হউক আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত, আমি আশা করি ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে কাজ করিতে দেখা যাইবে, কারণ অহিংসা গ্রহণ ব্যতীত মানবতার কোনো আশাই আমি দেখিতেছি না। হিংসার দেউলিয়া নীতি প্রত্যহই আমরা দেখিতেছি। চেতনাহীন হিংসাধর্মী পারস্পরিক হত্যালীলা যদি চলিতে থাকে তবে মানবতার কোনো আশাই নাই।" (হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৮)

(ঐ) সুচিন্তিত বিকৃতি

আমার প্রস্তাব অভ্রান্ত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর প্রচেষ্টাকে আমার প্রস্তাবের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় রাখা আছে, কিন্তু এজন্য ব্রিটেন তার ঘোষণার সম্পর্কে সত্যবদ্ধ থাকিয়া বিজেতা ও ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রকরূপে ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিবে ও বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ না করিয়া ভারতবর্ষকে তার নিজের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে দিবে। আমি দেখিতে পাইতেছি ইহাতে ব্রিটেনের ব্যাপার একটা নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে এবং ভাবতবর্ষে সে এক মহান মিত্রলাভ করিবে—সেটা তার সাম্রাজ্যবাদের কারণে নয়, মানব স্বাধীনতার কারণে। ভারতবর্ষে যদি অরাজকতার উদ্ভব হয়, তাহা হইলে শুধু ব্রিটেনই দায়ী হইবে, আমি নই। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা এই যে ভারতবর্ষের বর্তমান দাসত্ব ও পরিণতিস্বরূপ পুরুষত্বহীনতার পরিবর্তে আমি অরাজকতাই পছন্দ করিব।

(হরিজন, ২৮শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২০৩)

(ও) কূট প্রশ্ন

আমার প্রথম লেখার মধ্যে স্পষ্টতই একটা ফাঁক (মিত্র সৈন্যদের সম্বন্ধে) ছিল। আমার অসংখ্য দর্শনার্থীদের একজন তাহা দেখাইয়া দিবামাত্র আমি পূরণ করিয়া দিই। অহিংসা কঠোরতম সাধুতা দাবী করে, মূল্য যাহাই লাগুক না কেন। ইহাকে যদি দুর্বলতা বলা যায় তো জনসাধারণকে আমার এই দুর্বলতা ভোগ করিতেই হইবে। যে কাজ করিতে বলিলে মিত্রশক্তির নিশ্চিত পরাজয় হয় তাহা করিতে বলিয়া দোষী হইতে চাহি নাই। জাপানীদের কোণ-ঠাসা করিয়া রাখার মত কোনো অভ্রান্ত অহিংস কর্মপন্থারও নিশ্চয়তা দিতে পারিতাম না। মিত্র বাহিনীর আকস্মিক প্রস্থানের ফলে হয়তো জাপান কর্তৃক ভারতাধিকার ও চীনের নিশ্চিত পতন ঘটিতে পারিত। আমার কর্মপন্থার জন্য এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে এমন ধারণা বিন্দুমাত্রও আমার ছিল না। তাই আমি মনে করি যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরেও যদি মিত্রশক্তির জাপানী অধিকার নিবারণের জন্য ভারতে থাকা প্রয়োজন অনুভূত হয় তো তারা থাকিতে পারে। তবে তাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত কতকগুলি সর্তের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, ঐ গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ প্রস্থানের পর স্থাপিত হইতে পারে।

(হরিজন, ২৮শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২০৪, ২০৫)

(ঔ) ভ্রমাত্মক যুক্তি

প্রঃ। "অহিংসার দিক হইতে আপনি মিত্র বাহিনীকে ভারতবর্ষে থাকিতে দেওয়া অতীব প্রয়োজন বিবেচনা করেন। আপনি বলেনও যে, যেহেতু জাপানীদের ভারতাধিকার .নিবারণ করিবার উপযোগী কোনো বুদ্ধিশীল অহিংস পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না, সেই হেতু মিত্রশক্তিবৃন্দকে দূরে নিক্ষেপও করিতে পারেন না। কিন্তু আপনার পরিচালিত অহিংস শক্তি ইংরাজদের প্রস্থান করিতে বাধ্য করার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও জাপানী অধিকারকে নিবারণ করিতে

যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে করেন না? আর নিজের ভূমিতে দুটী বিদেশী উন্মত্ত ষণ্ডকে মরণাত্মক যুদ্ধ চালাইতে দিয়া, স্বদেশ, স্বগৃহ ও স্বীয় সমস্ত কিছুই যাহাতে না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা দেখা অতীব প্রয়োজন বিবেচনা করা কী অহিংস প্রতিরোধকের কর্তব্য নয়?”

উঃ। “এই প্রশ্নে স্পষ্টতই এক ভ্রমাত্মক যুক্তির অবতারণা রহিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশরা আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় পেশীর উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে; সেই ব্রিটিশদের মনে যে বিশ্বাস ভারতীয়দের মনেই খুব স্পষ্ট ছাপ দিতে পারে নাই, তাহা সহসা প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি না। অহিংস শক্তি হিংসার মত একই পন্থায় কাজ করিবে না। ভারতভূমির উপর মিত্র-বাহিনীকে যুদ্ধ করিতে না দেওয়ায় বিরক্তি আরো বাড়িবে, ইতিপূর্বেই আমার প্রস্তাবে তাহা দেখা দিয়াছে। প্রথমটা অনিবায, দ্বিতীয়টা অনিশ্চিত।

আবার, প্রস্থান যদি সংঘটিত হয়ই তবে তাহা শুধু মাত্র অহিংস চাপের ফলে হইবে না। আর পুরাতন দখলকারীকে প্রভাবিত করিবার পক্ষে যাহা যথেষ্ট, তাহা আক্রামককে দূরে রাখিতে যেটা প্রয়োজন তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। অতএব ব্রিটিশশাসকদের প্রভুত্ব আমরা কর প্রদানে অস্বীকৃতি ও বহুবিধ উপায়ে অগ্রাহ্য করিতে পারি। জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে এগুলি কিন্তু প্রযুক্ত হইতে পারে না। জাপানীদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত থাকিলেও, অহিংস প্রচেষ্টার দ্বারা জাপানীদের তাড়াইয়া দিতে সফল হইব শুধুমাত্র এই অনিশ্চিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ব্রিটিশদের তাদের সুবিধাজনক অবস্থা ছাড়িয়া দিতে বলিতে পারি না।

সর্বশেষে, আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে রক্ষা করিব। আমাদের অহিংসা-নীতি ব্রিটিশদের উপর এমন চাপ দিতে দিবে না, যে চাপে তারা ভাঙিয়া যাইবে। ঐ কাজ করিলে আমাদের গত বাইশ বৎসরের সমস্ত ইতিহাস অস্বীকার করা হইবে।” (হরিজন, ৭ই জুলাই, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ২১০)

(ক) ওহো! সেই সৈন্যদল!

একটীমাত্রও ব্রিটিশ সৈন্যহীন স্বাধীন ভারতের এক মোহিনী চিত্র অংকন করিতে গিয়া আমাকে অত্যধিক মূল্যই দিতে হইবে। আমার প্রস্তাবে যে কোনো অবস্থায় আদৌ ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতির জন্য আপত্তি নাই দেখিয়া বন্ধুরা এখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন।

আমি উল্লেখ করিয়াছি যে যুদ্ধকালে মিত্র সৈন্যদের ভারতে অবস্থানে সম্মতি না দেওয়াটা জাপানের হাতে ভারত ও চীন তুলিয়া দেওয়া এবং মিত্রশক্তিবৃন্দের পরাজয় সুনিশ্চিত করার সামিল। ইহা আমার দ্বারা কখনো চিন্তিত হইতে পারিত না। তাই দিবার মত একমাত্র উত্তর ছিল বর্তমানের বিপরীত অবস্থায় সৈন্যদের উপস্থিতি সহ্য করা ······

আমার প্রস্তাব গোড়াতেই সমস্ত আশংকা ও সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছে। আমাদের নিজেদেব মধ্যে বিশ্বাস থাকিলে মিত্র সৈন্যদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমাদের আশংকা বা সন্দেহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্রিটেন যদি সৎভাবে সম্পূর্ণ অর্থবোধক ভাবে ভারত-ত্যাগের কাজ সমাধা করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিতভাবে শতাব্দীর একটী ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবে ও যুদ্ধেরও গতি পরিবর্তন করিয়া দিবে।···

হরিজনের পূর্ব-সংখ্যায় আমার উক্তিমত ব্রিটিশরা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সম্মানজনক চুক্তি সম্ভব হইতে পারে এবং তাই আপনা হইতেই সৈন্য-অপসারণ হইতে পারে······

অক্ষ-শক্তির নিকট যাইয়া ইহা (অহিংসা) তার দূত মারফৎ শান্তি ভিক্ষা করিবার পরিবর্তে যুদ্ধের সম্মানজনক পরিণতি অর্জনের ব্যর্থতা দেখাইবার জন্য প্রকাশিত হইবে। শুধু ব্রিটেন যদি সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংগঠিত ও সাফল্যজনক হিংসা-উদ্ভূত লাভের আশা ত্যাগ করে তবেই ইহা হইতে পারে।

এ সব নাও ঘটিতে পারে। আমি কিছু মনে করিব না। তবে ইহা লইয়া সংগ্রাম করা উচিত, ইহা লইয়া জাতির সর্বস্ব পণ করা উচিত।

(হরিজন, ৫ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১২)

(খ) ভারতবর্ষস্থ ফ্রেণ্ডস এ্যামবুল্যান্স ইউনিট

"যখন আপনি ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতে বলিতেছেন, তখন একদল ইংবাজদের ভারতে আসিয়া পৌছানো শুভ হইবে কীনা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম," দয়ার্দ্র মৃদু হাস্যেব সহিত অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বলিলেন, "আগাথা প্রস্তাব করিয়াছিলেন আমাদেব সংগে কাজ করিবার জন্য আমরা ভারত হইতে একটা দল পাইতে পারি, আর আমাদের দলকে মিশ্র দলরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি।"

"আমার প্রথম লেখায়," গান্ধীজী বলিলেন "আমি ভীত, ওই ধরণের আশংকার সৃষ্টি হইয়াছিল। তার কারণ আমি যে আমার মনের সমগ্র ধারণাটা প্রকাশ করি নাই। কোনো একটা জিনিষ একসংগে এক সময়ে সম্পূর্ণ অবস্থায় ভাবিয়া গড়িয়া তোলা আমার স্বভাব নয়। যে মুহূর্তে আমাকে প্রশ্ন করা হইল, তখনই আমি পরিষ্কার করিয়া বলিলাম যে প্রত্যেক ইংরাজেরই শারীরিক প্রস্থান অভিপ্রেত নয়, আমার অভিপ্রায় ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রস্থান। তাই ভারতে অবস্থিত প্রত্যেক ইংরাজই নিজেকে বন্ধুরূপে রূপান্তরিত করিয়া এখানে অবস্থান করিতে পারে। শুধু সর্তটা এই যে প্রত্যেক ইংরাজকেই অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া সমস্ত দৃষ্ট বস্তুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ার পরিবর্তে আমাদের অতি তুচ্ছতমেরও সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিতে হইবে। এরূপ করিবার সংগে সংগেই সে আমাদের পারিবারিক সদস্য বলিয়া পরিচিত হইবে। তখনই শাসক জাতির একজন বলিয়া তার ভূমিকার চিরতরে অবসান হইবে। তাই যখনই আমি বলিয়াছি 'চলিয়া যাও,' তখন আমি চাহিয়াছি 'প্রভু হিসাবে চলিয়া যাও।' প্রস্থানের দাবীর আরেকটী অর্থ আছে। এখানকার কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দৃক্‌পাত না করিয়াই তোমাদের চলিয়া যাইতে হইবে। দাসকে মুক্তি দিবার

জন্য তার সম্মতির অপেক্ষা রাখিবাব তোমাদের প্রযোজন নাই। ক্রীতদাস প্রায়ই দাসত্বের শৃঙ্খলকে বরণ করে। উহা তার দেহাংশ বিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। তোমাদেরই তাহা ছিন্ন করিয়া দূবে নিক্ষেপ করিয়া দিতে হইবে। তোমাদের চলিয়া যাইতেই হইবে, কারণ তোমাদের কর্তব্যই হইল চলিয়া যাওয়া, ভারতের সমস্ত শ্রেণী বা দলগুলির একমত সম্মতির প্রতীক্ষা না করিযাই।

"তাই আপনাদের পক্ষে অশুভ মুহূর্তেব কোনো প্রশ্ন থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে আমার প্রস্তাবের সহিত আপনাদের সাদৃশ্য থাকিলে আপনাদের পক্ষে ভারতে উপনীত হওয়ার ইহাই তো অতি শুভ মুহূর্ত। এখানে অনেক ইংরাজের সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে। আমার বক্তব্য তারা সবটাই ভুল বুঝিয়া থাকিতে পারে, আমার অভিলাষমত তারা যা করিবে, আপনারা তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

"আর সম্ভবত ইহা শুভই যে আপনাদের মিশন আমাকে লইয়াই শুরু হইতেছে। যে প্রশ্নগুলি আপনাদের উত্তেজিত করিতেছে সেগুলি আমার কাছে উপস্থিত করিয়া আমার মনের মধ্যে কী আছে জানিয়া কাজ শুরু করুন।"

ইহাতে বন্ধুদের অবস্থা সহজ হইয়া আসিয়াছিল, ও গান্ধীজীর মনোজগতের সমগ্র পটভূমি উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টাও তাঁদের দ্রুত হইয়াছিল। আর এই প্রসংগে আমি একটী কৌতূহলজনক কিন্তু অতীব অর্থবোধক ঘটনার উল্লেখ করি। স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের মিশন ঘোষিত হইলে অধ্যাপক হোরেস আলেকজাণ্ডার ও মিস আগাথা হ্যারিসন গান্ধীজীর ব্যবহৃত শব্দ "এণ্ড্রুজের শেষের ইচ্ছা"র কথা স্মরণ করাইয়া গান্ধীজীকে একটী তার প্রেরণ করেন, কথাটীর অর্থ ছিল এণ্ড্রুজের স্মৃতি উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ ইংরাজরা ও শ্রেষ্ঠ ভারতীয়রা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে পারস্পরিক চিরন্তন বুঝাপড়ার উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হউক। তাঁদের বার্তা কার্যত এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিল, "শ্রেষ্ঠ ইংরাজদের একজন ভারতে আসিতেছেন। আপনি তাঁর সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলুন, মহা সুযোগ আসিয়াছে।"

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পরে এই তারের জবাবে গান্ধীজী অধ্যাপক হোরেস আলেকজাণ্ডারকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তিনি সেই প্রথমই ব্রিটিশ প্রস্থানের দাবী প্রকাশ করেন। কাহারও সহিত ইহা লইয়া তিনি আলোচনা করেন নাই, দিল্লী হইতে আসিবার পর হইতেই তাঁর মনে যাহা টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, পত্র লিখিবার সময় তাহাই তাঁর কলমের মুখে আসিয়াছিল। সেই পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্তর ষ্টাফোর্ড আসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। ওই নিরানন্দ মিশন লইয়া তিনি যদি না আসিতেন তো কেমন সুন্দর হইত।...তাহা হইলে এই সংকট মুহূর্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা কী করিতে পারিতেন? প্রধান দলগুলির সহিত আলোচনা ব্যতিরেকেই প্রস্তাবগুলি করিয়া পাঠানো তাদের উচিত ছিল কী? একটী দলও সন্তুষ্ট হয় নাই। সবাইকে সন্তুষ্ট কবিবার প্রয়াস করিতে গিয়া প্রস্তাবগুলি কাহাকেও সন্তুষ্ট কবিতে পারে নাই।

"তার সহিত আমি খোলাখুলি, বন্ধুর মতই কথা কহিয়াছিলাম, যদি অন্য কিছুর জন্যও না হয়তো এণ্ড্রুজের খাতিরেও। আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম এণ্ড্রুজের আত্মাকে সাক্ষী রাখিয়া আমি তাঁর সহিত কথা কহিতেছি। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনো ফলই হয় নাই। বরাবরকার মত সেগুলি নাকী বাস্তব হয় নাই। আমি যাইতে চাই নাই। 'সর্ববিধ যুদ্ধের বিরোধী' বলিয়া আমার বক্তব্য কিছু ছিলও না। তবু তিনি আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন বলিয়াই আমি গিয়াছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটির সহিত আলোচনার সময় সমস্তক্ষণই আমি উপস্থিত ছিলাম না। চলিয়া আসিয়াছিলাম আমি। ফলাফল আপনি জানেন। অপরিহার্য ছিল উহা। সমগ্র ব্যাপারটা একটা তিক্ততার সৃষ্টি করিয়াছে।"

এবার প্রধান প্যারাগ্রাফটী: "আমার দৃঢ় অভিমত এই যে ব্রিটিশরা সিংগাপুর, মালয় ও ব্রহ্মে যে ঝুঁকি লইয়াছিল তাহা লওয়ার পরিবর্তে তাদের এখন সুশৃঙ্খলভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা উচিত। ওই কাজের অর্থ হইবে উচ্চ শ্রেণীর সাহস, মানুষের সীমা-পরিসীমা ও ভারতবর্ষের ন্যায় কাজের স্বীকৃতি।"

পত্রের যে অংশগুলি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি গান্ধীজীর কথা তাদের ভাষ্য। "আপনি দেখিবেন যে আমি 'সুশৃঙ্খল ভাবে প্রস্থান' কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। কথাটা ব্যবহার করার সময় ব্রহ্ম ও সিংগাপুরের কথা আমার মনে ছিল। সেখান হইতে বিশৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান হইয়াছিল। কারণ ব্রহ্ম ও মালয় তারা ঈশ্বর বা অরাজকতা কাহারও নিকট ছাড়িয়া যায় নাই, ছাড়িয়া গিয়াছিল জাপানীদের হাতে। এখানে আমি বলি: 'সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এখানে করিবেন না। ভারতবর্ষকে জাপানের হাতে তুলিয়া দিবেন না, ভারতকে ভারতীয়দের হাতেই সুশৃঙ্খলভাবে ছাড়িয়া দিয়া যান'," কথা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন। সমস্ত আলোচনা, এমন কী যে চিঠিটা আমি পুনর্লিখিত করিলাম, তাহা সি. এফ. এ-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল আর ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতে বলার কল্পনা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবের মধ্যে চিন্তিত হইয়াছিল, কারণ সি. এফ-এ ও তাঁর সমস্ত মহৎ কাজের স্মৃতির সহিত তাহা চিন্তা করা হইয়াছিল। গান্ধীজী যখন বলিলেন, "তাই এণ্ড্রুজ যাহা করিয়াছিলেন, আপনাদের এখন তাই করিতে হইবে—আমার কথা বুঝিবার চেষ্টা করুন, আমাকে পাল্টা-প্রশ্ন করুন, তারপর নিঃসংশয় হইলে আমার বার্তাবহ হউন," তখন অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বিহ্বল হইয়া বলিলেন: "তাঁর পরিচ্ছদ পরিধান করিবার সাহস আমরা করি না। আমরা শুধু চেষ্টা করিতে পারি।"

(হরিজন, জুলাই ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১৫)

(গ) হরিজনের প্রকাশ যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়

উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন আসিতেছে যে হরিজন যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি কী করিব। জনশ্রুতিও এই যে ওই মর্মে হুকুম আসিতেছে। হরিজন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলেও প্রশ্নকারীদের উত্তেজিত না হইতে বলিব। হরিজনকে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। হুকুম জারী হওয়া মাত্রই হরিজন বন্ধ করিবার জন্য ম্যানেজারকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হুকুম

অমান্য করিয়া হরিজন প্রকাশ করা আন্দোলনের অংশ নয়। হরিজনকে বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন এর বাণী বন্ধ করিতে পারিবে না। দেহাবসানের পরও তার আত্মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কোটি কোটি মানুষের প্রাণে প্রেরণা দিবে। কারণ বীর সভারকর ও কায়েদ-ই-আজম জিন্নার নিকট যথা-মার্জনা চাহিয়া আমিই কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান ও নিজেদের হিন্দুস্থানের সন্তান বলিয়া অভিহিতকারী অন্যান্য অহিন্দুদের যৌথ আত্মার প্রতীক বলিয়া দাবী করি। এই দেশের প্রতিটী অধিবাসীর স্বাধীনতার জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি ও সেই জন্য মৃত্যু-বরণের সাহসও আছে বলিয়া আশা করি।

এবার আমাদের দেখা যাক আজকের দিনে হরিজন কী। ইহা ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু (২ জায়গায়), তামিল, তেলেগু (২ জায়গায়), উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটি, ক্যানারীজ (২ জায়গায়) ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা ভাষায়ও প্রকাশের জন্য সব প্রস্তুত, কেবল আইনানুগ অনুমতির অপেক্ষা করা হইতেছে। আসাম, কেরালা ও সিন্ধু হইতে দরখাস্ত আসিয়াছে। অন্যান্য সাপ্তাহিকের সহিত তুলনা করিলে একটী ছাড়া সমস্ত সংস্করণগুলিরই বিরাট প্রচার। আমার ধারণা এইরূপ কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়া তুচ্ছ ব্যাপার নয়। জনসাধারণের ক্ষতির অপেক্ষা ক্ষতিটা বেশী হইবে গভর্ণমেণ্টেরই। একটী জনপ্রিয় কাগজ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁদের যথেষ্ট বিদ্বেষভাজন হইতে হইবে।

একথা জানিয়া রাখা হউক যে হরিজন সংবাদপত্রের পরিবর্তে মতামত-পত্র। জনসাধারণ আমোদের জন্য নয়, নির্দেশ লাভ ও প্রাত্যহিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কিনিয়া পড়ে। তারা অহিংসা সম্পর্কে তাদের সাপ্তাহিক পাঠ অবিকলভাবে গ্রহণ করে। জনসাধারণকে তাদের সাপ্তাহিক খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া কর্তৃপক্ষের কোনো লাভই হইবে না।

আর হরিজন ব্রিটিশ-বিরোধী পত্রিকা নয়। আগাগোড়া ইহা ব্রিটিশ-সমর্থক। ব্রিটিশ জনসাধারণের মংগলকামনাই করে ইহা। তারা যেখানে ভুল করে ইহা সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাদের বলিয়া দেয়।

ইংগ-ভারতীয় পত্রিকাগুলি, আমি জানি, গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র তারা। ব্রিটেন জয়লাভ করুক বা পরাজিত হউক, সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু হইবেই। অতীতে ব্রিটেনের জনসাধারণের যাহাই লাভ হউক না কেন, এখন নিশ্চয়ই ইহা কোনো কাজে আসিবে না। তাই সেই অর্থে ইংগভারতীয় কাগজগুলি বাস্তবিকই ব্রিটিশবিরোধী, যে অর্থে হরিজন ব্রিটিশ-সমর্থক। পূর্বোক্তগুলি বাস্তবকে চাপা দিয়া যে সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেনকে ধ্বংস করিতেছে, তাহা সমর্থন করিয়া দিনের পর দিন বিদ্বেষই ছড়াইয়া দিতেছে। এই ধ্বংসেরই গতিরোধ করিবার জন্য দুর্বল হইয়াও আমি আমার সমগ্র সত্তাকে এমন এক আন্দোলনের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছি, যাহা সাম্রাজ্যবাদের যোয়াল হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং সংগে সংগে তাদের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমরপ্রচেষ্টা কার্যকরী করিবারও ইচ্ছাপ্রণোদিত। হরিজনকে ওরা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলে ওরা জানুক কী বন্ধ করিতে চাহিতেছে।

আমাকে এটুকুও বলিতে দেওয়া হউক যে বাহিরের চাপের প্রতি মনোযোগ না দিয়াই মুদ্রিতব্য বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে আমি বৃহত্তম সংযম প্রয়োগ করিতেছি। জ্ঞাতসারে এমন কিছুই প্রকাশিত হইতেছে না, যাহা সামরিক লক্ষ্যবস্তু বা ব্যবস্থাদির সম্পর্কে 'শত্রুদের' সন্ধান দিবে। সমস্ত প্রকার বাহুল্য বা চাঞ্চল্যকর বিষয় বাদ দিবার জন্য যত্ন লওয়া হইতেছে। বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হইবার পূর্বে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয়। আর তারা জানেও যে ভুল স্বীকার করিয়া তাহা সংশোধন করিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

(হরিজন, ১৯শে জুলাই ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২৯)

(ঘ) ওয়ার্ধা সাক্ষাৎকার

* * * *

গণ-আন্দোলন

"এও কী সম্ভব," এ-পি (আমেরিকা)-র প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আপনার করণীয় সম্বন্ধে আপনার পক্ষে আমাদের বলা ?"

"প্রশ্নটা কী সামান্য অকাল-প্রসূত নয় ? নি-ভা-ক-ক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিল মনে করিলে সমস্ত জিনিষটাই কী ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে না ? কিন্তু আপনারা জানিয়া রাখুন যে উহা কঠোরভাবে অহিংস ধরণের আন্দোলন হইবে এবং তারপরই আপনারা বিশদ জানিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। গণআন্দোলনে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার সমস্তই এর মধ্যে থাকিবে।"

"মদ ও বিদেশী কাপড়ের দোকান বন্ধ করা এর অন্তর্ভুক্ত হইবে কী ?"

"অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করে। সরাসরি পরিণাম হিসাবে দাংগা-হাংগামা আমি চাই না। তবু যদি সমস্ত প্রকার পূর্ব-সতর্কতা সত্ত্বেও দাংগা-হাংগামা ঘটেই তো তাহা রোধ করা যাইবে না।"

কারারুদ্ধ হইলে ?

"আপনি কী কারাবরণ করিবেন ?"

"আমি কারাবরণ করিতে যাইতেছি না। আন্দোলনে কারাবরণ অন্তর্ভুক্ত নাই। ওটা অত্যন্ত কোমল ব্যাপার। অবশ্য এ পর্যন্ত আমরা কারাবরণকে আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু এবারে এরূপ হইবে না। আমার অভিপ্রায় ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত করা।"

তাড়াতাড়ি আরেকটা প্রশ্ন আসিল, "কারারুদ্ধ হইলে কী আপনি উপবাসের আশ্রয় লইবেন ?"

"আমি বলিয়াছি এবার কারাবরণ আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু কারাগারে প্রেরিত হইলে কী করিতে পারি বলা কঠিন। উপবাস করিতেও পারি, যেমন পূর্বে করিয়াছি, কিন্তু এরূপ চরম পন্থা যথা সম্ভব পরিহার করিবারই চেষ্টা করিব।"

আলোচনাদি

"স্বাধীন ভারত স্বীকৃতির পরই কী অবিলম্বে এর কাজ শুরু হইবে ?"

"হ্যাঁ, একেবারে পরবর্তী মুহূর্ত হইতেই। কারণ, স্বাধীনতা শুধু কাগজে-কলমে নয়, একেবারে কাজের মধ্য দিয়াই হইবে। আপনার পরবর্তী ন্যায়সংগত প্রশ্ন বোধ হয়—'স্বাধীন ভারত কীভাবে কাজ আরম্ভ করিবে?' সেই বাধাটা থাকার জন্যই আমি বলিয়াছিলাম 'ঈশ্বর কিংবা অরাজকতার হাতেই ভারত ছাড়িয়া দাও।' কার্যত যাহা হইবে তাহা এই—সম্পূর্ণ সদিচ্ছার সহিত প্রস্থান সংঘটিত হইলে সামান্যতম গোলযোগ ব্যতীতই পরিবর্তন হইবে। জনগণ গোলযোগ ব্যতীতই তাদের নিজস্ব পথে আসিতে বাধ্য হইবে। দায়িত্বশীল শ্রেণীগুলির মধ্য হইতে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একত্রে মিলিত হইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। তাহা হইলে কোনো অরাজকতা কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকই হইবে না, হইবে শুধু এক চরম গৌরব।"

ভবিষ্যতের রূপ

"অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের গঠন কীরূপ হইবে দেখিতে পাইতেছেন কী?"

"দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু আমি নিঃসংশয় যে ইহা কোনো দলীয় গভর্ণমেণ্ট হইবে না। কংগ্রেস সহ সমস্ত দলগুলি আপনা হইতে বিলীন হইয়া যাইবে। পরে তারা কাজ করিতে পারে এবং সেটা হইবে পরস্পরের পরিপূরক ভাবে এবং যাহাতে সবাই বর্ধিত হইয়া উঠে সেজন্য পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। তাহা হইলে আমার কথানুযায়ী সমস্ত অবাস্তব অন্তর্হিত হইয়া যাইবে প্রভাত-সূর্যের সম্মুখে কুয়াশার ন্যায়, উহা কী করিয়া হয় আমরা জানি না, তবু এই দৃশ্যই তো প্রত্যহ লক্ষ্য করি।"

"কিন্তু," ভারতীয় সাংবাদিকদের মধ্যে দুজন অসহিষ্ণুভাবেই যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্ত অতীতকার্যের বিবরণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ত-মীমাংসায় আসিতে ব্রিটিশের সুবুদ্ধি হইবে কী?"

"কেন হইবে না? তারা তো মানুষই আর আমিও কখনো মানব প্রকৃতির ঊর্ধমুখী গতির সম্ভাবনাকে বাদ দিই নাই। এবং অন্য কোনো জাতিকেও

অহিংসার উপর শুধু বিশেষভাবেই নয়, সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীনতা-আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।”

* * *

“আপনার আন্দোলনের ফলে চীনস্থ মিত্রশক্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে না ?”

“না, কারণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য মিত্রশক্তির সহিত সাধারণ লক্ষ্য সৃষ্টি তাই মিত্রশক্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে না।”

“কিন্তু প্রস্থান সংঘটিত না হইলে গোলযোগ কী অবশ্যম্ভাবী ?”

“বিদ্বেষ যে রহিয়াছে তাহা আপনারা দেখিতেই পাইতেছেন। ইহা আরো বাড়িয়া উঠিবে। আন্দোলন শুরু করার অব্যবহিত পরেই যদি ব্রিটিশ জনগণ সাড়া দেয় তবে বিদ্বেষ শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ যখন বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে তখনও যদি তারা সাড়া না দেয়, তবে বিদ্বেষের অপর কোনো পন্থার প্রয়োজন হইবে না। তখন আজকার মন্দ গতির পরিবর্তে এক সুস্থ গতি লাভ হইবে।

* * *

স্বাধীন ভারতের অবদান

“মিত্রশক্তিবৃন্দকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতের স্বাধীনতা লাভই আপনার কাম্য ?” মিঃ এড্‌গার স্নোর প্রশ্ন ছিল এই ; শেষ প্রশ্নটা ছিল : “স্বাধীন ভারতবর্ষ কী পুরাপুরি সমরসজ্জা গ্রহণ এবং সর্বগ্রাসী যুদ্ধের পদ্ধতি অবলম্বন করিবে ?”

গান্ধীজী বলিলেন, “প্রশ্নটা ন্যায়সংগত। কিন্তু উত্তরটা আমার দেয় নয়। আমি শুধু বলিতে পারি স্বাধীন ভারত মিত্রশক্তির সহিত একই লক্ষ্য সৃষ্টি করিবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জংগীবাদে অংশ লইবে, না, অহিংসার পথে চলিবে, কিছুই আমি বলিতে পারি না। কিন্তু একথা আমি দ্বিধাহীনচিত্তে বলিতে পারি যে ভারতবর্ষকে অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারা যাইলে নিশ্চয়ই আমি তাহাই করিব। ৪০ কোটি জনসংখ্যাকে অহিংসা-ব্রতী করিতে পারিলে ইহা একটা প্রচণ্ড ব্যাপার, একটা বিস্ময়কর রূপান্তর সাধন হইবে।”

মিঃ স্নো প্রাসংগিকভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু আপনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া জংগীবাদী প্রচেষ্টায় বাধা দিবেন না ?"

"এরূপ কোনো ইচ্ছা আমার নাই। তবে আইন অমান্যের ব্যাপারে স্বাধীন ভারতের ইচ্ছাকে আমি বাধা দিতে পারি না, তাহা অন্যায় হইবে।"

(হরিজন, ১৯শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৩৩, ২৩৪)

(ঘ) আমেরিকার অভিমত বিরুদ্ধ হইতে পারে

…"একজন আমেরিকান হিসাবে বলিতে গেলে," মিঃ ষ্টীল বলিলেন, "বলিতে পারি যে অনেক আমেরিকানেরই এই প্রতিক্রিয়া হইবে যে এই সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলন অবিজ্ঞজনোচিত হইবে, কারণ এর ফলে ভারতবর্ষে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে ক্ষতিকর জটিলতার সৃষ্টি হইবে।"

"এই বিশ্বাস অজ্ঞতাপ্রসূত," গান্ধীজি জবাব দিলেন, "আজ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে সম্ভাব্য কোন্ আভ্যন্তরীণ জটিলতার সৃষ্টি হইবে ? আমার মতে যুদ্ধ প্রচেষ্টার স্বপক্ষে যে সমস্ত ঝুঁকি মিত্র শক্তিবৃন্দ লইতে পারেন ইহা তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম। আমি ভ্রম সংশোধন করিতেও প্রস্তুত আছি। কেহ যদি আমাকে এই বলিয়া নিঃসংশয় করিতে চেষ্টা করে যে যুদ্ধকালের মধ্যে যুদ্ধপ্রচেষ্টা বিপন্ন না করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না, আমি তার যুক্তি শুনিতে ইচ্ছুক আছি। কিন্তু এপর্যন্ত এমন কোনো প্রবল যুক্তি আমি শুনি নাই।"

ভ্রম নিরাকরণে প্রস্তুত

"ভ্রম-নিরাকৃত হইলে সংগ্রাম পরিহার করিবেন কী ?"

"নিশ্চয়ই। আমার অভিযোগ এই যে এই সব চমৎকার সমালোচকরা আমাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলে, আমার প্রতি অভিশাপ দেয়, কিন্তু কখনো আমার সংগে কথা বলিতে আসে না।"

…বাধা দিয়া মিঃ স্টীল বলিলেন, "ভারতবর্ষ যদি চল্লিশ কোটি গান্ধীতে পূর্ণ থাকিত—"

"এখানে," গান্ধীজী বলিলেন, "আমরা কাঁটাকে পিতল করিতে আসিয়াছি। তার অর্থ ভারতবর্ষ এখনো যথেষ্টভাবে অহিংস নয়। তা যদি আমরা হইতাম, তাহা হইলে কোনো দল থাকিত না, কোনো জাপানী আক্রমণও হইত না। আমি জানি সংখ্যা ও গুণের দিক হইতে অহিংসা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু এই উভয় বিষয়েই অসম্পূর্ণ হইলেও জনগণের মধ্যে ইহা অভূতপূর্ব বিরাট প্রভাব এবং প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। ১৯১৯ এর ৬ই এপ্রিলের উদ্দীপিত জাগরণ প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছেই বিস্ময়স্বরূপ। দেশের প্রতিটী কোণ হইতেই, যেখানে পূর্বে কোনো কর্মী যায় নাই, সে সময় যে সাড়া আমরা পাইয়াছিলাম আজ তার হিসাব বর্ণনা করিতে পারি না। তবু তখন আমরা জনসাধারণের মধ্যে যাই নাই, আমরা যে তাদের নিকট যাইয়া কথা বলিতে পারি তাহা জানিতে পাবি নাই।"

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট

"আপনি আমাকে কোনো আভাস দিতে পাবেন কী যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনে কে নেতৃত্ব লইবেন—আপনি, কংগ্রেস না মুসলিম লীগ ?"

"মুসলিম লীগ নিশ্চয় লইতে পারে, কংগ্রেসও পারে। যদি সব কিছুই ঠিক পথে চলে, তবে নেতৃত্বটা সম্মিলিতভাবে হইবে। কোনো একটি পার্টি নেতৃত্ব লইবে না।"

"উহা কী বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই হইবে ?"

"শাসনতন্ত্রটার মৃত্যু হইবে" গান্ধীজী বলিলেন, "১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন মৃত। আই-সি-এসদের চলিয়া যাইতে হইবে, হয়তো অরাজকতার উদ্ভব হইবে। কিন্তু ব্রিটিশরা সদিচ্ছার সহিত প্রস্থান করিলে কোনো অরাজকতারই প্রয়োজন হইবে না। স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রকৃতির উপযোগী করিয়া এক শাসনতন্ত্র খাড়া করিবেন, তাহা বাহিরের নির্দেশ হইতে

বিমুক্ত থাকিবে।”…“নির্দেশদাতা বাহিরের কেহ হইবে না, সে হইবে প্রাজ্ঞতা। এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রাজ্ঞতা বিদ্যমান থাকিবে।”

“বড়লাট কী এখনকার মত রূপে থাকিবেন না?”

“আমরা তখনও বন্ধু থাকিব। কিন্তু সমতার সহিত। আর আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে লর্ড লিনলিথগো এমন দিনকে অভিনন্দন জানাইবেন যেদিন তিনি কেন জনসাধারণের মধ্যেই একজন হইবেন।”

কেন আজই নয়

মিঃ এমেনী পুনরায় অভিযোগ করিয়া বলিলেন, “ব্রিটিশের প্রস্থান ব্যতীতই এসব আজই করা যায় না?”

“উত্তরটা সহজ। মুক্ত ব্যক্তি যাহা করিতে পারে বন্দী তাহা পারে না কেন? আপনি বোধ হয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকেন নাই, কিন্তু আমি ছিলাম এবং আমি তা জানি। কারাদণ্ডের অর্থ সামাজিকভাবে মৃত্যু, আমি আপনাকে জানাই যে সমগ্র ভারতবর্ষ সামাজিকভাবে মৃত। তার নিঃশ্বাসটুকুও ব্রিটিশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারপর আরেকটা অভিজ্ঞতা আছে, যেটা আপনার নাই। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পরাধীন জাতির মানুষ আপনি নন। আমাদের প্রকৃতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আমরা যেন কখনো স্বাধীন হইতে পারিব না। শ্রীসুভাষ বসুর ব্যাপার আপনি জানেন। বিরাট স্বার্থত্যাগী ওই মানুষটা হয়তো ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু আজ তিনি দেশত্যাগী, শুধু এই কারণেই যে তিনি এই অসহায় অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া সম্ভবত ভাবিয়াছিলেন তাঁকে জার্মানী ও জাপানের সহায়তা লইতেই হইবে।”

(হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৪২-৩)

* *

(ঙ) আমেরিকান বন্ধুগণের প্রতি

শৈশব হইতেই আমি সত্যের পূজারী। আমার নিকট উহা অতি স্বাভাবিক বস্তু। আমার প্রার্থনাময় অনুসন্ধানের ফলে "ঈশ্বরই সত্য" এই স্বাভাবিক প্রবচনের পরিবর্তে আমি পাইয়াছি জাজ্বল্যমান সূত্র 'সত্যই ঈশ্বর।' এই সূত্রের বলেই আমি ঈশ্বরকে মুখোমুখী দেখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি অনুভব করি তিনি আমার সত্তার প্রতি রন্ধ্রে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আপনাদের ও আমার মাঝে এই সত্যকে সাক্ষী করিয়া আমি জোরের সহিত বলি যে আমি যদি গ্রেট ব্রিটেন ও মিত্র শক্তির লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যই ব্রিটেনের পক্ষে ভারতবর্ষকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার কর্তব্য সাহসিকতার সহিত করা আবশ্যক দেখিতাম না, তাহা হইলে আমি আমার দেশকে ব্রিটেন ভারত হইতে শাসন তুলিয়া লইয়া লউক দাবী করিতে বলিতাম না। এই দীর্ঘসূত্রী ন্যায়কার্যের অত্যাবশ্যক কর্তব্য সাধন ভিন্ন সম্ভবত ব্রিটেন নির্বাক বিশ্ব-বিবেকের নিকট তার অবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে পারিবে না। সিংগাপুর, মালয় ও ব্রহ্ম আমাকে এই শিক্ষাই দিয়াছে যে ভারতবর্ষে অনুরূপ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই হওয়া উচিত নয়। ভারতের জনসাধারণ মিত্রশক্তিবৃন্দের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগাইবে একথা ব্রিটেন বিশ্বাস না করিলে আমি সাহসের সহিত বলিব ইহা (দুর্ঘটনা) এড়ানো যাইবে না। ওই চরম ন্যায় সাধনের দ্বারা ব্রিটেন ভারতের প্রজ্বলিত অসন্তোষের সমস্ত কারণই অন্তর্হিত করিয়া দিতে পারিতেন। ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষকে সক্রিয় শুভেচ্ছায় পরিণত করিতে পারিতেন। আমার নিবেদন উহা সমস্ত রণতরী ও বিমানবহরের যোগ্য হইত, যেগুলি আপনাদের যাদুকর এঞ্জিনিয়ারগণ ও আর্থিক সংস্থান দ্বারা উৎপন্ন হয়।

...আমরা বলি, 'উহা স্বীকারের উপযুক্ত মুহূর্ত ইহাই। কারণ শুধু তখনই জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে অজেয় প্রতিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে। মিত্রশক্তির উদ্দেশ্যের পক্ষে ইহা অমূল্য, যদি ভারতের নিকট ইহা সমমূল্য হয়। স্বীকৃতির

পথে সর্ব প্রকার অসুবিধার প্রত্যাশা কংগ্রেস করিয়াছে ও সেজন্য সতর্কও আছে। আমি চাই আপনারা ভারতের আশু স্বাধীনতা স্বীকারের ব্যাপারটাকে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিবেন।

(হরিজন, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৬৪)

* * *

(চ) যুক্তির ওজর

আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মূর্চ্ছারোগীর মত হঠাৎ বিস্ফোরিত হওয়ার মধ্যে সম্ভবত যে দমনকার্যের পূর্বলক্ষণ সূচিত হইতেছে, তাহা হয়তো মুহূর্তের জন্য জনসাধারণকে দমিত করিতে পারিবে, কিন্তু যে বিদ্রোহের মশাল একবার জ্বালানো হইয়াছে তাহা আর কখনো নিভাইতে পারিবে না।

* * *

কংগ্রেসের দাবীর ন্যায্যতা

ব্রিটিশ শক্তির অবসান ঘটাইবার দাবীর ন্যায্যতার বিষয়ে কখনো সন্দেহ করা হয় নাই, ইহা সম্ভব করিবার নির্বাচিত মুহূর্ত লইয়াই যত আক্রমণ। এই সময়টাকেই কেন নির্বাচিত করা হইল তাহা ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া আছে। আমাকে এর ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হউক। যুদ্ধব্যাপারে ভারতবর্ষ কোনো কার্যকর অংশ গ্রহণ করিতেছে না। এই অবস্থার জন্য আমাদের অনেকে লজ্জাবোধ করেন এবং আরো অধিক, আমরাই মনে করি যে বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিলে যে যুদ্ধ এখনো চরমে উপনীত হয় নাই, সেই বিশ্ব যুদ্ধে আমরা এক যোগ্য ও চূড়ান্ত অংশ লইতে পারিতাম। আমরা জানি ভারতবর্ষ এখনই স্বাধীন না হইলে প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ জাপানীদের অবতরণ করা মাত্র তাদের প্রতি অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। আমাদের ধারণা এরূপ ঘটনা প্রথম পর্যায়ের বিপদ। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে ইহা আমরা পরিহার করিতে পারি। এই সহজ, স্বাভাবিক ও সৎ ধারণাকে অবিশ্বাস করার অর্থ বিপদকে আহ্বান করিয়া আনা।

আজাদের বিবৃতির উদাহরণ

কিন্তু সমালোচকরা বলে : "প্রস্থানের সময় ব্রিটিশ শাসকরা কাহাদের হাতে চাবি দিয়া যাইবেন ?" প্রশ্নটা উত্তমই। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন : "কংগ্রেস সকল সময়েই প্রথমত গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সহানুভূতির উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়াছে, দ্বিতীয়ত ব্রিটেন ও যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বিপন্ন করা তার উদ্দেশ্য নয় এবং তৃতীয়ত সে জাপানী আক্রমনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেসের নিজের জন্য ক্ষমতা গ্রহণের ইচ্ছা নাই, সকলের জন্যই সে ক্ষমতা চায়। সত্যকার ক্ষমতা যদি কংগ্রেসের হাতে দেওয়া হয় তবে সে অন্যান্য দলগুলির নিকট যাইয়া যোগদান করিবার জন্য প্ররোচনা দিবে।" কংগ্রেস সভাপতি ইহাও বলিয়াছেন যে, ক্ষমতার অর্থ সত্যকার স্বাধীনতা হইলে ব্রিটেন মুসলীম লীগের হাতে দিলেও তাঁর "আপত্তি নাই। সেই দলকে অন্যান্য দলের নিকট আসিতে হইবে, কারণ অন্যান্য দলেব সহযোগিতা ভিন্ন কোনো একক দল কাজ করিতে পারে না।"

যুদ্ধকালে মিত্র সৈন্যরা জাপানী বা অক্ষশক্তির আক্রমণ প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য যুদ্ধ করিবে শুধু এইটুকু ছাড়া পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সমর্পন করাই হইল আবশ্যক কাজ। ভারতের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবার তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকিবে না, ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেনের মতই স্বাধীন থাকিবে।

মিথ্যা দোষারোপ

মিথ্যা দোষারোপ করিবার মত কিছুই এখানে নাই। যে দলটী বা যে দল-সমবায় ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণভার লইবে, তাকে ক্ষমতা রক্ষার জন্য অবশিষ্ট দলগুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে। দলগুলি সহায়তা ও প্রতিপালনের জন্য পরস্পরের দিকে না চাহিয়া বিদেশীর পানে যতদিন তাকাইয়া থাকিবে ততদিন তাদের একত্র হইবার কোনো আশা নাই। বড়লাটের অসংখ্য ভারতীয় সচিবদের মধ্যে একজনও নিজ পদাধিকারের ব্যাপারে বড়লাট ভিন্ন অন্যের

কাহারও উপর নির্ভরশীল নয়। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতিনিধি-স্থানীয় দলগুলি পারস্পরিক সহায়তা ভিন্ন কীরূপে কাজ করিতে পারিবে ?

স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস ক্ষুদ্রতম দলেরও সমর্থন ব্যতীত একদিনের জন্যও ফলদায়কভাবে কাজ করিতে পারে না। কারণ স্বাধীন ভারতে অন্তত আগামী কিছু কালের জন্যও সর্বাপেক্ষা প্রবল দলটীরও সামরিক সমর্থন থাকিবে না। সহায়তার জন্য কোনো সামরিকই থাকিবে না। বর্তমান পুলিশ জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সর্তে কাজ না করিলে প্রথমাবস্থায় শুধু থাকিবে অশিক্ষিত পুলিশ, কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির লক্ষ্যসাধনে যে সহায়তা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে তাহা খাঁটি ধরণেরই হইবে। এর সম্ভাবনা হইবে সীমাহীন এবং জাপানী সৈন্যদলকে অভ্যর্থনা করিবার কোনো উদ্দেশ্যই থাকিবে না।

পক্ষান্তরে ইতিমধ্যে সমস্ত ভারতীয়ই অহিংস হইয়া না উঠিলে জাপানী বা অপর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মিত্র বাহিনীর দিকে তাকাইবে। আর মিত্রবাহিনী তো ভারতের রক্ষার জন্য প্রয়োজন হউক বা না হউক আজ কাল এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকিতেছেই।

মিত্রশক্তির পত্রিকাগুলি বা স্বয়ং মিত্রশক্তিবৃন্দ যদি কংগ্রেসের দাবীর এইরূপ ব্যাখ্যার প্রশংসা করিতে না পারেন, তবে যে অশুভ ঐক্যমতের সহিত প্রচণ্ড বাধা গড়িয়া তোলা হইতেছে তার আন্তরিকতায় সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিরা সন্দেহ প্রকাশ করিলে যেন মার্জনা করা হয়। ওই অশুভ ঐক্যমত ভারতবর্ষের সন্দেহ ও প্রতিরোধ দৃঢ় করিতে থাকিবে।

(হরিজন, ২রা আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৫২)

(ছ) মুসলমানদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা ?

* * *

[illegible] একটু ক্ষোভের সহিতই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কিন্তু কাহার কাছে [illegible] বলিবেন—'ভারতবর্ষ স্বাধীন' ?"

"বিশ্বের কাছে।" গান্ধীজী মুহূর্তমাত্রও দ্বিধা না করিয়া জবাব দিলেন, "ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই মুহূর্ত হইতেই আপনা আপনিই ভাঙিয়া যাইবে। আর যতশীঘ্র পারে ওরা তল্পিতল্পা গুটাইবার মনস্থ করিবে। কিংবা তারা ঘোষণা করিতে পারিবে, যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই তারা যাইবে, কিন্তু তখন তারা, ভারতবর্ষ যে সাহায্য স্বেচ্ছামূলক ভাবে প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে আর কোনোরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করিবে না, কোনো রংরুট সংগ্রহ করিবে না। পরে ভারতবর্ষের কী হইবে সেদিকে মনোযোগ না দিয়াই সেই মুহূর্ত হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইতে হইবে। আজ ইহা সমস্তটাই কপটতা, অবাস্তবতা। আমি এর অবসান চাই। ওই মিথ্যাচারের যখন শেষ হইবে, তখনই নববিধান আসিবে।"

আলোচনা সমাপ্ত করিতে করিতে গান্ধীজী বলিলেন, "ব্রিটেন ও আমেরিকা এক অনিশ্চিত দাবী করিতেছে—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার দাবী। যখন একটা গোটা জাতিকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখার ভয়াবহ দুঃখকর ব্যাপারটা রহিয়াছে, তখন ওই দাবী করা অন্যায়ই।"

প্রঃ আপনার দাবী কার্যে পরিণত করিতে আমেরিকা কী করিতে পারে?

উঃ আমার দাবী যদি মিথ্যা দোষারোপের বদলে ন্যায্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে আমেরিকা ব্রিটেনকে অর্থসাহায্য ও সমর-যন্ত্রাদি নির্মাণের ব্যাপারে তার অতুলনীয় নৈপুণ্য প্রদান করার একটা সর্ত হিসাবে ভারতীয় দাবীর পরিপূরণের উপর চাপ দিতে পারে। যে বাঁশীওয়ালাকে বেতন দেয়, তার বাঁশীতে সুর দিবারও অধিকার আছে। এইজন্য আমেরিকা মিত্রশক্তির লক্ষ্যসিদ্ধির প্রধান অংশীদার বলিয়া ব্রিটেনের অপরাধেরও প্রধান অংশীদার। যে পর্যন্ত তারা পৃথিবীর একটা সুন্দরতম অংশ এবং প্রাচীনতম জাতিগুলির একটিকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যকে নৈতিকতার দিক হইতে নাৎসীদের অপেক্ষা উচ্চতর দাবী করিবার অধিকার নাই।

(হরিজন, ১৪ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা [illegible]

(জ) ভারতে বিদেশী সৈন্যদল

আমার পত্রালাপে উল্লিখিত বহুসংখ্যক প্রশ্নাবলীর মধ্যে ভারতে বিদেশী সৈন্যের আবির্ভাব সম্পর্কে একটী প্রশ্ন আছে। যথেষ্ট সংখ্যক বিদেশী বন্দী আমাদের এখানে আসিয়াছে। এখন আমরা আমেরিকা ও সম্ভবত চীন হইতে শেষহীন সৈন্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে মনের স্থিরতার সহিত আমি এই ঘটনাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মধ্য হইতে কী সীমাহীন সংখ্যক সৈন্য শিক্ষিত করা যায় না? পৃথিবীর অন্যান্যদের মত তারাও কী উত্তম যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে পারিত না? তাহা হইলে বিদেশীরা কেন? আমেরিকার সাহায্যের অর্থ কী আমরা জানি। শেষে ব্রিটিশ শাসনের উপর আমেরিকান শাসন যদি সংযুক্ত না হয় তো আমেরিকার প্রভাব আসিবেই। মিত্র বাহিনীর সম্ভাব্য সাফল্যের মূল্যটী অতি প্রচণ্ডই। ভারতবর্ষের তথাকথিত রক্ষাব্যবস্থার এই সব প্রস্তুতির মধ্য দিয়া কোনো স্বাধীনতাই উঁকি মারিতেছে না দেখিতেছি। বিপরীত যাহাই বলা হউক না কেন, এটী হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-রক্ষার অকৃত্রিম সহজ প্রস্তুতি। ব্রিটিশদের সিংগাপুর যেভাবে ছাড়িতে হইয়াছিল, সেইভাবে ভারতবর্ষকেও যদি তারা ভাগ্যের হাতেই ছাড়িয়া যায়, তবে অহিংস ভারত কিছুই হারাইবে না। সম্ভবত জাপানীরাও ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে। প্রধান দলগুলি বিভেদ মীমাংসা করিলে (সম্ভবত তাহাই করিবে), ভারতবর্ষ হয়তো কার্যকরীভাবে চীনকে শান্তির পথে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে এবং সর্বশেষে হয়তো বিশ্বশান্তি বর্ধনের জন্ত চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু একেবারে বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে তখন এইসব সুখকর জিনিষগুলি না-ও ঘটিতে পারে। শুধু পাশ্চাত্যে যুদ্ধ চালাইয়া ও প্রাচ্যকে তার স্বীয় অবস্থায় সামঞ্জস্য সাধন করিতে দেওয়া ব্রিটেনের কত পক্ষে সম্মানজনক, কত বীরোচিত! এই যুদ্ধ-কালে সে যে তার বিপুল অধিকারগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে এ বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তাও

নাই। ঐগুলি তার কাছে পাষাণ-ভার হইয়া আছে। এই ভার হইতে বুদ্ধিমানের মত সে যদি নিজেকে মুক্ত করে, তবে নাৎসী, ফ্যাসিস্ত বা জাপানীরা ভারতবর্ষকে একা ছাড়িয়া দেওয়ার পরিবর্তে তাকে পরাভূত করিতে চাহিলে দেখিতে পাইবে তাদের লৌহ থাবার মধ্যে ক্ষমতার অতিরিক্ত বস্তু আঁকড়াইয়া রাখিতে হইবে। তখন তারা ব্রিটেনের অপেক্ষা বেশী অসুবিধায় পড়িবে। তাদের কাঠিন্যই তাদের গলা টিপিয়া ধরিবে। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে এক স্থিতিস্থাপকতা আছে উহা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশ চলে। আজ আর ব্রিটিশ স্থিতিস্থাপকতা কোনো কাজেই আসিবে না।' এই সমস্ত স্তম্ভগুলিতে আমি একাধিকবার বলিয়াছি যে এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে শোষণ ও ক্রীতদাস করার পাপের জন্য ব্রিটেনকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে নাৎসী শক্তি প্রতিহিংসার শয়তানরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

তাই ভারতের পরিণাম যাহাই হউক না কেন, ব্রিটেনের ভারতবর্ষ হইতে সুশৃঙ্খল ও সময়োচিত প্রস্থানের মধ্যে ভারতবর্ষ ও তার নিজের নিরাপত্তা নিহিত। ব্রিটিশ-স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই রাজন্যবর্গের সহিত চুক্তি ও সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের প্রতি বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি। যে রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা, উহা তার স্পর্শে নিশ্চয়ই মিলাইয়া যাইবে। রাজন্যবর্গ তাঁদের সশস্ত্র শক্তির উপর যতখানি নির্ভর করেন, তাহাতে বোঝা যায় তাঁরা নিরস্ত্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হওয়ারও অধিক। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের বৃহৎ ঘটা স্বাধীনতার প্রভাত-সূর্যের সম্মুখে কুয়াশার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। ইহা সত্যই যে ব্রিটিশ অস্ত্রের অনুপস্থিতিতে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিবে না। ভারতের কোটি কোটি মানুষের তখন বিরাট মনুষ্যসমাজ ছাড়া অন্য কোনো সংজ্ঞা থাকিবে না। আমি নিঃসন্দেহ যে স্বাভাবিক নেতাদের সে সময় বিভেদ-বৈষম্যের সম্মানজনক সমাধান করিবার বুদ্ধি থাকিবে। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে জাপান ও অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ ভারতবর্ষকে একা থাকিতে দিবে। তা যদি না হয়, তবে আশা করি প্রধান প্রধান [illegible]

একমনা হইয়া নূতন বিভীষিকা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিবার কাজে বিজ্ঞতার পরিচয় দিবে।

আমার পোষিত ধারণা বিচার করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে কেন আমি বিদেশী সৈন্যদের উপস্থিতিকে ব্যাপক দুঃখ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টিকারী নিশ্চিত বিপদ বলিয়া মনে করি। বর্তমান পরিস্থিতি ও তাহা বজায় রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতবর্ষের গোটা শাসনযন্ত্রের ক্ষয় রোগের সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

(হরিজন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১২৮)

পরিশিষ্ট ২

জাপ-সমর্থক নই

"আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি যে ব্রিটিশের প্রস্থানের পরে ভারতবর্ষে জাপানী আক্রমণের মত স্বীকৃত সম্ভাব্য ঘটনা ঘটিলে তিনি (আমি) তাদের (জাপানীদের) দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন।"

(অভিযোগপত্র, পৃষ্ঠা ৮)

(ক) তারা যদি সত্যই মনে করিয়া থাকে ?

প্রঃ জাপানীরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি সত্যই কামনা করে আর ব্রিটিশের শৃঙ্খল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক থাকে তবে কেন আমরা ইচ্ছুকভাবে তাদের সহায়তা গ্রহণ করিব না ?

উঃ আক্রামক উপকারক হইতে পারে একথা মনে করা অন্যায়। জাপানীরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারে, কিন্তু সেটা তাদের নিজেদের শৃঙ্খল চাপাইয়া দিবার জন্য। আমি সর্বদাই বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমরা অন্য কোনো শক্তির সহায়তা লইব না। সেটা অহিংস পন্থা হইবে না। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদেশী সহায়তা

গ্রহণ করিবার জন্য কখনো যদি আমরা সম্মত হইতো এ জন্য আমাদের উচ্চ মূল্যই দিতে হইবে। অহিংস কার্যের দ্বারা আমরা লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কাছাকাছি ছিলাম। অহিংসার প্রতি আমার আস্থাকে আমি আঁকড়াইয়া আছি। জাপানীদের বিরুদ্ধে আমার কোনো শত্রুতা নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের অভিপ্রায়গুলি মনের স্থিরতার সহিত চিন্তা করিয়া দেখিতে পারি না। একথা তারা কেন বুঝে না যে স্বাধীন মানুষ হিসাবে আমরা তাদের সহিত বিবাদ করিব না? তাদের উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তবে চীনের যে ধ্বংসসাধন তারা করিয়াছে, তাহা চীনের প্রাপ্য ছিল কী?

* * *

(হরিজন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৩৬)

(খ) বন্ধুর উপদেশ

" সমস্ত ঝুঁকি লইতে আপনারা ইচ্ছুক আছেন বলিতেছেন। প্রত্যেক সাহসী লোকই সেইরূপ। কিন্তু সংগে সংগে যতদূর সম্ভব ঝুঁকি কম করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কী কর্তব্য নয়? উদাহরণ স্বরূপ, জনসাধারণকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন তারা কাপুরুষতা বর্জন করিয়া স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব ভাবিতে পারে। অনেকের মত তারাও যেন না জাপানী সাহায্য কামনা করে..."

সত্যের বৃহৎ ধারণা লইয়া এই কথাগুলির দ্বারা আমি সর্বাধিক সম্ভব যত্নের সহিত উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছি প্রমাণিত হয়। আমি জানি এই পরিকল্পনার নূতনত্ব ও সেটাও এই সন্ধি-কালে বলিয়া বহু ব্যক্তির কাছে আঘাতের সামিল হইয়াছে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। নিজের নিকট সত্যপরায়ণ থাকিবার জন্যই উন্মাদ অভিহিত হইবার ঝুঁকি লইয়াও আমাকে সত্যকথা বলিতে হইয়াছিল। উহাকে আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে ভারতের মুক্তির উদ্দেশ্যে আমার সুদৃঢ় দান বলিয়া মনে করি। [illegible]

ঐক্যের উদ্দেশ্যেও ইহা আমার দান। এটা কীরূপ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না কিন্তু চালাকী হইবে না—যেটা আজ পর্যন্ত আমরা পাইয়া আসিয়াছি। ইহা শুধু কয়েকজন মাত্র রাজনীতি-মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়াছে। জনসমবায় এর দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই।

তাই জরুরী ভাব লইয়া সর্ববিধ চিন্তনীয় সতর্কতা গ্রহণ করিলেও কোনোরূপ অগ্রগামী কর্মপন্থা অবলম্বনের পূর্বেই কাপুরুষতা হইতে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। অধিক পরিশ্রম ব্যতীত কাপুরুষতা পরিত্যক্ত হইবে না। বিদ্বেষ হ্রাসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকাও চলে না। এই অপকারক বিদ্বেষ হইতে দেশকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হইল ঘৃণিত শক্তির প্রস্থান। বিদ্বেষের কারণ না থাকিলে বিদ্বেষও থাকিবে না।

আর জনসাধারণও নিশ্চয় ব্রিটিশ শক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য জাপানীদের উপর নির্ভর করিবে না। ওই ধরণের প্রতিকার ব্যাধির অপেক্ষাও মন্দ। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি—যে ব্যাধি আমাদের মনুষ্যত্বকে নীচে নামাইয়া দিয়া আমাদের এই কথা প্রায় ভাবিতে বাধ্য করিয়াছে যে আমরা যেন চিরকালের জন্যই ক্রীতদাস—ঐ ব্যাধি হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে আমাদের প্রতিটা বিপদের ঝুঁকি লইতে হইবে। ইহা অসহনীয়। আমি জানি ব্যাধিমুক্তির মূল্যটা বৃহৎ হইবে। কিন্তু মুক্তির জন্য দেয় কোনো মূল্যই বৃহৎ নয়।

(হরিজন, ৩১শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৭২)

(গ) যদি তারা আসে

প্রঃ [১] জাপরা আসিলে অহিংসভাবে কী উপায়ে আমরা তাদের বাধা দিব?

[২] তাদের হাতে পড়িলে আমরা কী করিব?

উঃ [১] এই প্রশ্নগুলি আসিয়াছে ব্রহ্মদেশ হইতে। সেখানকার লোকে ঠিকই যা ভুলক্রমে আক্রমণ আসন্ন মনে করে। আমার উত্তর ইতিপূর্বেই এই

স্তম্ভগুলির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। কোনো খাদ্য বা আশ্রয় তাদের দেওয়া হইবে না কিংবা কোনো সম্পর্ক তাদের সহিত স্থাপিত করা চলিবে না। তাদের যেন এইকথা ভাবিতে বাধ্য করা হয় যে এখানে কেহ তাদের চাহে না। কিন্তু প্রশ্নের ইংগিতমত ঘটনাবলী নিশ্চয়ই অত মসৃণভাবে ঘটিতে যাইতেছে না। তারা বন্ধুত্বের সহিত আসিবে মনে করাটা একটা কু-সংস্কারমাত্র। কোনো আক্রামক-শক্তিই ঐ ভাবে আসে নাই। তারা জনসাধারণের মাঝে আগুন ও গন্ধক ছড়াইয়া দেয়। তারা জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া কাজ আদায় করে। জনসাধারণ যদি প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম ও মৃত্যুভীত হয় তাহা হইলে শত্রুর বাধ্যতামূলক কাজ অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্যে আক্রান্ত. স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে।

[২] যদি দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো ব্যক্তি বন্দী হয় বা শত্রুর হাতে পড়ে, তাহা হইলে আদেশ পালন না করিলে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক পরিশ্রম না করিলে হয়তো তাদের গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে। বন্দীরা হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিলেই তাদের কর্তব্য শেষ হইবে। তারা নিজেদের ও স্বদেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। হিংস প্রতিরোধের আশ্রয় লইলে তারা কয়েকটা জাপানীর জীবন লওয়া ও তাহাতে ভয়াবহ প্রতিশোধের আমন্ত্রণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিত না।

জীবিত বন্দী হইয়া ও বশ্যতার জন্য অচিন্তনীয়ভাবে উৎপীড়িত হইয়াও উৎপীড়ন ও শত্রুর আদেশের বশীভূত না হইলেই বিষয়টা জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রতিরোধ-কার্যে হয়তো তোমার মৃত্যু হইবে; তুমি অবমাননা হইতে রেহাই পাইবে। কিন্তু কথিত হয় যে বধ্যকে উৎপীড়নের যন্ত্রণা ভোগ করানো ও অপরের কাছে তাকে উদাহরণস্বরূপ করিয়া তোলার জন্য মৃত্যুকে তার নিকট আসিতে দেওয়া হয় না। আমি মনে করি অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করার পরিবর্তে যে মৃত্যু বরণ করিতে ইচ্ছুকসে মৃত্যুর সম্মানজনক উপায় খুঁজিয়া পাইবে।

(হরিজন, জুন ১৪, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৯)

(ঘ) বেতার-বার্তা সম্পর্কে

প্রঃ আপনি বেতার-বার্তা শোনেন না। আমি অতি মনোযোগ সহকারে শুনি। তারা আপনার রচনাবলীর এমন ভাষ্য করে যেন আপনি অক্ষশক্তির অনুকূলে এবং ব্রিটিশ শাসন দূর করিতে বাহিরের সাহায্য লওয়া সম্বন্ধে সুভাষবাবুর ধারণার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার অবস্থা স্পষ্ট করিয়া দিবেন ইচ্ছা করি। আপনার পরিচিত মতবাদগুলির এইরূপ ভাষ্য একটা বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

উঃ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় আমি খুশী হইয়াছি। বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার জন্য কোনো শক্তিকেই তোষামোদ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। ব্রিটিশের পরিবর্তে অন্য কোনো শাসন বিনিময় করিবারও ইচ্ছা নাই। পরিচিত শত্রু অজ্ঞাত শত্রু অপেক্ষা ভালো। আমি কখনো অক্ষশক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ প্রচারে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করি নাই। যদি তারা ভারতবর্ষে আসে তবে তারা মুক্তিদাতারূপে নয়, লুণ্ঠনের অংশীদাররূপে আসিবে। অতএব সুভাষবাবুর নীতিতে আমার সম্মতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আমাদের মধ্যকার সেই পুরানো মতবৈষম্যটা রহিয়াছেই। ইহাতে বুঝায় না যে আমি তাঁর স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগের সম্বন্ধে আমার সপ্রশংস উপলব্ধি থাকিলেও তাহা আমাকে এবিষয়ে অন্ধ করিয়া রাখে নাই যে তিনি ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াছেন এবং তাঁর পন্থায় কখনো ভারতের মুক্তি-সাধন হইবে না। আমি যদি ব্রিটিশের শৃঙ্খলে অধীর হইয়া থাকি তো তাহা এইজন্যই যে ভারতবর্ষের বিষণ্নতা ও ব্রিটিশদের দুর্গতিতে সাধারণ ব্যক্তির চাপা উল্লাস বিপজ্জনক লক্ষণ হইয়া উঠিতেছে, যেটা যথোচিতভাবে ব্যবস্থিত না হইলে জাপানের ভারত সংক্রান্ত পরিকল্পনায় সাফল্য আনয়ন করিতে পারে, অথচ ভারতবর্ষ নিজেকে পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেখিলে কখনোই জাপানীদের ভারত প্রবেশ

কামনা করিবে না। ভারতবর্ষের বিষণ্ণতা ও অসন্তোষ যাতুর মত মিত্র-শক্তিবৃন্দের উদ্দেশ্যে উল্লসিত ও আন্তরিক সহযোগিতায় রূপান্তরিত করা যায়, যদি সমস্ত ও সর্বপ্রকার কু-পরিকল্পনা হইতে তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া সুদৃঢ় কবা হয়।

(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৭)

(ঙ) যদি জাপানীবা আসে ?

ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেস গান্ধীজীর জবাবেব নিমিত্ত নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলী কেব্‌ল করিয়া প্রেরণ করেন। কেব্‌লটী স্পষ্ট ক্রুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত। কিন্তু গান্ধীজী তাদেব নিকট সোজা জবাব পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই।

প্রঃ ১। জাপানীরা যে সময় সীমান্তে উপস্থিত, তখন গান্ধীজী ব্রিটিশদের চলিয়া যাইতে দেখিতে চান কী না ?

উঃ যাঁরা আমার লেখা পাঠ কবিয়াছেন তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন জাগে না, কারণ আমার লেখার মধ্যে শুধু যুদ্ধকালে ভারতে সংগ্রামরত মিত্রবাহিনীকে বিবেচনা করা হইয়াছে।

প্রঃ ২। জাপানীদের অধিকারেব পরও তিনি অসহযোগের ধূয়া তুলিবেন কী না ?

উঃ। মিত্রবাহিনীর ভারত ভূমিতে সংগ্রাম করিতে থাকাকালে জাপানীদের অধিকার কল্পনা করা যায় না। জাপানীরা মিত্রবাহিনীর উপর পরাজয় বর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিতে সক্ষম হইলে আমি সুচিন্তিতভাবেই পূর্ণ অসহযোগের পরামর্শ দিব।

প্রঃ ৩। জাপানীরা অসহযোগীদের গুলি করিতে থাকিলেও কী তিনি (অসহযোগের) অনুরোধ করিতে থাকিবেন ?

প্রঃ ৪। বরং সহযোগিতা প্রদান করিবার পরিবর্তে তিনি কী নিহতই হইবেন ?

৩ ও ৪এর উঃ। নামের যোগ্য অসহযোগ অবশ্য গুলিকেও আমন্ত্রণ করে। জাপানী বা অন্য কোনো শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করার পরিবর্তে আমি বরং যে কোনো অবস্থায়ই নিহত হইব।

(হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৪৮)

(চ) প্রশ্নের থলি

প্রঃ "ইহা কী সত্য যে ইংলণ্ড ও জাপানের প্রতি আপনার বর্তমান মনোভাব এই বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে যে আপনি মনে করেন এই যুদ্ধে ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তিবৃন্দের পরাজয় হইবে? আপনার পক্ষে বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কংগ্রেসের একজন অতি প্রধান নেতার ধারণা ঐরূপ এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিতও বলেন, কারণ এই ধারণা তিনি আপনার সংগে তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথন হইতে পাইয়াছেন।"

উঃ আপনি সেই নেতার নাম বলিতে পারিতেন। তিনি যে-ই হউন, ইহা সত্য নয় একথা বলিতে আমার দ্বিধা নাই। পক্ষান্তরে এই সেদিনই হরিজনে বলিয়াছি যে ব্রিটিশদের পরাভূত করা কঠিন। তিনি জানেন নাই পরাভব হইবে কার। এই সংখ্যাতেই আপনি আমেরিকানদের বিষয়ে আমার সাণ্ডে ডেস্‌প্যাচের প্রতি জবাব দেখিতে পাইবেন। ইহাতে "লীডারের" বিবৃতির খণ্ডন আছে। সুতরাং হয় তিনি আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন অথবা আপনি তাঁকে ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু গত বারো মাস ও তারো বেশী আমার কথাবার্তায় আমি বলিয়াছি যে এই যুদ্ধ কোনো দলের পক্ষেই চূড়ান্ত জয়ে শেষ না হইবারই সম্ভাবনা। যখন ক্ষয়ের শেষপ্রান্ত আসিয়া উপস্থিত হইবে তখনই শান্তি হইবে। ইহা শুধু চিন্তামাত্র। প্রকৃতির সহায়তায় ব্রিটেনের সুবিধা হইতেও পারে। প্রতীক্ষা করিয়া তার কিছুই ক্ষতি হইবে না। আমেরিকা তার মিত্ররূপে থাকায় সে অক্ষয় মূল্যবান সংস্থান ও বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। এই সুবিধাটা অক্ষ শক্তিদের কারুর নিকটই লভ্য নয়। এইজন্যই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কোনো

চূড়ান্ত মতামত নাই। কিন্তু আমার পক্ষে যেটা চূড়ান্ত সেটা এই যে প্রকৃতিগত-ভাবেই আমি দুর্বল দলগুলির পক্ষাবলম্বন করি। আমার বিপন্ন-না-করার নীতি এই প্রকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা এখনো আছে। আমার ব্রিটিশপ্রস্থানের প্রস্তাব ভারতবর্ষের স্বার্থে যতটা ব্রিটেনের স্বার্থেও ততটা। ব্রিটেন যে কখনো স্বেচ্ছায় ন্যায় কার্য করিতে পারে ইহা বিশ্বাস না হওয়াতেই আপনার বিপত্তি। অহিংসার শক্তিতে আমার বিশ্বাস মানব প্রকৃতির চিরস্থায়ী স্থিতি স্থাপকহীনতার তত্ত্বকে বাতিল করিয়া দেয়।

(হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৭৭)

(ছ) আমেরিকার প্রতি অন্যায় ?

বোম্বাইয়ের কোনো একটী পত্রিকার নিকট সাক্ষাৎকারের সময় আমেরিকা সম্বন্ধে গান্ধীজীর প্রদত্ত বিবৃতির রয়টার-কৃত চুম্বকের উপর নির্ভর করিয়া লণ্ডনের সাণ্ডে ডেস্‌প্যাচ নিম্নোক্ত কেব্‌লটী পাঠাইয়া দেয় :

"আপনি এই কথা বলিতে অভিহিত হইয়াছেন যে আমেরিকা ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতে পারিত। কিন্তু আমেরিকা শান্তির সময় জাপানীদের দ্বারাই আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং আক্রমণের সংগে সংগেই জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কী করিয়া উক্তরূপ বিবৃতি সমর্থন করিতে পারেন ?"

এর উত্তরে গান্ধীজী নিম্নলিখিত জবাব পাঠান :

"কেব্‌ল এই মাত্র পাইলাম। স্পষ্টতই আপনারা আমার পুরা বিবৃতিটা পান নাই। আমেরিকা সম্পর্কে অংশটা এই :

'এরূপ একটী বৃহৎ জাতির সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই জানি, যে সমস্ত ঘটনাবলীর ফলে আমেরিকা নিজেকে কটাহের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহা আমি জানি না। কিন্তু যে কোনো ভাবেই হউক না কেন আমার অভিমত এই যে আমেরিকা তার অতুল সম্পদজনিত মত্ততা ত্যাগ করিলে বাহিরে থাকিতে পারিত, এবং এখনও থাকিতে পারে। এখানে আমি ভারত হইতে ব্রিটিশের প্রস্থান সংক্রান্ত উক্তির পুনরাবৃত্তি

করিতে চাই। ব্রিটেন ও আমেরিকা আফ্রিকা ও এশিয়া হইতে তাদের প্রভাব ও শক্তি তুলিয়া লইবার ও বর্ণ বৈষম্য বিদূরিত করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া নিজেদের ঘর ঠিক করিয়া না রাখা পর্যন্ত এই যুদ্ধে তাদের প্রবৃত্ত হইবার কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকিতে পারে না। যে পর্যন্ত না শ্বেত কৌলিন্যের ক্ষয়রোগটা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের গণতন্ত্র রক্ষার এবং সভ্যতা ও মানব স্বাধীনতারক্ষার কথা বলার কোনো অধিকারই নাই।'

এখনো আমি ওই বিবৃতি পোষণ করি। আমেরিকা কী উপায়ে যুদ্ধকে এড়াইত এর জবাবে অহিংস পদ্ধতির সুপারিশ ভিন্ন অন্য কোনো কথা জানি না। আমেরিকার বন্ধুত্বই আমাকে শান্তির উদ্দেশ্যে আমেরিকার অবদানের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করিতে দিয়াছে। অর্থনীতি, বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক নৈপুণ্যের দিক হইতে আমেরিকা এত বৃহৎ যে জাতি বা জাতি-সমষ্টি কর্তৃক তাকে পরাজিত করা কঠিন। সেই কারণে তার নিজেকে কটাহের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্যই আমার এই শোকাশ্রু!”

(হরিজন, ৭ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮১)

(জ) [এখানে ১০৭, ১০৮, ১০৯ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য]

(ঞ) ‘আমার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে’

সেদিন একজন সাংবাদিক এখানে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন···তাঁর প্রদেশে যাহা ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ জানেন।···

তিনি তাঁর প্রদেশের জনসাধারণের মনোভাবের বিষয় বলিলেন। “জাপ-সমর্থক অপেক্ষা উহা বেশী ব্রিটিশ-বিরোধী,” তিনি বলিলেন, “একটা স্পষ্ট ধারণা প্রচলিত হইতেছে যে এই শাসন আমরা যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি; অন্য যাহাই ঘটুক না কেন তাহা বর্তমানের চেয়ে ভালো হইবে। সুভাষবাবু যখন বলেন যে তাঁর ও আপনার মধ্যে কোনো বিভেদ বর্তমান নাই এবং আপনি এখন যে কোনো মূল্যেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবেন তখন জনসাধারণ খুশী হয়।”

“কিন্তু তিনি যে ভ্রান্ত, আমার ধারণা, তা আপনি জানেন” গান্ধীজী বলিলেন, “আর যে প্রশংসাবাদ তিনি আমাকে দিতেছেন সম্ভবত আমি তার

যোগ্য নই। তাঁর কাছে 'যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা'র যে অর্থ, আমার নিকট তার প্রভূত পার্থক্য। 'যে কোনো মূল্যে' কথাটা আমার অভিধানে নাই। এর মধ্যে আমাদের স্বাধীনতালাভে সহায়তা করিবার জন্য বিদেশী সৈন্যদলকে আনয়ন নাই। আমার কোনোই সন্দেহ নাই যে এর অর্থ এক ধবণের দাসত্বের বিনিময়ে আরেক ধরণের, সম্ভবত আরো মন্দ, দাসত্ব লইয়া আসা। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই সংগ্রাম করিতে হইবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ব্রিটেন ও আমেরিকার অনুপ্রাণিত সমস্ত পত্রিকাগুলিতে আপনারা যে সমস্ত কপটতা লক্ষ্য করেন তাহা সত্ত্বেও আমি নরম হই না। কপটতা কথাটা আমি বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিতেছি কারণ তারা প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে যখন তারা ভারতবর্ষব স্বাধীনতার কথা বলিতেছিল, তখন সত্য সত্যই তাবা তাহা চায় নাই। আমি যতটুকু সংশ্লিষ্ট তাহাতে আমার কর্মপন্থার ন্যায্যতার সম্বন্ধে আমাব কোনো সন্দেহ নাই। আমার নিকট ইহা অবিসংবাদিত বলিয়া মনে হয় যে মিত্রশক্তিবৃন্দ যদি এই প্রাথমিক ন্যায় কাজ সাধন না করেন এবং এই উপায়ে তাঁদের স্বীয় উদ্দেশ্যকে এক অথণ্ডনীয় ভিত্তিতে সংস্থাপন না করেন, তবে এইবার তাঁরা পরাজয়ের পথেই পা বাড়াইয়াছেন। তাহা না করিলে তাঁদের এই শাসন-সহন অক্ষম ও ইহা হইতে মুক্তিকামী ব্যক্তিদের বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। ক্রমগভীর বিদ্বেষকে শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত করাই হইল সঠিক প্রস্তাব। একথা তাদের বলা সোজা যে যুদ্ধ বর্তমান বলিয়া আমাদের বিবেক দমন করা ও কিছুই বলা বা করা উচিত নয়। এই জন্যই আমি মনস্থির করিয়াছি যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বীরোচিত ও অহিংস বিদ্রোহে যদি লক্ষ মানুষও নিহত হয় তাহাও ভালো। বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে আমাদের হয়তো বহু বর্ষ লাগিতে পারে। কিন্তু সেই দিনই আমরা বিশ্বের সম্মুখীন হইতে পারিব, আজ আমরা পারি না। সর্বজনস্বীকৃত ভাবে বিভিন্ন জাতি স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। জার্মানী, জাপান, রাশিয়া, চীন জলের মত রক্ত ও অর্থ ঢালিয়া

দিতেছে। আমাদের কাহিনীটা কী? আপনারা বলেন সংবাদপত্রগুলি যুদ্ধে ভালো ব্যবসা চালাইতেছে। এইভাবে ক্রীত হওয়া বা গভর্ণমেণ্টের আদেশে কথা বলা হইতে নিবৃত্ত থাকাটা লজ্জাকর। সৎভাবে জীবিকা সংগ্রহের বহুবিধ উপায় আছে। যদি ব্রিটিশ অর্থ—যেটা আমাদেরই অর্থ, আমাদের ক্রয় করিতে পারে, ঈশ্বর আমাদের দেশকে রক্ষা করুন।"

* * *

"সুভাষ বাবু যখন বলেন আমি ঠিক, আমি তখন তোষামোদ বোধ করি না। তাঁর কৃত অর্থে ঠিক নই আমি। কারণ আমার প্রতি তিনি জাপানী-সমর্থক মনোভাব আরোপ করিতেছেন। আমি জাপানীদের এই দেশে প্রবেশ করিতে সহায়তা করিতেছি—ইহা আমার অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণার জন্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না দেখিতে পারিলে পথ পরিবর্তন করিতে দ্বিধা করিব না। জাপানীদের সম্পর্কে আমি নিশ্চিত যে আমরা ব্রিটিশদের যেমন প্রতিরোধ করিব, তেমনি ভাবে তাদেরও প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে জীবনপাত করিব।

কিন্তু এসব কিছুই মানুষের কাজ নয়। ইহা এক অচিন্ত্য ও অদৃশ্য শক্তির কাজ—যাহা প্রায়ই আমাদের সমস্ত চিন্তা বিশ্বাসকে উলটাইয়া দিয়া কাজ করে। আমি অনুমিত ভাবেই এর উপর নির্ভর করি। তাহা না হইলে এইসব বিরক্তিকর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া আমি পাগল হইয়া যাইতাম। আমার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা তারা জানে না। সম্ভবত মৃত্যুদ্বারা ব্যতীত আমি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।"

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল কী যে ব্রিটিশদের হীনবল হওয়া এবং ভারতবর্ষে তাদের শক্তি নষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি অক্ষবাহিনীর জয় কামনা করিয়াছিলেন? গান্ধীজী এরূপ মনোভাব হইতে নিজেকে ভ্রমমুক্ত করিবার জন্য বন্ধুটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ব্রিটিশ শক্তির ধ্বংস জাপানী বা জার্মান বাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়। যদি নির্ভরশীল হয়, তবে যে নির্বাণ পৃথিবীতে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিবে তাহা ভিন্ন আমাদের গর্ব করিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু

আমার সম্বন্ধে ব্যাপারটা এই যে কেহ আসিয়া আমার শত্রুকে তাড়াইয়া দিলেও আমি সুখী বা গর্বিত হইতে পারি না। এইরূপ ব্যাপারে সম্ভবত উৎসাহিত হইতে পারি না। আমার শত্রুর সহিত স্বগৃহেই যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগ-স্বীকারের আনন্দই আমি পাইতে চাই। সে শক্তি না থাকিলে অপর কাহাকেও আসিতে দিতে বাধা দিতে পারি না। শুধু নূতন শত্রুর আগমন বন্ধ করার এক মধ্যপন্থা স্থির করিতে পারি। আমি নিঃসন্দেহ ঈশ্বর আমাকে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে সাহায্য করিবেন।

"সৎ বলিষ্ঠ সুস্থ সমালোচনার জন্য আমি কিছু মনে করি না। কিন্তু সমস্ত রচিত সমালোচনা যা আজকার দিনে করা হইতেছে দেখিতেছি তাহা নিছক হস্তি-মূর্খতা। আমাকে ভয় দেখানো ও কংগ্রেসী ব্যক্তিবৃন্দের চরিত্রবল নষ্ট করা তার উদ্দেশ্য। এটা মন্দ কৌশল। আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা তারা জানে না। কোনো ভুয়া সম্মান বোধ আমার নাই, কোনো ব্যক্তিগত বিবেচনা আমাকে এমন কোনো পন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে না যাহা দেশকে দাবদাহের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।"

[হরিজন, ২রা আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮)

(ট) চিয়াং কাই-শেকের নিকট পত্র

প্রিয় জেনারেলিসিমো,

কলিকাতায় আপনার ও আপনার মহান স্ত্রীর সহিত পাঁচ ঘণ্টার ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা কখনো ভুলিব না। আপনাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে আমি সর্বদাই আপনাদের নিকট আকৃষ্ট বোধ করিয়াছি, এবং সেই সংযোগ ও আমাদের কথোপকথনের ফলে চীন ও তার সমস্যাগুলি আমার অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছে। বহুপূর্বে, ১৯০৫ হইতে ১৯১৩এর মধ্যবর্তী সময়ে, যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম, সে সময় জোহানেসবার্গের ছোট্ট চৈনিক উপনিবেশটার সর্বক্ষণ স্পর্শের মধ্যে থাকিতাম। প্রথমে তাদের মক্কেল বলিয়া

জানিয়াছিলাম, পরে তাদের পরিচয় পাই দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রামের সাথী রূপে। মরিশাসেও তাদের সংস্পর্শে আসি। আমি তখনই তাদের মিতব্যয়িতা, শিল্প, সংগতি ও আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে প্রশংসা করিতে শিখি। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষেও আমি অতি চমৎকার এক চৈনিক বন্ধু পাইয়াছিলাম, আমার সহিত তিনি কয়েকবৎসর ছিলেনও। আমরা সবাই তাঁকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম।

এইভাবে আপনাদের মহান দেশের প্রতি আমি অনেকখানি আকর্ষণ বোধ করিয়াছি এবং আপনাদের স্বদেশবাসীর সহিত আমাদের সহানুভূতি ভয়াবহ সংগ্রামের মধ্যে রহিয়াছে। আমাদের পারস্পরিক বন্ধু জওহরলাল নেহেরু, স্বদেশ-প্রেমের জন্যই চীনের প্রতি যাঁর ভালোবাসা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, চৈনিক সংগ্রামের ক্রমগতির সহিত তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রাখিয়াছেন।

চীনের প্রতি আমার এই মনোভাব এবং এই দুটী মহান দেশ পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া পারস্পরিক সুবিধার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করুক আমার এই কামনার জন্যই আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতে উদগ্রীব যে ভারতবর্ষ হইতে আমার ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের আবেদন কোনোভাবে বা কোনোমতেই জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের রক্ষাব্যবস্থা দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে বা সংগ্রামে আপনাদের বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষ কোনো আক্রামকের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া তাকে প্রতিরোধ করিবে। আপনাদের দেশের স্বাধীনতার মূল্যে আমার দেশের স্বাধীনতা ক্রয় করার অপরাধে অপরাধী হইতে চাই না। সেই সমস্যা আমার সম্মুখে উঠিতে পারে না, কারণ আমার কাছে ইহা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষ এই পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না এবং ভারতবর্ষ বা চীন যাহারই উপর হউক না কেন জাপানী প্রভুত্ব অপর দেশ এবং বিশ্ব শান্তির পক্ষে সমভাবে ক্ষতিকর হইবে। সেইজন্যই ওই প্রভুত্বের নিবারণ করিতেই হইবে এবং আমি চাই ভারতবর্ষ এই উদ্দেশ্যে তার স্বাভাবিক ও যথার্থ অংশ গ্রহণ করিবে।

কিন্তু আমার ধারণা ভারতবর্ষ তা করিতে পারে না যতদিন সে বন্ধনদশায় আবদ্ধ থাকিবে। মালয় সিংগাপুর ও ব্রহ্ম হইতে প্রস্থানকে ভারতবর্ষ অসহায় ভাবে দেখিয়াছে। এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনাবলী হইতে আমাদের নিশ্চয়ই শিক্ষালাভ করিতে হইবে, এই সমস্ত দুর্ভাগা দেশগুলির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাদের প্রত্যেকটী করণীয় উপায় দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাহা নিবারণ করিবার জন্য আমরা কিছুই করিতে পারি না, এবং হয়তো সেই একই পদ্ধতি ভারতবর্ষে সংঘটিত হইয়া ভারত ও চীনকে দুর্দশাজনকভাবে পংগু করিয়া দিবে। এই শোচনীয় দুঃখকাহিনীর পুনরাবৃত্তি কামনা করি না।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক আমাদের প্রস্তাবিত সাহায্য উপর্য্যুপরি অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ক্রিপস্ মিশনের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এখনো বর্তমান। এই দুঃসহ বেদনা হইতেই ব্রিটিশ শক্তির অবিলম্বে প্রস্থানের ধ্বনি উঠিয়াছে, যাহাতে ভারতবর্ষ নিজেই নিজেকে দেখিতে পারে ও চীনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়।

অহিংসায় আমার আস্থা ও সমগ্র জাতি এদিকে ফিরিয়া আসিলে এই পদ্ধতির কার্যকারিতায় আমার বিশ্বাসের কথা আপনাকে বলিয়াছি। এই বিশ্বাস আমার চিরকালই সুদৃঢ়। কিন্তু আমি উপলব্ধি করিতেছি যে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের এই আস্থা ও বিশ্বাস নাই এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে জাতির বিভিন্ন উপাদান হইতে।

আজ সমগ্র ভারত বীর্যহীন ও ব্যর্থ বোধ করিতেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানত তাদের লইয়াই গঠিত যারা আর্থিক চাপে যোগদান করিয়াছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের নাই, এবং কোনোক্রমেই তারা জাতীয় সৈন্যবাহিনী নয়। আমাদের মধ্যে যারা কোনো একটী উদ্দেশ্যের জন্য, ভারত ও চীনের জন্য, সশস্ত্র শক্তি বা অহিংসার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, তারা বিদেশীর পদতলে থাকিয়া ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পারে না।

তবু আমাদের জনসাধারণ জানে স্বাধীন ভারত শুধু নিজের জন্য নয় চীনের ও বিশ্ব শান্তির জন্যও চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আমার মত অনেকেই মনে করেন যে যখন কার্যকরী পন্থা আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করা সম্ভব তখন এই অসহায় অবস্থায় থাকা ও ঘটনাবলীকে আমাদের বিহ্বল করিতে দিতে দেওয়া যথোচিত বা মনুষ্যোচিত নয়। তাই তারা মনে করে অতি প্রয়োজন স্বাধীনতা ও কার্যের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করিতে প্রত্যেকটী সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করা উচিত। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যেকার অস্বাভাবিক সম্পর্ক অবিলম্বে ছিন্ন করিবার জন্য ব্রিটিশ শক্তির প্রতি আমার আবেদনের উৎপত্তি ইহাই।

সেই প্রচেষ্টা আমরা যদি না করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের জনমতের অন্যায় ও অনিষ্টকর পথে প্রধাবিত হইবার গুরুতর আশংকা বর্তমান। ভারতবর্ষস্থিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে দুর্বল করিয়া উচ্ছেদ করার জন্য জাপানের প্রতি ক্রমবর্ধমান গোপন সহানুভূতির প্রতিটী সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই মনোভাব আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে অন্য কোনো বাহিরের সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া নিজেদের সামর্থে বলিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনের স্থান দখল করিতে পারে। আত্ম-নির্ভরতা শিক্ষা করিয়া নিজেদের মুক্তির জন্য কাজ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের শক্তির বিকাশ করিতে হইবে। ইহা সম্ভব হয় যদি আমরা বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার দৃঢ় প্রচেষ্টা করি। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে আমাদের যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইবার জন্য ওই স্বাধীনতা বর্তমানকালের একটী প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জাপানী আক্রমণকে সর্ববিধ উপায়ে নিবারিত করিতেই আমরা চাই, ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে একমত (ইহা সুনিশ্চিত যে স্বাধীনভারত গভর্ণমেণ্টও একমত হইবে) যে মিত্র শক্তিবৃন্দ আমাদের সহিত চুক্তিবদ্ধরূপে ভারতবর্ষে তাঁদের সশস্ত্র বাহিনী রাখিতে এবং এই দেশকে আশংকিত জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের নূতন আন্দোলনের রচয়িতা হিসাবে আমি কোনো দ্রুত কর্মপন্থা গ্রহণ করিব না—আপনাদের এই আশ্বাস দিবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। এবং যে কর্মনীতিই আমি সুপারিশ করি না কেন, তাহা এই বিবেচনাদ্বারা চালিত হইবে যে ইহা চীনের ক্ষতিকর হইবে না অথবা ভারত বা চীনদেশে জাপানী আক্রমণকে উৎসাহিত করিবে না। আমি এমন একটা প্রস্তাবের স্বপক্ষে বিশ্ব-মতকে টানিবার চেষ্টা করিতেছি যাহা আমার নিকট স্বয়ংপ্রমাণিত বলিয়া মনে হয় এবং যাহা ভারতবর্ষ ও চীনের রক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ়করণের পথে লইয়া যাইবে। ভারতবর্ষে আমি জনমতও শিক্ষিত করিতেছি এবং আমার সহযোগীদের সহিত আলোচনা করিতেছি। বলা প্রয়োজন দেখি না যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সহিত আমি জড়িত থাকিব তাহা প্রয়োজনীয়ভাবে অহিংসই হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য প্রতিটী প্রচেষ্টাই আমি করিতেছি। কিন্তু যাহা অবিলম্বে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে সেই স্বাধীনতার সমর্থনের জন্য যদি উহাও অনিবার্য হইয়া উঠে তো যত বড়ই বিপদ আসুক না কেন বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিব না।

শীঘ্রই আপনারা জাপানীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম ও তাহা হইতে চীনের বুকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে তার পাঁচ বৎসর পূর্ণ করিবেন। দেশের স্বাধীনতার কারণে চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অশেষ ত্যাগস্বীকার এবং প্রচণ্ড দুর্দৈবের বিরুদ্ধে অখণ্ডতা রক্ষার জন্য গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় আমার মন তাদের নিকটই পড়িয়া আছে। আমি নিঃসন্দেহ এই বীরত্ব ও ত্যাগ বৃথা নয়; নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে। আপনার নিকট, মাদাম চিয়াংএর নিকট ও চীনের মহান জনগণের নিকট আপনাদের সাফল্যের ঐকান্তিক ও আন্তরিক কামনা প্রেরণ করিতেছি। সে দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যেদিন স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন চীন স্বীয় মংগল এবং এশিয়া ও বিশ্বের মংগলের জন্য বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্রে আবদ্ধ হইয়া একত্র সহযোগিতা করিবে।

আপনার অনুমতি পাইব আশা করিয়া এই পত্র হরিজনে প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা গ্রহণ করিতেছি।

বিশ্বস্ততার সহিত

এম. কে. গান্ধী

(হিন্দুস্থান টাইমস, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪২)

এই বিষয়ে আরো উল্লেখ পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত পরিশিষ্টগুলিতে :

পরিশিষ্ট ১

(আ) স্পর্শ হইতে দূরে, পৃষ্ঠা ২১৩
(ই) "আমি জাপ-সমর্থক নই", পৃষ্ঠা ২১৫
(উ) প্রস্থানের ভাবার্থ, পৃষ্ঠা ২২৩
(ও) কূট প্রশ্ন, পৃষ্ঠা ২২৮
(ঔ) ভ্রমাত্মক যুক্তি, পৃষ্ঠা ২২৮
(ঘ) আমেরিকার অভিমত বিরুদ্ধ হইতে পারে, পৃষ্ঠা ২৪০
(ঙ) আমেরিকান বন্ধুদের প্রতি, পৃষ্ঠা ২৪৩
(চ) কংগ্রেস দাবীর ন্যায্যতা, পৃষ্ঠা ২৪৪
(,,) আজাদের বিবৃতির উদাহরণ, পৃষ্ঠা ২৪৫
(,,) মিথ্যা দোষারোপ, পৃষ্ঠা ২৪৫

পরিশিষ্ট ৩

কংগ্রেস ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়

"পূর্ববর্তী প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস এই গভর্ণমেণ্টকে তাদের শাসনাধানে রাখিতে চাহিয়াছিল এবং কংগ্রেস-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষময় কংগ্রেস-হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করা—এই ধারণা মুসলমানদেরও ঐকমত্যভাবে পোষণ করার দরুন জোরালো হইয়া উঠে লক্ষ্য করা গিয়াছে।"

(অভিযোগপত্র, পৃষ্ঠা ১২)

(অ) ঠিক নয়

প্রঃ একথা বিশ্বাস করা কী ঠিক যে আপনার ইচ্ছা কংগ্রেস ও জনসাধারণ যতশীঘ্র সম্ভব শাসনভার গ্রহণ করিতে এবং তাহা প্রথম সুযোগেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হউক ?

উঃ আপনি ঠিক বলেন নাই। কংগ্রেসের কথা আমি বলিতে পারি না। কোনো দল বা ব্যক্তিবিশেষ শাসনভার লইতে সমর্থ হউক ইহা আমি চাই না। অহিংস পদ্ধতিতে ইহা অচিন্ত্যনীয়। আপনারা ক্ষমতা লইবেন না। ইহা আপনাদের নিকট জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া আসিবে। অরাজক অবস্থায় সমস্ত গোলযোগকারী উপাদানগুলি ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি করিবে। জনসাধারণকে যাঁরা সেবা করিবেন, এবং বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে শৃঙ্খলা আনয়ন করিবেন তাঁরাই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার কাজে আত্মোৎসর্গ করিবেন। যদি তাঁরা জীবিত থাকেন, তবে জনসাধারণ তাঁদেরই শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিবে। আপনি যাহা ভাবিয়াছেন তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি করে সাধারণত তারাই ইহা লাভ করিতে ব্যর্থকাম হয়।

(হরিজন, ৩১শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৭৩)

(আ) মুসলমানদের সম্বন্ধে কী ?

* * * *

"মিঃ জিন্নার কথামতই, মুসলমানরা যদি হিন্দু শাসন গ্রহণ না করে, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতের অর্থ কী ?"

উঃ "ব্রিটিশকে আমি বলি নাই যে কংগ্রেস বা হিন্দুদের নিকট ভারতবর্ষ সমর্পন করিয়া দিয়া যাও। ভারতবর্ষকে তারা ঈশ্বর বা আধুনিক কথায় অরাজকতার হাতেই ছাড়িয়া দিয়া যাক। তখন সমস্ত দলগুলি কুকুরের মত একে অপরের সহিত লড়াই করিবে এবং যখন সত্যকার দায়িত্ব তাদের সম্মুখে

আসিয়া পড়িবে তখনই যুক্তিসংগত মীমাংসায় আসিবে। আমি সেই বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতেই অহিংসার অভ্যুত্থান আশা করিব।

* * * *

(হরিজন, ১৪ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৭)

(ই) মুসলিম সাংবাদিকদের নিকট

...আমি মনে করি, যদি আমাদের সকলে না হয়তো বহুসংখ্যকও যদি প্রয়োজনীয় ত্যাগ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে ব্রিটিশ শাসকরা এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে যে ভারতবর্ষকে আর তারা তাদের অধিকারে রাখিতে পারিবে না। আমি বিশ্বাস করি যে ওইরূপ সংখ্যকও প্রাপ্তব্য। বলা বাহুল্য, সে উদ্দেশ্যের জন্য তাদের কর্মপন্থা নিশ্চয়ই অহিংস হইবে, তাদের মতবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন—যেমন সামরিক লোকের বিশ্বাস প্রায়ই যাহা হয়। সংগ্রামটী সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থেই বিবেচনা করা হইয়াছে। যোদ্ধাদের লাভ অবশ্য দরিদ্রতম ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে না। তারা ক্ষমতাধিকারের জন্য নয়, বিদেশী শাসন অবসানের জন্যই যুদ্ধ করিবে, মূল্য যতই হউক না কেন...

দেশের শ্রেষ্ঠ সংগঠিত দল বলিয়া কংগ্রেস ও লীগ একটা মীমাংসায় আসিয়া সর্বজনগ্রাহ্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবে। এবং ইহা যথাযোগ্যভাবে নির্বাচিত গণ-পরিষদের পরবর্তী কালে হইবে।

* * * *

(হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২০)

(ঈ) একটী যথোচিত প্রশ্ন

“...ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান বলেন, প্রস্তাবিত ভারত গভর্ণমেণ্ট কী ধরণের ‘প্রতিরোধ’ গড়িয়া তুলিবে, তাহা ব্রিটেন কীরূপে জানিবে—”

প্রশ্নটী উত্তম। কিন্তু প্রস্তাবিত ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কে কথা বলিবে? ইহা অবশ্যই স্পষ্ট হওয়া উচিত যে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের হইবে না, হিন্দুমহাসভারও না, কিংবা মুসলিম লীগেরও না। উহা হইবে সবভারতীয় গভর্ণমেণ্ট। উহা এমন একটী গভর্ণমেণ্ট হইবে, যাহা কোনো সামরিক শক্তির সহায়তাপুষ্ট নয়; অবশ্য তথাকথিত সামরিক শ্রেণীগুলি যদি সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া ফ্রাংকোর মত নিজেদের গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা না করে। তারা যদি তাহা করিবার চেষ্টা করে তবে প্রস্তাবিত গভর্ণমেণ্ট প্রথমে অস্থায়ী হইলেও জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আমরা মনে করি যে সামরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা শক্তিমান ব্রিটিশ অস্ত্রের সমর্থনবিহীন হইয়া ক্ষমতাধিকার না করিবার মত বিজ্ঞ হইতে পারে। জনসাধারণের ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই পার্শী, ইহুদি, ভারতীয় খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দুদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে না হইয়া, ভারতীয় হিসাবেই তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠেরা নিশ্চয়ই অহিংসায় বিশ্বাসী হইবে না। কংগ্রেসও অহিংসাকে তার ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করে না। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান ঠিকই বলিয়াছেন যে আমার মত শেষতম দৈর্ঘ্যে যাইতে খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি পারে। মওলানা ও পণ্ডিত নেহেরু 'সশস্ত্র প্রতিরোধ প্রদানে বিশ্বাসী।' আমার বিশ্বাস আরো অনেক কংগ্রেসীও তাই। সুতরাং সমগ্র দেশে বা কংগ্রেসে আমি নৈরাশ্যজনক সংখ্যালঘিষ্ঠতার মধ্যে পড়িব। কিন্তু আমিই যদি মাত্র একজন সংখ্যালঘু হইয়াও পড়ি তবু আমার কর্মপথ পরিষ্কার থাকিবে। আমার অহিংসার পরীক্ষা হইতেছে। আশা করি আমি অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিব। উহার শক্তির উপর আমার অবিচলিত বিশ্বাস। ভারতবর্ষ, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা এবং অক্ষশক্তিবৃন্দকে লইয়া পৃথিবীর অবশিষ্টাংশকে অহিংসার পথে চালিত করা যদি সম্ভব হয় তবে আমি তাহাই করিব। কিন্তু ওই অসাধারণ কাজটী শুধুমাত্র মানুষের প্রচেষ্টায় সাধিত হইতে পারে না। তাহা ঈশ্বরের হাতে। আমার পক্ষে, 'আমি শুধু করিতে কিংবা মরিতে পারি।' ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান নিশ্চয়ই অকৃত্রিম

অহিংসার মত সত্য জিনিষটীকে ভয় করেন নাই। কেহই তাহা করে না বা করিবার প্রয়োজন দেখে না। (হরিজন, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৬১-২)

(উ) সত্য হইলে অনুচিত

… যারা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত হইয়াছে ও যাদের অন্য দেশের পানে তাকাইবার নাই হিন্দুস্থান তাদেরই। তাই ইহা হিন্দুদের মত পার্শী, বেনী এস্রাইল, ভারতীয় খৃষ্টান, মুসলমান ও অহিন্দুদের। স্বাধীন-ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, হইবে ভারতীয়রাজ—তাহা কোনো ধর্মশ্রেণী বা সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করিবে না, নির্ভর করিবে ধর্মনির্বিশেষে সমগ্র জনসাধারণেব প্রতিনিধিদের উপর। আমি হিন্দুদের লঘিষ্ঠতার মধ্যে ফেলিয়া মিশ্র গরিষ্ঠতার কল্পনাও করিতে পারি। কাজ ও গুণের প্রেক্ষিতে তাঁরা নির্বাচিত হইবেন। ধর্ম হইল একটী ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজনীতিতে তার কোনো স্থান থাকা উচিত নয়। বিদেশী শাসনের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই আমরা ধর্মানুযায়ী অস্বাভাবিক বিভাগগুলি পাইয়াছি। বিদেশী শাসন চলিয়া গেলে আমাদের ভূয়া আদর্শ ও ধ্বনি আঁকড়াইয়া থাকার বিষয়টা হাস্যকর হইয়া উঠিবে। উল্লিখিত বিষয়টা নিশ্চয়ই নীচ। ওখানে ইংরাজদের 'তাড়াইবার' কোনো প্রশ্ন নাই। তাদের অপেক্ষাও প্রবলতর হিংসা না হইলে তাদের বিতাড়িত করা যাইবে না। মুসলিমরা যদি বশীভূত না হয় তবে তাদের হত্যা করিবার কল্পনাটা অতীত দিনের উপযোগী আজকের দিনে এর কোনো অর্থ নাই। ইংরাজদের তাড়াইবার ধ্বনির মধ্যে কোনো শক্তি থাকে না, যদি তাদের পরিবর্তে হিন্দু বা অন্য কোনো শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ করা হয়। তাহা স্বরাজ হইবে না। স্বায়ত্ত-শাসনের আবশ্যক অর্থ হইল জনসাধারণের স্বাধীন ও বিজ্ঞজনোচিত ইচ্ছা দ্বারা গঠিত গভর্ণমেণ্ট। বিজ্ঞজনোচিত কথ্যটী আমি বলিলাম এইজন্য যে আমি আশা করি ভারতবর্ষ প্রবলভাবে অহিংস হইবে…

(হরিজন, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৬১)

এই বিষয়ে আরো উল্লেখ পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত পরিশিষ্টগুলিতে।

পরিশিষ্ট ১

(ঊ) এর অর্থ, পৃষ্ঠা ২২৫

(এ) শুধু যদি তারা প্রস্থান করে, পৃষ্ঠা ২২৬

(ঘ) আলোচনাদি, পৃষ্ঠা ২৩৭

(,,) ভবিষ্যতের রূপ, পৃষ্ঠা ২৩৮

(চ) আজাদের বিবৃতির উদাহরণ, পৃষ্ঠা ২৪৫

(,,) মিথ্যা দোষারোপ, পৃষ্ঠা ২৪৫

পরিশিষ্ট ৪

অহিংসা সম্পর্কে

"মিঃ গান্ধী জানিযাছিলেন যে ভারতবর্ষে সূচিত যে কোনো গণ-আন্দোলনই সহিংস আন্দোলন হইবে।"
(অভিযোগপত্র, পৃষ্ঠা ৩৯)

(অ) উপযোগিতা

হাঁ। আমি এই অভিমত পোষণ করিতেছি যে কংগ্রেসকে কৌশল হিসাবে অহিংসা প্রদান কবিতে আমি ভালোভাবেই কাজ করিয়াছিলাম। রাজনীতিতে এর প্রচলন করিতে হইলে অনুরূপ করিতে পারিতাম না। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আমি ইহা কৌশল হিসাবে প্রচলিত করিয়াছিলাম। সেখানে ইহা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার কারণ প্রতিরোধকারীরা সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে অল্পসংখ্যক থাকায় সহজেই তাদের নিয়ন্ত্রিত করা গিয়াছিল। এখানে আমরা বিরাট দেশের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্থিত সংখ্যাহীন ব্যক্তি পাইয়াছিলাম। ফলে তাদের সহজে নিয়ন্ত্রিত বা শিক্ষিত করা যায় নাই। তবু তারা যেভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। তারা অবশ্য আরো ভালোভাবে সাড়া দিতে পারিত বা আরো

অনেক ফলাফল দেখাইতে পারিত। কিন্তু সংঘটিত ফলাফল সম্পর্কে আমার মধ্যে কোনো হতাশার ভাব নাই। অহিংসাকে যারা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এমন লোক লইয়া শুরু করিলে আমি হয়তো নিজেকে বিসর্জন দিতেও পারিতাম। আমি নিজে অসম্পূর্ণ বলিয়া অসম্পূর্ণ নর-নারী লইয়া এক অজ্ঞাত মহাসমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পোত বন্দরে না পৌছাইলেও প্রমাণ করিয়াছে তাহা যথেষ্ট ঝটিকা-সহনশীল।

(হরিজন, ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১১৬)

(আ) অহিংস অসহযোগ

প্রঃ "আক্রামকের ভারতবর্ষে আগমনের সময় অহিংস অসহযোগ সম্পর্কে হরিজনের কোনো একটী প্রবন্ধে আপনি একটী নূতন পরিকল্পনার প্রসংগ তুলিতে চান বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সে সম্বন্ধে কোনো আভাস দিবেন কী?"—ইহাই ছিল পরবর্তী প্রশ্ন।

উঃ "উহা ভুল। আমার মনে কোনো পরিকল্পনা নাই। থাকিলে আপনাদের দিতাম। যখন আমি বলিয়াছি যে অসহযোগ হওয়া উচিত অকৃত্রিম অহিংসভাবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ যদি একমনা হইয়া তাহা প্রদান করে তবে আমি দেখাইয়া দিব যে এক বিন্দুও রক্তপাত ব্যতীত জাপানী সৈন্যদলকে—অথবা যে কোনো সৈন্য সমবায়কে—শক্তিহীন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তখন আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে করি। এজন্য কোনোভাবেই কোনোরকম দুর্বলতা না দেখাইবার ও কয়েক লক্ষ জীবনের ক্ষতি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হইবার দৃঢ় সংকল্প প্রয়োজন। ইহা হয়তো সত্যও হইতে পারে যে ভারতবর্ষ ঐ মূল্য দিতে প্রস্তুত না হইতে পারে। আমি আশা করি ইহা সত্য নয়, কিন্তু যে দেশ তার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায় তাকে নিশ্চয়ই এরূপ মূল্য দিতে হইবে। মোটের উপর রুশ ও চীনাদের ত্যাগ স্বীকার প্রভূত, এবং তারা সমস্ত বিপদই বরণ করিতে প্রস্তুত। অন্যান্য দেশগুলির সম্পর্কেও তারা

আক্রামক অথবা রক্ষাকারী যাহাই হউক না কেন—এই কথা বলা যায়। মূল্যটা প্রভূতই। তাই অহিংস কৌশলের দিক হইতে ভারতবর্ষকে আমি অন্যান্য দেশ যতখানি ঝুঁকি লইতেছে তার বেশী নয় এবং ভারতবর্ষ যদি সশস্ত্র প্রতিরোধও প্রদান করে তবে যতটা বিপদের ঝুঁকি লওয়া দরকার, ততখানি লইতে বলিতেছি।”

“কিন্তু” তাড়াতাড়ি প্রশ্ন আসিল, “অকৃত্রিম অহিংস অসহযোগ গ্রেটব্রিটেনের বিরুদ্ধে সফল হয় নাই। নূতন আক্রামকের বিরুদ্ধে ইহা সফল হইবে কীরূপে?”

“আমি কথাটীর বিরোধিতা করি। আজ পর্যন্ত কেহই আমাকে বলে নাই যে অকৃত্রিম অহিংস অসহযোগ সফল হয় নাই। সত্য যে ইহা প্রদান করা হয় নাই। অতএব আপনি বলিতে পারেন যে, যাহা এপর্যন্ত প্রদান করা হয় নাই, ভারতবর্ষ জাপানী অস্ত্রের সম্মুখীন হইলেও তাহা সহসা প্রদান না করিবারই সম্ভাবনা। আমি শুধু আশা করিতে পারি বিপদের মুখে ভারতবর্ষ অহিংস অসহযোগ প্রদান করিতে আরো বেশী প্রস্তুত হইবে। সম্ভবত ভারতবর্ষ এত অধিক বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ শাসনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে ভারতীয় মন বা ভারতীয় জনসমবায় ক্লেশটা তত অনুভব করিতে পারে না, যতটা পারিবে নূতন শক্তির অভ্যুদয়ে। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা উত্তমরূপেই উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভব যে ভারতবর্ষ অহিংস অসহযোগ প্রদান করিতে সমর্থ না হইতে পারে। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্পর্কেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। কয়েকটী প্রচেষ্টা করাও হইয়াছে, তাহা সফল হয় নাই, সুতরাং জাপানীদের বিরুদ্ধে তাহা সফল হইবে না। উহার ফলে এই অসম্ভব সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কখনো প্রস্তুত হইতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া ভারতবর্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না অহিংস অসহযোগের আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াই যাইবে। সে আহ্বানে ভারতবর্ষ সাড়া না দিলে নিশ্চয়ই হিংসাব্রতী অন্য কোনো নেতা বা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে সাড়া দিবে। উদাহরণ স্বরূপ,

হিন্দুমহাসভা হিন্দুমনোভাবকে সশস্ত্র সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য সেই প্রচেষ্টা সফল হয় কীনা দেখিবার বিষয়। আমি বিশ্বাস করি না ইহা সফল হইবে।”

(হরিজন, ২৪মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৭)

(ই) পোড়া মাটির কৌশল

প্রঃ “পোড়া মাটির কৌশলের বিরুদ্ধে কী আপনি অহিংস অসহযোগের পরামর্শ দিবেন? খাদ্য ও পানীয়ের উৎস-ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে আপনি বাধা দিবেন কী?”

উঃ “হাঁ। এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন আমি ওইরূপ পরামর্শ দিব—কারণ ভারতবর্ষ অহিংস অসহযোগ কিংবা হিংসা যাহাই বিশ্বাস করুক না কেন, আমার মতে কৌশলটী ধ্বংসাত্মক, আত্মঘাতী এবং অনাবশ্যক। আর রুশ ও চৈনিক উদাহরণও আমাকে প্রভাবিত করে না। আমার বিবেচনায় অমানবিক কোনো পদ্ধতি অন্য দেশ গ্রহণ করিলে আমি তাদের না-ও অনুসরণ করিতে পারি। শত্রু আসিয়া ফসল অধিকার করিতে চাহিলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইব—উহা রক্ষা করিতে না পারা এবং সেহেতু ব্যস্ত হইতে পারি না বলিয়া আমি উহা হইতে সরিয়া আসিব। এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে ভালো উদাহরণ আছে। ঐস্লামিক সাহিত্যের একটী অংশ আমার নিকট উদ্ধৃত করা হইয়াছিল। মুসলমান সৈন্যদের উদ্দেশ্যে খলিফারা সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নষ্ট করার দ্বারা বয়স্ক, স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিব্রত করার কাজ তারা করিবে না। সৈন্যদলগুলি এই সব নির্দেশ পালন করায় ঐস্লামিক শক্তির বিপর্যয় ঘটিয়াছিল কীনা আমার জানা নাই।”

প্রঃ “কারখানাগুলি—বিশেষ করিয়া সমরোপকরণ নির্মানের কারখানাগুলির বিষয়ে কী করা হইবে?”

উঃ “মনে করুন গম-চূর্ণকরণ বা তৈলবীজ পেষণের কারখানা আছে। ওগুলি

আমি ধ্বংস করিব না। কিন্তু সমরোপকরণেব কারখানাগুলি, নিশ্চয়; কারণ আমি স্বীয় পন্থা অনুসরণ কবিতে পাবিলে স্বাধীন ভারতের সমরোপকরণের কারখানাগুলি সহ্য করিতে পারিব না। বস্ত্রের কারখানাগুলি ধ্বংস করিব না। এসবের ধ্বংসে আমি বাধাই দিব। যাহা হউক, এটী পরিণাম-দর্শিতার প্রশ্ন।” গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন: “ব্রিটিশের প্রস্থানের দাবী অনুসারে সমগ্র কর্মসূচি অবিলম্বে প্রয়োগ করিতে বলি নাই। উহা ওখানেই তো রহিয়াছে। আমাকে জনমত গড়িয়া তোলা ও শিক্ষিত করার কাজ চালাইয়া যাইতে দেওয়া হইলে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, আমার দাবীর পিছনে কোনোরূপ বিদ্বেষ বা অহিতেচ্ছা নাই। আমাব প্রস্তাবমত ইহাই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত পন্থা। সকলের স্বার্থের জন্যই ইহা, আর ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধুভাবাপন্ন কর্মপন্থা বলিয়া প্রতি পদক্ষেপেই নিজের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সতর্কতাব সহিত অগ্রসর হইতেছি। তাড়াহুড়া করিয়া কিছুই করিতে চাই না, কিন্তু আমার প্রত্যেকটীর পন্থার পশ্চাতে রহিয়াছে এই দৃঢ় সংকল্প যে ব্রিটিশদের প্রস্থান করিতেই হইবে।

“অরাজকতার উল্লেখ করিয়াছি। আমি নিঃসংশয় আজ আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ অরাজকতার মধ্যে বাস করিতেছি। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত আজকার এই শাসন ভারতের মংগল বর্ধন করিতেছে এমন কথা বলা মিথ্যাচার। অতএব এই সুশৃঙ্খল অরাজকতার অবসান হওয়া উচিত, এবং সেইজন্য পরিণামে পূর্ণ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইলে আমি তার ঝুঁকিও লইব, অবশ্য আমি বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করিতে চাই যে বাইশ বৎসর ধরিয়া অহিংসার পথে ভারতবর্ষকে শিক্ষিত করিয়া তোলার অবিরাম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকিবে না আর জনসাধারণও বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে সত্যকার গণ-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিবে। তাই শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টার সবগুলিই ব্যর্থ হইতেছে দেখিলে আমি তখন জনসাধারণকে তাদের সম্পত্তির ধ্বংসসাধন প্রতিরোধ করিবার জন্য নিশ্চয়ই আহ্বান করিব।”

(হরিজন, ২৪শে মে, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৬৭)

* * *

(ঈ) স্বাধীন ভারত কী করিবে ?

গান্ধীজী বহুবার বলিয়াছেন শৃঙ্খলার সহিত প্রস্থান সংঘটিত হইলে বিষণ্ণ ভারত বন্ধু ও মিত্রশক্তিতে পরিণত হইবে। ওই সম্ভাব্য বন্ধুত্বের অর্থ কী হইতে পারে এ বিষয়ে এইসকল আমেরিকান বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন : "স্বাধীন ভারত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে ?"

"স্বাধীন ভারতের তাহা করার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। বহুকালের পুরাতন হইলেও ঋণটী পরিশোধ করার জন্য কৃতজ্ঞতায় সে মিত্রশক্তিবৃন্দের মিত্র হইবে। ঋণ পরিশোধের কালে ঋণীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই মানুষের স্বভাব।"

"তাহা হইলে ভারতের অহিংসার সহিত এই বন্ধুত্ব কীভাবে উপযুক্ত হইবে ?"

"প্রশ্নটা উত্তম। ভারতের সমগ্র অংশ অহিংস নয়। সমস্ত ভারতবর্ষ যদি অহিংস হইত তবে ব্রিটেনের নিকট আমার আবেদনের প্রয়োজন হইত না, বা জাপানী আক্রমণেরও আশংকার উদয় হইত না। কিন্তু আমার অহিংসা সম্ভবত অতি শোচনীয় সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে অথবা যারা স্বভাবগতভাবেই অহিংস ভারতের সেই সব কোটি কোটি মূক মানুষের মধ্যে বর্তমান। এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে : 'তারা কী করিয়াছে ?' আমি স্বীকার করি তারা কিছুই করে নাই। চরম পরীক্ষার সময় আসিলে তারা কাজ করিতে পারে বা নাও পারে। ব্রিটেনের নিকট দিবার উপযোগী কোটি কোটি নরনারীর অহিংসা আমার নাই, আমার যাহা আছে ব্রিটিশ তাহা দুর্বলের অহিংসা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। তাই আমার কর্তব্য হইয়াছে নিছক সহজাত ন্যায়পরতার উপর ভরসা করিয়া এই আবেদনটী করা, হয়তো ব্রিটিশের হৃদয়ে ইহা প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে। নৈতিক ভিত্তির উপর ইহা গ্রথিত ; দৈহিক ক্ষেত্রে তারা বিনা দ্বিধায় উন্মত্তের মত কাজ করিয়া সমূহ বিপদ লয়, এবার তাদের একটীবারের

জন্য নৈতিক ক্ষেত্রে উন্মত্তের মত কাজ করিয়া ভারতের দাবী নির্বিশেষে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে দেওয়া হউক।”

* * *

(হরিজন, ১৪ই জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৮৭)

(উ) দম্ভের আহ্বান

* * *

ব্যাপারটী হইল অহিংসা হিংসার মত একই পন্থায় কাজ করে না। ঠিক বিপরীত পথেই এর কাজ। সশস্ত্র ব্যক্তি স্বাভাবিক কারণে তার অস্ত্রের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে স্বেচ্ছায় নিরস্ত্র থাকে সে নির্ভর করে সেই অদৃশ্য শক্তির উপর, কবিরা যার নাম দিয়াছেন ঈশ্বর আর বিজ্ঞানবিদরা দিয়াছেন অজ্ঞাত। কিন্তু অজ্ঞাত বলিয়া তাহা অস্তিত্বহীন নয়। সমস্ত জ্ঞাত-অজ্ঞাত শক্তির শক্তি হইলেন ঈশ্বর। সেই শক্তির উপব নির্ভরবিহীন অহিংসা ধূলিতে নিক্ষেপ করিবার উপযুক্ত নগণ্য বস্তু।

আশা করি তাঁর প্রশ্নের অন্তর্নিহিত ভুলটী আমার সমালোচক বুঝিতে পারিতেছেন এবং দেখিতেছেন যে, যে মতবাদ আমার জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে তাহা জড়তার নয়, প্রচণ্ড কর্মের মতবাদ। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর প্রশ্নটী উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল এইভাবে :

‘ভারতবর্ষে আপনার বাইশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপী সাধনা সত্ত্বেও বাহিরের ও আভ্যন্তরীণ বিভীষিকার সহিত যুঝিতে সক্ষম যথেষ্ট সত্যাগ্রহী নাই কেন?’ তাহা হইলে আমি জবাব দিতাম যে কোনো জাতির পক্ষে অহিংস শক্তির বিকাশ সাধনের শিক্ষায় বাইশটী বৎসর কিছুই নয়। ইহা ঠিক নয় যে উপযুক্ত মুহূর্তে ওই শক্তি প্রদর্শন করিতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি পারিবে না। সেই মুহূর্ত এখনি আসিয়াছে। এই যুদ্ধ সামরিক ব্যক্তিদের অপেক্ষা বেসামরিক ব্যক্তিদের হিংসার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম অহিংস উৎসাহে উদ্দীপিত করিতেছে না।

(হরিজন, ২৮শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২০১)

(উ)

…সুতরাং যে কোনো মূল্যেই ন্যায় কার্য সাধনের সাহস প্রকাশ করাই সুবর্ণ শাসন। কিন্তু তার মধ্যে কোনো আত্মগোপন, লুকোচুরী, ভান থাকিবে না।…

(হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১৭)

(ঋ) গুরু গোবিন্দ সিংহ

…কিন্তু আমি সোজাসুজি অহিংসা-বিশ্বাসী ; তাই তাঁরা (গুরু গোবিন্দ সিংহ, লেনিন, কামাল পাশা ইত্যাদি) যুদ্ধে বিশ্বাসী হওয়ার দরুন আমার জীবনের পথপ্রদর্শক হইতে পারেন না। (গীতা) রচয়িতা কৃষ্ণের যে রূপ তাহা অপেক্ষা শুধু কৃষ্ণেই আমার অধিক বিশ্বাস। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, আমাদের সকলের ত্রাতা ও লয়কারী। তিনি সৃজন করেন বলিয়াই ধ্বংস করেন। কিন্তু বন্ধুদের সহিত আমি দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাই না। আমার জীবনের দর্শন শিক্ষা দিবার মত গুণ আমার নাই। যে দর্শনবাদে আমি আস্থাবান তাহা অভ্যাস করিবার মত গুণ আমার আছে মাত্র। আমি এক অসহায় সংগ্রামশীল প্রাণী, পুরাপুরি উত্তম,—চিন্তা বাক্য কার্যে পুরাপুরি সত্যাশ্রয়ী ও পুরাপুরি অহিংস হইবার জন্য ব্যাকুল হই, কিন্তু যে আদর্শকে সত্য বলিয়া জানি তাহাতে পৌছিতে কেবলই ব্যর্থকাম হই। আমি স্বীকার করিতেছি এবং আমার বিপ্লবী বন্ধুদের আশ্বাস দিতেছি যে এই উর্ধ্বগমন ক্লেশকর হইলেও আমার নিকট উহা নিশ্চিত আনন্দজনক। উর্ধ্বের প্রতিটী পদক্ষেপ আমাকে সবলতর করিয়া পরবর্তীটার জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সেই ক্লেশ ও আনন্দ সবই আমার জন্য। আমার দর্শনবাদের সবটুকুই বিপ্লবীরা বাদ দিতে পারে। একই উদ্দেশ্যের সহকর্মী হিসাবে আমি শুধু উহাদের আমার নিজের অভিজ্ঞতাগুলি উপহার দিতে পারি, যেমন আমি সেগুলি আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য বহু বন্ধুদের সফলতার সহিত দিয়াছি। তারা সর্বান্তঃকরণে মুস্তাফা কামাল পাশা, ও সম্ভবত ডি ভ্যালেরা ও লেনিনের কার্যাবলী উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা

করিতে পারে এবং করেও। একথা তাঁরা আমার সহিত উপলব্ধি করিবেন যে ভারতবর্ষ তুরস্ক বা আয়র্ল্যাণ্ড অথবা রাশিয়ার মত নয় ; যে দেশ এত বৃহৎ, এত শোচনীয়ভাবে বিভক্ত, যে দেশের জনসাধারণ এত গভীর দারিদ্র্যে নিমগ্ন ও ভীতিজনকভাবে বিভীষিকাগ্রস্ত, সেখানে সব সময় না হউক দেশের জীবনের এই অবস্থায় বৈপ্লবিক কার্যাবলী আত্মহত্যার সামিল।

* * * *

(হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২১৯)

(৯) বিশ্বাগ্নি

প্রঃ নিরো ও আপনার মধ্যে পার্থক্য কী ? রোম যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল, নিরো তখন বেহালা বাজাইতেছিলেন। যে আগুন আপনি প্রশমিত করিতে সমর্থ হইবেন না, তাহা প্রজ্বলিত করিয়া আপনিও কী সেবাগ্রামে ব্যস্তরত থাকিবেন ?

উঃ কখনো যদি প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করি তো দিয়াশালাই 'ভিজা বারুদ' বলিয়া প্রমাণিত না হইলে পার্থক্যটা জানা যাইবে। অগ্নি নিয়ন্ত্রণ বা সংযত না করিতে পারিলে সেবাগ্রামে আমাকে ব্যস্তরত দেখার পরিবর্তে স্বীয় প্রজ্বলিত বহ্নিতে লুপ্ত হইতে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু অসন্তোষ আছে। বহু পূর্বে ওয়াদাগত ঋণ পরিশোধের জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে সম্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য কেন আপনারা আমাকে দোষী করেন, বিশেষ করিয়া যে সময় ঋণের পরিশোধ গ্রহণ আমার জীবনের আবশ্যক সর্ত হইয়া উঠিয়াছে ?

শাসকদের প্রতিষ্ঠানে তারা আমাদের "ব্রিটনরা কখনও দাস হইবে না" গাহিতে শিখায়। গানের ধুয়া দাসদের উৎসাহিত করিতে পারে কী করিয়া ? স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশরা জলের মত রক্ত ঢালিয়া দিতেছে আর ধূলির মত স্বর্ণ ছড়াইতেছে। অথবা, ভারত ও আফ্রিকাকে অধীন করিয়া রাখা

কী তাদের ন্যায়পরতা? ভারতবাসীরাও ক্রীতদাসত্ব হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য কেনই বা কম প্রচেষ্টা করিবে? যে ব্যক্তি জীবন্ত মরণ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রণার অবসানের জন্য নিজের চিতায় অগ্নি জ্বালিয়া দেয়, তার কাজের সহিত নিরোর কাজের তুলনা করা ভাষার অপব্যবহার।

(হরিজন, ১২ই জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২৮)

(এ) পীড়া হইলে

…প্রাসংগিক তথ্য হইল এই যে কারণটা যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ শারীরিক পীড়া অহিংস সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে বাধা স্বরূপ নয়। অহিংস পরিচালনায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হইল এই যে যিনি অদৃশ্যমান ও যাঁকে দুর্জয় বিশ্বাস ভিন্ন অনুভব করা যায় না তাঁর কাছ হইতেই সমস্ত উৎসাহ আসে। তবু অন্বেষক ও পরীক্ষাকারী হিসাবে আমি জানি শারীরিক অসুস্থতা এমনকী ক্লান্তিও অহিংস ব্যক্তির পক্ষে ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হয়। সুস্থ দেহে সবল মন—ইহাই সত্য ও অহিংসার উপাসকদের নিকট গৃহীত নীতি। উহা পূর্ণ মানুষের সম্বন্ধে বলা হয়। কিন্তু হায়, যে পূর্ণতা আমার লক্ষ্য তাহা হইতে আমি বহু দূরে রহিয়াছি।

(হরিজন, ১৯শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২২৯)

(ঐ) অহিংস কর্মবিধিতে উপবাস

যে সংগ্রামকে আমরা সর্বশক্তি দিয়া পরিহার করিতে চাহিতেছি, যদি তাহা আসিয়া পড়েই তাহা হইলে তাঁকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য উপবাস একটী গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অনিয়ন্ত্রিত হিংসাকার্য ও অনমনীয় দাংগা হাংগামা ঘটিলে কর্তৃপক্ষের সহিত ও আমাদের জনসাধারণের সহিত টানাটানির মাঝে এর স্থান রহিয়াছে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে এর বিরুদ্ধে একটী স্বাভাবিক কুসংস্কার

বর্তমান। ধর্ম ব্যাপারে এর একটী সর্ব-স্বীকৃত স্থান আছে। কিন্তু সাধারণ রাজনীতিকরা রাজনীতির মধ্যে ইহাকে অন্যায় প্রবেশ বলিয়া মনে করেন—অবশ্য বন্দীরা সর্বদাই ভাগ্যক্রমে কম বেশী সাফল্যের সহিত এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উপবাসের দ্বারা তাঁরা সকল সময়ই জনমত আকর্ষণ করিতে জেল-কর্তৃপক্ষের শান্তি বিঘ্ন করিতে সফল হইয়াছেন।

আমার ধারণা আমার উপবাসগুলি সর্বদাই কঠোরভাবে সত্যাগ্রহের নিয়ম অনুযায়ী হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সহ-সত্যাগ্রহীরা আংশিক বা সমগ্রভাবে উপবাস করিয়াছিল। আমার উপবাসগুলি বিভিন্নরূপে হইয়াছে। ১৯২৪ সালে মওলানা মহম্মদ আলীর দিল্লীস্থ বাসভবনে ২১ দিন ব্যাপী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-উপবাস হইয়াছিল। ম্যাকডোনাল্ডী রায়ের বিরুদ্ধে যারবেদা জেলে ১৯৩২ সালে অনির্ধারিত উপবাস লওয়া হইয়াছিল। ২১ দিনের শোধন-প্রায়োপবেশন যারবেদা জেলে শুরু হইয়া ছিল। উহা শেষ হইয়াছিল লেডি থ্যাকারসের গৃহে—কারণ ওই অবস্থায় আমার জেলে থাকার দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে চান নাই। তারপর ১৯৩৩ সালে যারবেদা জেলে আরেকটী উপবাস ঘটে—গভর্ণমেণ্ট আমাকে চার মাস পূর্বে যে সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন তারই ভিত্তিতে হরিজনের (জেল হইতে প্রকাশিত) মধ্যস্থতায় আমাকে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কাজ চালাইতে দিতে গভর্ণমেণ্টের অস্বীকার করার বিরুদ্ধে উপবাসটী হইয়াছিল। তাঁরা নতি স্বীকার করিতেন না, কিন্তু তাঁদের চিকিৎসকরা যেই মনে করিল উপবাস বর্জন না করিলে আমি বেশী দিন বাঁচিতে পারিব না অমনই আমাকে মুক্তি দেওয়া হইল। তারপর আসে রাজকোটের ১৯৩৯ এর দুর্ভাগ্যজনক অনশন। অন্যভাবে হইলে যে ফল নিশ্চিত লাভ করা যাইত আমার চিন্তাহীনভাবে ভ্রান্ত পদক্ষেপ করার জন্য তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত উপবাস সত্ত্বেও উপবাসকে সত্যাগ্রহের অন্তবর্তী এক স্বীকৃত অংশ বলিয়া ধরা হয় নাই। রাজনীতিকরা শুধু ইহাকে সহ্য করিয়াছেন। যাহা হউক আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে আমৃত্যু অনশন সত্যাগ্রহের কর্মসূচির এক অবিভক্ত অংশ এবং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় উহার

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও কার্যকরী অস্ত্র। যোগ্য শিক্ষা ব্যতীত কেহই ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযোগী নয়।

কোন্ অবস্থায় উপবাসের আশ্রয় লওয়া চলে এবং কীরূপ শিক্ষা এজন্য প্রয়োজন তাহা বিচার করিয়া এই লিপি ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। সঠিক দৃষ্টিতে অহিংসা উপচিকীর্ষার মতই (ভালোবাসা কথাটী বিতর্কের পর্যায়ে পড়িয়াছে বলিয়া তাহা ব্যবহার করিলাম না) একটী বৃহত্তম শক্তি, কারণ সীমাহীন সুবিধা থাকার জন্য ইহা অন্যায়কারীর শারীরিক বা বৈষয়িক ক্ষতি না করিয়া বা সেরূপ অভিপ্রায় না করিয়া স্বীয় আত্মদহনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। উদ্দেশ্য সর্বদা উত্তমটাই তার মধ্যে জাগ্রত করা। আত্মদহন তার শুভ প্রকৃতির নিকট আবেদন ছাড়া আর কিছু নয়। উপযুক্ত অবস্থায় অনশনও এক সর্বাগ্রগণ্য আবেদন। রাজনৈতিক ব্যাপারে রাজনীতিজ্ঞরা এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন না; এই অতি চমৎকার অস্ত্রটীর এইপ্রকার অভিনব ব্যবহারই তার কারণ।

জাগতিক ব্যাপারে অভ্যাসের দ্বারায়ই অহিংসার সত্য মূল্য উপলব্ধি হয়। ইহা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিতে পারে। পরলোক বলিয়া কিছু নাই। সমস্ত জগতই এক। ‘ইহ’ বা ‘পর’ বলিয়া কিছু নাই। জীন্সের মতে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণেরও দর্শনাতীত দূরতম নক্ষত্ররাজি সহ সমগ্র বিশ্বজগৎ একটী পরমাণুর মধ্যে সংক্ষিপ্ত। তাই গুহাবাসীদের কাছে ও পরলোকে একটা অনুকূল স্থান লাভের উদ্দেশ্যে শক্তি লাভ করার জন্য অহিংসা প্রয়োগের সীমা স্থির করা অন্যায় মনে করি। জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রেই কোনো ফল লাভ না হইলে সর্ববিধ ধর্মেরই ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। আমি তাই সত্যকার রাজনীতি-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অহিংসা ও উহার চরম প্রকাশ অনশনকে সহানুভূতি ও উপলব্ধির সহিত অধ্যয়নের জন্য অনুরোধ করিব।

(হরিজন, ২৬শে জুলাই, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ২৪৮)

(ও) অহিংসা সম্পর্কে

প্রঃ—কিন্তু আপনার অহিংসা সম্পর্কে কী হইল ? স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর আপনি কী পরিমাণে আপনার নীতি অনুসরণ করিবেন ?

উঃ—প্রশ্নটী কদাচিৎ উত্থাপিত হইতে পারে। সংক্ষেপ করিবার জন্য আমি প্রথম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহাব করিতেছি, কিন্তু ভারতেব মর্মবাণীকে আমি যেমন দেখি তেমন ভাবেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করি। উহা এখন মিশ্র ও পরেও তাহা থাকিবে। জাতীয় সবকার কোন্ নীতি গ্রহণ কবিবে আমার জানা নাই। আমি হয়তো সেসময়ে জীবিত থাকিব না, আমার ইচ্ছা থাকিলেও। জীবিত থাকিলে আমি যতদূব সম্ভব পরিমাণে অহিংসা গ্রহণের উপদেশ দিব এবং উহাই বিশ্বশান্তি ও নূতন বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠাব পক্ষে ভারতেব মহান অবদান হইবে। ভাবতবর্ষে এতগুলি সামরিক জাতি থাকাব জন্য তৎকালীন সরকারে সবারই কর্তৃত্ব থাকিবে এবং সেজন্য হয়তো জাতীয় নীতি সংশোধিত আকৃতির সামরিকবাদেব দিকে ঝুঁকিবে। আমি নিশ্চয়ই আশা করিব যে বিগত বাইশ বৎসর ধরিয়া বাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অহিংসার ক্ষমতা দেখাইবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকিবে না আর সত্যকার অহিংসাধর্মী এক শক্তিশালী দল দেশে বিরাজ করিবে। প্রত্যেক অবস্থায়ই স্বাধীন ভারত মিত্রশক্তির সহিত ঐক্যসম্বন্ধ হইয়া তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বৃহৎ সাহায্য হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু বর্তমানের শৃঙ্খলিত ভারত যুদ্ধ শকটের উপর এক মস্ত ভার হইয়া থাকিবে ও সংকটতম মুহূর্তে সত্যকার বিপদের উৎস বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

(হরিজন, ২১শে জুন, ১৯৪২, পৃষ্ঠা ১৯৭)

(ঔ) আরেকটী আলোচনা

পাঠক অপর স্তম্ভটীতে ভরতানন্দজীর পরিচয় পাইবেন। তাঁর দেশবাসী পোলদের প্রতি গান্ধীজীর প্রশংসা সম্পর্কে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। "আপনি বলেন পোলরা 'প্রায় অহিংস' ছিল। আমি তা মনে করি না।

পোল্যাণ্ডের বুকে কৃষ্ণ বিদ্বেষ জমা ছিল, সেজন্য প্রশংসা উচিত হইয়াছে আমি মনে করি না।”

“আমার বক্তব্য এরূপ ভয়ানক আক্ষরিকভাবে লওয়া আপনার উচিত নয়। দশজন সৈন্য যদি আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত সহস্র সৈন্যের শক্তিকে প্রতিরোধ করে তবে পূর্বোক্তরা প্রায় অহিংস-ই। কারণ তাদের মধ্যে অনুপাত মত হিংসা রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু যে বালিকাটীর উদাহরণ দিয়াছি তাহা আরো সংগত। বালিকাটীর যদি নখ থাকে তবে নখ দিয়া অথবা দাঁত থাকিলে দাঁত দিয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিলেও সে প্রায় অহিংসই থাকে, কারণ তার ভিতর পূর্বনির্ধারিত কোনো হিংসাভাব নাই। তার হিংসা বিড়ালের বিরুদ্ধে মুষিকের হিংসা।”

“আচ্ছা বাপুজী, আমি আপনাকে একটী উদাহরণ দিব। একটী যুবতী রাশিয়ান বালিকা এক সৈন্যদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাকে নখ ও দাঁত দিয়া একরকম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। সে কী প্রায় অহিংসই ?”

“উপযুক্ত মুহূর্তে প্রদান করিয়া শুধু সফল হইয়াছিল বলিয়াই তাহা অহিংসা হইবে না কেন ?” আলোচনার মধ্যে আমি বলিলাম।

গান্ধীজী অমনোযোগের সহিত বলিলেন, “না।”

“তাহা হইলে আমি সত্য সত্যাই হতবুদ্ধি হইয়াছি,” ভরতানন্দজী বলিলেন, “আপনি বলেন কোনোরূপ পূর্ব নির্ধারিত হিংসাভাব ও আনুপাতিক হিংসা থাকিবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে সফল হইয়া মেয়েটী প্রমাণ করিয়া দিল ঐরূপ হিংসা তার ছিল।”

“আমি দুঃখিত” গান্ধীজী বলিলেন, “যে অমনোযোগের সংগে মহাদেবকে ‘না’ বলিয়াছি। ওখানে হিংসা ছিল। তাহা সমান সমানভাবেই ছিল।”

ভরতানন্দজী বলিলেন, “কিন্তু তাহা হইলে অভিপ্রায়ের দ্বারাই কী দোষে বিচার হয় না ? অস্ত্রচিকিৎসক ছুরি ব্যবহার করে অহিংসভাবে। বা শান্তিরক্ষক

দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্য। তাহা সে অহিংসভাবে করে।”

“অভিপ্রায় বিচার করিবে কে ? আমরা নই। আমাদের অধিকাংশ কাজের মধ্য দিয়া বিচার হয়। সাধারণত আমরা কাজের দিকে তাকাই, অভিপ্রায়ের দিকে তাকাই না। একমাত্র ঈশ্বরই শুধু অভিপ্রায় জানিতে পারেন।”

“তাহা হইলে একমাত্র ঈশ্বরই শুধু জানেন কোন্‌টী হিংসা, কোন্‌টী অহিংসা।”

“হ্যাঁ, ঈশ্বরই চরম বিচারক। আমরা যাহা অহিংসার কাজ বলিয়া মনে করি তাহা হয়তো ঈশ্বরের বিচারে হিংসা। কিন্তু আমাদের পথ নির্দিষ্ট হইয়া আছে। আপনি জানিবেন, তীক্ষ্ণতম বুদ্ধিমত্তা ও উদার জাগ্রত বিবেকের সহিত সাধনাই সত্যভাবে অহিংসার সাধনা। অহিংস-সাধকের পক্ষে ভুল করা কঠিন। তাই যখন আমি ঐ কথাগুলি পোল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলাম এবং যে বালিকাটী নিজেকে অসহায় বলিয়া ভাবিতেছিল যখন তাহাকে পরামর্শ দিলাম যে হিংসার অপরাধে অপরাধী না হইয়াও সে তার নখ ও দাঁত ব্যবহার করিতে পারে, তখন আমার মনের কথাটী আপনার বুঝিয়া লওয়া উচিত ছিল। নিশ্চিত মৃত্যু—একথা পূর্ণভাবে জানিয়াও বিরাট শক্তির সম্মুখে নত হইতে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল ওখানে। পোলরা জানিত তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তবু জার্মান ঔপনিবেশিকদের বাধা দিয়াছিল। সেইজন্যই আমি ইহাকে প্রায় অহিংসা বলিয়াছিলাম।

* * * *

(হরিজন, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ২৭৪).

এই বিষয়ে আরো উল্লেখ পাওয়া যাইবে নিম্নলিখিত পরিশিষ্টগুলিতে :

পরিশিষ্ট ১

(ই) গোপনতা নাই, পৃষ্ঠা ২১৫

(,,) দাসত্বের প্রতিরোধে, পৃষ্ঠা ২১৬

(ঈ) অহিংস অসহযোগ কেন ? পৃষ্ঠা ২১৯
(উ) কূট প্রশ্ন, পৃষ্ঠা ২২৮
(ঊ) ভ্রমাত্মক যুক্তি, পৃষ্ঠা ২২৮
(ক) অহো, সেই সৈন্যদল ! পৃষ্ঠা ২৩০
(ঘ) ভ্রম নিরাকরণে প্রস্তুত, পৃষ্ঠা ২৪০

পরিশিষ্ট ৫

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উক্তি হইতে উদ্ধৃতি

(অ)

[এলাহাবাদে সাংবাদিক-সঙ্ঘে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতাংশ]

“ব্রিটেন, রাশিয়া বা চীনের বিপদের সুবিধা লইবার অভিপ্রায় আমাদের নাই, অক্ষশক্তির জয়লাভও আমরা কামনা করি না। জাপানীদের বাধা দেওয়া, চীনকে এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বাপক উদ্দেশ্যকে সাহায্য করাই আমাদের অভিলাষ। কিন্তু বিপদের ধরণটা এখন এইরূপ যে (তাহা শুধু আমাদের কাছে নয়, আমাদের মধ্য দিয়া চীনের কাছেও) যুদ্ধকে চীনের মত গণযুদ্ধে রূপান্তরিত করিয়া আমরা ইহার সম্মুখীন হইতে চাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তুতি সম্পূর্ণরূপেই অপর্যাপ্ত। জাতীয় অভিলাষকে আমরা প্রতিবোধরূপে গড়িয়া তুলিতে চাই।

মনের প্রতিক্রিয়া

“ঝুঁকি লইতে হইলে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে আমরা চাই। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে কোনো পরিস্থিতির সুযোগ লওয়ার পরিবর্তে আশু বিপদ হইতে নিজেদের রক্ষা করাই আমাদের ইচ্ছা। নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের গণ-অভিলাষ আমাদের দ্বারাই ক্রমশ ভাঙিয়া যাইবে এবং তাহাতে আমাদের প্রতিরোধেচ্ছাও ভাঙিয়া পড়িবে। আমাদের

কাজকে কেহ যদি বলিতে চান যে আমরা অদৃষ্টকে লইয়া জুয়া খেলিতেছি, তবে তাহাই আমরা করিতে চাই—আমরা তাহা সাহসের সহিতই করিব।”

পণ্ডিত নেহেরু বলেন ইহা দীর্ঘবিলম্বিত হওয়ার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত হইবে। কত সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত হইবে তাহা তিনি জানেন না, কারণ উহা নির্ভর করে মনের শক্তির উপর। “সশস্ত্রবাহিনী আমাদের নয়। আমাদের সংগ্রাম নির্ভর করিতেছে কয়েক কোটী মানুষের মনের প্রতিক্রিয়ার উপর।”

একজন আমেরিকান সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, “আমাদের কর্মপন্থার দ্বারা আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে এবং গভর্ণমেণ্ট যাহা করিবে তদ্দ্বারা এর গতিবেগ নির্ধারিত হইবে।” গান্ধীজী তাঁর হরিজনে পদক্ষেপের ইংগিত দিয়াছেন এবং প্রথম পদক্ষেপ নি-ভা-ক-ক’র অধিবেশনের পরবর্তী এক পক্ষকালের মধ্যেই ঘটিতে পারে। উহা হয়তো প্রারম্ভিক কাজ হইবে, যতক্ষণ না গভর্ণমেণ্ট এমন কিছু করিতেছে যদ্দ্বারা এর গতি দ্রুত হইয়া উঠে।

* * * *

পণ্ডিত বলেন, বর্তমান সিদ্ধান্ত আকস্মিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া গৃহীত হয় নাই, বস্তুত তাঁরা বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ পরিচালনের নীতির গভীর বিশ্লেষণ করিবার পব সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তিনি জোর দিয়া বলেন কংগ্রেস স্বাধীনতার কথা বলিলে উহা দর কশাকশি বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। তাই ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশশক্তির প্রস্থানের দাবী ব্রিটিশদের বিরক্ত করিয়াছে। তিনি বুঝাইয়া দেন যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই দাবী সহজাত। তাঁদের বলা হইয়াছিল যে ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাবটী ভয় দেখাইয়া কার্যসিদ্ধির অনুরূপ এবং যুদ্ধের পরে পরিস্থিতি সহজ না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতীক্ষা করা উচিত।

পণ্ডিত নেহেরু বলিতে থাকেন, তাঁরা এই কয় বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১৯৪০ সালে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিতে উদ্যোগী হয়, কিন্তু

ফ্রান্সের পতন ঘটিলে তাঁরা আন্দোলন শুরু করা হইতে বিরত হন, কারণ ইংল্যাণ্ডকে তার মহাবিপদের দিনে তাঁরা বিপন্ন করিতে চান না। তাঁরা যথাসম্ভব বিপদের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করেন। জাপানী আক্রমণ নিবারিত করা ও চীনকে সাহায্য করা তাঁদের অভিলাষ। তিনি বলেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সংগে তাঁর দায়িত্ব নিক্ষেপ করিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ ব্রিটিশ নীতির মূল এত নীচে যে তাঁরা কিছু করিতে পারেন নাই। ফলপ্রদভাবে কাজ চালাইবার কোনো অবকাশই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষকে নিষ্ক্রিয় দর্শক হইতে দিতে কংগ্রেস চায় নাই।

পরিশেষে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, ভারতের গড়পড়তা লোকই নির্দেশের আশায় কংগ্রেসের দিকে চাহিয়া আছে, কংগ্রেস ব্যর্থকাম হইলে ফলে এমন এক নৈতিক নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইবে যে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই তাঁদের কাছে শুধু এই উপায়ান্তরটী রহিয়াছে যে এরূপ নৈরাশ্য এড়াইবার এবং সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাকে স্বাধীনতার যুদ্ধের ধারণায় পরিবর্তিত করিবার ঝুঁকি লওয়া। —ইউনাইটেড প্রেস

(বোম্বে ক্রনিকল, ১লা আগষ্ট, ১৯৪২)

(আ)

[তিলক দিবস উৎসব উপলক্ষে এলাহাবাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি]

এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত, ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের সমস্ত গুরুত্ব ও মর্যাদার সহিত একথা বলিতে পারি। আমার মন এখন শান্ত রহিয়াছে। আমাদের সম্মুখের পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি। নির্ভীকতা ও বীরত্বের সহিত আমরা ঐ পথে চলিব।

* * * *

অক্ষশক্তির সহিত আদান-প্রদান নয়

পণ্ডিত নেহেরু বলিলেন যে জাপানকে সাহায্য করিবার বা চীনকে ক্ষতিগ্রস্ত

করিবার কোনো অভিপ্রায় নাই ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে চান। তিনি বলিলেন : "আমরা সাফল্যলাভ করিলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এক প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি সৃষ্টি হইবে এবং জাপান ও জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও বহুগুণে বর্ধিত হইবে। পক্ষান্তরে আমরা বিফল হইলে ব্রিটেনকে একাই যথাসম্ভব জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।"

* * * *

"নির্ভুল ধ্বনি"

গান্ধীজীর "ভারত ছাড" ধ্বনি আমাদের চিন্তা ও মনোভাবের নির্ভুল প্রতীক। এই মুহূর্তে, বিপদের সময়ে আমাদের পক্ষে নিষ্ক্রিয়তা আত্মহত্যাজনক হইবে। উহা আমাদের ধ্বংস ও পৌরুষহীন করিবে। শুধুমাত্র স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্যই আমাদের পদক্ষেপ নয়। উহা আমরা করিতে চাই নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য, আমাদের প্রতিরোধেচ্ছাকে দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্য, যুদ্ধে যোগদান করিয়া চীন ও রাশিয়াকে সহায়তা করিবার জন্য; আমাদের কাছে উহা আশু ও অতি প্রয়োজন।

জন-যুদ্ধ

"জাপানের বিরুদ্ধে কীরূপে আপনারা যুদ্ধ করিবেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "এই যুদ্ধকে জন-যুদ্ধে রূপান্তরিত করিয়া, গণবাহিনী গড়িয়া তুলিয়া, উৎপাদন ও শিল্প-ব্যবস্থা বর্ধিত করিয়া, ঐসব উদ্দেশ্যকে আমাদের জ্বলন্ত কামনারূপে গ্রহণ করিয়া, রাশিয়া ও চীনের মত যুদ্ধ করিয়া—অহিংসা ও অস্ত্রের সাহচর্যে সর্ববিধ সম্ভব উপায়ে আমরা যুদ্ধ করিব। আক্রমণের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিতে গিয়া কোনো মূল্যই এত বৃহৎ হইবে না।"

* * * *

"সংগ্রাম—অনন্ত সংগ্রাম! মিঃ আমেরী ও স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের নিকট

ওই আমার প্রত্যুত্তর।” মিঃ আমেরী ও স্তর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সাম্প্রতিক বিবৃতির সমালোচনা করিতে গিয়া পণ্ডিত নেহেরু তেজোদ্দীপ্ত ভাবে বলিলেন।

তিনি আরো বলিলেন, “ভারতের জাতীয় আত্মসম্মান দর-কশাকশির ব্যাপার হইতে পারে না। দুঃখ ও ক্রোধে আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি এই দেখিয়া যে ব্রিটেন বিপদগ্রস্ত ছিল বলিয়া বৎসরের পর পর আমি মীমাংসাই কামনা করিয়াছিলাম। ব্রিটেন দুর্ভোগ ও দুঃখ পাইয়াছে। আমি চাহিয়াছিলাম আমার দেশ স্বাধীন দেশের মত উহাদের সংগে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হউক। কিন্তু এই ধরণের বিবৃতি যারা করে তারা কী ?”

(বোম্বে ক্রনিকল, ৩রা আগষ্ট, ১৯৪২)

(ই)

ধৃত দলিল-পত্রাদি সম্পর্কে বিবৃতি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :

নি-ভা-ক-ক’র কার্যালয় হইতে পুলিশের হামলার সময় প্রাপ্ত কতকগুলি দলিলপত্র প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছে তাহা এইমাত্র এই প্রথম দেখিলাম। এই সমস্ত অবিশ্বাস্ত ও অসম্মানকর কৌশল গ্রহণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট কতদূর সংকীর্ণ মার্গে নামিয়া গিয়াছে দেখা বিস্ময়জনক। সাধারণত এই সব কৌশলের জবাবের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভ্রান্তধারণার উদ্ভব হইতে পারে বলিয়া আমি কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ রাখা আমাদের রীতি নয়। শুধু চরম সিদ্ধান্তগুলি নথিবদ্ধ করা হয়। এই ক্ষেত্রে সহ-সম্পাদক স্পষ্টত তাঁর নিজের নথির জন্ত বেসরকারীভাবে সংক্ষিপ্ত টোক লইয়াছিলেন। এই টোকগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, ছাড়াছাড়া ও কয়েকদিনের দীর্ঘ আলোচনার বিবরণ—যে সময় আমি বিভিন্ন ব্যাপারে দুই কী-তিন ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা দিয়া থাকিব। পূর্ণ প্রসংগ হইতে মাত্র কয়েকটি বাক্য ছিন্ন করিয়া লেখা হইয়াছিল। সেগুলিতে প্রায়শই

ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। আমাদের কেহই সেগুলি দেখিবার বা সংশোধন করিবার সুযোগ পায় নাই। নথি-লিপিটা তাই অত্যন্ত অসন্তোষজনক, অসম্পূর্ণ ও এইজন্য প্রায় বেঠিক।

আমাদের আলোচনার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না। প্রশ্নটার প্রতিটি বিষয় পূর্ণভাবে বিবেচনা করিতে এবং খসড়া প্রস্তাবগুলির শব্দ ও বাক্যাংশগুলির অর্থ যাচাই করিতে হইয়াছিল আমাদের নিজেদেরই। গান্ধীজী সেখানে উপস্থিত থাকিলে এই আলোচনার অনেকখানি বাদ দেওয়া যাইতে পারিত, কারণ তিনি আমাদের কাছে তাঁর মনোভাব আরো পূর্ণভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন।

গুরুত্বপূর্ণ বাদ

এইভাবে, ভারত হইতে ব্রিটিশ প্রস্থানের প্রশ্নটা আলোচিত হইবার সময় আমি বলিয়াছিলাম, সশস্ত্র বাহিনী অকস্মাৎ চলিয়া গেলে জাপানীরা ভালোভাবে অগ্রসর হইয়া বিনা বাধায় দেশ আক্রমণ করিবে। গান্ধীজী যখন ব্যাখ্যা করিলেন যে ব্রিটিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ নিবারণ উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতে পাবে, তখন এই সুস্পষ্ট অসুবিধাটা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গান্ধীজী অক্ষশক্তির বিজয়ের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন—এই মর্মে বিবৃতি সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বারংবার তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এবং আমি যার উল্লেখ করিয়াছি তাহা তাঁর এই বিশ্বাস যে ব্রিটেন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক অধিকার সংক্রান্ত তার সমগ্র নীতি পরিবর্তন না করিলে নিজেই বিপদের সৃষ্টি করিবে। তিনি আরো বলিয়াছিলেন এই নীতির উপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হইলে এবং যুদ্ধ যদি সত্য সত্যই সমস্ত জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিবৃন্দের বিজয়লাভ সুনিশ্চিতরূপে হইবে।

মহাত্মার নীতি

জাপানের সহিত আলাপ-আলোচনার উল্লেখটীও ভ্রান্ত ও প্রসংগ হইতে সম্পূর্ণ

রূপে বিচ্ছিন্ন। সংঘর্ষে উপনীত হইবার পূর্বে গান্ধীজী সকল সময়েই প্রতিপক্ষকে সংবাদ প্রেরণ করেন। এইভাবে তিনি জাপানকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ হইতে দূরে থাকিতে নয়, চীন হইতেও প্রস্থান করিতে বলিতেন। তিনি যে কোনো ব্যাপারেই ভারতবর্ষের প্রতিটি আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং আমাদের জনসাধারণকে মৃত্যু পর্যন্ত তাহা প্রদান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

একথা বলা অবাস্তব যে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানকে তার গমনাধিকার ইত্যাদি দেওয়া সম্পর্কে বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই যে জাপান ইহা চাহিতে পারে, কিন্তু আমরা কখনো সম্মত হইতে পারি না। আমাদের নীতি বরাবর আক্রমণের প্রতি চরম প্রতিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। এ. পি

(বোম্বে ক্রনিকল, ৫ই আগষ্ট, ১৯৪২)

(ঈ)

[৭ই আগষ্ট ১৯৪২ নি-ভা-ক-ক'র অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি।]

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবটা গ্রহণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সর্ববিধ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিত, চীনের পরিস্থিতিরও উন্নতি হইত। তাঁর বিশ্বাস ভারতেও যে কোনো পরিবর্তনই ভালোর দিকে যাইত বলিয়া, নি-ভা-ক-ক জানিয়াছিল ব্রিটিশ ও সশস্ত্র বাহিনীগুলির ভারতে অবস্থান বজায় রাখিতে ও তাদের সহ্য করিতে মহাত্মা গান্ধী সম্মত হইয়াছেন। ভারত-সীমান্তে জাপানীদের কার্যকলাপে সুবিধা না দিবার জন্যই তিনি ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। যাঁরা পরিবর্তন আনয়ন করিতে ইচ্ছুক তাঁরা এবিষয়ে একমত হইবেন।

* * *

কংগ্রেস ভয় দেখাইয়া কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে আমেরিকার এই মর্মে

সমালোচনায় উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহেরু বলিলেন ইহা একটী অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অভিযোগ। ইহা অদ্ভুতই যে যারা নিজেদের স্বাধীনতার কথা আওড়ায় সেই লোকগুলি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরতদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে। যে জনসাধারণ বিগত ২০০ বৎসর ধরিয়া দুঃখভোগ করিতেছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রচিত হওয়া অদ্ভুতই। উহা যদি ভয় দেখাইয়া কার্যসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে "আমাদের ইংরাজী ভাষা বুঝাই ভুল হইয়াছে।"

* * *

উপসংহারে তিনি বলেন আর বেশী ঝুঁকি তিনি লইতে পারেন না এবং তাঁদের অগ্রসর হওয়া উচিত, যদিও এরূপ পদক্ষেপের ফলে বিপদ ও ঝুঁকি আসিতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের পরাজয়ের মনোবৃত্তি। তিনি ইহা সহ্য করিতে পারেন না। পরাজয়মনোবৃত্তিকদের সরাইয়া নির্ভীক যোদ্ধাদের স্থান করিয়া দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

(বোম্বে ক্রনিকল, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২)

পরিশিষ্ট ৬

[৭ই আগষ্ট ১৯৪২ নি-ভা-ক-ক'র অধিবেশনে মওলানা আবুল কালাম আজাদের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি।]

যে অস্বাভাবিক বিপদ ভারতবর্ষের নিকট অগ্রসর হইতেছে, শাসন-রজ্জু হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার সম্মুখীন হইতে পারে না। ভারতের দ্বারে বিপদ আঘাত করিতেছে, আমাদের প্রাংগণে শত্রুর উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাকে বাধা দিতে সমস্ত প্রকার আয়োজন করা প্রয়োজন। নিজেদের আয়ত্ত সমস্ত শক্তি ব্যবহার করিয়া তাহা করা যাইতে পারে। এলাহাবাদে স্থির করা হইয়াছিল জাপান দেশে অবতরণ করিলে তাঁরা তাঁদের সবটুকু অহিংস শক্তি দিয়া আক্রমণ

প্রতিরোধ করিবেন; কিন্তু গত তিন মাস ধরিয়া পৃথিবী শান্ত হইয়া থাকে নাই। ইহার গতিবেগ আরো দ্রুত হইয়াছে। রণদামামার ধ্বনি আরো নিকটতর হইতেছে; সমস্ত পৃথিবী রক্ত-প্লাবিত। জাতিবৃন্দ তাদের মূল্যবান স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার জন্য রক্ত ঢালিয়া সংগ্রাম করিতেছে।

* * * *

যে স্বাধীনতা ভারতবাসীকে আক্রামকদের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম করিবে তাহা প্রদান করিবার জন্য কংগ্রেস ব্রিটেনকে উপর্যুপরি প্রস্তাব করিয়াছিল। কংগ্রেস ক্ষমতার চাবি-কাঠি পাওয়ার জন্য বলে নাই, যাহাতে পিছনে বসিয়া ফূর্তিতে থাকা যায়। আজকার পৃথিবীতে উহাই পন্থা নয়। সমগ্র পৃথিবী শৃঙ্খলের মধ্যে থাকিয়া ছটফট করিতেছে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে ধাবমান হাইতেছে। এই অবস্থায় যদি ভারতের অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, যদি তারা বোধ করে যে শুধু প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধনের মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত, তাহা হইলে তারা এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে ঐ পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই সংগে ঐ কর্মপন্থার ফলে সমগ্র পৃথিবীর সম্ভাব্য পরিণতির কথাও তাদের ভাবিতে হইবে। তাদের কর্ম ও নিষ্ক্রিয়তার পরিণতি সঠিক ভাবে তাদেরই বহন করিয়া চলিতে হইবে।

ভারতীয়রা কখন যুদ্ধ করিবে

এই জন্যই তিন সপ্তাহ পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্মপন্থার পরিণতি এবং তাঁদের লক্ষ্য সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে পূর্ণভাবে বিবেচনার পর এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। তাঁদের অভিমত এই যে কোনো পরিবর্তন আবলম্বে সাধিত না হইলে ব্রহ্ম, মালয় ও সিংগাপুরের দুর্ভাগ্য এই দেশকেও গ্রাস করিবে। ভারতের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য তারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে যে বাধা-বিঘ্ন তাদের বাধা দিতেছে তাদের পক্ষে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া জড়তা পরিত্যাগ করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন উদ্যমে কাজে লাগা

প্রয়োজন। যে বস্তু তাদের নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত তার জন্য তারা সংগ্রাম করিতেছে এই উপলব্ধি আসা মাত্রই সিদ্ধান্ত হইল যে এই দেশের অধিবাসীরাও যুদ্ধ করিতে পারে, উত্তম ও রক্ত ঢালিয়া আত্মবিসর্জনও করিতে পারে। এই পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে তাঁরা বহু আবেদন ও অনুনয় করিয়াছেন, কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া এক দৃঢ় কর্মপন্থা অবলম্বন কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই পন্থা বন্ধুর, কিন্তু ক্লেশ ও ত্যাগবরণ করিতে প্রস্তুত না থাকিলে কিছুই করা যাইবে না। দুঃখ ও দ্বন্দ্বের দ্বারাই তারা ফল লাভ করিতে পারে। ১৪ই জুলাই-এর প্রস্তাবের অর্থ ইহাই। এই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সারা দেশে এই বাণী প্রচার লাভ করিয়াছে। যে নীতি তাঁরা সর্বদাই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাই উহাতে দৃঢ হইয়া উঠিয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে কংগ্রেস তার নীতি স্পষ্টরূপে প্রচার করিয়াছিল, গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় ভাগ্য জড়িত করিয়াছিল। তার পর হইতে তাঁরা যাহা করিয়াছেন তার কোনোটাই এই মূল নীতির সহিত অসমঞ্জস নয়। তাঁরা সর্বদাই বলিয়াছেন স্বাধীন হইলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যকে তাঁরা সর্বান্তঃকরণে সহায়তা করিবেন। শুধু মাত্র স্বাধীনতার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমান প্রশ্নটা কেবল স্বাধীনতার নয়, তাঁদের একান্ত অস্তিত্বের প্রশ্ন। বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে তাঁরা স্বাধীনতা পাইতে পারেন। কিন্তু এখনকার অবস্থা এমন যে স্বাধীনতা ব্যতীত তাঁরা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না।

দুইবার পরীক্ষিত

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলিতে থাকেন, যে দাবী ব্রিটেন ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট উত্থাপিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র এই একটা পরীক্ষা দ্বারা বিচারিত হইতে পারে; ঐ পরীক্ষা হইল ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য, তার অস্তিত্বের জন্য, স্বাধীনতা প্রয়োজন কী না। ভারতবর্ষ একটা প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে সমগ্র দেশে এক নূতন আলো প্রদীপ্ত হইত, প্রতিটী স্থান হইতেই বিজয়ের কোলাহল ধ্বনিত হইত। পশ্চাতে পূর্ণ গণসমর্থনপুষ্ট শাসক

ব্যবস্থা না থাকিলে কোনো সৈন্য দলই নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালাইতে পারে না। কেহ যদি তাঁদের দেখাইয়া দেয় তাঁদের কাজ স্বাধীনতার শক্তিগুলির পরাজয়ের সহায়ক হইবে, তাহা হইলে তাঁরা পন্থা পরিবর্তন করিতে পারেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার ভবিষ্যৎ চিত্র অংকন করিয়া যুক্তিটা যদি শুধুমাত্র ভয়প্রদর্শন হয় তবে তিনি বলিবেন: “গৃহযুদ্ধ চালানো আমাদের অধিকার ; বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হওয়া আমাদেরই দায়িত্ব।”

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেন, তাঁদের দাবীর যথার্থ্যতা একবার এইভাবে পরীক্ষা করিবার পর তাঁরা আসল জিনিষটাই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এর সহিত আরো একটা পরীক্ষার কথা যুক্ত করিয়াছেন। সেই পরীক্ষাটা এই: “অপরদের পরাজয়, অপরদের দুর্ভাগ্যে আমরা সহায়তা করিতেছি কী ?”

তাঁদের দাবীর ফলে যদি স্বাধীনতার শক্তিগুলির শক্তি বৃদ্ধি না হয়, স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে শৌর্যের সহিত যুদ্ধরত ঐ সব শক্তিগুলির উদ্দেশ্য বর্ধিত না হয়, তবে তাঁরা কখনো উহা উত্থাপিত করিবেন না। পূর্ণ নয় দিন ধরিয়া এই প্রশ্ন তাঁরা বিবেচনা করিয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলিলেন, “আমাদের দাবী দুইবার পরীক্ষার পর অকৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।”

কংগ্রেস-সমালোচকদের জবাব দিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, যে পরীক্ষাগুলি তিনি বৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সুবিবেচক ব্যক্তিরই গ্রহণযোগ্য। সমালোচকদের কর্তব্য কোনো মন্দ আখ্যা দিবার পরিবর্তে তাঁদের নীতি নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করা।

এই সম্পর্কে তিনি স্তর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বিবৃতির উল্লেখ করেন। স্তর স্ট্যাফোর্ডের মতে, কংগ্রেসের দাবী গৃহীত হইলে বড়লাট হইতে সিপাহী পর্যন্ত সমগ্র গভর্ণমেন্টকে পদত্যাগ করিতে হইবে। এটা উৎকট রকমের ভ্রান্ত বর্ণনা। তাঁদের প্রস্তাব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে যে, যে মুহূর্তে ব্রিটেন অথবা সম্মিলিত জাতিবৃন্দ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে, ভারতবর্ষ সেই মুহূর্তেই শাসন-ভার বহন ও বিজয়ের পথে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের সহিত চুক্তি করিবে।

সরকারী কর্মচারীদের তল্পীতল্পা গুটাইয়া দেশে ফেরা ও ইংল্যাণ্ডে পৌছিবার পর আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার কথা তাঁরা বলেন নাই। গান্ধীজী বারংবার স্পষ্ট বলিয়াছেন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের অর্থ শুধুমাত্র ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ,—ব্রিটিশ কর্মচারী, শাসনপরিচালক ও সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদের শারীরিক প্রস্থান নয়। বর্তমানের ন্যায় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকার পরিবর্তে আমাদের সহিত চুক্তিবদ্ধভাবে ব্রিটেন ও মিত্রশক্তির সৈন্যদল সকলেই এখানে অবস্থান করিতে পারিবে। এই স্পষ্ট বিষয়টা উপেক্ষা করা আত্মহত্যাজনক অন্ধতার সামিল।

উভয় বিষয় সম্পর্কে যুগপৎ সিদ্ধান্ত

মওলানা বলেন, "নিছক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার একটা সময় ছিল। কিন্তু ১৪ই জুলাই-এর প্রস্তাব একটী বিষয় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, যথা, ভারত ও বিশ্বের পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে সমস্ত কিছুই অবিলম্বে সম্পন্ন করা চরম প্রয়োজন। ব্রিটেন ও মিত্রশক্তির নিকট হইতে আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা এখানে এখনই দেওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা নিছক প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি না। প্রতিশ্রুতি ভংগ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি। তারাও আমাদের অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। ভারতের স্বাধীনতা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তার অংশ গ্রহণ—ঐ উভয় বিষয় সম্পর্কে আমাদের একত্র বসিয়া যুগপৎ সিদ্ধান্ত করিতে দেওয়া হউক। ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারত ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ও যুগপৎ ঘোষণা করা হউক। আপনারা ইহাতে বিশ্বাস না করিলে আমরাও আপনাদের বিশ্বাস করিতে পারি না।"

উপসংহারে মওলানা আজাদ বলেন যে এই চরম মুহূর্তে—যখন প্রতিটি মিনিটই গুরুত্বপূর্ণ, সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট আমরা-ভারতবর্ষ ও মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য একই, তাদের স্বার্থও এক, ভারতের দাবী পূরণে মিত্রশক্তির শুভ বর্দ্ধিত

হইবে—ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে এক শেষ মুহূর্তের আবেদন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। কিন্তু মিত্রশক্তি সমস্ত আবেদনের সম্পর্কে কঠিন-হৃদয় ও বধির হইলে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে যাহা করা সম্ভব তাহা করাই তাঁদের পক্ষে সুস্পষ্ট কর্তব্য হইবে। (বোম্বে ক্রনিকল, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২)

পরিশিষ্ট ৭

[সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি]

(অ)

[২রা আগষ্ট ১৯৪২ তারিখে বোম্বাইএর চৌপট্টিতে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হইতেছে, পরাজিত মালয়, সিংগাপুর ও ব্রহ্মের পতনের ফলে ভারতবর্ষকে অনুরূপ ভাগ্য পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল কর্মপন্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

গান্ধীজী ও কংগ্রেসের ধারণা ব্রিটিশরা দেশ ত্যাগ করিয়া গেলে এরূপ পরিস্থিতি এড়ানো যাইতে পারে। শত্রুকে দূরে রাখিতে হইলে জন সাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন। ব্রিটিশরা দেশ ছাড়িয়া দিলে জনসাধারণ তড়িৎস্পৃষ্টের মত রুশ ও চীন সৈনিকদের ন্যায় একই পন্থায় যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে।

গান্ধীজীর ইহাও ধারণা যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যতদিন অবস্থান করিবে ততদিন উহা অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে এই দেশ সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা করিতে লুব্ধ করিবে এবং এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী কামনার ঘূর্ণিতে যুদ্ধ প্রসারিত হইয়া চলিতে থাকিবে। ইহা রোধের একমাত্র উপায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান করা।

কংগ্রেস অরাজকতা বা ব্রিটিশ শক্তির পরাজয় কামনা করে নাই। কিন্তু নিজেদের ভাগ্য অন্ধকার দেখিতেছে। আরো ক্ষতি হইবার পূর্বে যবনিকা

ফেলিতেই হইবে। দেশের স্বাধীনতা হস্তগত হইলে কংগ্রেস তার লক্ষ্য সিদ্ধ করিত। লক্ষ্য সিদ্ধি হইলে সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া অংগীকার করিতেও কংগ্রেস প্রস্তুত।

(বোম্বে ক্রনিকল, ৩রা আগষ্ট, ১৯৪২)

(আ)

[সুরাটে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

এখানে (সুরাটে) এক জনসভায় বক্তৃতা করিবার সময় সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করেন, ব্রিটেন ভারতীয়দের হাতে—তাহা মুসলিম লীগ বা যে কোনো দল হউক—ক্ষমতা হস্তান্তরিত করুক, তাহা হইলে কংগ্রেস নিজেদের ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। সর্দারজী আরো বলেন যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতাকে তার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে কাজ শুরু করিয়াছিল এবং একবার তাহা অর্জিত হইলে সংগঠনটী স্বেচ্ছায় কার্যবিরত হইবে। এ, পি

(বোম্বে ক্রনিকল, ৩রা আগষ্ট, ১৯৪২)

(ই)

[নি-ভা-ক-ক'র ৭ই আগষ্ট, ১৯৪২-এর অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি।]

গোপন পরিকল্পনা নয়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে আনীত গোপন পরিকল্পনার অভিযোগের উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন কংগ্রেসের পরিকল্পনার বিষয়ে কোনোরূপ গোপনীয়তা নাই। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ভিতর কোনো মতানৈক্য নাই।

জাপান ভারতের জন্য প্রীতি ঘোষণা করিয়াছে ও তাকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু অক্ষশক্তির প্রচারকার্য ভারতবর্ষকে নির্বোধ করিতে

পারিবে না। ভারতের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রহে জাপান সত্য সত্যই ইচ্ছুক হইলে চীনের বিরুদ্ধে সে এখনোও যুদ্ধ চালাইতেছে কেন? ভারতের স্বাধীনতার কথা বলিবার পূর্বে জাপানের কর্তব্য চীনকে মুক্তি দেওয়া।

মহাত্মার পথ অনুসরণ কর

আগামী সংগ্রামের উল্লেখ করিয়া সর্দার বল্লভভাই বলেন, উহা কঠোরভাবে অহিংস হইবে। কর্মসূচির বিশদ বিবরণী জানিবার জন্য বহু ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত। সময় উপস্থিত হইলে গান্ধীজী জাতির সম্মুখে বিশদ বিবরণী উপস্থাপিত করিবেন। জাতিকে তাঁর অনুগমন করিতে আহ্বান করা হইবে। নেতৃবৃন্দ ধৃত হইলে প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য হইবে নিজেই নিজের পরিচালক হওয়া। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন কোনো জাতিই ত্যাগস্বীকার ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই।

(বোম্বে ক্রনিকল, ৮ই আগষ্ট, ১৯৪২)

পরিশিষ্ট ৮

[বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ৩১শে জুলাই ১৯৪২ তারিখে প্রদত্ত ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতি]

বর্তমান ওয়ার্ধা প্রস্তাবের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জোরের সহিত বলেন, এবার শুধুমাত্র কারাগারে যাইতে হইবে না। এবারে আরো প্রচণ্ড কিছু হইবে, নিষ্ঠুর দমননীতি—গুলিবর্ষণ, বোমাবর্ষণ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সব কিছুই সম্ভব হইতে পারে। এই সমস্তর সম্মুখীন হইতে হইবে এই পূর্ণ চেতনা লইয়া কংগ্রেসীদের তাই আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে। নূতন কর্মপরিকল্পনায় অকৃত্রিম অসহযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার সত্যাগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং এইটাই ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম হইবে। তিনি

ঘোষণা করেন, সত্যাগ্রহের শস্ত্রভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র অহিংসার সহিত পৃথিবীর সশস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইতে পারেন তাঁরা।

কিন্তু কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে ব্রিটিশ শক্তি অন্তর্হিত না হইলে কোনো ঐক্য সম্ভব নয়। দেশের রাজনৈতিক দেহে বিদেশী উপাদানটী এমন নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে যে সেগুলির সমাধান হওয়া কঠিন। মহাত্মা গান্ধী তাই এই নিশ্চিত অভিমত পোষণ করেন যে স্বরাজ ব্যতীত কোনো ঐক্য সম্ভব হইতে পারে না, যদিও পূর্বে বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ক্রিপস মিশনের ফলাফলের দরুণ এই অভিমত জন্মলাভ করিয়াছে।

উপসংহারে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, কংগ্রেসের কাহারও সহিত বিবাদ নাই। কংগ্রেস তার দুঃখভোগ ও ত্যাগের দ্বারা বিরোধীকে রূপান্তরিত করিবার আশা প্রকাশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মহান উদ্দেশ্যে বিরোধীরাও যোগদান করিবে এবিষয়ে তিনি নিঃসংশয়।

(বোম্বে ক্রনিকল সাপ্তাহিক, ২রা আগষ্ট, ১৯৪২)

পরিশিষ্ট ৯

[এখানে ১৭ পৃষ্ঠায় ১৭ নং পত্র দ্রষ্টব্য]

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

৭৭ সংখ্যক পত্রে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ তারিখে গান্ধীজী

"১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুস্তিকার যে জবাব প্রেরণ করেন তার প্রাপ্তিস্বীকার না পাওয়ার দরুন অনুরোধ করেন জবাবটা পুস্তিকায় সংশ্লিষ্ট করা হউক।

তাঁর চিঠির উত্তরে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ (৭৮ সংখ্যক পত্র) আর. টটেনহাম গান্ধীজীর জবাবটার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বলেন উহা গভর্ণমেন্টের বিবেচ্য রহিয়াছে।

৭৯

ভারত গভর্ণমেণ্ট
স্ব-বি, নয়া দিল্লী
১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৩

মহাশয়,

আমি আপনার ১৫ই জুলাইয়ের পত্রের উত্তর দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। ঐ পত্রে আপনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক পুস্তিকার কয়েকটী অংশ লইয়া বাদানুবাদের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেই যে আলোচ্য পুস্তিকাটী জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, আপনাকে সংশয়মুক্ত করা বা আপনার নিকট হইতে যুক্তিতর্ক বাহির করিয়া আনার উদ্দেশ্যে নয়। আপনি অনুরোধ করায় উহা আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; পাঠাইবার কালে গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে আপনার মতামত আমন্ত্রণ বা ইচ্ছা করেন নাই। যাহা হউক আপনি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে লেখা প্রয়োজন বিবেচনা করায় গভর্ণমেণ্ট আপনার পত্রটী যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করিয়াছেন।

২) গভর্ণমেণ্ট দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন যে আপনার পত্রটী আপনারই নিজস্ব উক্তি ও রচনাবলী হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে পূর্ণ হইলেও কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এর প্রস্তাবের পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে আপনি ও কংগ্রেস দল যে সর্বনাশা নীতির সহিত নিজেদের জড়িত করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট স্বীকার অথবা প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মনোভাব সংক্রান্ত কোনোরূপ নূতন বা সবিশেষ বিবৃতি নাই। এই ইংগিত করাই আপনার পত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় যে "কংগ্রেসের দায়িত্বে" আপনি কোনোভাবে ভ্রান্তরূপে অনুমিত হইয়াছেন। কিন্তু প্রধানত কোন্ বিষয়ে তাহা স্পষ্ট নয়। আপনার অনুমানমত পুস্তিকায় আপনাকে জাপানী সমর্থক মনোভাবের অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার

কোনো প্রচেষ্টাই হয় নাই, এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষের বাক্যটী, যেটার বিষয়ে আপনি আপনার চিঠির ১৮ প্যারাগ্রাফে আপত্তি উঠাইয়াছেন, উহা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নিজের কথাগুলির নিছক প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রকাশিত যে বিবৃতিগুলির উল্লেখ আপনি করিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে ওই কথাগুলির প্রত্যাহার তিনি করেন নাই, আপনি ভুল করিয়া বলিতেছেন তিনি করিয়াছেন। জাপানের ভয় প্রদর্শনের সম্বন্ধে আপনার পরাজয়বাদী মনোবৃত্তি সম্ভূত কার্য-কলাপ এবং যথাসময়ে মিত্রবাহিনী প্রস্থান না করিলে ভারতবর্ষ যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া উঠিবে ও জাপানীরা পরিণামে জয়লাভ করিবে—আপনার এই আশংকার একটা অর্থ খুঁজিয়া বাহির করাই ছিল এই পুস্তিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ধারণাই উপরিলিখিত মন্তব্য প্রকাশকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক আপনার সম্বন্ধে আরোপিত হইয়াছিল, এবং আপনার রচিত এলাহাবাদ প্রস্তাবের খসড়ায় একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও উহা কার্যে পরিণত করিবার প্রস্তাবের মধ্যে আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি অবস্থায় উপনীত হওয়া, যাহাতে আপনি ও কংগ্রেস বাধাহীনভাবে জাপানের সহিত চুক্তি করিতে পারিবেন। এই অভিযোগ ভারত গভর্ণমেণ্ট এখনো সত্য বলিয়া মনে করেন, তারা লক্ষ্য করিয়াছেন আপনার পত্র এই অভিযোগের সম্মুখীন হইবার কোনো প্রচেষ্টাই করে নাই। আপনার নিজস্ব বিবৃতির সহিত শুধুমাত্র যে ব্যাখ্যাটী সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা হইল এইটা: "ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতিই জাপানকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইতেছে। তাদের প্রস্থানের সাথে সাথে টোপটী চলিয়া যায়।" এই বিবৃতি ও পরবর্তীকালে ভারত ভূমিতে মিত্রবাহিনীর অবস্থিতি মঞ্জুর করিবার ইচ্ছার স্পষ্ট স্বীকৃতি পুস্তকে উল্লিখিত এই দুয়ের মধ্যে যে বৈষম্য তাহা ছাড়া অন্য কোনো তথ্যের বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে আপনি সক্ষম হন নাই।

৩) আপনার উত্থাপিত বিভিন্ন ক্রিয়াঘটিত বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তারা অস্বীকার করেন না যে সময়োপযোগী করিয়া

জন্য স্বীয় বিবৃতি পুনর্ব্যাখ্যা করার অভ্যাস আপনার থাকায় আপনার প্রতি আরোপিত মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী আপনার নিজস্ব উক্তি ও রচনাবলী হইতে অংশ উদ্ধৃত করা আপনার পক্ষে সহজ। কিন্তু ওগুলির মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকের আবিষ্কার বা আপনার উক্তি সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে টীকা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন—ইহাই অবিশ্বাস্য চপলতার প্রমাণ; এই চাপল্যের সহিতই আপনি গভীর সংকট-সময়ে ভারতের রক্ষাকার্য ও তার আভ্যন্তরীণ শান্তির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট আপনার বিবৃতিগুলির কথাগুলির সহজ অর্থ ধরিয়াই শুধু ভাষ্য করিতে পারেন, যেমনটী করিবেন সৎ ও নিরপেক্ষ পাঠক এবং তারা সন্তুষ্ট যে "কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুস্তিকাটীতে প্রাসংগিক সময়ে আপনার উক্তিগুলির স্বাভাবিক গতির বিষয়ে কোনোরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা নাই।

৪। ওয়ার্ধায় ১৪ই জুলাই ১৯৪২ তারিখে আপনি যে সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনি এই কথা বলিতে অভিহিত হইয়াছেন যে "আরেকবার সুযোগ দিবারও কোনো প্রশ্ন নাই। মোটের উপর ইহা একটী প্রকাশ্য বিদ্রোহ।" বৈঠকের এ-পি-আই'র বার্তায় আপনার উপর আরোপিত বাক্যাংশটী অস্বীকার করিবার স্পষ্ট প্রচেষ্টায় পত্রের মধ্যে অনেকখানি স্থান লইয়াছেন। প্রেস বার্তাটী ঐ সময়ে ভারতবর্ষময় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অথচ আপনি এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন মাত্র ২৬শে জুন ১৯৪৩ তারিখে, একথা গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করুক ইহাই এখন আপনার ইচ্ছা। তারা শুধু ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করেন যে আপনার বক্তব্য ঠিকমত প্রকাশিত না হইয়া থাকিলে ঐ সময়ে উহা আপনার অবগতিতে আনা অনুচিত ছিল বা পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে আপনি মুক্ত থাকা সত্ত্বেও আপনার পক্ষে উহা প্রতিবাদ না করাই উচিত হইয়াছে।

৫। ভারত গভর্ণমেণ্ট আরো লক্ষ্য করিতেছেন যে আপনি এখনোও গোলযোগের দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের উপর বর্তাইবার চেষ্টা করিতেছেন; যে যুক্তিতে

আপনি তাহা করিতেছেন গভর্ণমেণ্ট সেগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন এবং ঐগুলির আপনাকর্তৃক প্রকাশিত মহামান্য বড়লাটের সহিত পত্রালাপের মধ্যে ইতিপূর্বেই জবাব দেওয়া হইয়াছে। "কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুস্তিকাটীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত তথ্যটী হইল আপনার "প্রকাশ্য বিদ্রোহ" ঘোষণা ওপূর্ববর্তী প্রচারকার্যের স্বাভাবিক ও অবধারিত পরিণতি ঐ সব গোলযোগ। ১৯২২ সালে আদালতে বিবৃতি দিয়া আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে "চৌরিচৌরার পৈশাচিক অপরাধ কার্য ও বোম্বাইয়ের উন্মত্ত অত্যাচারলীলা" হইতে নিজেকে বিমুক্ত রাখা অসম্ভব এবং আরো বলিয়াছিলেন যে আপনি আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন তাহা জানেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঝুঁকি লইয়াছেন এবং পুনরায় তাহাই করিবেন। এই বিবৃতি হইতেই পরিষ্কার হয় যে এসব পরিণতি আপনি পূর্বেই কল্পনা করিয়াছিলেন। এখন যদি তর্ক করেন যে পরিণতিগুলি অনভিপ্রেত ও অপূর্বদৃষ্ট ছিল, তাহা হইলে তাহা আপনার পক্ষে অনুগামীদের প্রতিক্রিয়া বিচার করিতে অক্ষমতারই প্রমাণ হয়। আপনার নিজের নামে ও কংগ্রেসের নামে অনুষ্ঠিত বর্বর ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করিবার পরিবর্তে আপনি এখন সমর্থন না হয় তো ক্ষমা করিতেই চাহিতেছেন। আপনার সহানুভূতি কোথায় তাহা সুস্পষ্ট। আপনার পত্রে আপনার নিজের বাণী "করেংগে ইয়া মরেংগে"র ভাষ্য সম্বন্ধে একটী কথাও নাই, এবং পুস্তিকাটীর দশম পরিশিষ্টে উদ্ধৃত আপনার বাণী সম্পর্কে কোনো টীকা নাই, যে বাণীটী আপনি অস্বীকার করিতে না পারিলে গোলযোগ সংঘটিত হইবার কালে আপনার দ্বারা কোনো আন্দোলন সূচিত হয় নাই বলিয়া আপনার যুক্তিকে খণ্ডন করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া উঠে।

৬। সর্বশেষে আপনার পত্র প্রকাশের অনুরোধের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত আমি আপনার অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেই—যাহা পূর্বেই আপনাকে বলা হইয়াছে, যথা, আপনার বন্দীত্বের কারণের পরিবর্তন না হইলে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনের সুবিধা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন; এবং আপনার প্রচারকার্যের সহায়ক হিসাবে কাজ করিতেও তারা প্রস্তুত

নহেন। দ্বিতীয়ত আপনাকে জানাইয়া দিই যে ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এর কংগ্রেস প্রস্তাবের পূর্ববর্তী মাসগুলিতে গ্রেপ্তার হইবার পূর্বে স্বীয় ভাষ্য সন্দেহহীনভাবে সুস্পষ্ট করিবার যথেষ্ট সুযোগ আপনার ছিল। আপনার নিজের অনুগামীরাই আপনার অভিপ্রায়ের ভাষ্য করিয়াছিল গভর্ণমেণ্টের অনুরূপভাবে—এই বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাই আপনাকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট উচিত বিবেচনা না করা পর্যন্ত আপনার পত্র প্রকাশের ইচ্ছা তাঁদের নাই। তাঁদের নিকট আপনার স্ব-ইচ্ছায় প্রেরিত পত্রটার মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন স্বীকারোক্তিগুলি উপযুক্ত বিবেচিত ভাবে ও সময়ে ব্যবহার করার বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতার সম্পর্কে কোনো সংস্কার না রাখিয়াই সিদ্ধান্তটা করা হইয়াছে।

৭। আপনার বর্তমান পত্রের দ্বারায় কংগ্রেসের বিদ্রোহ ও সংঘটিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর দায়িত্ব হইতে বিমুক্ত হইবেন ভাবিলেও গভর্ণমেণ্ট দুঃখিত যে তারা উহাকে দায়িত্ববিমুক্তি অথবা আত্মসমর্থনের গুরুতর প্রচেষ্টা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এর প্রস্তাব হইতে ব্যক্তিগত ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে; প্রস্তাবটী পাশ করার পর আপনার নাম লইয়া যে হিংস কার্যকলাপ ঘটে তাহা সংশয়াতীতভাবে নিন্দা করিতে; জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত অক্ষশক্তি, বিশেষ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে ভারতবর্ষের সমস্ত সংস্থান ব্যবহারের সমর্থক বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে ঘোষণা করিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য শিষ্ট প্রকৃতির সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি দিতে পত্রের মধ্যে কোনো প্রচেষ্টা করেন নাই বলিয়া তাঁরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন। যে নীতির পরিণতির জন্য আপনার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গতিবিধি সংযত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করা না হইলে ও আপনার মনোভাবের কোনোরূপ পরিবর্তন না হইলে তাঁরা আপনার বর্তমান পত্রালাপের বিষয়ে আর কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন না।

ভবদীয় ইত্যাদি
আর. টটেনহাম,
ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী

৮০

বন্দীশালা,
অক্টোবর ২৬, ১৯৪৩

মহাশয়,

আপনার ১৪ই তারিখের পত্রটীর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ; উহা ১৮ই তারিখে হস্তগত হইয়াছে।

২। আপনার পত্রে পরিষ্কার জানানো হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুস্তিকায় আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে আমার প্রত্যুত্তরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, যথা ঐ অভিযোগগুলি সম্পর্কে আমার নির্দোষিতা গভর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করাইতে পারা যায় নাই। আমার সরল বিশ্বাসেব উপরও দোষারোপ করা হইয়াছে।

৩। অভিযোগগুলির উপর 'মন্তব্য' গভর্ণমেণ্ট অভিলাষ করেন নাই দেখিয়াছি। অনুরূপ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের পূর্বেকার ঘোষণা থাকায় আমি অন্যটাই ভাবিয়াছিলাম। যাহাই হউক না কেন, আপনার বর্তমান পত্র জবাব প্রত্যাশা করিতেছে মনে হয়।

৪। আপনার আলোচ্য পত্রে উল্লিখিত সবগুলি অভিযোগেরই জবাব আমার বিগত ১৫ই জুলাইয়ের পত্রে নিঃসন্দিগ্ধভাবে দিয়াছি বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় যাহা বলিয়াছি বা করিয়াছি, তাহাতে দুঃখ বোধ করি না।

৫। আমার বিশ্বাস কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৪২ এরপ্রস্তাব শুধু নির্দোষ নয়, সর্বতোভাবে উত্তম। আমার বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও বলিতে হয় যে উহা কোনোভাবেই পরিবর্তন করিবার মত আইন-সংগত ক্ষমতা আমার নাই। শুধু উহা পরিবর্তন করিতে পারেন। যারা প্রস্তাবটী পাশ করিয়াছিলেন সেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি উহা অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক পরিচালিত

হয়। গভর্ণমেণ্ট অবগত আছেন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা ও তাঁদের মনোভাব জানিবার উদ্দেশ্যে আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত মিলিত হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার প্রস্তাব বাতিল করা হয়। আমি মনে করিয়াছিলাম এবং এখনো মনে করি তাঁদের সহিত আমার আলোচনা গভর্ণমেণ্টের নীতির পক্ষে মূল্যবান হইত। তাই আমার প্রস্তাবটীর পুনরাবৃত্তি করিতেছি। কিন্তু যতদিন গভর্ণমেণ্ট আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবেন ততদিন ইহার মূল্য না থাকিতেও পারে। কিন্তু বাধা থাকিলেও সত্যাগ্রহী হিসাবে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে যাহা শুভ ও আশু গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি তাহা বারংবার বলিব। কিন্তু নীতি পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আমার প্রস্তাবটী গৃহীত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে এবং শুধু আমারই মন্দ প্রভাবে জনগণ দূষিত হয় গভর্ণমেণ্টের এই ধারণা হইলে আমার নিবেদন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও অপরাপর বন্দীদের মুক্তি দেওয়া উচিত। যখন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ প্রতিরোধযোগ্য অনাহারে কষ্ট ভোগ করিতেছে ও সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা অকল্পনীয় যে এই সময় সেই সহস্র সহস্র জনসাধারণকে শুধু সন্দেহের বলে বন্দীদশায় আটক রাখা হইবে, অথচ তাদের অবরোধ করিয়া রাখায় যে শক্তি ও মূল্য আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এই সংকট কালে তাহা প্রয়োজনীয় ভাবে দুঃখ মোচনের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিত। বিগত ১৫ই জুলাইয়ের পত্রে আমি বলিয়াছিলাম যে কংগ্রেসীরা গুজরাটের গত ভয়াবহ বন্যার সময় ও অনুরূপ ভয়াবহ বিহার ভূকম্পের সময় তাদের শাসনকার্যিক, গঠনমূলক ও মানবিক যোগ্যতা যথেষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছিল। যে বৃহৎ স্থানে বহু সংখ্যক প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় আমাকে আটক রাখা হইতেছে, আমি মনে করি ইহা শুধু জনসাধারণের অর্থের অপচয়। যে কোনো কারাগারে থাকিয়া দিন অতিবাহিত করিতে পারিলেই আমি খুশি থাকিব।

৬। আমার "শিষ্ট প্রকৃতি"র "সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি" সম্পর্কে আমি শুধু বলিতে পারি যে কোনো সময়েই আমার কোনো রূপ অনুচিত প্রকৃতির কথা আমি

জানি না। "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক যে পুস্তিকাকে আমি সংক্ষেপে নাম দিয়াছি অভিযোগপত্র, উহাতে বর্ণিত অভিযোগগুলির সহিত, আমার মনে হয়, আমার প্রকৃতি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ধারণা উল্লেখ করা উচিত। অভিযোগগুলিকে যে শুধু সবগুলি একসংগে অস্বীকার করিয়াছি তাহা নয়, পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও পাল্টা অভিযোগ আনিয়াছি। এই হেতু আমি মনে করি উভয় অভিযোগ একটী নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করার ব্যাপারে তাঁদের সম্মত হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, একটী ব্যক্তির পরিবর্তে এক বিরাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অভিযোগে জড়িত বলিয়া এবং পারস্পরিক আলোচনা ও প্রচেষ্টা গভর্ণমেণ্টের মতে অবাঞ্ছিত এবং/বা নিরর্থক মনে হইলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার এক প্রধান অংশ হিসাবে ব্যাপারটা কোনো একটী বিচার-পরিষদ কর্তৃক মীমাংসিত হওয়া উচিত।

৭। আমার প্রতি সুবিচার করিয়া আমার ১৫ই জুলাইয়ের পত্রটী প্রকাশ করিবার অনুরোধ আপনার পত্রে না-মঞ্জুর করিয়া আপনি বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে "তাদের নিকট আপনার স্ব-ইচ্ছায় প্রেরিত পত্রটীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন স্বীকারোক্তিগুলি উপযুক্ত-বিবেচিত ভাবে ও সময়ে ব্যবহার করার বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের স্বাধীনতার সম্পর্কে কোনো সংস্কার না রাখিয়াই" সিদ্ধান্তটী করা হইয়াছে। আমি শুধু প্রত্যাশা করি যে উহার অর্থ এই নয় যে, "১৯৪২-৪৩ সালের গোলযোগে কংগ্রেসের দায়িত্বে"র ব্যাপারের মত বিকৃতভাবে উদ্ধৃতিগুলি প্রকাশ করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট যদি ও যখন আমার পত্রের প্রকাশ্য ব্যবহার উচিত মনে করিবেন তখন যেন উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়—ইহাই আমার অনুরোধ।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

অতিরিক্ত সেক্রেটারী,
ভারত গভর্ণমেণ্ট (স্ব-বি)
নয়াদিল্লী

৮১

৩রা ডিসেম্বর তারিখে আর টটেনহ্যাম গান্ধীজীর ২৬শে অক্টোবরের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন।

৮২

১৮ই নভেম্বর ১৯৪৪-আর টটেনহ্যাম গান্ধীজীর ২৬শে অক্টোবরের চিঠির জবাবে জানাইয়া দিতেছেন: কংগ্রেসের ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এর প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের একজনেরও মনোভাব তাঁর মনোভাব হইতে পৃথক এই মর্মে গভর্ণমেণ্ট কোনো আভাষ পান নাই বলিয়া তাঁরা মনে করেন গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনায় কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। কোন্ কোন্ সর্তে এরূপ প্রস্তাব মঞ্জুর হইতে পারে তাহা তাঁরা ভালোরূপেই অবগত আছেন। তাঁর পত্রের অন্যান্য বিষয়গুলি পঠিত হইয়াছে।

—ছয়—

শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী সম্পর্কে পত্রালাপ

৮৩

বন্দীশালা,
১২-৩-'৪৩

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আজ সকালের কথোপকথন সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত তথ্যগুলি আপনার গোচরে আনিতে চাই।

শ্রীযুক্তা গান্ধী শ্বাসনালীর স্ফীতিসহ পুরাতন ব্রংকাইটিশে ভুগিতেছেন। সম্প্রতি তিনি হৃৎদৌর্বল্যজনিত একধরণের যন্ত্রণার কথাও বলিয়াছেন। Tachycardiaরও আক্রমণ হইয়াছে কবার। হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ১৮০। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন তাঁর মুখ ও চোখের পাতাগুলি ফুলিয়া থাকে,

বিশেষ করিয়া সকালের দিকে। শারীরিক অসামর্থ্যের প্রতিক্রিয়াটা পড়িতেছে তাঁর মানসিক অবস্থার উপর ; গান্ধীজীর সাহচর্যে তাহা কিছুটা প্রশমিত হয় বটে। এই সমস্ত বিবেচনা করার পর আমাদের অভিমত এই যে তাঁর কাছে একজন সর্বক্ষণের শুশ্রূষাকারীর থাকা উচিত। তাঁর ভাষায় কথা বলে ও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সহিত পরিচিত এমন একজনের দ্বারায়ই অধিকতর সুফল পাওয়ার কথা।

গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে তাঁর আরো একমাস বা ঐরূপ কাল সতর্ক সেবাশুশ্রূষা ও দেখাশোনা প্রয়োজন। কানু গান্ধীকে ওই সময়ের জন্য রাখা যাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভালো হয়, তার কারণ তিনি গান্ধীজীর সহিত সংশ্লিষ্ট আর তাঁর অভাবগুলি পূর্বাহ্নেই আঁচ করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্টের আপত্তি না থাকিলে তিনি প্রস্তুত এবং যতদিন প্রয়োজন ততদিন থাকিতে ইচ্ছুক আছেন।

আন্তরিকতার সহিত
এম. ডি. ডি. গিল্‌ডার
এস. নায়ার

৮৪

[বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট গান্ধীজীর ১৮ নভেম্বর '৪৩ তারিখে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃতাংশ]

"...আমার ধারণা আমার সহিত যাদের রাখা হইয়াছে তাদের অনুরূপভাবে রাখার জন্য অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। শুধু যে ডাঃ নায়ারকেই ভোগ করিতে হয় তাহা নয়, অন্যান্যদেরও। এইভাবে ডাঃ গিলডার তাঁর পীড়িত স্ত্রী ও কন্যার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ছোট্ট মানু গান্ধী * তার পিতা বা ভগিনীদের এবং আমার স্ত্রী তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের দেখিতে পান না। আমি মনে করি এইরূপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় বিরক্ত হইলে পূর্বোক্তের চলিয়া যাইতে পারা

---

* গান্ধীজীর পৌত্রী—অনুবাদক

উচিত। আমার পুত্র রামদাস মাতার অত্যন্ত পীড়িতাবস্থায় সাক্ষাতের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল জানি। বন্দীদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির এই প্রকার অস্বীকৃতির অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অসন্তোষ থাকায় আমার বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অর্থটা বোধগম্য। আমাদের ভার যাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে গভর্ণমেণ্ট তাদের বিশ্বাস করেন না, অন্যথা অপরদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন। কেন এই ক্যাম্পের (বন্দীশালার) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা কারাপরিদর্শক আমা কর্তৃক উল্লিখিত ধরণের তার-বার্তা ** অথবা সহ-বন্দীদের সাক্ষাৎ-প্রার্থী দর্শকদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা করিতে পারেন না অন্যকোনো যুক্তিতেও উহা উপলব্ধি করা কঠিন। আশু ব্যবস্থার অনুরোধ করিতেছি।”

এম. কে. গান্ধী

৮৫

বন্দীশালা,
জানুয়ারী ২৭শে, ১৯৪৪

মহাশয়,

কয়েকদিন পূর্বে শ্রীকস্তুরবা গান্ধী কারাপরিদর্শক ও কর্ণেল শাহ্‌কে বলিয়াছিলেন যে তাঁর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য পুণার ডাঃ দিনশা মেহ্‌তাকে আমন্ত্রণ করা হউক। তাঁর অনুরোধের কোনো ফল হয় নাই মনে হয়। তিনি এখন নির্বন্ধ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছি কীনা। অতএব ডাঃ মেহ্‌তাকে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে ও আমার পুত্রকে তিনি বলিয়াছেন যে কোনো আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসককে দেখানোই তাঁর ইচ্ছা। আমি প্রস্তাব করি যে [illegible]নুরুদ্ধ হওয়ায় এরূপ সাহায্যের অনুমতি দিবার জন্য কারাপরিদর্শককে কর্তৃত্ব দেওয়া হউক।

** ডাঃ সুশীলা নায়ারের নিকট তাঁর ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুসম্পর্কিত তার-বার্তা; বার্তাটী একমাস বিলম্বে সমর্পিত হইয়াছিল।

কানু গান্ধীকে একদিন অন্তর রোগিণীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাকে ক্যাম্পে সর্বক্ষণের শুশ্রূষাকারী হিসাবে থাকিতে দেওয়া হউক বলিয়া যে অনুরোধ করিয়াছিলাম এখনো তার কোনো উত্তর পাই নাই। রোগিণীর উপশমের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না, রাত্রিকালীন শুশ্রূষা উত্তরোত্তর অতীব প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। রোগিণীকে ইতিপূর্বেও শুশ্রূষা করার দরুণ কানু গান্ধী একজন আদর্শ শুশ্রূষাকারী। আরো সে তাঁকে যন্ত্র সংগীত দ্বারা এবং ভজন গান করিয়া প্রশমিত করিয়া রাখিতে পারে। বর্তমান চাপ কমাইবার উদ্দেশ্যে আশু ব্যবস্থার অনুরোধ করিতেছি। বিষয়টী অতীব জরুরী বিবেচিত হইতে পারে।

বন্দীশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইতেছেন: দর্শনার্থীদের আসার সময় একজন মাত্র শুশ্রূষাকারী উপস্থিত থাকিতে পারিবে। এ পর্যন্ত প্রয়োজন বোধে একাধিক শুশ্রূষাকারী উপস্থিত থাকিয়াছে। প্রয়োজন বিচার করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁর ইচ্ছামত কাজ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষম্য উপস্থিত হওয়ায় আমি কারাপরিদর্শককে লিখিয়াছিলাম। ফলে অতিরিক্ত একজন চিকিৎসক উপস্থিত থাকিতে পারেন এই মর্মে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। আদেশটী কিন্তু রোগিণীর অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ বা উপেক্ষাশীল ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই একাধিক ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন বোধ করেন। তাই আমি প্রার্থনা করি সাহায্যকারীদের সংখ্যার বিষয়ে কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না।

এই সংবাদটী গোপন করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে যে রোগিণীকে সুবিধা প্রদানের মধ্যেও অনুগ্রহটার দুঃখজনক অভাব থাকে। যে উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ চিকিৎসক সংক্রান্ত নির্দেশটী কাঁটার খোঁচা দেওয়ার জলন্ত প্রমাণ। পুণায় আমার তিন পুত্র রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠ হরিলাল, যে আমাদের নিকট প্রায় বিচ্ছিন্ন, তাকে গতকল্য আসিতে দেওয়া হয় নাই, কারণ কারাপরিদর্শক নাকী তাকে পুনর্বার আসিতে দিবার নির্দেশ পান নাই। স্বভাবতই রোগিণী তাকে

দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। আরেকটা কাঁটার খোঁচার কথা উল্লেখ করিতে হইলে বলা যায় অনুমতি প্রদত্ত তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও দর্শনার্থীদের প্রত্যেকবারই আসিবার সময় বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে অনুমতির জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। পরিণামে অনাবশ্যক বিলম্ব ও উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় অসুবিধা কারণ ইহাই যে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা কারাপরিদর্শক কাহারও আমার অনুরোধগুলি বোম্বাইতে প্রেরণ করা ব্যতীত অন্য কিছু করণীয় নাই।

আমি অবগত আছি যে শ্রীকস্তুরুবা গভর্ণমেণ্টের রোগিণী আর আমি স্বামী হিসাবেও তাঁর সম্পর্কে কিছু বলিতে পারিব না। গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন তাঁকে মুক্তি না দিয়া আমার সহিত রাখা হইয়াছে তাঁরই স্বার্থে; তাই সম্ভবত তাঁর ইচ্ছা ও মনোভাবের ব্যাখ্যা স্বরূপ আমি যাহা করিতেছি গভর্ণমেণ্টের তাহাই ইচ্ছা ও সমর্থন করা উচিত ছিল। তাঁর আরোগ্য বা অন্তত মানসিক শান্তি লাভের জন্য গভর্ণমেণ্ট ও আমার কামনা একই। যে কোনো বিসংবাদই তাঁর নিকট হানিকর।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি) অতিরিক্ত সেক্রেটারী,
নয়া দিল্লী

৮৬

বন্দীশালা
২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৪

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি) সেক্রেটারী,
বোম্বাই

মহাশয়,

ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিত একখানি পত্র প্রেরণের জন্য এই সংগে দিতেছি। পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলির মীমাংসা বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে করা

সম্ভব হইলে উহা প্রেরণের প্রয়োজন নাই। যথা সম্ভব শীঘ্র প্রতীকার লাভই উদ্দেশ্য বলিয়া প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ টেলিফোন যোগেও পাওয়া যাইতে পারে।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

৮৭

বন্দীশালা,

জানুয়ারী ৩১, ১৯৪৪

মহাশয়

ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিত একখানি অতি জরুরী পত্র ২৭শে তারিখে পাঠাইয়াছিলাম। এখনোও কোনো উত্তর পাই নাই। রোগিণীর অবস্থা মোটেই ভালো নয়। শুশ্রূষাকারীদের অবস্থাও ভাঙিয়া পড়িবার মত। মাত্র চারিজন কাজ করিতে পারে, প্রতিরাত্রে দুইজন একসংগে করিয়া। দিনের বেলা চারিজনের সকলকেই কাজ করিতে হয়। রোগীণীও ক্রমশ চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন: "ডাঃ দিনশা কখন আসিবেন?" যত শীঘ্র সম্ভব—সম্ভব হইলে কালই নিম্নলিখিতগুলি জানিতে পারি কী:—

(১) কানু গান্ধী সর্বক্ষণের কর্মী হইয়া আসিতে পারেন কীনা,

(২) উপস্থিত কালের জন্য ডাঃ দিনশার চিকিৎসা তালিকাভুক্ত হইতে পারে কীনা, এবং

(৩) সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যার নিষেধাজ্ঞা অপসারিত করা যায় কীনা।

প্রতীকারব্যবস্থা অতি বিলম্বে আসিয়াছিল, আশা করি, একথা বলিতে হইবে না।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি) সেক্রেটারী,
বোম্বাই

৮৮

(গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি—ক্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কর্তৃক পরিবেশিত ঃ ৩১-১-৪৪—বিকাল ৪টার সময়)

মিঃ দিনশা মেহ্‌তা এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের চিকিৎসার অনুরোধ সম্পর্কে :

“গভর্ণমেণ্টে জানিতে চান শ্রীযুক্তা গান্ধী কোনো বিশেষ চিকিৎসকের কথা বলিতেছেন কীনা এবং ডাঃ দিনশা মেহ্‌তা ব্যতীত আরো একজনকে চান কীনা।”

৮৯

(উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিব দ্রুত লিখিত জবাব—ক্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে অবিলম্বে দেওয়া হয়—সোমবার, মৌনদিবসে)

“কোনো বিশেষ চিকিৎসকের কথা তিনি বলিতেছেন না, কিন্তু আমার পুত্র দেবদাস লাহোরের বৈদ্যরাজ শর্মার নাম করিতেছিলেন। যে চিকিৎসককেই আনা হউক না কেন তিনি ডাঃ দিনশা ছাড়া অতিরিক্ত হইবেন এবং সেটাও যদি শেষোক্ত সন্তোষজনক ফল আনয়ন করিতে অসমর্থ হন তবে। রোগিণী প্রায়ই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। অনুমতি মঞ্জুর হইলে সাধারণ ধরণেরই হইবে। তিনি ক্রমশ ইচ্ছাশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন এবং আমাকেই বহু উপদেশ-নির্দেশ বিচার করিতে হইতেছে, এই অবস্থায় শুধু উহাই সম্ভব, অবশ্য যতদিন আমাকে তাঁর মনের শান্তির জন্য দায়িত্বশীল হইতে দেওয়া হইবে ততদিনই।

৯০

বন্দীশালা,
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৪

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আপনি অবগত আছেন যে শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে

যাইতেছে। গত রাত্রে তাঁর সামান্য মাত্র নিদ্রা হইয়াছিল, আজ সকালে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ গিয়াছে। শ্বাস লইতে পারিতেছেন না (শ্বাস ৪৮), নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্বল ও মিনিটে ১০০। দেহবর্ণ ভস্ম-ধূসর। প্রায় বিশ মিনিট প্রচেষ্টার পর তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন। এখন—দ্বিপ্রহরে—তিনি ছটফট করিতেছেন, বাম বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যথার কথা বলিতেছেন। নাড়ীর গতি ১০৮, রক্তের চাপ ৯০/৫০, শ্বাস ৪০।

এই অবস্থায় আমরা ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌তা (যারবেদা কেন্দ্রীয় কারাগার) ও ডাঃ বি. সি. রায় (কলিকাতা)-এর সহিত পরামর্শ করিয়া সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করি। তাঁরা ইঁহাকে পূর্বের পীড়ায় দেখিয়াছিলেন, তাঁদের উপর রোগিণীরও আস্থা আছে। আমরা জানাইয়া দিতে চাই যে রোগিণীর অবস্থা এরূপ যে এই সকল চিকিৎসকের সাহায্যের প্রয়োজন থাকিলে আদৌ বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।

আমরা আরো বলিতে ইচ্ছা করি যে তাঁকে দিবারাত্র সকল সময় পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন বলিয়া সেবা-শুশ্রূষার প্রশ্নটা সমস্যামূলক হইয়া উঠিয়াছে এবং রোগিণী নিজেও সর্বদাই কানু গান্ধী ও ডাঃ দিনশা মেহ্‌তার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন।

বিশ্বস্ততার সহিত
এস. নায়ার
এম. ডি. ডি. গিল্‌ডার

পুনশ্চ : আজ সকালে গান্ধীজীর রক্তের চাপ ছিল ২০৬/১১০।

৯১

বন্দীশালা,
ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৪৪

মহাশয়,

গতকল্য শ্রীকস্তুরবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ডাঃ দিনশা আসিতেছেন কীনা এবং কোনো বৈদ্য (আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক) তাঁকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিতে পারিবেন কীনা। আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম উভয়টার জন্যই চেষ্টা

করিতেছি, কিন্তু আমরা বন্দী, অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারি না। বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করিবার জন্য কিছু করিতে পারি না কীনা বারংবার এই কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রাত্রে পুনরায় ছটফট করিয়াছিলেন। বর্তমানে উপসর্গটী অবশ্য তাঁর পক্ষে নূতন নয়। আমি অবিলম্বে ডাঃ দিনশা ও লাহোরের বৈদ্যরাজ শর্মা সম্পর্কে অনুমতির অনুরোধ করিতেছি। শেষোক্ত ব্যক্তির আসিতে কিছু সময় লাগিবে কিন্তু ডাঃ দিনশাকে আনয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলে তিনি আজই আসিতে পারেন।

আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যখন একটী রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন ও সময় মত সাহায্য দিয়া যখন তাঁকে রক্ষা করা যায়, তখন এই বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারি না। মোটের উপর রোগীর পক্ষে যন্ত্রণার উপশম সাধন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিষয়গুলির মতই জরুরী।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী,
বোম্বাই।

৯২

নং এস. ডি. ৬/২০৩৫
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
বোম্বাই, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের
সেক্রেটারীর নিকট হইতে—
এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার,

মহাশয়,

আমি আপনার ৩১শে জানুয়ারীর পত্রের উল্লেখ করিতে এবং আপনার উত্থাপিত তিনটী বিষয়ের নিম্নোক্ত জবাব দিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

(১) মিসেস গান্ধীর শুশ্রূষাকার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কানু গান্ধীর থাকার বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু বন্দীশালার অপরাপর নিরাপত্তা বন্দীদের মত তাঁকেও একই নির্দেশাধীন থাকিতে বাধ্য হওয়ার ব্যাপারে সম্মত হইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন কানু গান্ধীর থাকায় শুশ্রূষাকার্যে সাহায্যকারীদের সংখ্যা যথেষ্ট হইবে এবং আরো সাহায্যের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো অনুরোধে তাঁরা সম্মত হইতে পারিবেন না।

(২) গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল অফিসার (চিকিৎসক) চরম প্রয়োজন বিবেচনা না করা পর্যন্ত বাহিরের কোনো চিকিৎসককে সুবিধা প্রদান করা হইবে না। ডাঃ দিনশা মেহ্‌তাকে আনা হইবে কীনা এই প্রশ্নটাও চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের মেডিক্যাল অফিসারের বিবেচ্য।

(৩) নিকট আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ মিসেস গান্ধীর পক্ষে মঞ্জুর হইয়াছে। ঐ সকল সাক্ষাৎকারের সময় আপনার উপস্থিত থাকার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোনো আপত্তি না থাকিলেও তাঁরা মনে করেন মিসেস গান্ধীর স্বাস্থ্যের অবস্থায় যাদের প্রয়োজন হইবে তাদের ছাড়া বন্দীশালার অন্যান্য অধিবাসীরা উপস্থিত থাকিবে না। সাক্ষাৎকারের সমস্ত সময়েই একজন সেবাকারী থাকিতে পারিবে এবং প্রয়োজন হইলে একজন চিকিৎসক আসিতে পারে—এ বিষয়ে কারাপরিদর্শক সম্মত হইয়াছেন জানা গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের মতে স্বাভাবিক ভাবে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু বিষয়টী কেবলমাত্র চিকিৎসা সম্পর্কে কারাপরিদর্শকের বিচার্য।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
এইচ. আয়েংগার
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি'র) সেক্রেটারী

৯৩

(শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর জন্ত একজন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক আনয়নের অনুরোধ (৯১নং পত্র) অনুযায়ী গান্ধীজীর সহিত ১১-২-৪৪ তারিখের প্রভাতে কারাপরিদর্শকের আলোচনা

হয়। নিম্নোক্তটী তিনি পরে লিপিবদ্ধ করেন—ইতিপূর্বে জেলকর্তৃপক্ষকে যাহা বলিয়াছিলেন উহা তারই সমর্থন।)

বন্দীশালা, ১১-২-৪৪

অ্যালোপ্যাথ নহেন এমন একজন সহকারী আনয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, এবং এরূপ চিকিৎসাজনিত কোনো অনমুকূল ফলাফলের দায়িত্ব হইতে গভর্ণমেণ্ট বিমুক্ত থাকিবেন। এই সকল বৈদ্য বা হেকিমরা যে সমস্ত নির্দেশ দিবেন তাহা গ্রহণ করিব কীনা এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু গ্রহণ করার পর ব্যবস্থাপত্র নিস্ফল হইলে বর্তমান চিকিৎসা বহাল রাখিবার অধিকার আমার থাকিবে।

এম. কে. গান্ধী

৯৪

বন্দীশালা, ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৪৪

জরুরী

মহাশয়,

গতকল্য বলিয়াছি স্ত্রী কস্তুরবার অবস্থা রাত্রে এমন উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছিল যে ডাঃ নায়ার ভীতা হইয়া ডাঃ গিলডারকে জাগাইয়াছিলেন। আমার মনে হইয়াছিল তিনি আসন্নগমনা। চিকিৎসকরা স্বভাবতই অসহায় ছিলেন। তাই ডাঃ নায়ারকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে জাগাইয়া দিতে হইয়াছিল, তিনি বৈদ্যরাজকে ফোন করিয়াছিলেন। তখন প্রায় রাত ১টা। এই স্থানে উপস্থিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই উপশম প্রদান করিতে পারিতেন। এই কারণের জন্যই রাত্রে তাঁর বন্দীশালায় থাকার জন্য আপন্যকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি জানাইয়াছিলেন গভর্ণমেণ্টের নির্দেশের মধ্যে রাত্রি-বাস নাই। আপনি অবশ্য বলিয়াছিলেন বৈদ্যকে রাত্রে ডাকিয়া আনা যাইতে পারে। বিলম্বের বিপদের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক কিছু করা সম্ভব নহে বলিয়া আপনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। আমি বৃথাই যুক্তি দেখাইয়াছিলাম যে 'বৈদিক' চিকিৎসায় কোনো

প্রতিকূল ফল হইলে গভর্ণমেণ্টকে দায়িত্বমুক্ত রাখা হইবে এই সর্তে বৈদ্যরাজকে আহ্বান করার অনুমতি দেওয়ার পর রোগিনীর স্বার্থে তাঁর বন্দীশালায় প্রয়োজন মত থাকার বিষয়ে তাঁরা নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারেন না। আপনাকর্ত্তৃক আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া বৈদ্যরাজকে আমি ফটকের সম্মুখে তাঁর গাড়ীতেই অবস্থান করিবার জন্ত বিরক্ত করিয়াছিলাম, যাহাতে প্রয়োজনের সময় তাঁকে আহ্বান করিয়া আনা যায়। তিনি সদয়ভাবে উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। তাঁকে ডাকিতেই হইয়াছিল, এবং তিনি অভিলষিত উপশম প্রদান করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে সংকট এখনও কাটে নাই। তাই পুনর্বার আশু উপশমের অনুরোধ করিতেছি। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে গত রাত্রির অভিজ্ঞতা পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। রোগিনীর চিকিৎসার সম্পর্কে আমার অনুরোধ মঞ্জুর করার বিলম্বপ্রসূত বিরক্তির অবসান হউক ইহাই আমার কামনা। দীর্ঘকালব্যাপী বিলম্বের পরে তবে ডাঃ মেহ্তা ও বৈদ্যরাজকে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আরোগ্যের বিষয়টিকে বর্তমানের অপেক্ষাও আরো অনিশ্চিত করিয়া তুলিয়া মূল্যবান সময় অপচিত হইয়াছে। রোগিনীর অবস্থায় প্রয়োজন বোধ হইলে বৈদ্যের যাহাতে বন্দীশালায় রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করা যায়, আশা করি আপনি এজন্য আবশ্যক ক্ষমতালাভ করিতে সমর্থ হইবেন। রোগিনীর প্রয়োজন সর্বক্ষণের অবিরাম চিকিৎসা।

কারাকক্ষসমূহের পরিদর্শক,
পুণা

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

৯৫

বন্দীশালা, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৪৪

মহাশয়,

আমার ১৪ই তারিখের পত্র সম্পর্কে এই চিঠিটা লিখিতেছি।

বৈদ্যরাজকে আনয়নের অনুরোধ করিয়া এবং শ্রী কস্তুরবার চিকিৎসা

পরিবর্তনের দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট-চিকিৎসককে সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করার সময় ভাবিয়াছিলাম বৈদ্যরাজের আবশ্যক-বিবেচিত চিকিৎসাকার্য চালাইবার সুবিধা তাঁকে মঞ্জুর করা হইল। রোগিনীর রাত্রিকালীন অবস্থা দিবাভাগের অপেক্ষা অনেক মন্দ থাকে এবং রাত্রে অবিরাম চিকিৎসাই প্রয়োজনীয়। বর্তমান ব্যবস্থাধীনে চিকিৎসা ব্যাপারে বৈদ্যরাজ নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতেছেন।

অবিলম্বে যাহাতে ডাকা যায় এ উদ্দেশ্যে তিনি গত তিন রাত্রি যাবৎ এই বন্দীশালার ফটকের বাহিরে তাঁর গাড়ীর মধ্যে ঘুমাইতেছেন। প্রতি রাত্রেই অন্তত একবারের জন্যও তাঁকে ডাকিতে হইয়াছে। ব্যাপারটী অস্বাভাবিক আর রোগিনীর জন্য অসুবিধা ভোগের অসীম সামর্থ্য তাঁর আছে মনে হইলেও আমি তাঁর দয়ার্দ্র প্রকৃতির অনুচিত সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা ভিন্ন এর অর্থ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দকে (কর্মত সমগ্র বন্দীশালাকেই) রাত্রে একবার বা আরো অধিকবার বিরক্ত করা। উদাহরণ-স্বরূপ গত রাত্রে অকস্মাৎ রোগিনীর শীত কম্পনসহ জ্বর হইয়াছিল। বৈদ্যরাজ রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকার সময় স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, মধ্যরাত্রি বারোটার সময় তাঁকে ডাকিয়া আনিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁর কাছে বহুক্ষণ থাকিতে চাহিতেন। কিন্তু আমি তাঁকে রোগিনীর ব্যবস্থা প্রদানের পর অবিলম্বে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম। কারণ যতক্ষণ তিনি থাকিবেন ততক্ষণ এমন কী সারারাত্রি পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কর্মচারীদের জাগিয়া থাকিতে হয়। আমার জীবনের সংগিনীকে রক্ষা করিবার জন্যও ইহা আমি করিতাম না, বিশেষ করিয়া যখন আমি জানি দয়ার্দ্র পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি বৈদ্যরাজ রোগিনীর নিকট সর্বক্ষণের উপস্থিতি প্রয়োজন বোধ করেন। রোগিনীর অবস্থানুসারে মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি ঔষধ পরিবর্তন করিয়া দেন। ডাঃ গিলডার ও নায়ারের সাহায্য সর্বদাই আমি পাইতে পারি—তাঁরা বন্ধু অপেক্ষাও অধিক; রোগিনীর জন্য তাঁরা যথাশক্তি করিবেন। কিন্তু গত পত্রে

উল্লেখ করিয়াছি তাঁদের চিকিৎসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক চিকিৎসার সময় তাঁরা কিছুই করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, ঐরূপ পন্থা অসম্ভব; রোগিনীর পক্ষে এবং বৈদ্যরাজ ও তাঁদের নিজেদের পক্ষেও অনুচিত।

অতএব নিম্নে তিনটী বিকল্প প্রস্তাব করিতেছি:

(১) বৈদ্যরাজ যতদিন রোগিণীর স্বার্থে প্রয়োজন বিবেচনা করেন ততদিন দিবারাত্র বন্দীশালায় অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন।

(২) গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্মত না হইলে রোগিণীকে চিকিৎসকটীর চিকিৎসার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য সর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিতে পারেন।

(৩) এই দুটি প্রস্তাবের কোনোটাই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হইলে আমার অনুরোধ রোগিণীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্তি দেওয়া হউক। তিনি যে সাহায্য অভিলাষ করেন বা আমি যাহা প্রয়োজন মনে করি তাঁর স্বামী হিসাবে তাহা লাভ করিতে না পারিলে গভর্ণমেণ্টের নির্বাচনমত আমাকে অন্য বন্দীশালায় স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করি।

রোগিণীর বারংবার অনুরোধের ফলে গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্বক ডাঃ মেহ্‌তাকে রোগিণী-পরিদর্শনের অনুমতি দিয়াছেন। তাঁর সাহায্য মূল্যবান, কিন্তু তিনি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র নির্দেশ করেন না। তাঁর শারীরিক চিকিৎসায় রোগিণী অনেকখানি শান্তি বোধ করেন, রোগিনী তার প্রয়োজন বোধ করিলেও কোন ঔষধ ব্যতীতই তিনি তা করিতে পারেন না। ঔষধপত্র শুধুমাত্র চিকিৎসকগণ বা বৈদ্যরাজ কর্তৃক ব্যবস্থিত হইতে পারে। চিকিৎসকটীর কাজ ইতিপূর্বে স্থগিত হইয়াছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এই পত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে আমি বৈদ্যরাজের চিকিৎসাও বন্ধ করিতে বাধ্য হইব। রোগিনীর আবশ্যক মত প্রাপ্তব্য পূর্ণ ভেষজ চিকিৎসা না পাইলে তিনি ইতিপূর্বে যে যন্ত্রণাবোধ করিয়াছেন আমিও ঐরূপ বোধ করিব।

এখন রাত দুইটা, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। জীবন ও

মৃত্যুর মধ্যে তাঁর ভাগ্য দোতুল্যমান। বলা বাহুল্য তিনি এ চিঠির বিন্দুবিসর্গ জানেন না। নিজের চিন্তা করিবার শক্তিটুকুও তাঁর নাই।

কারাকক্ষসমূহের পরিদর্শক, ভবদীয় ইত্যাদি
পুণা। **এম. কে. গান্ধী**

৯৬

বন্দীশালা, ফেব্রুয়ারী ১৮, '৪৪

মহাশয়,

বৈদ্যরাজ শ্রী শিব শর্মা দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি শ্রীকস্তুরবার চরম আরোগ্যের আশাপ্রদ অবস্থা আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় অপেক্ষাকৃত উত্তম ফলপ্রাপ্তির পরীক্ষাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; এখন ডাঃ গিলডার ও নায়ারকে তাঁদের স্থগিত চিকিৎসা শুরু করিতে বলিয়াছি। ডাঃ মেহ্‌তার সহযোগিতা কখনো স্থগিত রাখা হয় নাই, উহা আরোগ্য অথবা অবসান পর্যন্ত চলিবে।

আমি বলিতে চাই যে এই অতি কঠিন রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে বৈদ্যরাজ অত্যন্ত অভিনিবেশ ও মনোযোগের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আমি তাঁকে তাঁর চিকিৎসা চালাইয়া যাইতে বলিতাম। কিন্তু শেষ ব্যবস্থাপত্রটীও আকাঙ্ক্ষিত ফল আনয়ন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি আর চাহিলেন না। ডাঃ গিলডার ও নায়ার আমাকে বলিলেন যন্ত্রণা-নিবারক ঔষধ, জোলাপ ও অনুরূপ বিষয়ে তাঁরা বৈদ্যরাজের সহায়তার সুযোগ লইতে চান। চিকিৎসক ও ও রোগিণী উভয়ের মতেই এইগুলি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বৈদ্যরাজের আসিতে থাকায় গভর্ণমেন্টের কোনো আপত্তি হইবে না আশা করি। বলা নিষ্প্রয়োজন পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় তাঁর রাত্রি-বাসের প্রয়োজন হইবে না। আমি দুঃখের সহিত একথা না বলিয়া পারি না যে বৈদ্যরাজ ও ডাঃ মেহ্‌তার সাহায্যের উদ্দেশ্যে আমার অনুরোধ মঞ্জুর করার ব্যাপারে যে বিলম্ব সম্পূর্ণ পরিহার করা

যাইত তাহা যদি পরিহার করা হইত তবে রোগিনীর অবস্থা বর্তমানের মত বিপদসীমার এত নিকটবর্তী হইত না। আমি ভালোরূপে জানি বিধাতার অভিপ্রায়ের বাহিরে কিছুই ঘটে না, কিন্তু মানুষের চক্ষুর গোচর ফলাফল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ অভিপ্রায়ের ভাষ্য করার মত কোনো শক্তি নাই।

কারাকক্ষসমূহের পরিদর্শক, ভবদীয় ইত্যাদি
পুণা। **এম. কে. গান্ধী**

৯৭

শ্রীকস্তুরবার অন্তকৃত্য সম্পর্কে

এই সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিলাষ কী গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে তাহা কারাপরিদর্শক জানিতে চাহিলে গান্ধীজী মৌখিকভাবে ১২-২-৪৪ তারিখে সন্ধ্যা ৮-৭ মিনিটের বলেন; এবং কারাপরিদর্শক তাহা লিখিয়া লন।

(১) "আমার পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনদের হাতে দেহ সমর্পিত হইবে; এর অর্থ প্রকাশ্য অন্ত্যেষ্টি—গভর্ণমেণ্ট কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

(২) "তাহা সম্ভব না হইলে মহাদেব দেশাইএর বেলায় যেরূপ হইয়াছিল সেইভাবে অন্ত্যেষ্টি সমাধা হইবে। অন্ত্যেষ্টির সময় গভর্ণমেণ্ট যদি কেবলমাত্র আত্মীয়দের উপস্থিত থাকিতে দেন, তবে স্বজনদের সমতুল্য সমস্ত বন্ধুদের উপস্থিত থাকিতে না দেওয়া পর্যন্ত ঐ সুবিধা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না।

(৩) "ইহাও যদি গভর্ণমেণ্টের গ্রহণযোগ্য না হয় তবে যারা তাঁর দর্শনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাদের বিদায় দিব।। যারা ক্যাম্পে রহিয়াছেন (বন্দীরা) শুধু তারাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করিবে।

"আমার জীবনসংগিনীর অতি কঠিনতম এই পীড়ার সুযোগ লইয়া কোনোরূপ রাজনৈতিক মূলধন লাভ করিতে চাহি না এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। গভর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা প্রসন্নতার সহিত সম্পন্ন হউক, সর্বদা ইহাই কামনা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি এপর্যন্ত উহারই অভাব

দেখা গিয়াছে। রোগিণী ইহজগতে নাই, সেজন্য এখন অন্তর্কৃত্য প্রসন্নতার সহিত সমাধা হইবে প্রত্যাশা করা অধিক কিছু নহে।”

৯৮

বন্দীশালা, ৪-৩-৪৪

মহাশয়,

বেদনা ও দ্বিধার সহিত আমার মৃতা সহধর্মিনীর সম্বন্ধে এই পত্র লিখিতেছি। সত্যের প্রয়োজনে এই লিপি।

সংবাদপত্র অনুসারে মিঃ বাটলার ২রা মার্চ ১৯৪৪ তারিখে কমন্স সভায় এই উক্তি করিতে অভিহিত হইয়াছেন : …“তিনি শুধু যে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসকগণের নিকট হইতেই সর্বপ্রকার সম্ভব সতর্কতা ও মনোযোগ লাভ করিতে-তাহা নয়, তাঁর পরিবারের অভিলষিতদের নিকট হইতেও লাভ করিতেছিলেন।…” আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নিয়মিত চিকিৎসকরা যথাসাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকান্তরিতা কর্তৃক বা তাঁর পক্ষে আমা কর্তৃক প্রার্থিত সাহায্য যখন দেওয়া হইল তখন তাহা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ; যখন আমি কারাকর্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া বলিলাম যে রোগিণী যে সাহায্য অভিলাষ করেন বা আমি যাহা প্রয়োজন মনে করি তাহা লাভ না করিতে পারিলে আমাকে তাঁর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হউক—তাঁর দুঃসহ যন্ত্রণায় অসহায় দর্শকমাত্র হইতে পারিব না, মাত্র তখনই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইল। কারাপরিদর্শককে একখানি পত্র লিখিবার পর বৈদ্যরাজের চিকিৎসার পূর্ণ সুযোগ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই পত্রের নকল এই সংগে দেওয়া হইল। ডাঃ দিনশা সম্পর্কে আমার আবেদন ২৭শে জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে লিখিত হইয়াছিল। উহার পূর্বে কার্যত এক মাস ধরিয়া রোগিণী স্বয়ং ডাঃ দিনশার সাহায্যের জন্য কারাপরিদর্শককে উপর্যুপরি অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র

৫-২-’৪৪ তারিখ হইতে আসিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। আর, নিয়মিত চিকিৎসক ডাঃ নায়ার ও গিল্‌ডার ৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে কলিকাতার ডাঃ বি. সি রায়ের পরামর্শ লাভের উদ্দেশ্যে লিখিত আবেদন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁদের লিখিত অনুরোধ ও পরবর্তী মৌখিক স্মারক অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

মিঃ বাটলার আরো বলিতে অভিহিত হইয়াছেন: “তাঁর মুক্তির কোনো অনুরোধ পাওয়া যায় নাই এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন তাঁকে আগা খাঁর প্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করা তাঁর পক্ষে বা তাঁর পরিবারের পক্ষে করুণাজনক হইত না।” তিনি বা আমি তাঁর মুক্তির জন্য অনুরোধ করি নাই সত্য, (সত্যাগ্রহী বন্দীদের পক্ষে উহা অনুচিত হইত,) কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁর নিকট, আমার নিকট বা তাঁর পুত্রদের নিকট তাঁর মুক্তির প্রস্তাব করা কী উচিত হইত না? শুধু মুক্তির প্রস্তাবেই তাঁর মনে উপযুক্ত অনুকূল ফল হইত। দুর্ভাগ্যবশত এরূপ কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই।

অন্তকৃর্ত্য সম্পর্কে মিঃ বাটলার বলিয়াছেন: “আমি সংবাদ পাইয়াছি যে মিঃ গান্ধীর অনুরোধে পুণাস্থিত আগা খাঁর প্রাসাদের প্রাংগণে অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় এবং বন্ধু ও স্বজনগণ উপস্থিত ছিলেন।” আমার আসল অনুরোধ ছিল নিম্নোক্তরূপ—কারাপরিদর্শক ২২-২-’৪৪ তারিখে সন্ধ্যা ৮-৭ মিনিটের সময় আমার মৌখিক নির্দেশ হইতে লিপিবদ্ধ করেন:

“(১) আমার পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনদের হাতে দেহ সমর্পিত হইবে; এর অর্থ প্রকাশ্য অন্ত্যেষ্টি—গভর্ণমেণ্ট কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না।

(২) তাহা সম্ভব না হইলে মহাদেব দেশাইয়ের বেলায় যেরূপ হইয়াছিল সেইভাবে অন্ত্যেষ্টি সমাধা হইবে। অন্ত্যেষ্টির সময় গভর্ণমেণ্ট যদি কেবলমাত্র আত্মীয়দের উপস্থিত থাকিতে দেন, তবে স্বজনদের সমতুল্য সমস্ত বন্ধুদের উপস্থিত থাকিতে না দেওয়া পর্যন্ত ঐ সুবিধা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না।

(৩) ইহাও যদি গভর্ণমেণ্টের গ্রহণযোগ্য না হয় তবে যারা তাঁর দর্শনের

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাদের বিদায় দিব। যারা ক্যাম্পেরহিয়াছেন (বন্দীরা) শুধু তারাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদান করিবে।

“আমার জীবনসংগিনীর অতি কঠিনতম এই পীড়ার সুযোগ লইয়া কোনোরূপ রাজনৈতিক মূলধন লাভ করিতে চাহি না এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। গভর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা প্রসন্নতার সহিত সম্পন্ন হউক, সর্বদা ইহাই কামনা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি এ পর্যন্ত উহারই অভাব দেখা গিয়াছে। রোগিণী ইহজগতে নাই। সুতরাং এখন অন্তকৃর্ত্য প্রসন্নতার সহিত সমাধা হইবে প্রত্যাশা করা অধিক কিছু নহে।”

গভর্ণমেণ্ট সম্ভবত স্বীকার করিবেন যে আমার সহধর্মিনীর দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া ও গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধা-নিষেধের অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কোনো রাজনৈতিক মূলধন লাভ সতর্কতার সহিত বর্জন করিয়াছি। এখনো কিছু করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং আমার প্রতি ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে এবং সত্যের খাতিরে গভর্ণমেণ্টকে তাঁদের সম্ভবমত সংশোধন করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারে সংবাদ-পত্রের তথ্য বেঠিক হইলে অথবা সমগ্র প্রসংগ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের ভাষ্য অন্যরূপ হইলে আমাকে সঠিক বিবরণ ও সমগ্র প্রসংগ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের ভাষ্য সরবরাহ করা উচিত। আমার অভিযোগ সত্য বিবেচিত হইলে আমার বিশ্বাস আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট কর্তৃক আমেরিকায় প্রদত্ত বিস্ময়কর বিবৃতির যথোচিত সংশোধন হইবে।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগীয়) অতিরিক্ত সেক্রেটারী,
নয়া দিল্লী।

০৯

নং ৩/৪৩-এম. এস
ভারত গভর্ণমেণ্ট, স্ব. বি
নয়া দিল্লী
২১শে মার্চ, ১৯৪৪

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের
অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট হইতে—
এম. কে. গান্ধী এস্কোয়াব,

মহাশয়,

কমন্স সভায় ২রা মার্চ ১৯৪৪ তারিখে মিঃ বাটলার প্রদত্ত এক প্রশ্নের উত্তরের বিষয়ে আপনার ৪ঠা মার্চের পত্রের জবাবে বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে বিশেষ চিকিৎসক আনয়ন করিবার ব্যাপারে আপনি গভর্ণমেণ্টকে অযৌক্তিক বা বাধাস্বরূপ মনে করিয়াছেন দেখিয়া তাঁরা দুঃখিত। গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ প্রয়োজন বিবেচনা করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্বদাই অতিরিক্ত চিকিৎসার সাহায্য বা পরামর্শ প্রদান করিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ উহা প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা মাত্রই বাহিরের সাহায্য আহ্বান করায় কোনো বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তাঁরা মনে করেন না। ২৮শে জানুয়ারী তাঁদের প্রথম জানানো হয় যে মিসেস গান্ধী ডাঃ দিনশা মেহ্‌তার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং ৩১শে জানুয়ারী তাঁদের বলা হয় যে ডাঃ গিল্‌ডার কতিপয় অপর চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছেন। ১লা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন যে গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণের মতে প্রয়োজন বা ফলপ্রদ বোধ হইলে অতিরিক্ত চিকিৎসাকার্য বা পরামর্শের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। অতএব ডাঃ দিনশা মেহ্‌তাকে পূর্বাহ্নে আহ্বান করা না হইয়া থাকিলে তাহা কর্ণেল ভাণ্ডারী ও ডাঃ গিল্‌ডার উভয়ের প্রথমকার ধারণা অনুযায়ী হয় নাই ; তাঁদের ধারণা ছিল

তাঁর সাহায্য ফলপ্রসূ হইবে না, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ ঐ ধারণা পরিবর্তিত করা মাত্রই তাঁকে আহ্বান করা হইয়াছিল। আপনার ২৭শে জানুয়ারীর পত্রে উল্লেখ ছিল যে আপনার স্ত্রীর ইচ্ছা কোনো আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসককে দেখানো, কিন্তু কোনো নাম উল্লিখিত হয় নাই, এবং ঐ পত্র ১লা ফেব্রুয়ারীর পূর্বে গভর্ণমেণ্টের নিকট পৌছায় নাই। ৯ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত বৈদ্যরাজ শর্মার সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট অনুরোধও পাওয়া যায় নাই। অনুরোধটি তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পূরিত হইয়াছিল এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট যখনই তাঁর প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকিতে না পারার অসুবিধার কথা অবগত হইলেন, তখনই তাঁকে সেখানে অবস্থানের প্রয়োজনীয় অনুমতি দিলেন। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে আপনার স্ত্রীর পীড়ার সময় আপনার অভিলষিত সর্বপ্রকার চিকিৎসাব্যবস্থা তিনি লাভ করিতেছেন এবিষয়ে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁরা যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। মুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে বলা যাউক যে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিমতে তাঁদের গৃহীত পন্থাই শ্রেষ্ঠ ও সদয়তম ছিল। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে তাঁরা অবগত হইয়াছিলেন যে আপনার পুত্র দেবদাস গান্ধী তাঁর মাতাকে সর্তসাপেক্ষে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তিনি জবাব দিয়াছিলেন যে স্বামীকে ছাড়িয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করার অভিরুচি তাঁর নাই। এই সংবাদটী গোপনীয় কথোপকথনের নথিস্বরূপ বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে কোনো পন্থা অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু উহা দ্বারা তাঁদের উপরি-প্রকাশিত ধারণা সমর্থিত হইতেছে। স্যার গিরিজাশংকর বাজপায়ীর প্রতি আমেরিকার বিবৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্যায়রূপে আরোপিত ভ্রান্ত ধারণাটী ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা পরিষ্কার হইয়াছে, আপনি উহা দেখিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩। অন্ত্যকৃত্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা আপনার ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছে বলিয়া এখানকার বিশ্বাস। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে আপনার

পত্রোল্লিখিত প্রথম দুইটী বিকল্পের কোনোটির সম্বন্ধে আপনার বিশেষ অভিলাষ ছিল না।"

৪। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের প্রশ্নের প্রতি মিঃ বাটলারের উত্তরকে প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন না।

আপনার বিশ্বস্ত সেবক
আর. টটেনহাম
ভারতগভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী

২৭-৩-'৪৪ তারিখে প্রাপ্ত।

১০০

বন্দীশালা,
১লা এপ্রিল, ১৯৪৪

মহাশয়,

আপনার ২১শে মার্চের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। উহা আমার নিকট ২৭শে তারিখে সমর্পিত হইয়াছে।

অতিরিক্ত চিকিৎসার সাহায্য সম্পর্কে আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে ডাঃ দিনশা মেহ্‌তার সেবার উদ্দেশ্যে প্রথম অনুরোধটী লোকান্তরিতা ডিসেম্বরের কোনো সময়ে কর্ণেল ভণ্ডারীর নিকট মৌখিকভাবে পেশ করিয়াছিলেন। উপর্যুপরি কয়েকটী মৌখিক অনুরোধের উত্তরে যখন সামান্য সাড়া বা আদৌ সাড়া পাওয়া গেল না তখন বাধ্য হইয়া আমাকে ২৭-১-৪৪ তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট লিখিত অনুরোধ জানাইতে হইয়াছিল। ৩১শে জানুয়ারী বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের নিকট আমি একটী স্মারক (পরিশিষ্ট ক) পাঠাইয়াছিলাম; ডাঃ নায়ার ও গিলডারও কারাপরিদর্শকের নিকট অনুরূপ (পরিশিষ্ট খ) পাঠাইয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারীর ৩রা তারিখে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে পুনর্বার লিখি (পরিশিষ্ট গ), তার উত্তরে তাঁরা যে পত্র (পরিশিষ্ট ঘ) প্রেরণ করেন, তার ফলে বিগত ফেব্রুয়ারীর এই

তারিখে অর্থাৎ প্রথম অনুরোধের তারিখ হইতে ছয় সপ্তাহেরও অধিককাল পরে ডাঃ দিনশাকে আনয়ন করা হয়। আর অনুমতি মঞ্জুর হইবার পরও তাঁর পরিদর্শনের সংখ্যা এবং চিকিৎসার সময়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী থাকে। এই নিষেধ গুলি যে পরে শিথিল এবং তারপর অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা বিনা বাধায় হয় নাই।

আলোচ্য পত্রে ডাঃ গিলডার সম্পর্কে যে উল্লেখটা করা হইয়াছে তাহা তাঁকে দেখাইয়াছিলাম। ফলে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে এতদ-সংশ্লিষ্ট পত্রখানি (পরিশিষ্ট ঙ) লিখিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ গিলডারের সম্পর্কে যে অভিমত আরোপ করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তিনি উহা কখনো পোষণ করেন নাই এবং এই দুঃখজনক তথ্যটাও পরিবর্তিত হইতেছে না যে ডাঃ দিনশাকে ছয় সপ্তাহের অধিককালের পূর্বে সেবাকার্য করিতে দেওয়া হয় নাই।

বিগত ডিসেম্বরের প্রথমভাগে এই বন্দীশালায় আমার পুত্রের আসার পর অ্যালোপাথ নহেন এমন চিকিৎসক আনয়নের প্রশ্নটা কারাপরিদর্শকের সম্মুখে সে-ই নির্দিষ্ট ও যথোচিতভাবে উত্থাপন করিয়াছিল। কর্ণেল ভাণ্ডারী তাঁর নিকট আমার পুত্রের প্রস্তাবের কথা আমাকে বলিলে আমি বলিয়াছিলাম যে আমার পুত্র অ্যালোপাথ নয় এমন চিকিৎসার পরীক্ষা করা উচিত মনে করিলে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি দেওয়া উচিত। আমার পুত্রের অনুরোধ বিবেচনাধীন থাকাকালে রোগিণীর অবস্থার অবনতি শুরু হয় এবং তিনি নিজেই একজন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের সাহায্যের জন্য চাপ দেন। কারাপরিদর্শক ও কর্ণেল শাহ উভয়ের সহিতই কয়েকবার তিনি কথা বলেন, কিন্তু পুনরায় কোনো ফল হয় না। নিরাশ হইয়া ২৭-১-৪৪ তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টকে আমি পত্র লিখি। জানুয়ারীর ৩১ তারিখে বন্দীশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লোকান্তরিতা কোনো বিশেষ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের কথা বলিতেছেন কীনা জানিতে আসেন, সেদিন আমার মৌন দিবস থাকায় আমি

লিখিত উত্তর প্রদান করি (পরিশিষ্ট চ)। কোনো রূপ আরোগ্যজনক ফলাফল দেখা যায় নাই এবং রোগিণীর অবস্থায় আর বিলম্ব উচিত নয় বলিয়া আমি ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে একখানি জরুরী পত্র পাঠাইয়া দিই (পরিশিষ্ট ছ)। ১১ই ফেব্রুয়ারী একজন স্থানীয় বৈদ্যকে পাঠানো হয় আর ১২ই তারিখে বৈদ্যরাজ শর্মা আনীত হন। এইভাবে অ্যালোপাথ নয় এরূপ সাহায্যের প্রথম অনুরোধটীর উত্থাপন ও উহা আনীত হওয়ার মধ্যে আট সপ্তাহেরও অধিককালের অবকাশ ছিল।

বৈদ্যরাজ শর্মার আসিবার পূর্বে আমাকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য বলা হয় (কার্যত আমি দিয়াওছিলাম) যে এইরূপ চিকিৎসার ফলাফল হইতে আমি গভর্ণমেণ্টকে দায়িত্ববিমুক্ত করিতেছি (পরিশিষ্ট জ)। উপস্থিত সেই সময়ের জন্য বৈদ্যরাজ এইরূপে রোগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছিলেন। অনেকে মনে করিবেন যে রোগীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় চিকিৎসকটীকে তার প্রয়োজনমত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করিবার সর্ববিধ সুবিধা দেওয়া হইবে। কিন্তু তবু তাঁর জন্য এই সকল সুবিধা সংগ্রহ করা সম্পর্কে বাধার অন্ত ছিল না। এই বিষয়গুলি আমার ৪-৩-৪৪ তারিখের পত্র এবং পরিশিষ্ট ছ-য়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

ঐ সময় রোগিণী সর্বদাই অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছিলেন। তাঁর অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটিতেছিল যে প্রতিটী বিলম্বকেই তাঁর আরোগ্য-সম্ভাবনার পরিপন্থী বিবেচনা করা হইতেছিল।

রোগিণী বা আমি যে সকল বিলম্ব ও বাধানিষেধের অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলাম তাহা গভর্ণমেণ্টের কোনো একটী বিভাগ অথবা গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ কর্তৃক সংঘটিত হইলেও দায়িত্ব অবশ্যই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের।

ডাঃ রায়কে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা সম্পর্কে ডাঃ নায়ার ও গিলডারের লিখিত অনুরোধ (পরে আরো মৌখিক স্মারক দেওয়া হইয়াছিল) সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং অনুরোধটী মঞ্জুর না করার কোনো কারণ দর্শাইতেও কৃপাপর হন নাই লক্ষ্য করিতেছি।

অনুরূপভাবে, শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারীরা উপস্থিত ছিল বলিয়া পরিষদে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, ২০-৩-৪৪ তারিখে আমার চিঠিতে প্রদর্শিত তার বৈপরীত্য সম্পর্কেও আলোচ্য পত্রটী নীরব। প্রকৃত তথ্য হইল তারা কোনো সময়ই ছিল না। এখানে আমাকে বলিতে দেওয়া হউক যে লোকান্তরিতার নির্বাচিত শুশ্রূষাকারীরা বিশেষত শ্রীকানু গান্ধী, (যাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল) বহু বিলম্বের পরে আনীত হইয়াছিল।

এই নগ্ন তথ্যবর্ণনা ও পত্রালাপের এতদংসশ্লিষ্ট প্রাসংগিক নকলগুলি শান্তভাবে অবধাবন করিলে আশা করি স্বীকৃত হইবে যে রোগিণীর পীড়ার সময় আমার **অভিলষিত** সর্ববিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থা তিনি লাভ করিতেছেন এবিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য "তাঁরা যথাসম্ভব করিয়াছিলেন" বলিয়া গভর্ণমেণ্ট যে দাবী করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। মিঃ বাটলারের দাবী আরো কম যৌক্তিক। কারণ, তিনি আরেকটু বলিয়াছেন, "তিনি শুধু যে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসকগণের নিকট হইতেই সর্বপ্রকার সম্ভব সতর্কতা ও মনোযোগ লাভ করিতেছিলেন তাহা নয়, তাঁর **পরিবারের অভিলষিতদের** নিকট হইতেও লাভ করিতেছিলেন।" বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের এই বিবৃতি (পরিশিষ্ট ঘ) "গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণের মতে স্বাস্থ্যের কারণে নিতান্ত প্রয়োজন বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কোনো বাহিরের চিকিৎসককে আসিতে না দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন"—ইহা কী উপরোক্ত দাবীগুলি অস্বীকার করিতেছে না?

মুক্তির সম্পর্কে, এবং এই বিষয়ে আমার পুত্রের তার মাতার সহিত "গোপনীয় কথোপকথন" সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে সংবাদ পাইয়াছেন সেই সম্পর্কে বলা যায় বন্দী বাহিরের কারও সহিত গোপনীয়ভাবে কথাবার্তা বলিতে পারে না। অতএব আমি সংশ্লিষ্ট বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এই কথোপকথন আমার পুত্র কর্তৃক একবার সমর্থন করাইয়া (এরূপ ক্ষেত্রে উহাই প্রথাসংগত ও বাধ্যতামূলক) ব্যবহার করিতে পারেন। যে কোনো অবস্থাতেই, মুক্তির প্রস্তাব করিয়া এবং রোগিণীর

পক্ষে "সর্বোত্তম ও সদয়তম" পন্থা বিবেচনা করার ভার আমার উপর সমর্পন করিয়া সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতেন।

অন্তর্কৃত্য সম্পর্কে: কারাপরিদর্শক আমার মৌখিক নির্দেশ হইতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেইটাই আমার আসল প্রস্তাব। আমার ৪-৩-৪৪ তারিখের চিঠিতে উহার ভাষ্য পাওয়া যাইবে। অতএব আমার পত্রে উল্লিখিত "প্রথম দুইটী বিকল্পের মধ্যে কোনোটীর সম্বন্ধেই আমার বিশেষ অভিলাষ" ছিল না "সন্ধান করিয়া" গভর্ণমেণ্ট তাহা "অবগত" হইয়াছিলেন দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। গভর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত সংবাদ সমগ্রভাবে ভ্রান্ত। আমাকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও যে আমি পবিত্র শ্মশানভূমির পরিবর্তে কারাপ্রাংগণে (এই বন্দীশালা আজ যাহা) আমার প্রিয়ের দাহ কার্য সমাধায় সম্মত হইব ইহা ধারণা করা যায় না।

এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে লেখা আমার পক্ষে সুখকর বা সহজ নয়। কিন্তু যিনি ষাট বৎসরেরও অধিককাল আমার বিশ্বস্ত অংশীদার ছিলেন তাঁর স্মৃতির জন্যই ইহা লিখিতেছি। শ্রীকস্তুরবার মত ঐরূপ ভাগ্যহত যারা নহেন, সেই সব বন্দীদের ভাগ্য কী হইতে পারে বিবেচনা করার ভার গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দিলাম।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগীয়) অতিরিক্ত সেক্রেটারী

(সংযুক্ত: ক হইতে ঙ)

(ক) ৮৭ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৫

(খ) ৯০ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৬

(গ) ৯১ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৭

(ঘ) ৯২ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৮

ঙ

বন্দীশালা
৩১শে মার্চ, ১৯৪৪

মহাশয়,

মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত আপনার ২১শে মার্চের পত্রে এই বিবৃতিটী রহিয়াছে : "২৮শে জানুয়ারী তাঁদের প্রথম জানানো হয় যে মিসেস গান্ধী ডাঃ মেহ্‌তার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন···ডাঃ দিনশা মেহ্‌তাকে পূর্বাহ্নে আহ্বান করা না হইয়া থাকিলে তাহা কর্ণেল ভাণ্ডারী ও ডাঃ গিলডার উভয়ের প্রথমকার ধারণা অনুযায়ী হয় নাই ; তাঁদের ধারণা ছিল তাঁর সাহায্য ফলপ্রসূ হইবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ ঐ ধারণা পরিবর্তিত করামাত্রই তাঁকে আহ্বান করা হইয়াছিল।"

কর্ণেল ভাণ্ডারীর নামের সহিত আমার নাম সংযুক্ত করা নিশ্চয়ই ভুল! গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষারত চিকিৎসকগণ হইলেন কর্ণেল ভাণ্ডারী ও কর্ণেল শাহ্‌। আমি যতদূর সংশ্লিষ্ট তাতে মনে হয় বিগত ডিসেম্বরের কোনো সময়ে কর্ণেল অম্বানীর নৈশ চিকিৎসার সময় (কর্ণেল ভাণ্ডারীর পরিবর্তে যখন তিনি কাজ করিতেছিলেন) শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী ডাঃ দিনশা মেহ্‌তাকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁকে বলিয়াছিলেন এবং তিনিও ডাঃ দিন্‌শার আগমন সম্বন্ধে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। বিষয়টী সম্পর্কে আমার সহযোগিনী ডাঃ সুশীলা নায়ার বা রোগিণী অথবা তাঁর স্বামীর সহিত আলোচনা করা হয় নাই বলিয়া কর্ণেল অম্বানীকে আমি বলি পরে তাঁকে জবাব দিব। পরদিন প্রাতে তিনি আসিলে তাঁকে আমি আমার এই সুবিবেচিত অভিমত জানাই যে ডাঃ দিনশার উপস্থিতিতে অনেক সহায়তা হইবে।

গোটা জানুয়ারী মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল এবং ডাঃ দিনশার জন্য অনুমতি

আসিল না দেখিয়া ডাঃ নায়ার ও আমি আমাদের ৩১শে জানুয়ারীর পত্রে একটী মৃদু স্মারক পাঠাই। তার নকল এই সংগে দেওয়া হইল।

উক্ত পত্রে আমরা ডাঃ বি. সি. রায়ের পরামর্শ পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ সম্বন্ধে বা মৌখিক স্মারকগুলির প্রতি কোনো নজর দেওয়া হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

আরেকটী ভ্রান্তি অর্থাৎ শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারীদের নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অনুমতি দিন। এই বন্দীশালার অভ্যন্তরে কোনো শিক্ষিত শুশ্রূষাকারীদের আগমন হয় নাই। শ্রীমতী জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রী কানু গান্ধীর আগমনের পূর্বে যে সময় শুশ্রূষার কাজ সমস্যামূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন আমরা একটী স্ত্রীলোকের সাহায্য পাইয়াছিলাম; সে মানসিক হাসপাতালে 'বদলি আয়া'র কাজ করিয়াছিল। কিন্তু সে এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তার কর্মবিরতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছিল।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. ডি. ডি. গিলডার

ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের) অতিরিক্ত সেক্রেটারী,
নয়াদিল্লী

(চ) ৮৮ নং পত্র, পৃষ্ঠা ৩১৬
(ছ) ৯৪ „ „ পৃষ্ঠা ৩২০
(জ) ৯৩ „ „ পৃষ্ঠা ৩১৯

১০১

বন্দীশালা, ২রা এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রিয় কর্ণেল ভাণ্ডারী,

আমার নিকট ভারত গভর্ণমেণ্টের লিখিত ৩১শে মার্চ ১৯৪৪ এর পত্রে দুটী অংশ রহিয়াছে :—

"২৮শে জানুয়ারী প্রথম তাঁদের জানানো হয় যে মিসেস গান্ধী ডাঃ দিনশা মেহ্‌তার সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন…ডাঃ মেহ্‌তাকে পূর্বাহ্নে আহ্বান করা না হইয়া থাকিলে তাহা কর্ণেল ভাণ্ডারী ও ডাঃ গিলডার উভয়ের ধারণানুযায়ীই হয় হয় নাই ; তাঁদের ধারণা ছিল তাঁর সাহায্য ফলপ্রসূ হইবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ ঐ ধারণা পরিবর্তিত করা মাত্রই তাঁকে আহ্বান করা হইয়াছিল।"

"অন্তর্কৃত্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা আপনার ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছে বলিয়া এখানকার বিশ্বাস। গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে আপনার পত্রোল্লিখিত প্রথম দুইটী বিকল্পের কোনোটীর প্রতিই আপনার বিশেষ অভিলাষ ছিল না।"

ডাঃ গিলডারের প্রতি আরোপিত অভিমতটা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন কীনা তাঁর স্মরণ নাই। পবিত্র প্রকাশ্য শ্মশানভূমিতে বা জেলপ্রাংগণে (আজকের এই বন্দীশালায়) লোকান্তরিতার দাহকার্য সমাধা সম্বন্ধে আমি কোনো সময়েই ঔদাসিন্য প্রকাশ করি নাই। অনুগ্রহপূর্বক এই বৈষম্যগুলি সম্বন্ধে আলোকপাত করিবেন কী ?

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

১০২

বন্দীশালা, ২রা এপ্রিল, ১৯৪৪

মহাশয়,

এই পত্রটী ভারত গভর্ণমেণ্টকে লিখিত আমার গত কল্যের পত্রের অনুস্মৃতি। কারণ বন্দীশালায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্রটী দিবার পর সংবাদপত্র দেখিবার কালে ৩০-৩-'৪৪ তারিখের হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় নিম্নোক্ত বিস্ময়কর বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল :

"নয়া দিল্লী, বুধবার,—আজ রাষ্ট্রীয় পরিষদে লালা রামশরণ দাস জিজ্ঞাসা করেন মহাত্মা গান্ধী খ্যাতনামা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক পণ্ডিত শিব শর্মাকে মিসেস

গান্ধীর চিকিৎসার ভার লইবার অনুমতি দিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কীনা।

"স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ কনরান স্মিথ জবাব দিতে উঠিয়া বলেন যে পণ্ডিত শর্মার সাহায্যের উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রথম অনুরোধ করা হইয়াছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী এবং তাহা মঞ্জুর হইয়াছিল ১০ই ফেব্রুয়ারী। পণ্ডিত শর্মার প্রথম আগমন এক কিম্বা দুই দিন পরেই হইয়াছিল বলিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এ পি আই।"

ব্যাপারটা হইল বৈদ্যরাজ শিব শর্মার নাম গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রথম প্রস্তাবিত হইয়াছিল ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ তারিখে, ৯ই ফেব্রুয়ারী নয়। কিন্তু আমার কল্যকার পত্রে দেখা যাইবে যে অ্যালোপ্যাথ নহেন এমন চিকিৎসকের জন্য অনুরোধ করা হয় ডিসেম্বর ১৯৪৩এর প্রথম ভাগে। উল্লিখিত বিবৃতির সংশোধন আশা করিতে পারি কী?

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী,
নয়া দিল্লী

১০৩

বন্দীশালা,
২০শে মার্চ, ১৯৪৪

মহাশয়,

আমার লোকান্তরিতা সহধর্মিনীকে চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ক সুবিধা প্রদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহা বেদনার সহিত পাঠ করিয়াছি। আমার ৪ঠা মার্চের পত্র সম্পর্কে আমি উত্তম প্রত্যুত্তরের আশা করিয়াছিলাম। লোকান্তরিতাকে কখনো

মুক্তিদানের প্রস্তাব করা হয় নাই এই স্বীকৃতি ছাড়া বিবৃতিটাতে আমার পত্রে উল্লিখিত ভ্রান্তবর্ণনাগুলি সম্বন্ধে কোনো সংশোধন নাই। পক্ষান্তরে আরো একটা কথা যুক্ত হইয়াছে যে "শিক্ষিত শুশ্রূষাকারীদের আনা হইয়াছিল…" কোনো শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী চাওয়া বা সরবরাহ করা হয় নাই। আমার স্ত্রীর অভিলষিত শ্রীপ্রভাবতী দেবী ও শ্রীকানু গান্ধীর পরিবর্তে একটী 'আয়া' প্রেরিত হইয়াছিল। তার উপর যে কাজ ন্যস্ত করা হইয়াছিল সে তার পক্ষে নিজেকে অনুপযুক্ত দেখিয়া এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল। মাত্র তার পরই, এবং আরো বিলম্ব ও শ্রীকানু গান্ধী সম্পর্কে উপর্যুপরি অনুরোধের পর ঐ দুর্জন আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুবিধা প্রদানের কথার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যে সেগুলি অবিলম্বে ও ইচ্ছাসহ মঞ্জুর হইয়াছিল। আসল ব্যাপার হইল যে তাঁদের অধিকাংশকেই যখন প্রত্যাখান করা যায় নাই, তখন অনিচ্ছাপূর্বক ও অত্যন্ত বিলম্বে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

সুবিধা প্রদান অতি বিলম্বে ঘটিয়াছিল এই মর্মে অভিযোগ (যদিও সম্পূর্ণ সংগত) করাই এই পত্র লেখকের উদ্দেশ্য নয়। আমার অভিযোগ হইল ৪ঠা তারিখে আমাকর্তৃক তথ্য সরবরাহ করার পরও গভর্ণমেণ্ট নগ্ন সত্য প্রকাশের পরিবর্তে অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রদান করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের) অতিরিক্ত সেক্রেটারী,

নয়া দিল্লী

১০৪

নং ৩/৭/৪৩—এম. এস.
ভারত গভর্ণমেণ্ট,
স্বরাষ্ট্র বিভাগ
নয়া দিল্লী,
৩০শে মার্চ, ১৯৪৪

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট হইতে,
এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার,

মহাশয়,

আপনার ২০শে মার্চ তারিখের পত্রের জবাবে এই কথা বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে ভারত গভর্ণমেণ্ট ২২শে ডিসেম্বর অবগত হন যে কানু গান্ধী ও মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রীর সেবাকার্যের উদ্দেশ্যে একটী অনুরোধ পেশ করা হইয়াছে। শেষোক্ত জন বিহার গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীনে ছিলেন বলিয়া তাঁকে পুণায় স্থানান্তরিতা করার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কীনা এই মর্মে বিহার গভর্ণমেণ্টের নিকট সেই দিনই একটী টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়। ইত্যবসরে ২৩শে ডিসেম্বর বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে অতিরিক্ত শুশ্রূষার প্রয়োজন হইলে ঐ উদ্দেশ্যে পেশাদার শুশ্রূষাকারী আনয়ন করাই হইবে সঠিক পন্থা। ২৪শে ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট বিহার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সংবাদ পান যে মিসেস জয়প্রকাশ নারায়ণের স্থানান্তরিত করণে তাঁদের আপত্তি নাই এবং সেই দিনই বোম্বাই গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে পূর্বপ্রস্তাবিত পেশাদার শুশ্রূষাকারী সরবরাহের সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করা না যাইলে এবিষয়ে তাঁরা বিহার গভর্ণমেণ্টের সহিত ব্যবস্থা করিতে পারেন। ৩রা জানুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট অবগত হন যে মিসেস গান্ধীর জন্ত নিযুক্ত পেশাদার শুশ্রূষাকারীরা চলিয়া গিয়াছে ও মিসেস জয়প্রকাশ নারায়ণকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা

হইতেছে। তারপর জানা যায় কানু গান্ধী আগা খাঁর প্রাসাদে গমনাগমন করিতেছেন ; ২৭শে জানুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট এই মর্মে এক নূতন অনুরোধ প্রাপ্ত হন যে আপনার স্ত্রীর সেবাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে তাকে যেন প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই অনুমতি ২৯শে জানুয়ারী মঞ্জুর হয়, যদিও এই পত্র প্রাপ্তির পূর্বেই বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট তার প্রাসাদে অবস্থানের বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন।

এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনায় আপনার উল্লিখিত ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রদত্ত উত্তরটী প্রকৃতপক্ষে সঠিক। এখন তাঁরা বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছেন যে আপনার স্ত্রীই শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী অপেক্ষা 'আয়া' বেশী পছন্দ করেন বলিয়াছেন। আপনার বা গভর্ণমেণ্টের পত্রাবলী হইতে একথাটি তাঁরা পূর্বে জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক এই তথ্য প্রকাশ করা অপ্রয়োজন বলিয়াই তাঁদের ধারণা।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
আর. টটেনহাম
ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত
সেক্রেটারী

১০৫

বন্দীশালা,
১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৪

মহাশয়,

আপনার ৩০শে মার্চের পত্র ৬ই এপ্রিল তারিখে হস্তগত হইল। পত্রটীর প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে কীভাবে ভ্রান্ত সংবাদ পাইতেছিলেন, উহা তারই উত্তম নিদর্শন।

"শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী" সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট "তাদের অল্পকালের জন্য পাওয়া

গিয়াছিল” বলিয়া যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী আদৌ সরবরাহ করা হইয়াছিল কীনা তাহা বিবেচনা করিলে আমার সহধর্মিনী শিক্ষিত শুশ্রূষাকারী অপেক্ষা ‘আয়া’ বেশী পছন্দ করেন কথাটি মোটেই প্রাসংগিক হয় না। সুতরাং আমার মতে উক্ত বিবৃতিটির প্রকাশ্য সংশোধন প্রয়োজন।

আশা করি আমার ১লা এপ্রিল ১৯৪৪এর পত্রে উল্লিখিত অপরাপর বিষয়গুলি সম্পর্কে সন্তোষজনক উত্তর পাইব।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী
নয়া দিল্লী

১০৬

স্বরাষ্ট্র বিভাগ
নয়া দিল্লী
২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৪

স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম, সি. এস. আই, সি. আই. ই, আই. সি. এস-এর
নিকট হইতে

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার,
বন্দীশালা,
পুণা

মহাশয়,

ভারত গভর্ণমেণ্ট আপনার ১লা, ২রা এবং ১৩ই তারিখের পত্রগুলি দুঃখের সহিত পাঠ করিয়াছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আপনি যে অভিযোগগুলি করিয়াছেন, তাঁদের বিশ্বাস, নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা সেগুলি প্রমাণিত হইবে না। [illegible]

সংগে তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের নিকট প্রেরিত অনুরোধগুলি রক্ষা করিতে যৌক্তিকতার দিক হইতে তাঁরা যে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তার ন্যায়োচিত স্বীকৃতি এই শোকের সময় আপনার নিকট হইতে প্রত্যাশা করা সম্ভব হইবে না এবং এইরূপ পত্রালাপ চালাইয়াও কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
আর. টটেনহ্যাম.
ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত
সেক্রেটারী

[এই বিষয়ে ১১৪ নং পত্রের ১ম ও ২য় প্যারাগ্রাফ এবং ১১৬ নং পত্রের ১ম প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য]

—সাত—

উড়িষ্যা সম্পর্কে শ্রীমতী মীরাবেনের গান্ধীজীর নিকট পত্র সংক্রান্ত পত্রালাপ

১০৭

বন্দীশালা,
আগা খাঁর প্রাসাদ, পুণা,
ক্রিসমাস ইভ, ১৯৪২

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

গান্ধীজী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে মিথ্যা কথাগুলির জন্য ইংরাজ পিতামাতার সন্তান হওয়ার জন্যই আমি গভীর বেদনা বোধ করিতেছি, এই পত্র ইংরাজী লিখার উহাই একমাত্র কারণ। বোধ হইতেছে ঐ মিথ্যাচারগুলি কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সরকারীভাবে ঐগুলির প্রতিবাদ করাও হয় নাই।

যে কয়টী সংবাদ পত্র আমার এখানে আসিয়া পৌছায়, তার মধ্যেই ব্রিটিশ পত্রিকাগুলিতে ক্রমবর্ধমান কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারের স্তূপ লক্ষ্য করিতেছি। প্রচারিত বিভিন্ন অসত্যের মধ্যে আমি এই পত্রে একটীর সহিত বুঝাপড়া করিতে চাই, যথা, গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসকে জাপানী সমর্থক বলিয়া নিশ্চয়োক্তি। আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে এরূপ প্রচারের নমুনাস্বরূপ আমি আপনার নিকট ২৯শে নভেম্বর ১৯৪২ এর বোম্বে ক্রনিকল সাপ্তাহিক, পৃষ্ঠা ২২ এবং ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪২ হিন্দু (ডাক সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৪, স্তম্ভ ৩ এর উল্লেখ করিতেছি।

বোম্বে ক্রনিকল সাপ্তাহিকে মুদ্রিত উদ্ধৃতি ও অবিকল প্রতিলিপিগুলির মধ্যে ৫ই আগষ্ট ১৯৪২ এর লণ্ডন ডেইলি স্কেচের প্রথম পৃষ্ঠার একটী ফটোগ্রাফ রহিয়াছে—উহাতে পুরা পৃষ্ঠা হেডলাইনে "গান্ধীর ভারতবর্ষ—জাপানী শান্তি পরিকল্পনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত", একটু নীচে সেই একই পৃষ্ঠায় আমার ফটোগ্রাফ, হেডিং দেওয়া "ইংরাজ রমণী গান্ধীর জাপ শান্তি পরিকল্পনার দূত" দেখানো হইয়াছে। "পাঞ্চের" ব্যংগচিত্রগুলি সম্ভবত আরো নিন্দাকর। ঐগুলির হুবহু প্রতিরূপও দেওয়া হইল। হিন্দু পত্রিকায় শ্রী কে. এম. মুন্সির প্রতিবাদ হইতে বুঝা যায় যে এরূপ কুৎসাপূর্ণ প্রচারকার্য লণ্ডন ডেইলি হেরাল্ডের নিকটও পৌছিয়াছে।

এখন আপনার নিকট এই বিষয়টী উপস্থাপিত করার কারণ হইতেছে যে নি-ভা-ক-ক'র এলাহাবাদে এপ্রিল বৈঠকের পরে আমার উড়িষ্যায় থাকার সময় গান্ধীজী ও আমার মধ্যে যে পত্রালাপ চলিয়াছিল (সেগুলি আমার অধিকারে রহিয়াছে) তাহা সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করিবে যে গান্ধীজী শতকরা শতভাগই জাপান বিরোধী।

পত্রাবলীর নকল্ এই সংগে দিতেছি। উহার মধ্যে আমার উড়িষ্যা হইতে গান্ধীজীর নিকট বিশেষ বাহক দ্বারা প্রেরিত আশংকিত জাপানী আক্রমণ সংক্রান্ত প্রশ্ন সহ এক গোপনীয় রিপোর্ট রহিয়াছে। পূর্ব উপকূলে প্রতি মুহূর্তে জাপানীদের আক্রমণ প্রত্যাশা করা হইতেছিল যখন, সেই সময় সাধারণভাবে

কংগ্রেস কর্মীদের সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমাকে ঐ স্থানে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

আমার নিকট যে রিপোর্টটী রহিয়াছে উহাই আমার স্বহস্তে লেখা মূল খসড়া। ইহাতে তারিখ বা স্বাক্ষর দেওয়া নাই, কারণ ঐগুলি প্রেরিত টাইপকরা নকলটীতেই বসাইয়া দিয়াছিলাম। গান্ধীজী প্রত্যাবর্তী বিশেষ বাহকের দ্বারা স্বর্গীয় শ্রীমহাদেব দেশাইএর নিকট কথিত ৩১-৫-৪২ এর জবাবখানি অবিলম্বে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—আমার রিপোর্ট গান্ধীজীর জবাবের ৩।৪ দিন পূর্বেকার হইবে নিশ্চয়। শ্রীমহাদেব দেশাইএর স্বহস্তে লেখা ও গান্ধীজীর “বাপু” স্বাক্ষর করা মূল জবাবটী আমার আছে। পত্রের প্রথম প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত সাক্ষাৎকার ২৫-৫-৪২ তারিখে উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন চিফ্-সেক্রেটারী মিঃ উড ও আমার মধ্যে ঘটে—ঐ সময় মিঃ ম্যান্সফিল্ডও উপস্থিত ছিলেন।

এতদসংশ্লিষ্ট পত্রাবলী সহ এই মুখবন্ধ পত্রটী প্রকাশ করিয়া এই বিশ্বাস পোষণ করিতেছি যে আপনি এই সকল ব্রিটিশ পত্রিকার নিশ্চয়োক্তি খণ্ডন করিবেন ; কারণ কোনো ঈশ্বর-ভীরু শাসকই মনের শান্তির সহিত প্রত্যুত্তর দিতে কৃত-অক্ষম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তার নিজের ব্যক্তিবর্গের উপরিউক্ত অপবাদ জনক প্রচার কার্যের মিথ্যাচারের সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও উহা বজায় রাখিতে দিতে পারে না।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতা বলিয়া এবং এই বিষয়গুলি উহাদের সহিত নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া আমি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে তাঁদের মনোভাব বরাবরই নিঃসন্দিগ্ধভাবে জাপ-বিরোধী ও ফ্যাসিবিরোধীই।

বিশ্বাস করুন,
বিশ্বস্ততার সহিত
মীরা বেন

সংশ্লিষ্ট : (১০৮ ও ১০৯)

১০৮

জাপানীদের কর্তৃক আক্রমণ ও দখলের প্রশ্ন

আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে জাপানীরা উড়িষ্যা উপকূলের কোনো স্থানে অবতরণ করিবে। ঐ উপকূলে কোনো রক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় অবতরণের সময়ে বোমাবর্ষণ বা গুলিবর্ষণ হইবে না। উপকূল হইতে তারা দ্রুতগতিতে প্রশস্ত শুষ্ক ধানের ক্ষেত বরাবর অগ্রসর হইবে—ওখানে একমাত্র বাধা হইল নদী ও নালাগুলি, তাহাও এখন অধিকাংশ শুকাইয়া গিয়াছে ও কোনো স্থানেই অনতিক্রম্য নয়। আমাদের যতদূর ধারণা তাহাতে মনে হয় উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলির পার্বত্য ও অরণ্য সমাকুল অঞ্চলগুলিতে উপনীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত জাপানীদেব অগ্রগতি ব্যাহত করার কোনোরূপ গুরুতর প্রচেষ্টা হইবে না। রক্ষা-বাহিনী তাহা যে ধবণেরই হউক না কেন এই সকল অঞ্চলের অরণ্যে লুকাইয়া আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। জামসেদপুর সড়ক রক্ষা করিবার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা অতি অল্প। এর অর্থ আমরা উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করি, তার পরেই জাপ-বাহিনী বিহারে প্রবেশ করিবে। ঐ সময় জাপানীরা সম্ভবত ব্যাপকভাবে দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে না, সমুদ্র ও তাদের অগ্রবাহিনীর মধ্যবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থার কাছে জড়ো হইয়া থাকিবে। ব্রিটিশ শাসন তার পূর্বেই দৃশ্যপথ হইতে বিদায় লইবে।

এই সকল ঘটনাবলীর সংঘটনের সময় আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন এই যে আমরা কীরূপ ভাবে কাজ করিব ?

জাপ-বাহিনী জনসাধারণের নিশ্চিত শত্রুরূপে মাঠ ও গ্রামের মধ্য দিয়া ধাবিত হইবে না, ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধ-প্রচেষ্টার পশ্চাদ্ধাবী ও ধ্বংসকারীরূপে ধাবিত হইবে। জনসাধারণের মনোভাব অনিশ্চিত। যে তীব্র অনুভূতি তারা বোধ করে তাহা ব্রিটিশ সম্পর্কে প্রতিদিনকার ব্যবহার-লব্ধ ক্রমবর্ধমান ভীতি ও

অবিশ্বাস। তাই যাহা ব্রিটিশ নয় এমন কিছুই সাদর অভ্যর্থনা পাইবে। একটা তুচ্ছ উদাহরণ দিতেছি। কোনো কোনো অংশের গ্রামবাসীরা বলে, "ভয়ানক শব্দ করে যে বিমানগুলি সেগুলি ব্রিটিশদের, কিন্তু নিঃশব্দ বিমানও আছে, সেগুলি মহাত্মাজীর বিমান।" আমার মনে হয় এই সব একেবারে অজ্ঞ জনসাধারণের শিক্ষনীয়-সম্ভব বিষয় হইতেছে নিরপেক্ষতার মনোভাব, কারণ এইটাই বাস্তবপক্ষে একমাত্র বস্তু যেটা তাদের নিকট যৌক্তিক হইতে পারে। ব্রিটিশ শুধু যে তাদের বোমাবর্ষণ ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষার শিক্ষাদানও ব্যতীত তাদের নিজেদের ভাগ্যের হাতে সঁপিয়া চলিয়া যাইবে তাহা নয়, আরো এমন সব আদেশ জারী করিবে যেগুলি পালন করিলে যুদ্ধের মুহূর্ত আসার আগেই তাদের মৃত্যু হইবে। বিশেষত জাপানীরা যখন বলিতেছে, "আমরা যুদ্ধ করিতে আসিতেছি তোমাদের বিরুদ্ধে নয়", তখন এই ঘৃণিত কর্তৃপক্ষের বিতাড়ক জাপানীদের উৎসাহের সহিত তারা বাধা দিতে প্রস্তুত হইতে পারে কীরূপে? কিন্তু আমি দেখিয়াছি, গ্রামবাসীরা নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ তারা জাপানীদের মাঠ ও গ্রামগুলির উপর যাইতে দিবে, এবং যথাসম্ভব তাদের সংস্পর্শে না আসিবার চেষ্টা করিবে। তারা তাদের খাদ্যবস্তু ও অর্থ লুকাইয়া রাখিবে এবং জাপানীদের সাহায্য করিতে অস্বীকার করিবে। কিন্তু ঐরূপ অল্প প্রতিরোধও কয়েকটী স্থানে পাওয়া দুর্লভ হইবে, ব্রিটিশ রাজের প্রতি বিরাগ এত বৃহৎ হওয়ায় যাহা কিছু ব্রিটিশ বিরোধী তাহাই হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করা হইবে। আমি মনে করি আমাদের সাধারণ অধিবাসীদের সর্বোচ্চ প্রতিরোধ সম্ভব করিয়া তাহা পরিমাপ করিতে হইবে এবং তাহা বজায় রাখিতে হইবে—এবং ওই বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত ভাবে কাজ করিতে হইবে। কঠিন ব্যবস্থা শীঘ্র ভাঙিয়া যাইতে পারে, উহা অপেক্ষা অনড় দীর্ঘবিলম্বিত ব্যবস্থা—তাহা পুরাপুরি প্রতিরোধ না হইলেও—পরিণামে অধিক ফলদায়ক হইবে।

সাধারণ জনগণের নিকট হইতে প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ সহনক্ষম ব্যবস্থা হইবে সম্ভবত :—

১) জাপানীগণ কর্তৃক জমি, গৃহ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির দাবীকরণকে সুদৃঢ়ভাবে ও প্রায়শ অহিংসভাবে প্রতিরোধ করা।

২) জাপানীদের নিকট বাধ্যতামূলক সাহায্য প্রদান না করা।

৩) জাপানীদের অধীনে কোনো প্রকার শাসনমূলক কাজ গ্রহণ না করা।

(শহরের একশ্রেণীর জনসাধারণ, সরকারী সুবিধাবাদীর দল ও অন্যান্য অংশ হইতে আনীত ভারতীয়দের বেলায় উহা দমন করা কঠিন হইতে পারে।)

৪) জাপানীদের নিকট হইতে কোনো দ্রব্য না ক্রয় করা।

৫) উহাদের মুদ্রা-ব্যবস্থা এবং রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস অস্বীকার করা।

(কর্মী ও সময়ের অভাবের জন্য এ বিষয়ে কাজ করা কঠিন হইবে, কিন্তু স্রোতের গতি রোধ করার জন্য আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে।)

এখন কতকগুলি অসুবিধা ও প্রশ্ন ওঠে :

১) জাপানীরা শ্রম, খাদ্য ও দ্রব্যের বিনিময়ে ব্রিটিশ মুদ্রায় অর্থ দিতে পারে। উত্তম মূল্যে বা উত্তম বেতনে জনসাধারণ কী দ্রব্য বিক্রয় বা শ্রম প্রদান করিবে? বহু মাস ধরিয়া দীর্ঘবিলম্বিত প্রতিরোধের জন্য উহা নিবারণ করা কঠিন হইতে পারে। যতদিন তারা ‘কাজ’ গ্রহণ বা ক্রয় করিতে অস্বীকার করিবে ততদিনই শোষণের বিপদ দূরে থাকিবে।

২) ব্রিটিশরা সেতু, খাল ইত্যাদি উড়াইয়া দিয়া থাকিলে সেগুলির পুনর্গঠনের বিষয়ে কী হইবে? আমাদের সেতু ও খালের প্রয়োজন রহিয়াছে। অতএব আমরাই কী ঐগুলির পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় রত হইব (যদিও এর অর্থ দাঁড়ায় জাপানীদের সহিত পাশাপাশি কাজ করা) না, জাপানী সেতু-নির্মাতারা আসিয়া পড়িলে অবসর লইব?

৩) সিংগাপুর ও ব্রহ্মে বন্দী অবস্থায় ধৃত ভারতীয় সৈন্যরা জাপানী আক্রমণকারী বাহিনীর সহিত অবতরণ করিলে উহাদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কীরূপ হইবে? জাপানীদের নিকট হইতে আমরা যেরূপ দূরে থাকিব সেইরূপ

দূরত্বের সহিত আমরা উহাদের গ্রহণ করিব, না,উহাদের আমাদের চিন্তাধারায় আনয়ন করিবার প্রচেষ্টা করিব ?

৪) জাপানী অগ্রবাহিনীর সম্মুখে ব্রিটিশ রাজের পলায়নের পবে মুদ্রা-নীতি সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কী হইবে ?

৫) যুদ্ধ শেষ হইবার পর এবং জাপানী বাহিনীগুলি অগ্রসর হইলে পব যুদ্ধক্ষেত্র মৃত ও আহতে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। **আমি মনে করি মৃতদের দাহ ও সমাধিস্থ করা এবং আহতদের তুলিয়া আনিয়া শুশ্রূষা করার বিষয়ে আমাদের বিনা দ্বিধায় জাপানীদের সহিত একত্র কাজ করিতে হইবে।** জাপানীরা সম্ভবত তাদের নিজেদের স্বল্পাহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষা এবং শত্রুদলের স্বল্পাহত ব্যক্তিদের বন্দী করিবে ; আর অবশিষ্টরা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের পবিত্র কর্তব্য হইবে তাদের সেবা করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা এখন হইতেই স্থানীয় চিকিৎসকগণের নির্দেশাধীনে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষার পরিকল্পনা করিতেছি। উহাদের সাহায্য আভ্যন্তরিক গোলযোগ, মহামারী ইত্যাদির সময়ও পাওয়া যাইবে।

৬) যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও আহত ছাড়াও কিছু পরিমাণ রাইফেল, রিভলবার ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অস্ত্রাদি পড়িয়া থাকিতে পারে, যেগুলি হয়তো জাপানীরা কুড়াইয়া লয় নাই। এই জিনিষগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়া না লইলে তস্কর দস্যু ও অন্যান্য অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিদের হাতে পড়িবে, যারা সর্বদাই যুদ্ধক্ষেত্র লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বাজপাখীর মত ছুটিয়া আসে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরস্ত্র দেশে এর ফলে অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি-বারুদ সংগ্রহ করার পর এগুলি লইয়া আমবা কী করিব ? আমার বিবেচনায় ঐগুলি সমুদ্রে লইয়া গিয়া মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত করা উচিত। আপনি কী পরামর্শ দিতেছেন জানাইবেন।

১০৯

সেবাগ্রাম
(ওয়ার্ধা হইয়া)
ম. প্র.
৩১-৫-'৪২

চি. মীরা, (ঈশ্বর মীরাকে আশীষ দিন),

আমি তোমার অতীব পূর্ণাঙ্গ ও চমৎকার পত্র পাইয়াছি। সাক্ষাৎকারের রিপোর্টটা বেশ সম্পূর্ণ, তোমার উত্তরগুলি সোজাগুজি, সংশয়াতীত ও সাহসিকতায় পূর্ণ। আমার সমালোচনা করিবার কিছুই নাই। শুধু বলিতে পারি, 'যা করিতেছ তাহাই করিয়া যাও।' আমি পরিষ্কার দেখিতেছি তুমি উপযুক্ত মুহূর্তে উপযুক্ত স্থানে গিয়াছ। কেবল তোমার সুন্দর ও প্রাসংগিক প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন আমার আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রঃ (১) আমার বিবেচনায় জনসাধারণকে আমরা তাদের কর্তব্যের কথা বলিব। তারা তাদের সামর্থ্যমত কাজ করিবে। তাদের সামর্থ্য বিচার করিয়া নির্দেশ দিতে শুরু করিলে আমাদের নির্দেশগুলি থামিয়া যাইতে থাকিবে এবং আপোষমূলক হইয়া উঠিবে, যেটা আমরা কখনোই চাহি না। সুতরাং উক্ত মর্মে তুমি আমার নির্দেশগুলি পাঠ করিবে। স্মরণ রাখিও জাপানী বাহিনীর সম্পর্কে আমাদের মনোভাব হইল পূর্ণ অসহযোগের, অতএব আমরা তাদের কোনো ভাবেই সাহায্য করিতে পারি না বা উহাদের সহিত ব্যবহারের মধ্য দিয়া লাভ করিতে পারি না। তাই কিছুই তাদের নিকট বিক্রয় করিতে পারি না। জনগণ জাপানী বাহিনীর সম্মুখীন হইতে না পারিলে সশস্ত্র সৈনিকরা যেরূপ করে সেই ভাবে কাজ করিবে অর্থাৎ বিহ্বল বোধ করিলে সরিয়া যাইবে। ঐরূপ করিলে জাপানীদের সহিত ব্যবহারাদির প্রশ্ন ওঠে না বা ওঠা উচিতও নয়। আর জনসাধারণের আমৃত্যু জাপ-প্রতিরোধের সাহস না থাকিলে বা জাপদের অধিকৃত

অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সাহস ও সামর্থ্য না থাকিলে তারা নির্দেশগুলির আলোকে যথাসম্ভব অধিক কাজ করিবে। একটী কাজ তারা কখনো কবিতে পারিবে না—জাপানীদের নিকট স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার। উহা কাপুরুষোচিত কাজ এবং স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের অনুপযুক্ত। এক অগ্নি হইতে পলায়ন করিয়া সম্ভবত আরো ভয়ানক অগ্নিতে নিপতিত হইতে চাহিবে না তারা। সেই হেতু তাদের মনোভাব সর্বদাই জাপানীদের প্রতিরোধ প্রদান মূলক হইবে। তাই ব্রিটিশ মুদ্রাব্যবস্থা বা জাপানী মুদ্রার কোনো প্রশ্ন উঠে না। জাপানীদের নিকট হইতে লইয়া কোনো কিছুই তাবা স্পর্শ করিবে না। জনসাধারণ হয় বিনিময় প্রথার আশ্রয় লইবে নয়তো ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্ত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সামর্থ্যমত জনসাধারণের নিকট হইতে সমস্ত ব্রিটিশ মুদ্রা গ্রহণ করিবে এই আশা করিয়া তাদের নিকট যে ব্রিটিশ মুদ্রা আছে তাহাই ব্যবহার করিবে।

(২) সেতু নির্মানে সহযোগিতার প্রশ্নটীর সমাধান উপরের মধ্যেই মিলিবে। এইরূপ সহযোগিতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

(৩) ভারতীয় সৈন্যগণ আমাদের জনগণের সংস্পর্শে আসার পর তারা বন্ধুভাবাপন্ন হইলে আমরা তাদের নিশ্চয়ই ভ্রাতৃত্বভাব প্রদর্শন করিব এবং তাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে আমরা তাহাদিগকে জাতিব সহিত যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইব। সম্ভবত তাদের দেশকে বিদেশীর শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দিতে হইবে এই প্রতিশ্রুতিতে তারা আনীত হইবে। কোনোরূপ বিদেশী শৃঙ্খল থাকিবে না, এবং তারা জনসাধারণের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবে এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থলে যে জাতীব গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে তাহা মানিয়া লইবে প্রত্যাশা করা হইবে। ব্রিটিশরা সমস্ত কিছু ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্থান করিলে সমগ্র বিষয়ই চমৎকার হইয়া উঠিবে এবং এমনকী জাপানীদের পক্ষেও ভারতবর্ষ বা এর কোনো অংশে শান্তিতে ঘাঁটি গাড়া অসুবিধাজনক হইবে, কারণ তাদের এমন এক জনসমষ্টির সম্মুখীন হইতে হইবে, যারা রুষ্ট ও প্রতিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। কী হইবে বলা কঠিন। জনসাধারণ

প্রতিরোধ-শক্তির চর্চা করিতে শিখিলে জাপানী বা ব্রিটিশ যে শক্তিই থাকুক না কেন যায় আসে না।

(৪) উপরে (১)এর মধ্যেই সমাধান মিলিবে।

(৫) সুযোগ নাও আসিতে পারে, কিন্তু যদি আসেই, তবে সহযোগিতা অনুমোদনীয়, এমনকী আবশ্যকও হইবে।

(৬) রণক্ষেত্রের পার্শ্বে প্রাপ্ত অস্ত্রাদি সম্পর্কে তোমার জবাবটী অতীব চিত্তাকর্ষক এবং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত। উহা মানা যাইতে পারে, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষে উহা পাইয়া সম্ভবমত নিরাপদ স্থানে রাখার ধারণাটীও আমি সরাইয়া দিতে পারি না। ঐগুলি সংরক্ষিত করা এবং অনিষ্টকর ব্যক্তিদের নিকট হইতে দূরে রাখা সম্ভব না হইলে তোমারটীই আদর্শ পরিকল্পনা।

ভালোবাসা
বাপু

১১০

বন্দীশালা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

মহাশয়,

শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিতর্কের সময় মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতাটী পাঠ করিলাম। বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শ্রীমতী মীরাবাই ও আমার মধ্যেকার পত্রালাপ এবং উহা প্রকাশ করিতে গভর্ণমেণ্টের অস্বীকৃতির উল্লেখ রহিয়াছে। নিম্নে উক্ত বক্তৃতার প্রাসংগিক অংশ দেওয়া হইল :

"মিস স্লেড কর্তৃক মিঃ গান্ধীকে লিখিত পত্র ও মিঃ গান্ধীর জবাবের বিষয়ে তিনি (শ্রীমতী সরোজিনী দেবী) উল্লেখ করিতেছেন ও এই বিতর্কে একটী প্রশ্ন

উত্থাপিত হইয়াছে। এবং আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে উক্ত পত্রটী সম্বন্ধে কোনো প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই কেন। কংগ্রেসী নেতাদের বন্দী করিবার বহু পূর্বে উক্ত পত্র ও প্রত্যুত্তর লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রের প্রচার মিঃ গান্ধী অভিলাষ করিলে তিনি নিজেই বিনা বাধায় তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু উহা তাঁর নিকট প্রেরিত একটী গোপনীয় পত্র এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ ধরণের পত্র প্রকাশ করিবার কোনো যুক্তি আমি দেখিতেছি না। আমি বলিতে পারি যে ইহা প্রকাশিত হইলে কংগ্রেসের অনুকূল হইবে না।

"তারপর কথিত হইয়াছে যে মিসেস নাইডু জাপ-সমর্থক হওয়ার অভিযোগ হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট কখনোই এখানে বা বিদেশে কংগ্রেসকে জাপ-সমর্থক বলিয়া অভিযুক্ত করেন নাই। 'কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুস্তিকাটীতে ও বিষয়ে উল্লেখটী পণ্ডিত নেহেরুর স্বয়ং কৃত একটী বিবৃতির উদ্ধৃতি সম্পর্কে হইয়াছে। উহা সবিস্তারে বলিবার সময় এখন আমার নাই, কিন্তু মাননীয় সদস্যরা 'কংগ্রেসের দায়িত্ব' পুস্তিকায় প্রদত্ত উদ্ধৃতিটী সম্পর্কে খুঁজিলে সহজেই আলোচ্য অংশটী দেখিতে পাইবেন।"

রিপোর্টটী নির্ভুল মনে করিলেও পড়িতে গেলে অদ্ভুত লাগে।

প্রথমত, শ্রীমীরাবাই ও আমার মধ্যে এই পত্রালাপের আমাকর্তৃক অপ্রচার সম্পর্কে : জাপ-সমর্থক হওয়ার অভিযোগ বাহিরে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রচার নিশ্চয়ই অনাবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয়ত, 'গোপনীয় পত্রালাপ' প্রকাশ করার বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট অস্বস্তি বোধ করিতেছেন কেন, যখন উভয় পত্রালাপেই প্রকাশের ইচ্ছা বর্তমান ছিল।

তৃতীয়ত, মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের মতে পত্রালাপ যখন কংগ্রেসের অনুকূল হইবে না তখন তাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকাশ করার অনিচ্ছা বুঝিতে পারা যায় না।

চতুর্থত, আমি জাপ-সমর্থক লণ্ডনের পত্রিকাগুলির এই অভিযোগ সহ কুৎসাপূর্ণ প্রচার কার্যের প্রতি লর্ড লিনলিথগোর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁকে ঐ

অভিযোগ খণ্ডন করিতে শ্রীমতী মীরাবাই এক পত্র লিখিয়াছিলেন। মনে হইতেছে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্বক কিংবা অনিচ্ছায় এই প্রাসংগিক তথ্যটী চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিথগোর নিকট তার পত্রের সহিত উল্লিখিত পত্রাবলীর নকল দিয়া প্রকাশ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৪৩ এর তারিখ দেওয়া "কংগ্রেসের দায়িত্ব" নামক গভর্ণমেণ্ট পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে পত্রটী লিখিত হইয়াছিল।

পঞ্চমত, ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পণ্ডিত নেহেরুর কথিত বিবৃতি সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে গভর্ণমেণ্টের পুস্তিকাটীর জবাবে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি যে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে পণ্ডিত নেহেরুর জোরালো প্রতিবাদের পরও ওয়ার্কিং কমিটির এলাহাবাদের বৈঠকের আলোচনায় অসমথিত টোকগুলির ব্যবহার করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্রভাবে অনুচিত।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা ও গভর্ণমেণ্ট যে কংগ্রেসী ব্যক্তিবর্গকে অবরোধ করিয়া এইভাবে তাঁদের কার্যকরভাবে অভিযোগ খণ্ডন হইতে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পরোক্ষ ইংগিত করার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিকতা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কঠিন। অতএব আশাকরি যে গভর্ণমেণ্ট অন্তত পক্ষে উল্লিখিত পত্রালাপ যথা, লর্ড লিনলিথগোর নিকট শ্রীমতী মীরাবাইয়ের ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২ এর পত্র ও তৎসংযুক্ত পত্রগুলি প্রকাশ করিবেন।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

সংযুক্ত : (১০৭, ১০৮, ১০৯ নং পত্র)

ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী,
নয়া দিল্লী

১১১

ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারীর
নিকট হইতে
এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার

নং ২।৪।৪৪-এম. এস
ভারত গভর্ণমেণ্ট, স্ব বি-
নয়া দিল্লী
১১ই মার্চ, ১৯৪৪

মহাশয়,

আপনার ২৬শে ফেব্রুয়াবীর পত্রের উত্তরে আমি বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে গভর্ণমেণ্টের মতে আলোচ্য পত্রাবলী প্রকাশ করিয়া কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট যত দূর সংশ্লিষ্ট, তাহাতে স্বরাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি রহিয়াছে যে, "গভর্ণমেণ্ট কখনোই এখানে বা বিদেশে কংগ্রেসকে জাপ সমর্থক বলিয়া অভিযুক্ত করেন নাই।" তারা বুঝিতে পাবেন না ইহা কীরূপে "কংগ্রেসী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পরোক্ষ ইংগিত করার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিকতা" বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পণ্ডিত নেহেরু যতদূর সংশ্লিষ্ট তাহাতে আমি আপনার নিকট পুনর্বার ১৪ই অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখের আমার পত্রের ২য় প্যারার উল্লেখ করি; উহাতে আমি পরিষ্কার দেখাইয়াছি যে তিনি তাঁর প্রকাশ্য বিবৃতিতে "কংগ্রেসের দায়িত্ব" পুস্তিকার কথাগুলি খণ্ডন করেন নাই। অতএব তাঁর ইহা প্রতিবাদ করার পরে গভর্ণমেণ্টের ঐ অংশটী ব্যবহার করার কোনো প্রশ্ন থাকিতে পারে না।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য,
আর. টটেনহ্যাম
ভারত গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত
সেক্রেটারী

আট

মহামান্য বড়লাট (লর্ড ওয়াভেলের) সহিত পত্রালাপ

১১২

বন্দীশালা,
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

প্রিয় সুহৃৎ,

আপনার সহিত সাক্ষাত করিবার আনন্দ লাভ না ঘটিলেও বিশেষ উদ্দেশ্যেই আপনাকে 'প্রিয় সুহৃৎ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাকে বৃহত্তম না হইলেও ব্রিটিশ জাতি বৃহৎ শত্রু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমি নিজেকে ব্রিটিশজাতিসহ সমগ্র মানবসমাজের সুহৃৎ ও সেবক মনে করি; এই কারণে ভারতস্থিত ব্রিটিশদেব সর্বাগ্র-প্রতিনিধি আপনাকেই আমার 'সুহৃৎ' বলিয়াই অভিহিত করিব।

অন্যান্য কয়েকজনেব সহিত আমিও এই প্রথমবার আমার কারাবাসের কারণ-নির্দেশক একটী বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছি; উহাতে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য জানাইবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছে। আমিও যথোচিত উত্তর পাঠাইয়াছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনো উত্তর প্রাপ্ত হই নাই। তেরো দিন প্রতীক্ষার পর একটি স্মারকলিপিও পাঠাইয়া দিয়াছি।

আমি বলিয়াছি অন্যান্য কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে, কারণ এই বন্দীশালায় আমাদের ছয়জনের মধ্যে মাত্র তিন জন উহা পাইয়াছে। অনুমান করিতেছি যথাসময়ে সকলে ঐগুলি পাইবে। কিন্তু আমার মনে সংশয় রহিয়াছে যে নির্দেশগুলি শুধুমাত্র প্রথা হিসাবে প্রেরিত হইয়াছে, ন্যায় বিচার করিবার জন্য নয়। যুক্তিতর্কের দ্বারা এই পত্র ভারাক্রান্ত করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনার পূর্ববর্তীর সহিত পত্রালাপে যাহাবলিয়াছিলাম শুধু তারই পুনরাবৃত্তি

করিয়া বলি যে আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস ও আমি সম্পূর্ণরূপেই নির্দোষ। কোনো নিরপেক্ষ বিচার-পরিষদ গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ এবং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযোগ পরীক্ষা করিলেই সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

মুক্তির প্রস্তাব এবং শ্রীসরোজিনী দেবীর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে পরিষদে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সম্প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি আমার বিবেচনায় আগুন লইয়া খেলার সামিল। জাপানী শক্তির পরাজয় এবং মিত্রশক্তির জয়লাভের পার্থক্যের অর্থ আমার জানা আছে। শেষোক্তের মধ্যে বিদেশীর অধীনতা হইতে ভারতের মুক্তি নিহিত থাকা উচিত। ভারতবর্ষ সর্ববিধ বিদেশীয় প্রভুত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তির দাবী করে এবং এইজন্য ব্রিটিশ বা যে কোনো প্রভুত্বের সহিত সমভাবে জাপানী প্রভুত্বকেও বাধা দিবে। কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ পরিমাণে ঐ কামনা বর্তমান। ইহা এখন এমন একটী প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছে, যার মূল ভারতীয় ভূমির অতি গভীরতায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাই বর্তমান অবস্থা লইয়াই গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট আছে পড়িয়া স্তব্ধ হইয়াছিলাম। ভারতীয় জনসাধারণের নিকট হইতে তাঁরা কী অভীপ্সিত অর্থ ও লোকবল লাভ করেন নাই? গভর্ণমেণ্ট-যন্ত্র কী মসৃণভাবে চলিতেছে না?—এই রকম আত্ম-তুষ্টির ফলে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থদের মনোভাব পরীক্ষার ভাব না আসে তো উহার দ্বারা ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর পক্ষে অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

যে বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে সমস্ত জাতির ভাগ্য এবং সেজন্য সমগ্র মানবসমাজেরই ভাগ্য নিহিত, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিগুলি মূল্যহীন। যুদ্ধকে যদি বিশ্ব-শান্তি আনয়ন করিতে হয়, এবং বর্তমানের অপেক্ষা আরো রক্তাপ্লুত যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে এই যুদ্ধকে যাহাতে তারই প্রস্তুতি স্বরূপ না হইতে হয়, তাহা হইলে বর্তমানেই করণীয়কার্য সমাধা করাই নিছক প্রয়োজন। সুতরাং সত্যকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার অর্থ হওয়া উচিত ভারতের দাবী মঞ্জুর করা। ঐ দাবীর জলন্ত প্রকাশ হইল "ভারত ছাড়"; উহার মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট

ব্যাখ্যা ত অশুভ ও বিষাক্ত ভাষ্যটী নাই। সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থে ব্রিটেনের কর্তৃক সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের মধ্যে উক্ত ধ্বনি প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

আমি ভাবিয়াছিলাম নিজেকে ব্রিটিশদের বন্ধু বলিয়া দাবী করায়, যাহা আমি করিও, কিছুই আমাকে আপনার নিকট আমার গভীরতম চিন্তাগুলি খুলিয়া বলিতে বাধা দিবে না। এই বন্দীশালা আমার পক্ষে সুখকর নয়; এখানে আমাকে নিশ্চেষ্ট করিয়া আমার পক্ষে সর্বরকম স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা হয়। অথচ আমি জানি বাহিরে অগণিত মানুষ খাদ্যাভাবে উপবাস করিতেছে। কিন্তু বাহিরে যাইয়া শুধু যে 'খাদ্যের' জন্যই জীবন বাসযোগ্য লাগে তাহা না পাইলে আমি একেবারে অসহায় বোধ করিব।

বিশ্বস্ততার সহিত

এম. কে. গান্ধী

মহামান্য বড়লাট,
বড়লাট ভবন

১১৩

বড়লাট ভবন, ভারতবর্ষ (নাগপুর)
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ১৭ই ফেব্রুয়ারীর চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

এখন হয়তো আপনার বক্তব্যের জবাব পাইয়া থাকিবেন। আগা খাঁর প্রাসাদের মধ্যে মাত্র তিনজন বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে জানিয়া আমি দুঃখিত। অবিলম্বে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হইবে।

আপনি যেদিন ঐ চিঠি লিখেন সেই দিনই ব্যবস্থাপারিষদে আমি বক্তৃতা দিয়াছিলাম, আশা করি সংবাদপত্রের বিবরণী হইতে তাহা দেখিয়াছেন। উহাতে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছি, এবং উহা পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা করি না।

আপনি হয়তো উহা পাঠ করিতে চান এই জন্য আপনার সুবিধার্থে উহার একটী নকল এই সংগে পাঠাইতেছি।

এই অবসরে মিসেস গান্ধীর মৃত্যুতে আমার স্ত্রী ও আমার পক্ষ হইতে আপনার নিকট গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এত কাল সাহচর্যের পর এই ক্ষতি আপনার নিকট কতখানি।

বিশ্বস্ততার সহিত
ওয়াভেল

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার

১১৪

বন্দীশালা, ৯ই মার্চ, ১৯৪৪

প্রিয় বন্ধু,

আমার ১৭ই তারিখের চিঠির প্রতি আপনার দ্রুত জবাবের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। প্রথমেই আমার সহধর্মিনীর মৃত্যুতে আপনাদের সহানুভূতিপূর্ণ শোক-জ্ঞাপনে আপনাকে ও লেডি ওয়াভেলকে ধন্যবাদ প্রেরণ করি। মৃত্যু তাঁর জীবনেব দুঃসহ যন্ত্রনার মুক্তিবাহক বলিয়া তাঁর মৃত্যুকে আমি অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলাম, তবু যেমনটী ভাবিয়াছিলাম তার চাইতেও অধিক অভাব বোধ করিতেছি। আমরা সাধারণ দম্পতি ছিলাম না। ১৯০৬ সালে পারস্পরিক সম্মতি লইয়া ও অপরিজ্ঞাত পরীক্ষার পর আমরা সুনিশ্চিতভাবে আত্মসংযমকে জীবনের নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহাতে অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমরা অভূতপূর্বভাবে পরস্পরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। আমরা পরস্পর এক হইয়া গিয়াছিলাম। আমার অভিলাষ ব্যাতিরেকেও তিনি নিজেকে আমার মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন। ফলে তিনি সত্যকার অর্ধাংগিনী হইয়াছিলেন। সর্বদাই তিনি এক অতি প্রবল ইচ্ছার পরিচয় দিতেন, প্রথম দিকে উহা আমি একগুঁয়েমিতা বলিয়া ভুল করিতাম। কিন্তু ঐ প্রবল

ইচ্ছাই তাঁকে অজ্ঞাতসারে অহিংস অসহযোগতত্ত্ব ও উহার অভ্যাসের ক্ষেত্রে আমার শিক্ষক করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। অভ্যাস শুরু হয় আমার নিজের পরিবার হইতেই। ১৯০৬ সালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের পর হইতে সত্যাগ্রহ নামে এক ব্যাপক ও বিশেষ প্রশস্ত সংজ্ঞায় ইহা পরিচিতি লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের কারাপ্রেরণের পন্থা শুরু হইলে শ্রীকস্তুরবা প্রতিরোধকদের অন্যতম ছিলেন। আমা অপেক্ষাও বৃহত্তর পবীক্ষার মধ্য দিয়া তাঁকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তাঁকে কয়েকবাব কারাভোগ করিতে হইলেও বর্তমান কারাবাসের সময় তিনি অনুগ্রহপূর্বক কোনোরূপ স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণ করেন নাই, যদিও করিতে পারিতেন। অপরাপরদের সহিত যুগপৎ আমার গ্রেফ্তার ও অবিলম্বে তাবও গ্রেফ্তাব তাঁর নিকট আঘাত স্বরূপ হইয়া তাঁকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার গ্রেফ্তারেব জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত ছিলেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়াছিলাম গভণমেণ্ট আমার অহিংসা বিশ্বাস করেন এবং আমি নিজে কারাবরণ না করিলে আমাকে গ্রেফ্তার করিবেন না। স্নায়ুর আঘাত এত গভীর হইয়াছিল যে গ্রেফ্তারের পর তাঁর প্রবল ভেদপীড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং লোকান্তরিতার সহিত একই সময়ে ধৃত ডাঃ সুশীলা নায়ার মনোযোগ না দিলে এই বন্দীশালায় আসিবার পূর্বেই তার মৃত্যু হইত। এখানে আমার উপস্থিতি তাকে শান্ত করিয়াছিল এবং ভেদপীড়া আরো ঔষধ ব্যতীতই থামিয়া গিয়াছিল। এই তিক্ততাই এক ক্ষয়শীলতায় পরিণত হইয়া বেদনাদায়কভাবে ধীরে ধারে দেহকে নাশ করিল।

[২] উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোকে, যিনি আমার নিকট ধারণাতীতভাবে অমূল্য ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাকে আমি দুর্ভাগ্যক্রমে সত্যসম্পর্করহিত বলিয়া মনে করি, আপনি হয়তো বুঝিতে পারিবেন সংবাদপত্রে ঐ বিবৃতি পাঠ করিয় আমি কত বেদনাবোধ করি। এ বিষয়ে আমি আপনাকে ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের) অতিরিক্ত সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত আমার অভিযোগটি আনাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ

করিতেছি। যুদ্ধে সত্যকেই প্রাথমিক ও সর্ববৃহৎ দুর্ঘটনা বিবেচনা করা হয়। এই যুদ্ধে মিত্রশক্তির বেলায় উহা অন্যরূপ হউক আমার ইচ্ছা।

[৩] এবার, পরিষদের সমক্ষে আপনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, যার একখানি নকল অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন সেইটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বক্তৃতাপূর্ণ সংবাদপত্রটি যখন প্রাপ্ত হই, তখন আমি লোকান্তরিতার শয্যাপার্শ্বে ছিলাম। শ্রীমীরাবাঈ এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ আমাকে পড়িয়া শুনান। কিন্তু আমার মন ছিল অন্যত্র। তাই আপনার বক্তৃতার সুবিধাজনক রূপটির প্রত্যাশা করিতেছিলাম। যথোচিত মনোনিবেশ সহকারে এখন উহা পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিবার পর কয়েকটি মন্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি—আপনার ধারণাগুলিকে আপনি যেমন "চরম বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই" বলিয়াছেন, আমিও ঐ কথা বলি। আমার পত্র যেন ঐ ধারণাগুলির কয়েকটিকেও পরিবর্তিত করিতে পারে !

[৪] দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্যাংশে "ভারতীয় জনসাধারণের" উন্নতির কথা বলিয়াছেন। বড়লাটের কয়েকটি ঘোষণাপত্রে ভারতে বসবাসকারীদের ভারতের জনসাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। দুটি কথাই কী একার্থবোধক ?

[৫] ভারতবর্ষ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন লাভের উল্লেখ করিয়া ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ যে উপরিউক্তের মধ্যে শুধু যে ব্রিটিশ জনসাধারণের অকৃত্রিম ইচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নয়, ইহাকে অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত দেখাই তাদের কামনা। ইহা আরো সত্য প্রমাণিত হইতেছে এই দুটি কারণে : জার্মানী ও জাপানের যথাসম্ভব শীঘ্র পরাজয়ের পথে কোনো প্রতিবন্ধক থাকিতে না দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের সময় যারা আমাদের এই যুদ্ধে অন্যান্য সকল সময়ে আনুগত্যের সহিত সমর্থন করিয়াছে—যারা সাধারণ উদ্দেশ্যে সেবা করিয়াছে সেই সব সৈনিকদের ; আমাদের সহিত একত্র কাজ করিয়াছে সেই সব জনসাধারণের ; দেশীয় রাজ্যের শাসক ও জনসাধারণ যাদের নিকট আমরা অংগীকারবদ্ধ তাদের ; সংখ্যালঘিষ্ঠ

বা যারা আমাদের বিশ্বাস করিয়াছে যে তারা যাহাতে সুব্যবহার পায় আমরা দেখিব, তাদের সকলের পূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করিবার সংকল্প—কিন্তু প্রধান দুটী ভারতীয় দল মীমাংসায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে অগ্রগতির কোনো আশা দেখি না।” কোনোরূপ তর্ক না করিয়া আপনার ঘোষণার অনুবাদ করিয়াছি এইভাবে “আমরা ব্রিটিশরা সেই সব ভারতীয় সৈনিকদের পার্শ্বে দাঁড়াইব, আমাদের ভারতস্থিত শাসন ও অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য আমরা যাদের গঠন করিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছি, আমরা জানি, উহারা অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে কার্যকরীভাবে সাহায্য করিতে পারে; দেশীয় রাজ্যের শাসকরা তাদের শাসিত প্রজাসাধারণের তেজস্পৃহাকে দমন করিলেও বা সত্য সত্যই ধ্বংস করিতে থাকিলেও আমরা সেই শাসকদের পার্শ্বে দাঁড়াইব—তাদের অনেকে আমাদেরই সৃষ্টি এবং তাদের বর্তমান সংস্থার জন্য আমাদের নিকট ঋণী। অনুরূপভাবে আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের পাশে দাঁড়াইব; উহাদের আমরা উৎসাহিত করিয়াছি এবং যখন বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠরা আমাদের শাসন-ব্যবস্থা আদৌ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে তখন তাদের বিরুদ্ধে উহাদের ব্যবহার করিয়াছি। তাদের (সংখ্যাগরিষ্ঠদের) এই শাসন ব্যবস্থাকে সমগ্রভাবে ভারতীয় জনসাধারণের অভিলষিত শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে চাওয়ার মধ্যেও কোনো যৌক্তিকতা নাই। এবং কোনো ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিব না।” উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফে গৃহীত এবং আমাকর্তৃক টীকাকৃত পরিস্থিতি নূতন নয়। এইরূপ দুষ্ট পরিস্থিতি আমার মতে নৈরাশ্যজনক। সাধারণ ব্যক্তির মনেই এই চিন্তা। এই নৈরাশ্যজনিত চিন্তা হইতেই ‘ভারত ছাড়’ দাবীর বেদনার ধ্বনি। দিনের পর দিন এই দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহা আমার রচনাবলীর মধ্যে বর্ণিত ‘ভারত ছাড়’ সূত্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

[৬] আপনার বক্তৃতা পাঠকালে লক্ষ্য করিলাম যে ‘ভারত ছাড়’ সূত্র রচয়িতাদের আপনি সমাজ কর্তৃক পরিত্যাজ্য সমাজচ্যুত মনে করেন না। আপনার

বিশ্বাস তারা উচ্চমনা। অতএব ঐ মনোভাব লইয়াই তাঁদের সহিত ব্যবহার করুন এবং তাঁদের নিজস্ব সূত্রের ভাষ্য বিশ্বাস করুন ; তাহা হইলে ভ্রান্তপথে চালিত হইবেন না।

[৭] ক্রিপস প্রস্তাব আলোচনা করিয়া যোড়শ পৃষ্ঠার প্যারাগ্রাফটার মাঝামাঝি জায়গায় আপনি বলিয়াছেন,: “…যে পর্যন্ত না এই সব বন্দী নেতৃবৃন্দের পক্ষে সহযোগিতার ইচ্ছার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে ততক্ষণ তাঁদের মুক্তির দাবী নিস্ফল। যে ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব ও নীতির ফলে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, সেই প্রস্তাব ও নীতি হইতে বন্দীদের কেহ যদি নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়া অগ্রবর্তী মহান কর্তব্যে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছা করেন তো এ বিষয়ে তাঁর নিজের বিবেক ব্যতীত অন্য কারও সহিত পরামর্শ করিবার নাই।” তারপর পুনরায় একই বিষয়ে ফিরিয়া যাইয়া উনিশ ও কুড়ি পৃষ্ঠায় আপনি বলিতেছেন, “একটী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; উহা কতখানি সামর্থ্য ও উদারতাবিশিষ্ট আমি জানি। কিন্তু দুঃখ হয় তার বর্তমান নীতি ও পদ্ধতি বন্ধ্যা ও বাস্তব। ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা-সমাধানে এই উপাদানটার সহযোগিতা পাইবার অভিলাষ করি। নেতৃবৃন্দ ভারতের বর্তমান গভর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলেও ভবিষ্যৎ সমস্যাবলীর বিবেচনায় সহায়তা করিতে করিতে সমর্থ হইতে পারেন। যে পর্যন্ত না আমি নিঃসন্দেহ হই যে অসহযোগের নীতি এবং বাধা প্রদানের নীতি শুধুমাত্র শববস্ত্র ও ভস্ম হিসাবেই নয়, ভ্রান্ত অ-লাভজনক নীতি হিসাবেও প্রত্যাহৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এর ঘোষণায় জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুক্তি দিবার কোনো যুক্তি দেখিতে পা[illegible]া।”

[৮] আপনার মত একজন প্রখ্যাতনামা সৌনক ও কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে এরূপ অভিমত পোষণ করিতে দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। সহস্র সহস্র নরনারীর বহু বিতর্ক ও সতর্ক বিবেচনার পর যৌথভাবে সিদ্ধান্তীকৃত প্রস্তাব কী উপায়ে এককের ব্যক্তিগত বিবেকের বিবেচ্য হইতে পারে ? যৌথভাবে গৃহীত

প্রস্তাব শুধুমাত্র যৌথ আলোচনা ও বিবেচনার পর সম্মানজনক, ন্যায়পর ও যথোচিত ভাবে প্রত্যাহৃত হইতে পারে। এই আবশ্যকীয় পন্থার পরেই ব্যক্তিগত বিবেকের কথা আসে, তার পূর্বে নয়। বন্দী কী কোনো সময়ই স্বাধীনভাবে তার বিবেকানুসারে কাজ করিতে পারে? তাকে ঐরূপ করিতে প্রত্যাশা করা কী সংগত ও যথোচিত?

[৯] আবার, কংগ্রেস সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে “অনেকখানি সামর্থ্য ও উদারতা” আছে স্বীকার করিয়া তাঁদের বর্তমান নীতি ও পদ্ধতিকে “নিষ্ফল ও অবাস্তব” বলিয়া দুঃখবোধ করিতেছেন। দ্বিতীয় বিবৃতিটা কী প্রথমটা বাতিল করিয়া দিতেছে না? সমর্থ ও উদার ব্যক্তিরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। কিন্তু আমি পূর্বে এরূপ জনসাধারণের নীতি ও পদ্ধতিকে “নিষ্ফল ও অবাস্তব” অভিহিত হইতে শুনি নাই। বিশেষত যখন তাঁরা তাঁদের কোটি কোটি মানুষের স্বীকৃত প্রতিনিধি তখন রায়দান করিবার পূর্বে তাঁদের সহিত তাঁদের নীতির উভয়দিক আলোচনা করা আপনার উচিত নয় কী? নিরস্ত্র ও অহিংসায় প্রতিশ্রুত নরনারীর সমর্থনপুষ্ট নিরস্ত্র নরনারীদের মুক্তির পরিণাম সম্পর্কে ভীত হওয়া কোনো সর্বশক্তিমান গভর্ণমেণ্টের উচিত হয় কী? অধিকন্তু আমাকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাঁদের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া জানিতে সমর্থ হইতে দিতে কেন আপনি দ্বিধা করিবেন?

[১০] তারপর আপনি ‘ভারত ছাড’ প্রস্তাবের ‘শোচনীয় পরিণতি’র কথা বলিয়াছেন। ঐসব পরিণতির জন্য কংগ্রেস দায়ী ছিল এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়া গভর্ণমেণ্টের পুস্তিকা “কংগ্রেসের দায়িত্বে”র জবাবে আমি পর্যাপ্ত কথা বলিয়াছি। আপনার মনোযোগের জন্য, আপনি দেখিয়া না থাকিলে পুস্তিকাটী ও আমার জবাবটীর সুপারিশ করিতেছি। ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছি এখানে তার উপর জোর দিতে চাই। আমার ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উক্তিগুলি না পাঠ করা পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট তাঁদের কার্য স্থগিত রাখিলে ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত।

[১১] আপনি অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছেন আপনার শাসন-পরিষদ প্রধানত ভারতীয়দের লইয়াই গঠিত। ভারতীয় হইলেও তারা অভারতীয় অপেক্ষা অধিকভাবে ভারতের প্রতিনিধি হইতেছে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইলে অভারতীয়ও ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি হইতে পারে। জনগণের স্বাধীন ভোট দ্বারা নির্বাচিত না হইলে কোনো বিশিষ্ট ভারতবাসী ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তা হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় প্রতিনিধি হইতে পারে না।

[১২] "স্বেচ্ছাকৃত অন্তর্ভুক্তি"র বলে সংগৃহীত বলিয়া ভারতীয় বাহিনীকে আখ্যা দেওয়ার সাধারণ ভুল আপনিও করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। সৈনিকবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণকারী ব্যক্তি যেখানেই তার বাজার-দর পায় সেখানেই যোগ দেয়। স্বেচ্ছাকৃত অন্তর্ভুক্তির চিন্তিত অর্থ ভারতীয় সৈনিকদের যোগদানে যাহা বুঝায় তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর। যারা জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডে হুকুম তামিল করিয়াছিল তারা স্বেচ্ছাসৈনিক? ভারত হইতে সংগৃহীত ও অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনকারী ভারতীয় সৈন্যদল তাদের প্রভু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশে নির্ভুলভাবে তাদেরই স্বীয় দেশবাসীদের প্রতি রাইফেল উদ্যত করিতে প্রস্তুত হইবে। তারা কী স্বেচ্ছাসৈনিকদের সম্মানজনক নামের যোগ্য?

[১৩] সমগ্র ভারতবর্ষময় আপনি আকাশপথে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। বাংলার কংকালসার অধিবাসীদের মধ্যে যাইতেও আপনি দ্বিধা করেন নাই। তালিকাভুক্ত আকাশ ভ্রমণে বিরাম দিয়া একবার আহ্‌মেদনগর ও আগা খাঁর প্রাসাদে নামিয়া আপনার বন্দীদের হৃদয় পরীক্ষা করিতে প্রস্তাব করিতে পারি কী? ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও তার পদ্ধতির যতই সমালোচনা করি না কেন আমরা সকলেই ব্রিটিশদের বন্ধু। আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, জাপানীবাদ ও অনুরূপগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের বৃহত্তম সহায়ক দেখিতে পাইবেন।

[১৪] এবার আপনার ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পত্রে ফিরিয়া আসিতেছি। শ্রীমীরাবাঈ ও আমি আমাদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর পাইয়াছি। অবশিষ্ট অধিবাসীরাও বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে। আমার প্রাপ্ত প্রত্যুত্তরটীকে আমি উপহাস বলিয়া মনে করি আর শ্রীমীরাবাঈএর প্রাপ্তটীকে মনে করি অবমাননা। কেন্দ্রীয় পরিষদের একটী প্রশ্নের প্রতি স্বরাষ্ট্র সচিবের জবাবের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের পাওয়া জবাবগুলিকে জবাব বলিয়া বোধ হয় না। তিনি এই বলিতে অভিহিত হইয়াছেন যে “ঘটনাগুলির সমালোচনা করিবার” অবস্থা “এখনো আসে নাই।” গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তির উত্তরে তাঁদের বক্তব্য যদি কেবলমাত্র সেই শাসন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিবেচিত হয় যারা তাঁদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, ব্যাপারটী তাহা হইলে প্রহসনে দাঁড়াইবে, হয়তো উহা বিদেশে প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু ন্যায় বিচার করিবার ইচ্ছার লক্ষণ নয়। গভর্ণমেণ্ট আমার মনোভাবগুলি জানেন। আমার অন্যায়ভাবে প্রতিবাদ সত্বেও সম্ভবত আমি অসম্ভব ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি। কিন্তু শ্রীমীরাবাঈ সম্পর্কে কী? আপনি জ্ঞাত আছেন তিনি একজন নৌসেনাপতি ও এই দিককার সমুদ্রগুলির প্রাক্তন প্রধান সেনাপতির কন্যা। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত তাঁর ভাগ্য জড়িত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমার নিকট তাঁর আসিবার অদম্য অভিলাষ দেখিয়া পিতামাতা তাঁকে পূর্ণ আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছেন। জনগণের সেবায় তাঁর সময় নিয়োজিত। আমারই নির্দেশে তিনি উড়িষ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে জনসাধারণের দুর্দশা উপলব্ধি করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ঐ স্থানের গভর্ণমেণ্ট প্রতি মুহূর্তে জাপানী আক্রমণের আশা করিতেছিলেন। কাগজপত্র অপসারণ কিম্বা দগ্ধ করিবার কথা ছিল, এবং উপকূল হইতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের চলিয়া যাওয়ার কথা বিবেচিত হইতেছিল। চৌদ্বার (কটক) বিমানক্ষেত্র তাঁর সদর কার্যালয় হইয়াছিল এবং তিনি যে সাহায্য প্রদান করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন তাহাতে স্থানীয় সামরিক কমাণ্ডা খুশি হইয়াছিলেন। পরে তিনি নয়া দিল্লীতে যাইয়া জেনারেল স্যর আলেন হার্টলি ও জেনারেল মোলসওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়াছিলেন ; তাঁরা উভয়েই তাঁর কাজের প্রশংসা করিয়া তাঁদের স্বীয় শ্রেণী ও জাতিভুক্তা হিসাবে তাঁকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁর কারাদণ্ডের কারণ উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছি। তাঁকে এইরূপ জীবিত সমাধি দেওয়ার একমাত্র কারণ আমি যতদূর দেখিতেছি তিনি আমার সহিত নিজেকে সংযুক্তা করার অপরাধ করিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করি তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিন কিম্বা তাঁব সহিত দেখা করিবার পর যে কোনো সিদ্ধান্ত করুন। আমি আরো বলিতে পারি যে আমার অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট তাঁর বেদনা উপশমের জন্য ক্যাপ্টেন সিমকক্সকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁব বেদনা এখনো দূব হয় নাই। তিনি বন্দীদশায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িলে দুঃখজনক ঘটনা হইবে। শ্রীমীরাবাঈএর বিষয়টী নিতান্ত অন্যায় বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।

[১৫] যে দৈর্ঘ্যসীমা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম পত্রটী তাহা অতিক্রম করায় ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। তাহা ছাড়া এটী অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অতীব অপ্রথামত হইয়া গিয়াছে। এইটাই আমার বন্ধুদের প্রতি আনুগত্য কার্যকরী করিবার পন্থা। কোনোরূপ গোপনতা না রাখিয়া ইহা লিখিয়াছি। আপনার পত্র ও আপনার বক্তৃতাই আমাকে লিখিতে বাধ্য করিয়াছে। আশা করি ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং মানবতার জন্য এই পত্রটীকে আপনার বক্তৃতার প্রতি সৎ, বন্ধুত্বপূর্ণ, (যদি নিরপেক্ষ বোধহয়) সাড়া বলিয়া মনে করিবেন।

[১৬] বহু বর্ষ পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার টলষ্টয় ফার্মে বালকবালিকাদিগকে শিক্ষাদানের সময় আমি তাদের ওয়ার্ডসওয়ার্থের "সুখী যোদ্ধার চরিত্র" কাহিনী পড়িয়া শুনাই। আপনাকে লিখিতে বসিয়া তার কথা মনে পড়িতেছে। আপনার মধ্যে সেই যোদ্ধাকে দেখিতে পাইলে আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি নিতান্তই পশুশক্তির পরীক্ষামূলক হয় তবে অক্ষ শক্তি ও মিত্র-শক্তির প্রকৃতি ও পদ্ধতির মধ্যে স্বল্প পার্থক্যই থাকিবে।

মহামান্য বড়লাট,
বড়লাট ভবন।

বিশ্বস্ততার সহিত
এম. কে. গান্ধী

১১৫

বড়লাট ভবন,
নয়াদিল্লী
২৮শে মার্চ, ১৯৪৪

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার ৯ই মার্চের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। কমন্সসভায় একটী প্রশ্নোত্তরে মিঃ বাটলারের উক্তি সম্পর্কে আপনার অভিযোগের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে আপনি একটী স্বতন্ত্র জবাব পাইবেন। আমি শুধু বলিতে পারি যে মিসেস গান্ধীর পীড়ার ব্যাপারে ভারতগভর্ণমেণ্ট সহানুভূতিবিহীন ছিলেন আপনার এই ধারণা হইলে আমি গভীরভাবে দুঃখবোধ করিব। মিস স্লেড সম্পর্কে আপনি যাহা বলিয়াছেন তার আলোকেই তাঁর বিষয়টী পরীক্ষিত হইবে।

দীর্ঘ বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া লাভজনক হইবে বলিয়া মনে করি না এবং আপনার পত্রে উত্থাপিত বিষয়টীর বিশদ জবাব দেওয়ার প্রস্তাব করি না। কিন্তু আপনাকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণার একটী স্পষ্ট বিবৃতি এবং আপনার বর্তমান বন্দীদশার কারণ জ্ঞাপন করা উত্তম বলিয়া বিবেচনা করি।

স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কর্তৃক ভারতে আনীত সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের খসড়া ঘোষণায় সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দানের অভিপ্রায় নির্ভুলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই স্বায়ত্তশাসন প্রধান দলগুলির মধ্যে মীমাংসিত ভাবে ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবিত শাসনতন্ত্রের অধীন হইবে। বলা বাহুল্য ঐ লক্ষ্যে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি রহিয়াছে। ভারতবর্ষকে বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের মধ্যে না ফেলিয়া যাহাতে উহা কার্যে পরিণত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান করিতেছি। সঠিক সমাধানে উপনীত হইবার জন্ত অধিক বুদ্ধিমত্তা,

শুভেচ্ছার ভাব এবং আপোষ প্রয়োজন, কিন্তু আমি নিঃসন্দিগ্ধ যে যোগ্য নেতৃত্বে সমাধান পাওয়া যাইতে পারে।

ইত্যবসরে ভারতবর্ষ যাহাতে আধুনিক বিশ্বে তার যোগ্য স্থান লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ভারতকে প্রস্তুত করিয়া তোলার ব্যাপারে, বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বহু কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এপর্যন্ত বহু অপরিচিত পথে পরিবর্তন ও অগ্রগতিকে বরণ করিতে ও তার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে তাকে অবশ্যই প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ কার্য প্রাথমিক ভাবে অরাজনৈতিক হইবে: এতদ্বারা রাজনৈতিক মীমাংসা দ্রুত হইতে পারে, কিন্তু তার জন্য ইহা অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। এর ফলে অনেক নূতন ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে, সেগুলির সমাধানের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ সক্ষমব্যক্তিদের প্রয়োজন হইবে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া অথবা ব্রিটেনের যথাশক্তি সাহায্য ও অভিজ্ঞ শাসনকর্মচারীদের সহায়তা ব্যতিরেকেই এইসব কাজে হাত দিবে আশা করা যায় না। কিন্তু এই কাজেই স্বাধীনতার লক্ষ্যের পথে দেশকে সাহায্য করা হইতেছে এই নিশ্চয়তার সহিত সকল দলের নেতারা সহযোগিতা করিতে পারেন।

কংগ্রেস পার্টির বর্তমান নীতি বাধাজনক এবং আদৌ স্বায়ত্তশাসন ও বিকাশের পথে ভারতকে অগ্রসর করার উপযোগী নয় মনে করিয়া আমি দুঃখিত। যে যুদ্ধে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতির সাফল্য ভারত ও পৃথিবীর উভয়েব নিকটই গুরুত্বপূর্ণ, (যেটা আপনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন) সেই যুদ্ধের সময়ই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলিকে পদত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিল এবং দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ না করিতে অথবা সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পক্ষে সহায়জনক ভারতবর্ষ কর্তৃক নির্মীয়মান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অংশ না লইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ভারতের সর্ববৃহৎ সংকট সময়ে, যখন জাপানী আক্রমণ সম্ভব বোধ হইয়াছিল, সেই সময় কংগ্রেসপার্টি: ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়া একপ্রস্তাব পাশ করিবার মনস্থ

করিয়াছিল; উক্ত প্রস্তাব জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারত সীমান্তের রক্ষা কার্যে আমাদের সামর্থ্যের উপর অতি গুরুতর ফল প্রসব করিতে ব্যর্থও হয় নাই। ব্রিটিশের আশু ও সম্পূর্ণ প্রস্থানের দ্বারা ভারতের সমস্যার সমাধান হইবে না—ইহা আমার নিকট সুস্পষ্ট।

জাপানীদের সুচিন্তিত সাহায্য প্রদানের অভিপ্রায়ের জন্য আপনাকে বা কংগ্রেস পার্টিকে অভিযুক্ত করিতেছি না। কিন্তু, মিঃ গান্ধী, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত আপনার প্রস্তাবের ফলে যুদ্ধ পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হইবে-ইহা বুঝিতে চান নাই। আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে আমাদের ভারতরক্ষার সামর্থ্যে আপনি আস্থা হারাইয়াছিলন এবং রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য আপনি আমাদের কল্পিত সামরিক অসুবিধার সুযোগ লইতে প্রস্তুত ছিলেন। ভারতের নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বসম্পন্ন যাঁরা, তাবা যাহা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ কী করিতে পারিতেন এবং কোন যুক্তিতে প্রস্তাব রচয়িতাদের গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন না আমার জানা নাই। সংঘটিত গোলযোগের জন্য কংগ্রেসের সাধারণ দায়িত্ব সম্পর্কে বলিতে পারি আমি সেসময় প্রধান সেনাপতি ছিলাম। ব্রহ্মসীমান্তের সহিত আমার প্রধান যোগাযোগপথগুলি প্রায়ই কংগ্রেসের নাম এবং কংগ্রেসের পতাকা লইয়া কংগ্রেস-সমর্থকদের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছিল। অতএব ঘটনাবলীর সম্বন্ধে কংগ্রেসকে নির্দোষ বলিতে পারি না; এবং আমি বিশ্বাসও করি না যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আপনার নীতির পরিণামসূচক সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে আপনি অনবগত ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি না যে এই বিষয়ে কংগ্রেস পার্টির কার্যাবলীর মধ্যে ভারতের সত্যকার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কংগ্রেসের অসহযোগের মনোভাব ছিল ভারতের বিরাট সংখ্যার অনুরূপ কিছুর অভিমতের প্রতীক।

সংক্ষেপে আমি বিশ্বাস করি যে সাধারণ সহযোগিতার সহিত আমরা অনতিভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক কিছু করিতে

পারি এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসনের পথে দৃঢ় ও সবল অগ্রগতি রচনা করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের উন্নতির পথে কংগ্রেস পার্টির শ্রেষ্ঠ অবদান হইবে অসহযোগনীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ভারতীয় দল ও ব্রিটিশদের সহিত সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়া ভারতের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সহায়তা প্রদান—কোনো নাটকীয় বা দর্শনীয় আঘাতের দ্বারা নয়, সম্মুখের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কঠিন দৃঢ় কার্যের দ্বারা। আমার মনে হয় এরূপ সহযোগিতার সুস্পষ্ট পরামর্শ দেওয়া ভারতের প্রতি আপনার বৃহত্তম সেবা হইবে।

ইত্যবসরে, ভারতের আন্তরিক সুহৃৎ হিসাবে আমি মনে করি ভারতের স্বার্থে এই যুদ্ধকে জয়সূচক পরিণতির পথে চালনার জন্য আমার সমস্ত প্রচেষ্টার বিকেন্দ্রীকরণ ও যুদ্ধের পরে ভারতের প্রগতি রচনা আমার কর্তব্য। এই কর্তব্য সমাপনে মনে হয় আমি অধিকাংশ ভারতীয়ের অত্যন্ত মূল্যবান সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতে পারিব।

বিশ্বস্ততার সহিত

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার **ওয়াভেল**

১১৬

বন্দীশালা, ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রিয় বন্ধু,

আপনার ২৮শে মার্চের পত্র ৩রা তারিখে পাইয়াছি। এজন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সাধারণ বিষয়টাই প্রথমে আলোচনা করি।

আপনি আমাকে খোলাখুলি জবাব পাঠাইয়াছেন। আমিও সম্পূর্ণ খোলাখুলি হইয়া আপনার সৌজন্যের প্রতিদানের প্রস্তাব করি। সত্যকার বন্ধুতা কোনো কোনো সময়ে অপ্রীতিকর বোধ হইলেও সরলতাই দাবী করে। আমার কোনো

উক্তি আপনাকে অসন্তুষ্ট করিলে অনুগ্রহপূর্বক পূর্বে হইতেই আমার ক্ষমাপ্রার্থনা গ্রহণ করুন।

দুঃখের বিষয় আমার পত্রে উত্থাপিত বিষয়গুলি আপনি আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আপনার পত্র কংগ্রেসকে বর্তমান শাসনব্যবস্থায় এবং তাহা সম্ভব না হইলে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা রচনায় সহযোগিতার যুক্তি দিয়াছে। আমার মতে এজন্য প্রয়োজন দলগুলি ও পারস্পরিক বিশ্বাসেব মধ্যে সমতা। কিন্তু সমতারই অভাব এবং প্রতি পদক্ষেপেই গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করাটাই পরিস্ফুট। ফলে গভর্ণমেণ্টের সন্দেহটা সার্বিক। এর সহিত আরো ধরুন ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তম করিবার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের কুশলতায় কংগ্রেসের অনাস্থা। ভারতীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সহযোগিতা প্রত্যাশা করিবার পরিবর্তে আপনার পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় তাদের সহিত সহযোগিতা করার যথাসময় কী এখন নয়?

এই সমস্তই আগষ্ট প্রস্তাবেব অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রস্তাবটীর দাবীর পশ্চাতে অহিংসা নয়, দুঃখ-বরণের সমর্থন ছিল। কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী কারও এই বিধির বিরুদ্ধে কাজ করিয়া তার কাজের সমর্থনে কংগ্রেসের নাম ব্যবহারের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এই প্রস্তাব লর্ড লিনলিথগোর মত আপনাকেও বাধা দিতেছে দেখিতেছি। আপনি অবগত আছেন আমি এবিষয়ে আমার যৌক্তিকতা দেখাইয়াছি। এখনো পর্যন্ত আমার ধারণা পরিবর্তিত করার মত কিছু দেখি নাই। "বুদ্ধিমত্তা", "অভিজ্ঞতা", ও "সূক্ষ্মদর্শিতা" কথাগুলির দ্বারা আমাকে বিশেষণমণ্ডিত করিয়াছেন। আমাকে বলিতে দেওয়া হউক যে এই তিনটী গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝিতে পারি নাই যে কংগ্রেসের প্রস্তাব "যুদ্ধ পরিচালনার পথে বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিবে।" কংগ্রেসীদের দ্রুত গ্রেফ্তারকরণের পরে যাহা ঘটিয়াছিল তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্টের উপর বর্তাইতেছে। কারণ তাঁরা প্রস্তাবরচয়িতাদের পরিবর্তে সংকটকেই আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।"

সেই সময়ে আপনি প্রধানসেনাপতি ছিলেন স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বিদ্রোহ আশংকার পরিবর্তে অপরিমেয় অস্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিলে সংশিষ্ট সকলের পক্ষেই কত শুভ হইত! সেই সময়ে গভর্ণমেণ্ট হাত না বাড়াইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল মাসের সমস্ত রক্তপাত পরিহার করা যাইত। এবং ইহা খুবই সম্ভব যে জাপানী বিভীষিকা অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইত। দুর্ভাগ্যবশত তাহা হয় নাই। এবং সেইজন্য এখনো আমাদের নিকট সেই বিভীষিকা বিরাজমান এবং অধিক কী, গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনতা ও সত্য দমনের নীতি অনুসরণ করিতেছেন। রাজ-বন্দীদের সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম অর্ডিন্যান্স আমি পড়িয়াছি। ১৯১৯ সালের রাওলাট আইনের কথা আমার মনে পড়িতেছে। জনসাধারণ তাহার নাম দিয়াছিল কালা আইন। আপনি অবগত আছেন যে ইহার ফলে অভূতপূর্ব আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বড়লাটের সিংহাসন হইতে এখন যে অর্ডিন্যান্সের ধারা নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে তার তুলনায় ঐ আইনও তুচ্ছ হইয়া যায়। কার্যত সামরিক আইন ১৯১৯ সালের মত একটী প্রদেশই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই শাসন করিতেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে।

আপনি বলিয়াছেন, "আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে আমাদের ভারত রক্ষার সামর্থ্যে আপনি আস্থা হারাইয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক সুযোগলাভের জন্য আমাদের কল্পিত সামরিক বাধার সুযোগ লইতে প্রস্তুত ছিলেন।" উভয় অভিযোগই আমি অস্বীকার করি। আমি বলিতে সাহস করি যে আপনার উচিত শ্রেষ্ঠ শাসননীতি অনুসরণ করা এবং বিবৃতি প্রত্যাহার করিয়া হস্তগত সাক্ষ্য-[illegible]াণাদি এক নিরপেক্ষ বিচার পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া তার রায় না পাওয়া পর্যন্ত আপনার নিজের বিচার স্থগিত রাখা। স্বীকার করি এই অনুরোধ আমি পূর্ণ আস্থার সহিত করিতেছি না। কারণ কংগ্রেসী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে বসিয়া গভর্ণমেণ্ট একই সংগে অভিযোগকারী বিচারক ও কারাধ্যক্ষ সাজিয়াছেন, ফলে অভিযুক্তের পক্ষে যথোচিত আত্মসমর্থন অসম্ভব হইয়াছে।

নূতন নূতন অর্ডিন্যান্সের দ্বারা আদালতের বিচার নিস্ফল করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কারও স্বাধীনতা নিরাপদ নয়। আপনি সম্ভবত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে ইহা যুদ্ধের নিছক প্রয়োজনীয়তা। আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি!

আজিকার দিনে ভারতবর্ষকে আমার চোখে চল্লিশ কোটি জনগণবিশিষ্ট এক বিরাট কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি তার সর্বপ্রধান কারারক্ষক। গভর্ণমেণ্টের কারাগারগুলি এই কারাগারের মধ্যেই। আপনার আলোচ্য পত্রে যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপনি পোষণ করিলেও আমার মত ব্যক্তির পক্ষেই যে যোগ্য স্থান হইল গভর্ণমেণ্টের কারাগার—ইহা আমি সমর্থন করি। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে হৃদয় মনোভাব ও নীতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার বন্দী হইয়া থাকিতেই খুশি হইব। শুধু আশা করি আমাকেও আমার অন্য সহবন্দীদের অপর কোনো কারাগারে, যেখানে আমাদের বন্দীত্বেরাখার ব্যয় এখানকার এক দশমাংশও হইবে না, স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে যথাস্থানে যে অনুরোধ করিয়াছি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন।

মিঃ বাটলার ও পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারীর বিবৃতির বিষয়ে আমার অভিযোগ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে প্রত্যুত্তরে দুটী পত্র পাইয়াছি। আমি বলিতে দুঃখিত যে ঐগুলি আমার নিকট অতীব অসন্তোষজনক লাগিয়াছে। ঐগুলিতে প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বিষয়েও সত্যের সম্মুখীন হইতে প্রবলভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের সহিত আমার পত্রালাপ চলিতেছে। আপনি অবসর করিয়া লইতে পারিলে এবং এবিষয়ে আগ্রহবান হইলে ইহার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করি।

আমি আনন্দিত যে শ্রী মীরাবাইএর (মিস স্লেডের) সম্বন্ধে পত্রে যাহা বলিয়াছি তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর বিষয়টী বিবেচিত হইতেছে।

মহামান্য বড়লাট,
বড়লাট ভবন।

বিশ্বস্ততার সহিত
এম. কে. গান্ধী

—নয়—

বিবিধ

ক

লবণ উপধারার সংশোধন সম্পর্কে

১১৭

জরুরী তার

বন্দীশালা
ফেব্রুয়ারী ১৬, '৪৪

মাননীয় অর্থসচিব, নয়াদিল্লী,

গান্ধী-আরুইন চুক্তির লবণ উপধারা সম্পর্কে আপনার বিবৃতি পাঠ করিবার পর, স্যর জর্জ স্থষ্টার ঐ উপধারার ভাবার্থ করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন তার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই যে কোনো সংশোধন হওয়া উচিত।

গান্ধী

১১৮

নং এস. ডি ৬/-৩৮৪৭
স্বরাষ্ট্র বিভাগ,
বোম্বাই, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার,

মহাশয়,

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ তারিখে আপনি নিম্নোক্ত তারবার্তাটী ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন:

"গান্ধী-আরুইন চুক্তির লবণ উপধারা সম্পর্কে আপনার বিবৃতি পাঠ করিবার পর, স্যর জর্জ সুষ্টার ঐ উপধারার ভাবার্থ করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন তার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারেই যে কোনো সংশোধন হওয়া উচিত।"

উক্ত বার্তা সেইদিনই কারাপরিদর্শক কর্তৃক এই গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, তাঁরা অবিলম্বে ইহা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্থসচিব মহোদয় এখন নিম্নোক্ত জবাবটী আপনাকে জানাইবার অনুরোধ করিয়াছেন :

"১৯৩১ সালে প্রচাবিত নির্দেশলিপির সতগুলি গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য কাবতেছেন। এপযন্ত যাহা হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে ঐ নির্দেশ লিপি অনুযায়ীই সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ করাই সচিবসঙ্ঘে আলোচনাব পর শ্রেষ্ঠ পন্থা বিবেচিত হইয়াছে।"

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
এইচ. আয়েংগার
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের
সেক্রেটারী

খ

স্থানান্তরকরণ সম্পর্কে

১১৯

বন্দীশালা, মার্চ ৪, '৪৪

মহাশয়,

পরিষদে একটী প্রশ্নের জবাব দিতে উঠিয়া মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বলিতে অভিহিত হইয়াছেন যে, "আগা খাঁর প্রাসাদে মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য সহ-অন্তরীণদের ব্যয়-ভার মাসিক [illegible] টাকার মত

আপনাকে লিখিত আমার বিগত ২৬শে অক্টোবরের পত্রে আমি মন্তব্য করিয়াছিলাম : "যে বৃহৎ স্থানে বহু সংখ্যক রক্ষী বেষ্টিত অবস্থায় আমাকে আটক রাখা হইতেছে, আমার মতে তাহা সাধারণের অর্থের অপচয়। যে কোনো কারাগারে থাকিতে পাইলেই আমি সম্পূর্ণ খুশি থাকিব।" মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবেব উপরিউক্ত জবাব আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে আমা কর্তৃক এইমাত্র উল্লিখিত মন্তব্যটী আমার পক্ষে অনুশীলন করা উচিত। কিন্তু সংশোধন করিবার পক্ষে অধিক বিলম্ব হইয়া যায় নাই। তাই প্রশ্নটী লইয়া এখনই আলোচনা করিতেছি।

সংগীগণ ও আমার জন্য ব্যয় শুধুমাত্র মাসিক ৫৫০৲ টাকাই নয়। এই বিরাট স্থানটীর (যার একটী অংশমাত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত) ভাড়া এবং বৃহৎ বর্হিরক্ষী দল ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জমাদার ও সিপাহীসহ আভ্যন্তরীণ কর্মচারীবৃন্দের ব্যয়ভারও এর সহিত যোগ করা উচিত। এবং এর সহিত আরো যুক্ত হইবে অভ্যন্তরের বাসিন্দাদের তদারক ও উদ্যান পরিচর্যার জন্য নিয়োজিত যারবেদা হইতে আনীত বৃহৎ একদল আসামীর ব্যয়ভার। ন্যায়ত, এই ব্যয়বহনের সবটাই আমার মতে সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক। আর জনসাধারণ যখন অনাহারে মৃতপ্রায়, তখন উহা ভারতের জনসাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ। গভর্ণমেণ্টের নির্বাচনমত যে কোনো নিয়মিত কারাগারেই আমাকে ও আমার সংগীদের স্থানান্তব করিবার অনুরোধ করিতেছি। পরিশেষে, এই ব্যয়ভারের সমস্তটুকুই ভারতেব কোটি কোটি মূক মানুষের নিকট হইতেই সংগৃহীত হয় ভাবিয়া আমার বিষণ্ন চিন্তাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

নয়াদিল্লী

ভারত গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগীয়) সেক্রেটারী

১২০

বন্দীশালা, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৪

মহাশয়,

এই বন্দীশালার অন্তরীণদের অন্য কোনো কারাগারে (যেখানকার ব্যয় এখানকার অন্তরীণব্যবস্থার ব্যয় হইতে লঘু হইবে) প্রেরিত করিবার অনুরোধ করিয়া ৪ঠা মার্চ একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আশু ব্যবস্থা প্রার্থনা করি।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

গ

পীড়ার সময় সাক্ষাৎকারাদি

১২১

বন্দীশালা, ৩রা মে, ১৯৪৪

মহাশয়,

শ্রীযমুনাদাস গত কল্য আসিয়াছিলেন। তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব কী না জিজ্ঞাসিত হইলে ভবিষ্যতের জন্য যত অল্প সম্ভব নৈরাশ্য সৃষ্টি করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রদত্ত আত্মীয়স্বজনদের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে আনন্দিত থাকিলেও গভর্ণমেণ্ট যতদিন পর্যন্ত শুধু স্বজনদের বেলায় অনুমতি দিয়া আশ্রমবাসী বা অনুরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে বঞ্চিত করিবেন ততদিন সাক্ষাতের আনন্দ হইতে আমি নিজেকে বঞ্চিত রাখিব—আমার রচিত এই নিয়ম কখনো ভংগ করিব না। শেষোক্তদের আমি আমার স্বজনদের তুল্য বলিয়াই মনে করি। গত বৎসরে আমার উপবাসের সময় গভর্ণমেণ্ট আমার

অনুমতি মঞ্জুর করিয়াছিলেন, সেজন্য কোনো প্রতিকূল ফলাফল হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমার পীড়ান্ত আরোগ্য যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না মনে হইতেছে—সেই সময়ে কী তাঁরা অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্বরাষ্ট্র বিভাগের) সেক্রেটাবী,
বোম্বাই

ঘ

সমাধিস্থান দখল সম্পর্কে

১২২

বন্দীশালা,
৬ই মে, ১৯৪৪, ৭-৪৫ সকাল

মহাশয়,

কারাপরিদর্শক কর্তৃক অবগত হইয়াছি যে এই ক্যাম্পের বন্দীদের আজ সকাল ৮টায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আমি এই তথ্যটী লিপিবদ্ধ করিতে চাই যে শ্রীমহাদেব দেশাই ও পরবর্তীকালে আমার স্ত্রীর দাহকার্যের যুক্তিতে দাহস্থানটী (যেটী এখন বেষ্টিত রাখা হইয়াছে) পবিত্র ভূমি হইয়া উঠিয়াছে। বন্দীর দল প্রত্যহ দুইবার স্থানটী পরিদর্শন করিয়া স্বগত আত্মার উদ্দেশ্যে পুষ্প অর্ঘ্য প্রদান করিতেন ও প্রার্থনা গান করিতেন। আমার বিশ্বাস গভর্ণমেণ্ট এই স্থানটী দখল তৎসহ মহামান্য আগা খাঁর প্রাংগন মধ্য দিয়া গমনাধিকার আদায় করিবেন, যাহাতে বন্ধু ও স্বজনবর্গ ইচ্ছামত সমাধি-ভূমি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষে আমি পবিত্র স্থানটীর রক্ষা ও প্রাত্যাহিক প্রার্থনার বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি আমার অনুরোধ অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট

আবশ্যক পন্থা গ্রহণ করিবে। আমার ঠিকানা হইবে : সেবাগ্রাম, (ওয়ার্ধা হইয়া) মধ্য প্রদেশ।

ভবদীয় ইত্যাদি

এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট,
নয়াদিল্লী

১২৩

নং এস. ডি ৬/-৭৫
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
পুণা, ৭ই জুলাই, ১৯৪৪

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে
এম. কে-গান্ধী এস্কোয়ার,

মহাশয়,

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের ইচ্ছামত পরিদর্শনের জন্য মিসেস গান্ধী ও মিঃ মহাদেব দেশাইয়ের সমাধিভূমি দখল এবং তৎসহ মহামান্য আগা খাঁর প্রাংগনের মধ্য দিয়া গমনাধিকার আদায়ের অনুরোধ করিয়া আপনি ৬ই মে ১৯৪৪ তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। উত্তরে জানাইতেছি যে ভূম্যাধিকার আইনেব বলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা বাধ্যতামূলকভাবে দখল করা আইনত অসম্ভব। গভর্ণমেণ্টের ,অভিমতে উহা আপনার ও মহামান্য আগা খাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয়। যাহা হউক আপনাকে আরো জানাইতেছি যে মহামান্য আগা খাঁর নিকট আপনার অনুরোধ প্রেরিত হইয়াছে ও উহা তাঁর বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানাও গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন যে ইত্যবসরে মিসেস গান্ধী ও মিঃ মহাদেব দেশাইয়ের স্বজনবর্গ এবং আপনার অভিলষিত ব্যক্তিদের প্রাসাদ-প্রাংগনের মধ্য দিয়া সমাধি-

ভূমিতে যাতায়াতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই, শুধু এই সর্তে যে উহা তাঁর অনুমতি-প্রদত্ত ও মঞ্জুরীকৃত।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
এইচ আয়েংগার
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি) সেক্রেটারী

১২৪

"দিলখুশা" পাঁচগণি, ৯ই জুলাই, ১৯৪৪

মহাশয়,

মহামান্য আগা খাঁর প্রাসাদ-মধ্যস্থ শ্রীমহাদেব দেশাই ও শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর সমাধিভূমি সম্পর্কে আপনার ৭ই তারিখের পত্রটী পাইয়াছি। বর্তমান ব্যবস্থায় আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, এজন্য গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিতেছি।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের (স্ব-বি) সেক্রেটারী,
পুণা

১২৫

"মোরারজী ক্যাসল"
মহাবালেশ্বর, ২৭শে মে, ১৯৪৫

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী,

প্রিয় মহাশয়,

আমি আপনার নিকট আমার বন্দীশালা হইতে লিখিত ৬ই মে ১৯৪৪এর চিঠির উল্লেখ করিতেছি।

আমার স্ত্রী ও শ্রীমহাদেব দেশাই এই দুজন লোকান্তরিতের সমাধিস্থানে বন্ধু ও

স্বজনবর্গের গমনাগমনে সেদিন পর্যন্ত কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে। সুনিপুণ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত সময়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান সুচারুভাবে সম্ভব হইয়াছিল। এখন জনশ্রুতি এই যে মহামান্য আগা খাঁর প্রাসাদ সমরবিভাগ কর্তৃক অধিকৃত হইবে, সেক্ষেত্রে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান আদৌ মঞ্জুর না হইতে পারে। আশংকাটী যেন একেবারে অমূলক হয় শুধু এই আশাই করিতেছি।

গভর্ণমেণ্টের নিকট ৬ই মে ১৯৪৪ তারিখেব পত্রে আমি এই মর্মে লিখিয়া বক্তব্য শেষ করি যে "শ্রীমহাদেব দেশাই ও পরবর্তীকালে আমার স্ত্রীর দাহকার্যের যুক্তিতে দাহস্থানটী (যেটী এখন বেষ্টিত রাখা হইয়াছে) পবিত্র ভূমি হইয়া উঠিয়াছে। বন্দীর দল প্রত্যহ দুইবার স্থানটী পরিদর্শন করিয়া লোকান্তরিত আত্মাদের উদ্দেশ্যে পুষ্পঅর্ঘ্য প্রদান করিতেন ও প্রার্থনা গান করিতেন। আমাব বিশ্বাস, গভর্ণমেণ্ট এই স্থানটী দখল তৎসহ মহামান্য আগা খাঁর প্রাংগণমধ্য দিয়া গমনাধিকার আদায় করিবেন, যাহাতে বন্ধু ও স্বজনবর্গ ইচ্ছামত সমাধিভূমি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। এর জবাবে নিম্নোক্ত উত্তর পাইয়াছি:

> "আপনাকে জানাইতেছি গে ভূম্যধিকার আইনের বলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা বাধ্যতামূলকভাবে দখল করা আইনত অসম্ভব। গতর্ণমেণ্টের মতে উহা আপনার ও মহামান্য আগা খাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয়। যাহা হউক আপনাকে আরো জানাইতেছি যে আপনার অনুরোধ'মহামান্য আগা খাঁর নিকট প্রেরিত হইয়াছে ও উহা তাঁর বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানাও গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন যে ইত্যবসরে মিসেস গান্ধী ও মিঃ মহাদেব দেশাইয়ের স্বজনবর্গ ও আপনার অভিলষিত ব্যক্তিদের প্রাসাদ-প্রাংগণের মধ্য দিয়া সমাধিভূমিতে যাতয়াতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই, শুধু এই সর্তে যে উহা তাঁর অনুমতি-প্রদত্ত ও মঞ্জুরীকৃত।"

আশা করি, প্রাসাদ যে কেহ অধিকার করুক না কেন, দুইটী সমাধি-সংলগ্ন পবিত্র ভূমি পরিবারের বন্ধু ও স্বজনদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

ভবদীয় ইত্যাদি
এম. কে. গান্ধী

১২৬

নং এস. ডি- ৩/-৭৫
স্বরাষ্ট্র বিভাগ (রাজনৈতিক)
পরিষদকক্ষ, পুণা, ২৩শে জুলাই, ১৯৪৫

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীব নিকট হইতে,

এম. কে. গান্ধী এস্কোয়ার,

মহাশয়,

মহামান্য আগা খাঁর প্রাসাদে পরলোকগত মিঃ মহাদেব দেশাই ও মিসেস কস্তুরবা গান্ধীর সমাধি সংলগ্ন স্থানটী শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য সংরক্ষণ রাখাবিষয়ক আপনার ২৭শে মে ১৯৪৫এর পত্রেব উল্লেখ করিতে এবং উত্তরে এই বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, সামরিক কর্তৃপক্ষগণ প্রাসাদ অধিকারের পূর্বে বহু মাস ধরিয়া যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহা বজায় রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু প্রতি রবিবারে সমাধিভূমি পরিদর্শন করা চলিতে পারে।

রবিবার ভিন্ন অন্য দিনে সমাধি-ভূমি পরিদর্শনকামী ব্যক্তিকে আগা খাঁর প্রাসাদস্থিত ৩৬ সংখ্যক ডিভিসনের কঁমাদা জেনারেল ফেষ্টিংএর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য
জি. জি. ড্রু.
বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র
বিভাগের সেক্রেটারী.

সংযোজনী

১

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব

বোম্বাইতে ৮ই আগষ্ট নি-ভা-ক-ক'র অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তার নিকট ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ১৪ই জুলাই ১৯৪২এর প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়টী এবং ক্রমবর্ধিত যুদ্ধ পরিস্থিতি, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বশীল মুখপাত্রগণের উক্তি, এবং ভারতবর্ষ ও বিদেশে রচিত মন্তব্য ও সমালোচনা—পরবর্তীকালের এই সব ঘটনাবলী সতর্কতমভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। কমিটি সম্মতির সহিত উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন এবং এই অভিমত পোষণ করিতেছেন যে পরবর্তী ঘটনাবলী উহার আরো যৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষ ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দ উভয়ের উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যই যে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান অতি জরুরী প্রযোজন তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। উক্ত শাসনেব অনুক্রম ভাবতকে হীনাবস্থায় আনয়ন করিয়া দুর্বল করিতেছে এবং আত্মরক্ষা ও বিশ্বের স্বাধীনতার কারণে ভারতের অবদানের ক্ষেত্রে তাকে ক্রমশ স্বল্প-সমর্থ করিয়া তুলিতেছে।

রাশিয়া ও চীনের রণক্ষেত্রে পরিস্থিতিব অবনতি কমিটি হতাশার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ; রুশ ও চৈনিক জনগণের স্বাধীনতা রক্ষাকার্যে বীরত্ব সম্পর্কে কমিটি তাঁদের নিকট উচ্চ প্রশংসা জানাইতেছেন। এই ক্রমবর্ধমান বিপদের ফলেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকামী ও আক্রমণে দুর্গতদের প্রতি সহানুভূতিশীল সমস্ত জনগণের পক্ষে মিত্রজাতিবৃন্দের এ পর্যন্ত অনুসৃত যে নীতির ফলে উপর্যুপরি শোচনীয় ব্যর্থতার সৃষ্টি হইয়াছে তার ভিত্তি পরীক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্য ও নীতি ও পদ্ধতিতে সংলগ্ন থাকিলে ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করা যাইবে না, কারণ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে

উহাদের মধ্যেই ব্যর্থতা নিহিত থাকে। এই সকল নীতি স্বাধীনতার উপর যতখানি প্রতিষ্ঠিত আছে, তার অপেক্ষা বেশী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে প্রভুত্বের উপর এবং সাম্রাজ্যবাদী ধারা ও পদ্ধতির অবিচ্ছিন্ন অনুক্রমের উপর। শাসকশক্তির শক্তিবৃদ্ধির পরিবর্তে সাম্রাজ্যাধিকার তার নিকট ভার ও অভিশাপ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-ভূমি ভারতবর্ষ এক সংকটের বিষয় হইয়াছে, কারণ ভারতের স্বাধীনতার দ্বারাই ব্রিটেন ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পরীক্ষা হইবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ আশা ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

তাই এই দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান একটী প্রধান ও অব্যবহিত প্রশ্ন, এর উপরই নির্ভর করিতেছে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য। স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তার বৃহৎ সম্পদের শক্তি দ্বারা এই সাফল্য সুনিশ্চিত করিবে। এর ফলে শুধু যে যুদ্ধের ভাগ্য বস্তুতান্ত্রিকভাবে প্রভাবান্বিত হইবে তাহা নয়, সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত মানবগণ সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং ভারতবর্ষের ভাবী মিত্রস্বরূপ এই সব জাতিকে বিশ্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদান করিবে। শৃঙ্খলিত ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হইয়াই থাকিবে এবং ঐ সাম্রাজ্যবাদের কলংক সমস্ত সম্মিলিত জাতিবৃন্দের ভাগ্যকে প্রভাবিত করিবে।

অতএব আজিকার বিপদের জন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান আবশ্যক। ভবিষ্যৎ কোনো প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তাই বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করিতে বা ঐ বিপদের সমাধান করিতে পারে না। উহার দ্বারা জনসমবায়ের মনের উপর প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ফল আনা যায় না। লক্ষ জনগণের যে শক্তি ও উদ্দীপনা অবিলম্বে যুদ্ধের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিবে তাহা আসিতে পারে কেবলমাত্র স্বাধীনতার দীপ্তি লাভে।

নি-ভা-ক-ক তাই জোরের সহিত ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্থানের

দাবীর পুনরাবৃত্তি করিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং স্বাধীন ভারত সম্মিলিত জাতিবৃন্দের মিত্র হইয়া উঠিবে; স্বাধীনতার যুদ্ধের যৌথ প্রচেষ্টার দুঃখ-ক্লেশ সে-ও তাদের সহিত ভোগ করিবে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট শুধুমাত্র দেশের প্রধান প্রধান দল ও সংঘগুলির সহযোগিতা দ্বারাই গঠিত হইতে পারে। এইরূপে ইহা ভারতীয় জনসাধারণের প্রধান শ্রেণীগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক এক মিশ্র গভর্ণমেণ্ট হইবে। এর প্রাথমিক কাজ হইবে মিত্রশক্তির সহিত একত্রভাবে স্বীয় সশস্ত্র এবং অহিংস শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষ রক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা, এবং যাদের নিকট সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেই সেই কৃষিক্ষেত্র কারখানা ও অন্যাংশে স্থিত কর্মীদের কুশল ও প্রগতি বর্ধন করা। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গণপরিষদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করিবে। আর গণপরিষদ ভারত গভর্ণমেণ্টের জন্য জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য এক শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। কংগ্রেসের ধারণানুযায়ী এই শাসনতন্ত্র এক যৌথ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইবে, এবং যোগদানকারী প্রদেশগুলির হাতে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তাধিকার ও অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে। এই সকল স্বাধীন দেশগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কর্তব্যের বিষয়ে পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একত্র আলোচনার দ্বারা ভারতবর্ষ ও মিত্রজাতিগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ণয় হইবে। জনগণের সংহত শক্তি ও বাসনার সাহায্যে কার্যকরীভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে স্বাধীনতাই ভারতবর্ষকে সক্ষম করিবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অবশ্যই বিদেশীয় প্রভুত্বাধীন এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির স্বাধীনতার প্রতীক ও পূর্বসূচনা হইবে। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দো-চীন, ডাচ ইণ্ডিজ, ইরান ও ইরাক নিশ্চয়ই তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। ইহাও স্পষ্টরূপে জ্ঞাতব্য যে এই সকল দেশের মধ্যে যারা জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন তাদের অবশ্যই পরবর্তীকালে কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা চলিবে না।

নি-ভা-ক-ক প্রথমত এই বিপদের মুহূর্তে ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতরক্ষার বিষয়ে ব্যগ্র থাকিলেও কমিটি এই অভিমত পোষণ করেন যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুশৃঙ্খল প্রগতির জন্য স্বাধীন জাতিগুলির এক বিশ্বসঙ্ঘ প্রয়োজন। অন্য কোনো ভিত্তিতেই আধুনিক জগতের সমস্যাবলীর সমাধান হইবে না। এইরূপ বিশ্বসঙ্ঘের ফলে সঙ্ঘ-সংগঠক জাতিগুলির স্বাধীনতা, এক জাতি কর্তৃক আরেকজাতিকে আক্রমণ ও শোষণের নিরাকরণ, জাতির সংখ্যা-লঘুদের সংরক্ষণ, সমস্ত পশ্চাদপদ অঞ্চল ও জনসাধারণেব উন্নতি, এবং সকলের সাধারণ মংগলের জন্য বিশ্বের সম্পদবাজির একত্রীকরণ সম্ভব হইবে। এইরূপ বিশ্বসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল দেশেই নিরস্ত্রিকবণ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইবে, জাতীয় সৈন্যদল, নৌবাহিনী ও বিমানবহরের আর প্রযোজন হইবে না এবং একটী বিশ্ব-কেন্দ্রীয় রক্ষাবাহিনী পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও আক্রমণ নিবারিত করিবে।

স্বাধীন ভাবত এইরূপ বিশ্বসঙ্ঘে সানন্দে যোগদান করিবে এবং সমান ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সহিত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানের ব্যাপারে সহযোগিতা করিবে।

সঙ্ঘের মূলগত নীতি মানিয়া লইতে ইচ্ছুক সকল জাতি মাত্রের নিকটই উহা উন্মুক্ত থাকিবে। যুদ্ধের জন্য প্রথমে সঙ্ঘ অনিবার্যরূপেই সম্মিলিত জাতিবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এখনই এই পন্থা গৃহীত হইলে যুদ্ধের উপর, অক্ষ শক্তির দেশগুলির জনসাধারণের উপর এবং আগামী শান্তির উপর এক অতি সুদৃঢ় ফলাফল সংঘটিত হইবে।

কমিটি দুঃখের সহিত উপলব্ধি করিতেছেন যে যুদ্ধের শোচনীয় ও বিহ্বলকারী শিক্ষা ও পৃথিবীর উপর যে অনিষ্টপাত ঘটিতেছে তাহা সত্ত্বেও মাত্র অতি অল্পসংখ্যক দেশের গভর্ণমেণ্টই বিশ্বসঙ্ঘ গঠনের পন্থা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া এবং বৈদেশিক সংবাদপত্রগুলির ভ্রান্তপথে চালিত সমালোচনাবলী পরিষ্কার করিয়া দিতেছে যে ভারতের স্বাধীনতার দাবী প্রয়োজনীয় ভাবে বর্তমান বিপদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং আত্মরক্ষা ও চীন ও রাশিয়াকে

তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য করিবার জন্য ভারতকে সক্ষম করিবার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত হইলেও তাহা দমন করিয়া রাখা হইতেছে। চীন ও রাশিয়ার স্বাধীনতা মূল্যবান ও নিশ্চয়ই উহা রক্ষা করা উচিত—তাদের কোনোভাবেই বিহ্বল না করার জন্য অথবা সম্মিলিত জাতিবৃন্দের রক্ষামূলক সামর্থ্যকে বিপন্ন না করিবার জন্য কমিটি উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ভারতবর্ষ ও এই সকল দেশগুলিতেও বিপদ বাড়িয়া উঠিতেছে; এই অবস্থায় বিদেশী শাসনের নিকট নিষ্ক্রিয়তা ও আত্মসমর্পণ শুধু যে ভারতবর্ষকে হীনাবস্থায় পতিত করিয়া তার আত্মরক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধের সামর্থ্য হ্রাস করিতেছে তাহা নয়, উহা ঐ ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধেও কোনোরূপ প্রত্যুত্তর বা সম্মিলিত জাতিবৃন্দের জনসাধারণের নিকটও কোনোরূপ সাহায্যস্বরূপ নয়। গ্রেট ব্রিটেন ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট ওয়ার্কিং কমিটির ঐকান্তিক আবেদনের উত্তরে এ পর্যন্ত কোন সাড়াই আসে নাই, এবং কোনো কোনো বিদেশী মহলের সমালোচনার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ভারতবর্ষের ও বিশ্বের প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞতার ভাব, কখনো কখনো বা প্রভুত্ব কিম্বা জাতিগত প্রাধান্যের মনোবৃত্তিব্যঞ্জক ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শত্রুতার ভাব—উহা আত্মশক্তি এবং স্বীয় কারণের ন্যায্যতা সম্বন্ধে সচেতন গর্বিত জনসাধারণ সহ্য করিতে পারে না।

এই শেষ মুহূর্তে, বিশ্বের স্বাধীনতার স্বার্থে, নি-ভা-ক-ক আরেকবার ব্রিটেন ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের নিকট এই আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। যে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রভুত্বপরায়ণ গভর্ণমেণ্ট জাতির উপর প্রভুত্ব চাপাইয়া জাতির স্বীয় স্বার্থে এবং মানবতার স্বার্থে তাকে কাজ করিতে দেয় না, কমিটি মনে করেন, ঐরূপ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছা প্রয়োগের প্রয়াস হইতে তাকে দমন করিয়া রাখার মধ্যে যৌক্তিকতা নাই। অতএব, ভারতের স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অধিকার রক্ষার জন্য কমিটি সর্বাধিক সম্ভব অহিংস পন্থায় গণ-সংগ্রাম সূচনার সমর্থন করিতেছেন, যদ্দারা দেশ বিগত বাইশ বৎসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়া সংগৃহীত সমস্ত অহিংস শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে। এইরূপ সংগ্রাম

অপরিহার্যরূপে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন হইবে এবং কমিটি তাঁকে গৃহীতব্য পন্থায় জাতিকে নেতৃত্বসহকারে পরিচালিত করিবার অনুরোধ করিতেছে।

ভারতীয় জনসাধারণের অদৃষ্টে যে সকল বিপদ ও ক্লেশ দেখা দিবে তাহা সাহস ও সহনশক্তির সহিত গ্রহণ করিতে এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুশৃঙ্খল সৈনিকরূপে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করিতে কমিটি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। তারা অবশ্যই স্মরণ রাখিবে যে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি। হয়তো এমন সময় আসিবে যখন নির্দেশ প্রচার করা বা জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। অথবা কোনো কংগ্রেস কমিটিই কাজ করিতে পারিবে না। যখন এরূপ ঘটিবে তখন এই আন্দোলনে অংশ-গ্রাহী প্রত্যেক নরনারীই সাধারণ প্রচারিত নির্দেশের সম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজেরাই কাজ করিবে। স্বাধীনতাভিলাষী বা সেজন্য সচেষ্ট প্রত্যেক ভারতীয়কে স্বীয় পথপ্রদর্শক হইয়া যে কঠিন পথে কোনো বিশ্রান্তির আলয় নাই, যে পথের চরম প্রান্তে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তি, সেই পথে নিজেকে চালিত করিবার জন্য উদ্দীপিত করিতে হইবে।

পরিশেষে, নি-ভা-ক-ক স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্বীয় ধারণা বিবৃত করিলেও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির নিকট ইহা পরিষ্কার করিয়া দিতে চান যে গণ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শুধুমাত্র নিজের জন্যই ক্ষমতা আহরণ করিবার কোনো অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। ক্ষমতা যখন আসিবে তখন তাহা অবশ্যই ভারতের সমগ্র জনগণের অধিকারের মধ্যে আসিবে।

(হরিজন, ৯-৮-১৯৪২)

—দুই—

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবাবলী

১৪ই জুলাই, ১৯৪২ তারিখে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদিত প্রস্তাব :—

১

দিনের পর দিন ধরিয়া ঘটনাবলীর সংঘটন এবং ভারতের জনসাধারণ-কর্তৃক অনুভূত অভিজ্ঞতা কংগ্রেসীদের এই অভিমতই সমর্থন করিতেছে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসান হওয়া উচিত—কারণ শুধু যে বিদেশী প্রভুত্ব চরম সীমায় উপনীত হইয়া স্বয়ং এক অশুভ এবং পরাধীন জনসাধারণের নিকট ক্রমাগত ক্ষতিস্বরূপ তাহা নয়, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা এবং মনুষ্যত্বের বিনাশসাধক যুদ্ধের নিয়তিকে প্রভাবিত করার কাজে কোনো কার্যকর অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় নয়, বিশ্বের নিরাপত্তা এবং নাংসিবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমরবাদ ও অন্যান্য আকৃতির সাম্রাজ্যবাদ, এবং এক জাতি কর্তৃক আর এক জাতিকে আক্রমণের অবসানের জন্যও প্রয়োজনীয়।

বিশ্বসমর শুরু হইবার পর হইতেই কংগ্রেস সুচিন্তিতভাবে বিপন্ন না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। যৌক্তিকভাবে শেষ পর্যায়ে আনীত তার এই বিপন্ন-না-করিবার নীতি যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করিবে এবং ধ্বংসের আশংকাপূর্ণ পৃথিবীতে মানব-স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে জাতিকে পূর্ণতম সাহায্য দানে সক্ষম করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিকট আসল ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে—এই আশায় কংগ্রেস নিষ্ফল হওয়ার ঝুঁকি লইয়াও সত্যাগ্রহকে একটী বিশেষ রূপদান করিয়াছিল। ইহা আরো আশা করিয়াছিল যে অস্বীকারের সহিত কিছুই করা হইবে না, যার অর্থ ভারতবর্ষে ব্রিটেনের নাগপাশ বন্ধন আরো দৃঢ় হইবে।

যাহা হউক এই সকল আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিষ্ফল ক্রিপ্‌স প্রস্তাবাবলী যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছিল যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এবং ভারতের উপর ব্রিটিশের শৃঙ্খল কোনোমতেই শিথিল হইবে না। স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনা-কালে কংগ্রেসী প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় দাবীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ অতি সামান্যতমই বস্তু লাভের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই ব্যর্থতার ফলেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একটা দ্রুত ও ব্যাপক বিদ্বেষ বর্ধিত হইয়াছে ও জাপানী বাহিনীর সফলতায় ক্রমবর্ধমান সন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি গভীর উদ্বেগের সহিত পরিস্থিতির এই বিকাশ লক্ষ্য করিতেছেন, কারণ প্রতিরোধ না করিলে ইহা অনিবার্যভাবেই নিষ্ক্রিয়তার সহিত আক্রমণকে বরণ করিয়া লইবার পথে চালিত হইবে। কমিটির মতে এই আক্রমণকে অবশ্যই প্রতিরোধ করিতে হইবে, কারণ উহার নিকট আত্মসমর্পনের অর্থ হইতেছে ভারতীয় জনগণের অধোগতি এবং তাদের পরাধীনতার অনুস্থিতি। মালয়, সিংগাপুর ও ব্রহ্মের অভিজ্ঞতা পরিহার করিতে কংগ্রেস উদ্বিগ্ন এবং জাপানী বা যে কোনো বিদেশী শক্তির ভারতাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার কামনাই সে করে।

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বর্তমান বিদ্বেষকে কংগ্রেস শুভেচ্ছায় রূপান্তরিত করিতে পারিবে এবং ভারতবর্ষকে পৃথিবীর জাতিগুলি ও জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা আনয়নের যুক্ত প্রচেষ্টা ও আনুসংগিক দুঃখকষ্টে স্বেচ্ছিক অংশীদার করিতে পারিবে। ইহা সম্ভব হয় শুধু যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দীপ্তি লাভ করিতে পারে।

কংগ্রেসী প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান বাহির করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে বিদেশী শক্তিটার উপস্থিতির দরুণ, যার দীর্ঘকালব্যাপী কার্যকলাপ হইতেছে নির্দয়ভাবে বিভাগ করিয়া শাসনের নীতি অনুসরণ। শুধুমাত্র বিদেশী প্রভুত্ব ও হস্তক্ষেপের অবসান হইলে বর্তমান অবাস্তব জন্ম দিবে বাস্তবকে, এবং সমস্ত দল ও শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জনসাধারণ ভারতবর্ষের সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়া পারস্পরিক সিদ্ধান্তিক ভিত্তিতে তাদের সমাধান করিতে পারে। ব্রিটিশ শক্তির মনোযোগ আকর্ষণ ও তাকে প্রভাবিত করিবার মনোভাব লইয়া প্রধানত গঠিত বর্তমান দলগুলির কাজ সম্ভবত তখন সমাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রথমবারের মত ধারণা আসিবে যে রাজন্যবর্গ, জায়গীরদার, জমিদার এবং সম্পত্তিবান ও অর্থবান শ্রেণীরা তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি আহরণ করে কৃষিক্ষেত্র, কারখানা ও অন্যত্রস্থিত কর্মীদের নিকট হইতে, যাদের নিকট অত্যাবশ্যকভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা উচিত। ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসন অন্তর্হিত হইলে দেশের দায়িত্বসম্পন্ন নরনারী ভারতের প্রধান প্রধান সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব-মূলকভাবে এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য সমবেত হইবেন; ঐ গভর্ণমেণ্ট পরবর্তীকালে এক পরিকল্পনা ব্যক্ত করিবে যদ্বারা জনসাধারণের সর্বশ্রেণীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভারত গভর্ণমেণ্টের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে গণপরিষদ আহ্বান করা চলিবে। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিবর্গ ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিবর্গ আক্রমণ প্রতিরোধের সাধারণ কর্তব্যে মিত্রভাবে দুই দেশের মধ্যে মীমাংসার জন্য আলোচনা করিবেন। জনগণের সংহত শক্তি ও অভিলাষ পুষ্ট ভারতকে কার্যকরভাবে আক্রমণ নিরোধক্ষম করিয়া তোলাই কংগ্রেসের আন্তরিক ইচ্ছা।

ওয়ার্কিং কমিটি ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসনের প্রস্থানের প্রস্তাব করিয়া যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেন বা মিত্র শক্তিবৃন্দকে বিপন্ন করিতে অথবা কোনোভাবেই জাপানী বা অক্ষদলের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তি কর্তৃক ভারতাক্রমণ বা চীনের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ বর্ধিত হয় ইচ্ছা করেন না। মিত্র শক্তি বৃন্দের রক্ষামূলক ব্যবস্থাকেও বিপদগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। তাই মিত্র শক্তিবৃন্দ যদি ইচ্ছা করেন তো জাপানী বা অন্যান্য আক্রমণকে দূরে হটাইয়া দিতে ও প্রতিরোধ করিতে এবং চীনকে রক্ষা ও সাহায্য করিতে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করিতে পারেন; কংগ্রেস উহাতে সম্মত আছে।

ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তির প্রস্তাবের অর্থ ভারতবর্ষ হইতে সকল ব্রিটেনবাসীর শারীরিক ভাবে প্রস্থান নয়; বিশেষ করিয়া যাঁরা ভারতবর্ষকে তাঁদের গৃহস্বরূপ মনে করিয়া নাগরিকেব মত এবং অন্য সকলের মত সমানভাবে বাস করিতে চান তাঁদের তো নয়ই। শুভ ভাবের সহিত ঐরূপ প্রস্থান সংঘটিত হইলে পরিণামে ভারতবর্ষে একটী সুদৃঢ় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং আক্রমণ প্রতিরোধ ও চীনকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই গভর্ণমেণ্ট ও সম্মিলিত জাতিবৃন্দের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হইবে।

এরূপ পন্থার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পাবে, কংগ্রেস তাহা উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং আরো বিশেষ করিয়া বর্তমানের সংকটময় সন্ধিক্ষণে দেশকে ও বৃহত্তম বিপদ ও দুর্দৈব হইতে পৃথিবীর বৃহত্তর স্বাধীনতার কারণকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ বিপদ যে কোনা দেশকেই বরণ করিতে হয়।

কংগ্রেস জাতীয় উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেও সম্মিলিত জাতিবৃন্দকে বিপন্ন হইতে হয় এরূপ কোনো দ্রুত পন্থা গ্রহণ করিতে চায় না এবং যথা সম্ভব পরিহারই করিতে চায়। কংগ্রেস শুধু ভারতের স্বার্থেই নয়, ব্রিটেনের এবং যে স্বাধীনতা সম্মিলিত জাতিবৃন্দ আঁকড়াইয়া আছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তার স্বার্থেও এতদুল্লিখিত অতি সংগত ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবটী ব্রিটেনকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবে।

এই আবেদন ব্যর্থ হইলে কংগ্রেস গভীরতম আশংকা ব্যতীত বর্তমান কার্যকলাপের অনুসৃতি এবং পরিণামস্বরূপ পরিস্থিতির ক্রম-অবনতি ও ভারতের আক্রমণ প্রতিরোধেচ্ছা ও শক্তি হ্রাসের গতির দর্শক হইতে পারে না। ১৯২০ সালের পর হইতে, কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নীতির অংশ হিসাবে অহিংসা গ্রহণ করিয়াছিল, তখন হইতে যে অহিংস শক্তি সে আহরণ করিয়াছে, তাহা সবটুকু প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বাধ্য হইবে। এরূপ ব্যাপক সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন হইবে।

ভারতীয় জনগণ এবং সম্মিলিত জাতিবৃন্দের জনগণের নিকট উত্থাপিত বিষয়গুলির অতি প্রধান ও সুদূর-প্রসারী গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সেগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রেরণ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে নি-ভা-ক-ক বোম্বাইতে ৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ তারিখে অধিবেশন শুরু করিবে।

২

লোকাপসরণ ও অন্যান্য আদেশ সম্পর্কে

যথোচিত বিজ্ঞপ্তি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত গ্রাম, ভূমি ও গৃহাদি হইতে অপসরণ এবং জীবিকার জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় নৌকাগুলির ধ্বংস-সাধন, এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই ও বেসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি দৃকপাত না করিয়াই সাইকেল, মোটরযান ও শকটগুলির দাবীকরণ সংক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের আদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থান হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ;

ওয়ার্কিং কমিটি তাই সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মানিয়া চলার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি প্রচার করা প্রয়োজন মনে করেন, এবং আশা করেন যে গভর্ণমেণ্ট অভিযোগগুলি দূর করিবার জন্য আশু ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ও জনসাধারণও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁদের নির্দেশাবলী পালন করিবেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই আদেশ অমান্য বা কোনো ব্যবস্থায় বাধাদানের চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আলাপ আলোচনা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া প্রতীকারের সর্ববিধ সম্ভব পন্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাবহৃত হইবে :

লোকাপসরণ ও অন্যান্য আদেশগুলি সম্পর্কে—যার ফলে যে কোনো প্রকার স্থাবর সম্পত্তিই সাময়িক বা চিরকালীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পূর্ণ খেসারত দাবী করিতে হইবে। খেসারত নির্ধারণ করার ব্যাপারে জমি ও শস্যের মূল্য, জমির মালিকের অন্যত্র গমনের অসুবিধা ও সম্ভাব্য অর্থব্যয় এবং জমিচ্যুত ব্যক্তির

বাসযোগ্য ভূমিলাভের সম্ভাব্য অসুবিধা ও বিলম্ব—এইগুলি বিবেচনা করিতে হইবে।

কৃষিজীবীদের নিকট হইতে যে স্থানে কৃষি-জমি দখল করা হইবে সম্ভব হইলে সেখানেই অন্য জমি প্রদানেব ব্যবস্থা করা উচিত। যে ক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব সে ক্ষেত্রে মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

অধিকৃত বা ধ্বংসকৃত বৃক্ষাদি, পয়ঃপ্রণালী ও কূপাদিব মূল্যও ক্ষতিপূবণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কৃষি-জমির সাময়িক দখলেব ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফসলের জন্য অতিরিক্ত শতকবা ১৫ গুণসহ ফসলেব পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট যখন দখল ছাডিয়া দিবেন তখন জমিটীকে পূর্বেকার কৃষিকার্যের উপযোগী অবস্থায় আনয়ন করিবার খেসারতও দিতে হইবে।

কৃষকের জমির অধিকাংশ দখল করিয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেওয়া হইলে তাহা যদি কৃষিব উপযোগী না হয় তবে অবশিষ্ট অংশটুকুও দখল কবিতে হইবে।

অধিকৃত গৃহাদিরও পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে। কৃষকের কৃষিজমিব সমগ্র বা অধিকাংশ অধিকার করিয়া শুধুমাত্র তার গৃহটীই ফেলিয়া রাখা হইলে কৃষকের ইচ্ছানুযাযী পূর্ণ ক্ষতিপূবণ দিয়া তার গৃহটীও অবিকাব কবিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে কোনো অট্টালিকা সাময়িকভাবে অধিকৃত হইলে উপযুক্ত ভাডা ও মালিককে তাব অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও গৃহ ছাড়িয়া দিতে বলা হইবে না এবং স্থানত্যাগকারীর দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য ও নূতন পরিবেশে তাকে উপযুক্ত জীবিকা গ্রহণে সমর্থ করার উদ্দেশ্যে কিছুকাল পর্য্যন্ত তার প্রতিপালনের জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

সকল ক্ষেত্রেই দ্রুততার সহিত ও ঘটনাস্থলেই—জেলা সদর ঘাঁটিতে নয়,

দায়িত্বশীল অফিসার কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ও স্থানত্যাগকারীর মধ্যে মীমাংসা না হইলে এবং বিষয়টী সিদ্ধান্তের জন্য কোনো বিচার-পরিষদের নিকট উল্লেখ করিতে হইলে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত খেসারত অবিলম্বে দিতে হইবে, দাবীর সালিশ না হওয়া পর্যন্ত তাহা আটক রাখা চলিবে না।

মালিকের সম্মতি ব্যতীত অথবা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত সাধারণের সম্পত্তির ব্যবহার বা বিক্রয়াদি হইবে না।

নৌকা দাবীকরণের ক্ষেত্রে পুরা খেসারত দাবী করা হইবে এবং খেসারতের প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কোনো নৌকাও সমর্পিত হইবে না। প্রতিদিনকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে নৌকা যেখানে অপরিহার্য সেই সব জলবেষ্টিত এলাকায় তাদের আদৌ সমর্পন করা উচিত নয়।

জীবিকার জন্য নৌকার উপর নির্ভরশীল ধীবরদের নৌকার মূল্য ছাড়াও তাদের বৃত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

সাইকেল, মোটরযান, শকট ইত্যাদির দাবী সম্পর্কে পূর্ণ মীমাংসা চাওয়া হইবে; যে পর্যন্ত না ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের মীমাংসা হয় সে পর্যন্ত সেগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।

যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ্ লবণের অপ্রাচুর্য ও তার দুর্ভিক্ষের আশংকা বোধে জনসাধারণ কর্তৃক বিনা শুল্কে সমুদ্রোপকূলে ও মধ্যস্থ একাকায় লবণ সংগ্রহ, প্রস্তুতি ও প্রেরণাদির সুবিধা প্রদান করা উচিত। নিজেদের ব্যবহার ও তাদের গবাদি পশুর ব্যবহারের জন্য জনসাধারণ তাহা প্রস্তুত করিতে পারে।

আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কমিটি এই মত পোষণ করেন যে স্বীয় ও প্রতিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার সকলেরই সহজাত। সুতরাং ঐগুলির উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞাই অগ্রাহ্য করা উচিত।

(হরিজন, ১৯-৭-১৯৪২)

৩

খসড়া প্রস্তাব

এলাহাবাদে ২৭শে এপ্রিল ১৯৪২ তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে গান্ধীজী হিন্দুস্থানীতে যে খসড়া প্রস্তাব রচনা কবিয়াছিলেন, নিম্নোক্তটী তার ইংরাজী অনুবাদের তর্জমা :—

স্তর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পরিকল্পিত ব্রিটিশ সমরমন্ত্রীসভার প্রস্তাবাবলীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নগ্নভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনটী পূর্বে কখনো দেখা যায় নাই। তাই নি-ভা-ক-ক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করিতেছেন :

নি-ভা-ক-ক'র অভিমতে ব্রিটেন ভারত রক্ষায় অক্ষম। সে যাহা করিতেছে তাহা তার নিজের রক্ষার জন্য হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ। এই নিমিত্ত তাদেব রক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনাও পৃথক হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটেই বিশ্বাস করেন না। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে এখনো পর্যন্ত পালন করা হইয়াছে প্রধানত ভারতকে বশে রাখার নিমিত্ত। সাধারণ জনসমষ্টি হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা হইয়াছে—তারা কোনো যুক্তিতেই উহাকে নিজস্ব বলিয়া ভাবিতে পারে না। এই অবিশ্বাসের নীতি এখনো বর্তমান এবং এইটীই ভারতবর্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট জাতীয় রক্ষাব্যবস্থার ভারার্পণ না করিবার কারণ।

জাপানের বিবাদ ভারতবর্ষের সহিত নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেই তার যুদ্ধ। যুদ্ধে ভারতবর্ষের অংশগ্রহণ ভারতীয় জনগণের সম্মতির সহিত হয় নাই। উহা নিছক ব্রিটিশদেরই কীর্তি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে সম্ভবত তার প্রথম কার্য হইত জাপানের সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া। কংগ্রেসের অভিমত এই যে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করার পর জাপানী বা অন্যান্য আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ভারতবর্ষ আত্মরক্ষায় সক্ষম হইত।

তাই নি-ভা-ক-ক এই অভিমত পোষণ করেন যে ব্রিটিশের ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করা উচিত। ভারতীয় রাজন্যবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য তাদের ভারতবর্ষে

থাকার যুক্তি সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক। উহা তাদের ভারতে ঘাঁটি বজায় রাখার অভিপ্রায়ের আরো একটা প্রমাণ। নিরস্ত্র ভারতের নিকটে রাজন্যবর্গের আশংকার প্রয়োজন নাই।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রশ্নটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই সৃষ্টি; তারা প্রস্থান করিলে উহা অন্তর্হিত হইবে।

এই সব কারণে কমিটি ব্রিটেনের নিকট তার স্বীয় নিরাপত্তার জন্য, ভারতের নিরাপত্তার জন্য, এবং সে যদি এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্ত অধিকারগুলি ছাড়িয়া না দিতেও চায় তবে ভারত হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা বিশ্বের শান্তি বিধানের জন্য আবেদন করিতেছেন।

এই কমিটি জাপানী গভর্ণমেণ্ট ও তাদের নিকট এই বলিয়া আশ্বস্ত করিতে ইচ্ছা করেন যে ভারতবর্ষ জাপান ও কোনো রাষ্ট্রের সম্বন্ধে শত্রুভাব পোষণ করে না। ভারতবর্ষ শুধু সর্ববিধ বিদেশী প্রভুত্ব হইতে মুক্তির কামনা করিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতার এই সংগ্রামে কমিটির অভিমত ইহাই যে ভারতবর্ষ বিশ্বের সহানুভূতি আমন্ত্রণ করিলেও কোনো বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে না। ভারতবর্ষ তার অহিংস শক্তির দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিবে এবং অনুরূপভাবে তাহা রক্ষা করিবে। সেইজন্যই কমিটি আশা করেন যে জাপানের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা থাকিবে না। কিন্তু জাপান যদি ভারত আক্রমণ করে এবং ব্রিটেন যদি তার আবেদনে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে কমিটি কংগ্রেসের নির্দেশলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের নিকট এই আশা করিবেন যে তারা জাপানী বাহিনীর নিকট পূর্ণ অহিংস অসহযোগ প্রদান করিবে ও তাদের কোনোরূপ সহায়তা করিবে না। যারা আক্রান্ত হইবে তাদের বিন্দুমাত্র কর্তব্য নয় আক্রামককে সাহায্য করা। পূর্ণ অসহযোগ প্রদান করাই তাদের কর্তব্য।

অহিংস অসহযোগের সহজ নীতি উপলব্ধি করা কঠিন নয়:

(১) আক্রামকের নিকট নতজানু হইব না বা তার কোনো আদেশ পালন করিব না।

(২) অনুগ্রহের জন্য তার প্রত্যাশী হইব না বা তার উৎকোচের নিকট আত্মসমর্পণ করিব না। কিন্তু তার সম্বন্ধে কোনোরূপ দ্বেষ বা অহিতের ইচ্ছা পোষণ করিব না।

(৩) সে আমাদের জমিজমা অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও আমরা তাহা ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিব, এজন্য বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় যদি মৃত্যু বরণ কবিতে হয় তবুও।

(৪) সে যদি রোগপীড়িত বা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু হইয়া আমাদের সাহায্য ভিক্ষা করে তবে আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান না করিতেও পারি।

(৫) যে সকল স্থানে ব্রিটিশ ও জাপানী সৈন্যদল যুদ্ধ করিতেছে সেখানে আমাদের অসহযোগ নিস্ফল ও অনাবশ্যক। বর্তমানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের অসহযোগ সীমাবদ্ধ। যে সময়ে তারা বাস্তবিকই যুদ্ধ করিতেছে, সে সময় আমরা তাদের সহিত পূর্ণ অসহযোগ করিলে কাজটা আমাদের দেশকে ভাবিয়া চিন্তিয়াই জাপানীদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার সামিল হইবে। অতএব ব্রিটিশ সৈন্যদের পথে বাধা সৃষ্টি না করাটাই আমাদের পক্ষে জাপানীদের প্রতি সদা সর্বদা অসহযোগ প্রদর্শনের একমাত্র পন্থা হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশদেরও আমরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে পারি না। তাদের সাম্প্রতিক হাবভাব বিচার করিলে বোঝা যায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের হস্তক্ষেপ-হীনতা ছাড়া কোনো সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। শুধু ক্রীতদাসের মত আমরা সাহায্য করি এইটাই চান—এ অবস্থা আমরা কখনো গ্রহণ করিতে পারি না।

কমিটির পক্ষে পোড়া মাটির নীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ঘোষণা করা প্রয়োজন। আমাদের অহিংস প্রতিরোধ সত্ত্বেও যদি দেশের কোনো অংশ জাপানীদের হাতে পড়ে তাহা হইলে আমরা আমাদের ফসল, জলসরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি নষ্ট করিব না,—শুধু এইজন্য যে ঐগুলি পুনরুদ্ধার করাই আমাদের প্রচেষ্টা হইবে। যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস স্বতন্ত্র বিষয়, কয়েকটি অবস্থায় তাহা সামরিক প্রয়োজনে করা

যাইতে পারে। কিন্তু যেগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি বা জনসাধারণের ব্যবহার্য তাহা ধ্বংস করা কখনোই কংগ্রেসের নীতি হইতে পারে না।

জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অসহযোগ প্রয়োজনমত অপেক্ষাকৃত অল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাহা যদি সম্পূর্ণ ও অকৃত্রিম হয় তো অবশ্যই সাফল্য লাভ করিবে, কিন্তু সত্যকার স্বরাজ রহিয়াছে গঠনমূলক কর্মপন্থার আন্তরিক অনুসরণকারী ভারতের কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে। ইহা ভিন্ন যুগান্তব্যাপী জড়তা হইতে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিতে পারিবে না। ব্রিটিশ থাকুক বা না থাকুক আমাদের সর্বদাই কর্তব্য হইল বেকার সমস্যা লোপ করা, ধনী দরিদ্রের ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করা, সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূর করা, অস্পৃশ্যতার দৈত্যকে দেশছাড়া করা, তস্করদের সংশোধন করিয়া দেশবাসীকে তাদের কবলমুক্ত করা। জাতি গঠনের এই কাজে কোটি কোটি নরনারীর জীবন্ত উদ্যম না থাকিলে স্বাধীনতা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে—অহিংসা বা হিংসা কিছুর দ্বারাই লভ্য হইবে না।

বিদেশী সৈন্য

নি-ভা-ক-ক'র অভিমতে ভারতবর্ষে বিদেশী সৈন্যদল আনয়ন ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিপদজনক। তাই কমিটি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই সকল বিদেশী যোদ্ধাদল অপসারণ করিতে ও এখন হইতে আরো আনয়ন বন্ধ করিতে আবেদন করিতেছেন। ভারতের অক্ষয় জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদেশী সৈন্য আনয়ন কুৎসিত লজ্জার বিষয়; উহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরস্থায়িত্বের প্রমাণ দেয়।

৪

খসড়া নির্দেশাবলী

নিম্নে আইন অমান্যকারীদের সম্পর্কে খসড়া নির্দেশাবলীর আক্ষরিক তর্জমা দেওয়া হইল। খসড়া রচিত হইয়াছিল হিন্দুস্থানী ভাষায় এবং দেবনাগরী ও পারশী উভয় হরফে নকল লওয়া

হইয়াছিল। ৭ই আগষ্ট ১৯৪২ তারিখে রচিত হইয়া উহা ৮ই আগষ্ট ১৯৪২এ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উপস্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছিল। ৯ই আগষ্টের প্রভাতে ওয়ার্কিং কমিটির পুনর্বার মিলিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা আর হয় নাই।

গভর্ণমেণ্টের সহিত আমার যে আলাপ আলোচনা চালাইয়া যাওয়ার কথা ছিল সে সম্বন্ধে আমার মতামত ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাইতাম। আলাপ-আলোচনাদি অন্তত তিন সপ্তাহ-কালব্যাপী হইত। প্রস্তাবিত আলোচনা ব্যর্থতায় পযবসিত হইলে পর নির্দেশগুলি প্রচার করা হইত।

বর্তমানে খসড়াটী প্রকাশ করিবার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য আছে। উহাতে বুঝা যাইবে সে সময় আমার মনের গতি কীরূপ ছিল। আমার অহিংসা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের অভিযোগপত্রে যে প্রতিকূল মন্তব্য করা হইয়াছে খসড়াটী তার একটী অতিরিক্ত জবাব। দ্বিতীয় ও আরো প্রাসংগিক উদ্দেশ্য হইল ঐ সময়ে আমি কীরূপ কাজ করিতাম তাহা কংগ্রেস কর্মীদের এখন জ্ঞাপন করা।

আমি জানিতে পারিয়াছি নাশকতামূলক ও অনুরূপ কার্যাদির সমর্থনে আমার নাম অসংকোচে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি চাই প্রত্যেক কংগ্রেসী ও সেজন্য প্রত্যেক ভারতীয় অনুভব করুক যে তার উপরেই ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনের দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে। অহিংস নিগ্রহই একমাত্র পন্থা। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ আমাদের নিকট সব কিছুই, কিন্তু বিশ্বের পক্ষেও তাহা অনেক কিছু। কারণ, অহিংসার দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতার অর্থ বিশ্বে এক নববিধানের সূচনা।

অন্য পন্থায় মানবজাতির কোনো আশাই দেখা যায় না।

পাঁচগণি,

২৪-৭-'৪৪

এম. কে. গান্ধী

গোপনীয়

মাত্র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের

হরতাল ও চব্বিশ ঘণ্টার অনশন

"হরতালের দিন কোনো শোভাযাত্রা বাহির হইবে না বা শহরে শহরে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে না। সমস্ত জনসাধারণ চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন গ্রহণ

করিয়া প্রার্থনা করিবে। বিপণির মালিকরা আমাদের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম অনুমোদন করিলে বিপণি বন্ধ রাখিবে, কিন্তু বলপূর্বক কাহাকেও বিপণি বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইবে না। গ্রামাঞ্চলে, যেখানে হিংসাকার্য বা গোলযোগের আশংকা নাই, সেখানে জনসভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, শোভাযাত্রাও বাহির করা চলিবে এবং ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনে বিশ্বাসী দায়িত্বশীল কংগ্রেসীরা জনসাধারণের নিকট প্রস্তাবিত সংগ্রামের মর্ম ব্যাখ্যা করিবেন। আমাদের সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ ও সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ধানের পর সকল দলসহ সমগ্র জাতির যুক্ত পরিকল্পনায় দেশের ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টের জন্য শাসনতন্ত্র নির্ধারিত হইবে। উক্ত গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের হইবে না, বা কোনো দল ও সঙ্ঘেরও হইবে না, ভারতের সমগ্র ৩৫ কোটি জনসাধারণের হইবে। সকল কংগ্রেসীর ইহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত যে উহা হিন্দুদের বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজত্ব হইবে না। ইহাও স্পষ্ট-রূপে বলিয়া দিতে হইবে যে কাহাকেও আমরা শত্রু মনে করি না বলিয়া এই সত্যাগ্রহ ইংরাজদের বিরুদ্ধে নয়, কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেই। গ্রামবাসীদের নিকট ইহা বলিয়া দিতে হইবে।

"স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা হরতাল ও অন্যান্য কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিবে এবং শেষোক্তরা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটির প্রেরণ করিবে। কোনো স্থানের নেতা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইলে তাঁর স্থানে অন্য একজন নির্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক প্রদেশই তার বিশেষ পরিস্থিতির উপযোগী আবশ্যক ব্যবস্থাদি করিবে। শেষ ব্যবস্থায় প্রত্যেক কংগ্রেসীই তার স্বীয় নেতা ও সমগ্র জাতির সেবক হইবে। চরম কথা : যাদের নাম কংগ্রেসের খাতায় আছে তারাই যে শুধু কংগ্রেসী কেহ যেন তাহা না মনে করেন। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাকামী ও এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্য ও অহিংসার অস্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী প্রত্যেকটী ভারতীয়ই নিজেকে কংগ্রেসী মনে করিয়া কাজ করুক। সাম্প্রদায়িকভাবাপন্ন অথবা কোনো ভারতীয় বা ইংরাজের

বিরুদ্ধে হৃদয়ে বিদ্বেষ পোষণ-কারী ব্যক্তি দূরে থাকার দ্বারাই সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এরূপ ব্যক্তি সংগ্রামে যোগ দিলে উদ্দেশ্যকে বাধা দিবে।

“প্রত্যেক সত্যাগ্রহীকেই সংগ্রামে যোগদানের পূর্বে জানিতে হইবে যে স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। স্বাধীনতা কিংবা মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা তাকে লইতে হইবে। সরকারী চাকুরী, সরকারী কারখানা, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা হরতালে অংশ গ্রহণ নাও করিতে পারেন, কারণ আমরা জাপানীদের ও নাৎসি বা ফ্যাসিবাদীদের আক্রমণ এবং ব্রিটিশ শাসন যে কখনো সহ্য করিব না তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। সেই হেতু বর্তমানের জন্য উপরিউক্ত সরকারী বিভাগগুলিতে হস্তক্ষেপ করিব না। কিন্তু এমন মুহূর্তও আসিতে পারে যে সময় আমরা সরকারী দপ্তরখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিতে বলিব। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সমস্ত কংগ্রেসী সদস্যদের অবিলম্বেই পদত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। তাদের স্থানগুলি দেশের স্বাধীনতার শত্রুদের দ্বারা বা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দাসদের দ্বারা পূরণ করার চেষ্টা হইলে স্থানীয় কংগ্রেসীরা তাদের নির্বাচনে বাধা দিবেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির কংগ্রেসী সদস্যদের সম্পর্কেও একই কথা। বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে অবস্থা একই রূপ নহে বলিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবে।

“কোনো সরকারী চাকুরীয়াকে যদি অনুচিত অথবা অন্যায় কাজ করিতে বলা হয় তবে তার স্পষ্ট কর্তব্য হইবে সত্যকার কারণ দর্শাইয়া পদত্যাগ করা। যে সকল সরকারী কর্মচারী বর্তমানে বিরাট বেতনে সাম্রাজ্যের সেবা করিতেছে স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট তাদের কাজ বহাল রাখিতে বাধ্য থাকিবে না; বর্তমানে যে সকল মোটা অবসর-ভাতা দেওয়া হইতেছে তাহাও চালু রাখিতে উহা বাধ্য থাকিবে না।

“গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায়তনগুলিতে পাঠরত সকল ছাত্রই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিবে। ষোড়শ বৎসরাধিক যারা তারা সত্যাগ্রহে যোগদান করিবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যারা ছাড়িয়া আসিবে তারা এই স্পষ্ট সর্তে ছাড়িবে যে স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রত্যাবর্তন করিবে না। এই বিষয়ে অবশ্য কোনোরূপ জবরদস্তি চলিবে না। শুধু যারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় ঐরূপ করিতে অভিলাষ করিবে তারাই বাহির হইয়া আসিবে। বলপ্রয়োগে কোনো শুভ লাভ হয় না।

“গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কোনো স্থানে অনুচিত কার্য অনুষ্ঠিত হইলে জনসাধারণ প্রতিরোধ প্রদান করিয়া দণ্ড সহ্য করিবে। উদাহরণস্বরূপ গ্রামবাসী, শ্রমিক অথবা গৃহস্বামীদিগকে তাদের জোত-জমি বা গৃহ ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইলে তারা সোজাসুজি এরূপ আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে। পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান বা অন্যত্র জমি মঞ্জুর ইত্যাদির দ্বারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে তারা জোত-জমি বা গৃহাদি ছাড়িয়া দিতে পারে। এখানে আইন অমান্যের কোনো প্রশ্ন নাই, শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা অন্যায়ের নিকট বশ্যতা অস্বীকারের প্রশ্ন রহিয়াছে। সামরিক কার্যকলাপে বাধা দিতে আমরা চাই না, কিন্তু স্বেচ্ছাচারমূলক উৎপীড়নের নিকট আমরা নতি স্বীকার করিব না।

“লবণ করের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের প্রভূত দুর্দশা সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব লবণ যেখানে যেখানে প্রস্তুত করা যায়, দরিদ্র জনসাধারণ সেখানে নিজেদের জন্য তাহা অবশ্যই প্রস্তুত করিয়া দণ্ডভোগের ঝুঁকি গ্রহণ করিবে।

“যে গভর্ণমেণ্টকে আমরা নিজেদের বলিয়া মনে করি ভূমি-কর :শুধু তারই প্রাপ্য। বর্তমান গভর্ণমেণ্টকে অনুরূপ মনে না করিতে আমাদের বহুদিন লাগিয়াছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা ভূমি-কর প্রদান করিতে অস্বীকার করার মত কাজ করি নাই, কারণ আমরা ভাবিয়াছিলাম দেশ উহা করিবার পক্ষে প্রস্তুত নয়। কিন্তু এখন সময় আসিয়াছে, সাহসী ও সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত ব্যক্তিদের কর প্রদান করিতে অস্বীকার করা উচিত। কংগ্রেসের মুক্ত জমিতে যারা

কাজ করে জমি তাদেরই, আর কাহারও নয়। ফসলের অংশ কাহাকেও যদি তারা প্রদান করে তবে তাহা শুধু তাদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরেই প্রদত্ত হয়। ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের বহুবিধ পদ্ধতি আছে। যেখানে জমিদারী প্রথা বর্তমান সেখানে জমিদার কর দেয় গভর্ণমেণ্টকে, আর রায়তরা দেয় জমিদারকে। এরূপ ক্ষেত্রে, জমিদার নিজের অবস্থা রায়তের সহিত একই রূপ করিলে রাজস্বের অংশ (যাহা পারস্পরিক মীমাংসার দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে), তার নিকট প্রদান করা উচিত। কিন্তু জমিদার গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিতে চাহিলে তাকে করপ্রদান করা উচিত নয়। ইহার ফলে অবশ্য অবিলম্বে রায়তের ক্ষতিসাধিত হইবে। অতএব যারা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত শুধু তারাই ভূমির রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিবে।

“এগুলি ছাড়া আরো কয়েকটী বিষয় গৃহীত হইতে পারে। উপযুক্ত সুযোগে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্দেশ প্রচারিত হইবে।”

পুনশ্চ :—

সেবাগ্রাম

২৮-৬-’৪৫

ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এইগুলি প্রচার করিবার কথা ছিল। বর্তমানে এইগুলি ঐতিহাসিক নথির অংশমাত্র। এম, কে, গ,